বিষয়।		পৃষ্ঠা।

(৩)—বসন্ত।

লালিনী লাল, লাল আবিরণ, সখীগণ লালহিঁ লাল।
কুঞ্জহিঁ লাল, লাল নিধুবন, যমুনা-সলিলহিঁ লাল॥

বিলসই নন্দকি লাল।

লাল নলিনীকুল, লাল অলি সঞ্চরু, লালহিঁ পীবর রসাল॥ ধ্রু

লাল লতা তরু, লাল পাখিকুল, চিন্তামণি-ভূমি লাল।
গগনহি লাল, লাল দিন যামিনী, লালহিঁ ফুল নিরমল॥

লাল বসন্ত, গাওয়ে মনোরম, লাল ডম্ফকুল বাজ।
বল্লবী লাল, মনহিঁ পর সঞ্চরু, লালহিঁ লাল বিরাজ॥

(৪)—কেদার।

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়॥

আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে॥

কর সঞে মুরলী ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালী দেয় সব সখীগণ হাসি॥

চুয়া চন্দন ভরি পিচকারী।
শ্যাম-নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥

ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্ন-হার।

বহুস্থানে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অনুবাদ ও সিদ্ধান্তাদি সহ

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর দাসানুদাস

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

পরিমার্জ্জিত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত।

ধান্যকুড়িয়া

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীশ্যামপদ তরফদার।
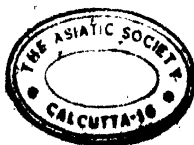
ডাকে খরচ ॥/০ মূল্য ৪৲ টাকা।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো নো জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

শ্রীপদ্মপুরাণ।

কর সর্ব্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ,
ক্ষণমাত্র তাঁরে ভুল না কখন।
এ বিধি নিষেধ সকলের রাজা,
বিধি ও নিষেধ আর সব প্রজা।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

করয়ে যে জন হরি আরাধন,
তপস্যায় তার কোন্ প্রয়োজন?
না করে যে জন হরি আরাধন,
কি করিবে তারে তপ-আচরণ?
অন্তরে বাহিরে হরি শোভে যার,
কোন্ প্রয়োজন তপস্যায় তার?
অন্তরে বাহিরে হরি নাহি যার,
তপস্যা করিয়া কিবা ফল তার?

---

৩ নং কাশীমিত্র-ঘাট ষ্ট্রীট
কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোরাচাঁদ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

নিবেদন।

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণং প্রয়াত॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতট-স্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

পতিত-পাবন পরম-দয়াময় শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ-কৃপায় এই অযোগ্য হস্তে "শ্রীশ্রীভক্তিরত্ন-হার" গ্রথিত হইয়াছে। নানা রত্ন-সমুদ্র হইতে অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অমূল্য 'হার' গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অযোগ্য হস্তে গ্রথিত হওয়ায়, ইহা হয় ত কণ্ঠে ধারণ করিবার অযোগ্যই হইয়াছে;

তথাপি ভক্ত-মহোদয়গণ দোষদৃষ্টি-পরিশূন্য ও গুণগ্রাহী বলিয়া, তাঁহারা এই অমূল্য-হারের গ্রন্থন-দোষ পরিহার পূর্ব্বক কেবল রত্নের আদর করতঃ সাদরে ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবেন এই আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি এবং তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন তাহাই করেন তজ্জন্য করযোড়ে তাঁহাদের শ্রীচরণ-সমীপে সকাতরে প্রার্থনা ও বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থখানি অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মূল্যাধিক্য বশতঃ, তাহার সার লইয়া বিশেষ সুলভ মূল্যে নিত্য-ভজনোপযোগী বিবিধ-বিষয়-পূর্ণ এই গ্রন্থখানি করা হইয়াছে। আশা করি সকলেই ইহা ক্রয় করিতে পারিবেন। আর ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র ও মূল্যে অনেক সুলভ বলিয়া শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারের গ্রাহকগণও নিত্যসঙ্গিরূপে ইহা কিনিলে ভাল বই মন্দ হইবে না, যেহেতু নিত্য-ভজনের জন্য ইহা সঙ্গে রাখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। যাঁহাদের নিত্য এক অধ্যায় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বা শ্রীগীতা পাঠের নিয়ম আছে, তাঁহাদিগকে ২।৫ দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইলে, দৈনিক নিয়ম-রক্ষার্থে এতগুলি গ্রন্থ সঙ্গে না লইলে বেশ চলিতে পারিবে, যেহেতু ঐ গ্রন্থগুলির এক একটী অধ্যায় এই "**শ্রীশ্রীভক্তিরত্নহার**"-গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন; তাহা নিত্য পাঠ করিলেই মহাত্মাগণের দৈনিক নিয়ম রক্ষা হইবে।

মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে একবাক্যে নিরূপিত হইয়াছে; নিম্নে কতিপয় শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা :—

স্কন্দপুরাণে—"আলোড্য সর্ব্ব-শাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥"

পদ্মপুরাণে—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

মহাভারতে—"যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥"

অপিচ সর্ব্বদেব-শিরোমণি, সর্ব্বারাধ্যপাদ কলি-পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর অসীম করুণা করিয়া আমাদিগকে সেই মধুরাতিমধুর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন প্রদান করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌর-ভজন করা এবং তাঁহার ভজনের সর্ব্বকার্য্য প্রথমেই করা আমাদের প্রধান ও অবশ্য-কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত ভক্তমহোদয়গণ দেখিতে পাইবেন, এই গ্রন্থে একাধারে শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার প্রণালী ও সুযোগ-সুবিধা অতি সুন্দর-রূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সমস্ত বিষয়ই মহাজনগণকৃত গ্রন্থ-সমূহ হইতে সংগৃহীত; সুতরাং বলা বাহুল্য, সমস্ত বিষয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরম উপাদেয়। ভজন-সাধন-বিষয়ে এই গ্রন্থখানির দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবগণের কিছুমাত্র সাহায্য হইলে এ দাসের শ্রম সার্থক হইবে।

আমার পরম-পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণকৃপায় এই গ্রন্থখানিকে ভজন-সাধনের পক্ষে উপাদেয় ও উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু অজ্ঞতা ও ভক্তিহীনতা প্রযুক্ত নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তথাপি করযোড়ে ইহা নিবেদন করা যাইতে পারে যে, এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভজন-সাধন করিলেও ভজন-পথে দিন দিন অগ্রসর হইবার সুবিধাই হইবে এবং দিন দিনই ভজন-ফল পরিপুষ্ট ও তজ্জনিত আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; পরন্তু বলা বাহুল্য, ভজন অবশ্য একাগ্রচিত্তেই করিতে হয়। ভজনই হইল মূলবস্তু; ভজন ব্যতীত কোনও ফলই লাভ করা যায় না—তা যেখানে বা যে অবস্থাতে থাকিয়া ভজন করা হউক না কেন। এই ভজন আবার যথাবিধি করিতে হয়; নিষ্কপটে, একান্তভাবে, একচিত্তে, দৃঢ়-শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিষ্কাম ও নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করিতে হয়, নতুবা ভজনের প্রকৃষ্ট ফল যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও তজ্জনিত পরমানন্দ, তাহা লাভ করা

যায় না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অবশ্য যে কোনরূপে করা হউক না কেন, তাহা কদাচ বিফল হয় না, ফলের তারতম্য আছে মাত্র। ভজনের প্রকৃষ্ট ফল যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ করিতে হইলে অবশ্য পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকৃষ্ট ভজনই করিতে হইবে।

এই গ্রন্থের সমস্ত বিষয়গুলিই যে মধুরাতিমধুর, তাহা গ্রন্থখানি যতই পাঠ করিবেন ততই বুঝিতে পারিবেন, যেহেতু ততই ইহা পর পর আরও মধুর লাগিবে এবং নিত্যনূতন বোধ হইবে। অপিচ ইহার কতকগুলি বিষয় নিত্য পাঠ করিলে হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ভজন-তত্ত্ব স্ফুরিত হইতে থাকিবে এবং তন্নিমিত্ত তখন তদনুসারে ভজন করিতে থাকিলে পরম-মঙ্গল ও পরমানন্দ লাভ হইবে।

"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থের সার লইয়া এই "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাগার"-গ্রন্থখানি করা হইয়াছে বটে তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় ও ভাল ভাল নূতন বিষয় দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" অত বড় গ্রন্থেও নাই, যথা :—

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনার ব্যাখ্যা; সমস্ত ধ্যানগুলির অনুবাদ; সমস্ত মন্ত্রগুলির অনুবাদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ-আরতি-কীর্ত্তন, অষ্টপ্রহরাদি-সর্ঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের পদ্ধতি; ভোগমালা বা চৌষট্টি-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি; বৈষ্ণব-সমাদর (ত্যাগী ও গৃহী—উভয়বিধ বৈষ্ণবেরই তুল্য-সমাদর।)

গ্রন্থখানিকে ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, তথাপি মুদ্রাকরের বা এ দাসের অজ্ঞতা ও অনবধানতা বশতঃ যে সমস্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে, মহাত্মাগণ কৃপা করিয়া তাহা সংশোধন পূর্ব্বক এ দাসকে উহা অবগত করাইয়া বাধিত করিবেন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থখানির দ্বারা ভক্তগণের ভজন-সাধনের কিছুমাত্র সাহায্য হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এক্ষণে কাগজ শুধু যে দুষ্প্রাপ্য তাহা নহে, কাগজের মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি

পাইয়াছে এবং ছাপার দাম তদপেক্ষাও অতিরিক্ত বেশী হইয়াছে; তজ্জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের মূল্য আর কম করা গেল না।

পরিশেষে শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে করযোড়ে ও সানুনয়ে এই নিবেদন যে, তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া তাঁহাদেরই প্রাণবল্লভের অমৃতময়-কথা-পরিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক নিত্য ইহার পূজা ও পাঠাদি করেন, তাহা হইলে এ দাস কৃতকৃতার্থ হইবে এবং দাসের আনন্দের সীমা থাকিবে না।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

এই গ্রন্থের একমাত্র স্বত্বাধিকারী মদীয় শ্রীকৃষ্ণভজনাকাঙ্ক্ষী জামাতা শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল; সাং কলস্থর মণ্ডল-বাটী; পোঃ কলস্থর; জেলা ২৪ পরগণা; থানা দেগঙ্গা; মহকুমা বারাসাত। আমার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থে একমাত্র তাহারই সম্পূর্ণ অধিকার, অন্য আর কাহারও নহে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির
ধান্যকুড়িয়া; ২৪-পরগণা।
১লা পৌষ, ১৩৫২ সাল।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬০।

শ্রীবৈষ্ণবপদরেণু-ভিখারী দাস
শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ধ্যান	...	৩৩২
ঐ অনুবাদ	...	৩৩২
শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ধ্যান	...	৩৩২
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৩
শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর ধ্যান	...	৩৩৩
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৩
শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের ধ্যান	...	৩৩৩
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৪
শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দের ধ্যান	...	৩৩৪
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৪
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (৩টী)	...	৩৩৪
ঐ অনুবাদ (৩টী)	...	৩৩৪
শ্রীশ্রীরাধিকার ধ্যান	...	৩৩৬
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৬
শ্রীশ্রীবাল-গোপালের ধ্যান	...	৩৩৬
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৬
শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান	...	৩৩৭
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৭
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান	...	৩৩৭
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৮
আত্ম-ধ্যান	...	৩৩৭
ঐ অনুবাদ	...	৩৩৮

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

ইতি সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

(প্রথমে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিবেন।)

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	২১	রাধাবল্লভও,	রাধাবল্লভও
৪	২১	বালয়া	বলিয়া
৯	৯	উচ্ছৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
২২	১৮	স্ফূর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
৫৩	১৬	নদীশ্বরে	নন্দীশ্বরে
৫৪	১২	মিলিয়ে	মিলয়ে
৫৫	২০	তৃণ-রূপা	তৃণ-রূপী
৬১	২২	জর	জয়
৭৮	১৫	হয়ে	হবে

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৭৮	২০	আত্তি	আর্ত্তি
৮১	১১	মোর	মোরে
৮৪	১৮	যশঃকীর্ত্তন	যশ
১৪৫	৯	করো	করেঁ।
১৫২	৯	তশ্চাসৌ	ব্রতশ্চাসৌ
১৫৮	৬	বিলাসাম্বত	বিলাসান্বিত
১৫৮	৬	শ্রীরাধাকৃষ্ণরই	শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই
১৫৮	৭	ঋ্বষি	ঋষি
১৫৮	৮	ত ন	তখন
১৮৬	১০	পাতকার	পাতকীর
২০৪	৭	বাগ	বাগ্
২০৫	২০	স্বাদর্শ	স্বাদৃশ
২২৩	৪	শ্রীযশঃ	শ্রীর্যশঃ
২৩২	৪	কয়ি	করি
২৩৯	১২	দ্বন্দ্বাঙ্গ	দ্বন্দ্বাঙ্গং
২৪৩	২৪	যাহার	যাঁহার
২৪৪	১৯	বদ্ধিতাত্ম	সদ্ধিতাত্ম
২৪৯	৯	চচ্চিত	চর্চ্চিত
২৫৮	১৭	পাতনা	পীতনা
২৬১	১৯	তন্নিত্ত	তন্নিমিত্ত
২৬৭	২৩	অতবএ	অতএব
২৭৩	১৯	নীরাহারো	নিরাহারো
২৮১	১৩	করপল্লব	করপল্লবং

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৮৩	৩	বাসসাং-	বাসসাং
২৮৩	১৯	কণিকা	কর্ণিকা
২৮৪	৮	রুচিমনসি	রুচির্মনসি
২৮৬	৭	কণিকা	কর্ণিকা
২৯০	৩	পাতবর্ণ	পীতবর্ণ
৩০১	১২	হ্রী	হ্রীঁ
৩০১	১৬	ক্লৈ	ক্লৈঁ
৩০৮	১৯	বদ্ধনো	বর্দ্ধনো
৩১১	১০	সুরাত্তিঘ্নো	সুরার্ত্তিঘ্নো
৩১৩	৮	সর্ব্বজীব	সর্ব্বজীব-
৩২৪	১১	গোপা	গোপী
৩২৪	১৪	গ্লৌ	গ্লৌ
৩২৫	৬	হ্রী	হ্রীঁ
৩৩৩	৭	শ্রীগারাঙ্গ	শ্রীগৌরাঙ্গ
৩৩৩	৯	শ্রীসঙ্কীত্তন	শ্রীসঙ্কীর্ত্তন
৩৬৫	৪	সীথি	সীঁথি
৩৮৯	৪	নিকটহি	নিকটহিঁ
৩৮৯	৯	সমঝুব	সমুঝব
৩৮৯	১৮	পাঠ'	পীঠ'
৩৯০	৯	বেণর	বেশর
৪০১	১০	হুহু	হুহুঁ
৪১২	৮	প্রেম	প্রেমে
৪১৫	২১	বক	বুক

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪১৯	১৮	গোপা	গোপী
৪৫৯	১৪	দোষবহ	দোষাবহ
৪৮২	৬	জলে	জল
৪৮৭	১২	গুহ্য গোপ্তা	গুহ্য-গোপ্তা
৪৮৯	১৯	গোপানাং	গোপীনাং
৪৯৬	৬	ময়	ময়া
৫১২	২	কাজ	কাজে
৫৭০	৯	পঙ্কজাচ্চিতং	পঙ্কজার্চ্চিতং
৫৭১	২	দায়ূষাং	দায়ুষাং
৫৭১	৮	পর্য্যপাসতে	পর্য্যুপাসতে
৫৭২	১	মৎপরা	মৎপরাঃ
৫৯৩	১	প্রজল্পো	প্রজল্পো
৬১০	১৮	সদৈস্ত	সদৈন্তে
৬১১	৮	হইয়া	হইয়া থাকে।
৬২৭	১১	তাহারা	তাঁহারা
৬২৮	১৪	অতুজ্জ্বল	অত্যুজ্জ্বল
৬৬০	১৮	সেবা	সেবা লাভ
৬৬৭	১৪	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
৬৬৮	১	নান	নানা
৬৬৮	৯	গোপা	গোপী
৬৬৮	১৬	ক্লী	ক্লীঁ
৬৬৯	৪	বহিমুখ	বহির্মুখ

ইতি শুদ্ধিপত্র সম্পূর্ণ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনং।
সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনং ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥

নন্দিপুরাণ।

হর্ষে প্রভু কহে—"শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম-উপায় ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা—পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

অষ্টাদশ পুরাণ।

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতং ॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ব্রহ্ম-পুরাণ, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ—এই অষ্টাদশ পুরাণ।

ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ—এই ছয়খানি সাত্ত্বিক-পুরাণ। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম—এই ছয়খানি রাজসিক-পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি—এই ছয়খানি হইল তামসিক-পুরাণ। সাত্ত্বিক-পুরাণ-সমূহে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিকরূপে, রাজসিক-পুরাণ-সমূহে ব্রহ্মার মহিমা অধিক-রূপে এবং তামসিক-পুরাণগুলিতে অগ্নি ও শিবের মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-মিশ্রিত শাস্ত্রসমূহে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবত অর্থাৎ "শ্রীমদ্ভাগবত" অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলিয়া পুরাণশ্রেষ্ঠ হওয়ায়, ইনি হইলেন মহাপুরাণ। বস্তুতঃ ইনি নিখিলবেদের সার বলিয়া ইঁহাকে পঞ্চমবেদ-রূপে প্রতিষ্ঠিত ও পরিগণিত জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগদাধরচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীশ্রীবাসাদি-গৌরভক্ত-বৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ নমঃ, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীনবদ্বীপবাসি-ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীব্রজবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীব্রজবাসিবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, শ্রীক্ষেত্রবাসিবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, সর্ব্ব-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্ন-হার।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥ ধ্রু॥

জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি॥ ১॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥ ২॥
সত্য-জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজ-ভূমে বাস॥ ৩॥
যাঁর প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥ ৪॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥ ৫॥

গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥ ৬ ॥
গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥ ৭ ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে ॥ ৮ ॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥ ৯ ॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা-ভক্তি।
জগত তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥ ১০ ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥ ১১ ॥
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥ ১২ ॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন-দাস ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল-সনাতনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনার অর্থ।

১। এতদ্দ্বারা শ্রীগুরুদেবের অপরিসীম মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাকে কৃষ্ণ-তুল্য পূজ্য বলিয়াই ভাবিতে হইবে এবং তদ্বৎই তাঁহার সমাদর

করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" এই বাক্যে এবং অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলায়, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মেও তুলসী দিতে হইবে এবং ভোজনার্থে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ না দিয়া অনিবেদিত দিতে হইবে। কিন্তু এই মত দুইটি নিতান্ত অযুক্ত, ভ্রান্তিমূলক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অস্মৎ-সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থের মধ্য ২২ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। তবে এখানে সামান্য কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যগৃহে সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকেন তখন, যে শিষ্যের পক্কান্ন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সমাজ বা ভক্তি-বিরুদ্ধ, সেই শিষ্য তাঁহাকে ভোজনার্থে অবশ্য অনিবেদিত অপক্ক দ্রব্যাদিই দিবেন; শ্রীগুরুদেব তাহা ভোজনযোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিবেন; অনিবেদিত কোনও দ্রব্য শ্রীগুরুদেব কদাচ গ্রহণ করেন না। আর যে শিষ্যের পক্কান্ন-গ্রহণে শ্রীগুরুদেবের কোনও বাধা নাই, সেই শিষ্য তাঁহাকে নিবেদিত প্রসাদই দিবেন, কিম্বা শ্রীগুরুদেব যদি স্বয়ং নিবেদন পূর্ব্বক প্রসাদ ভোজন করিতে চান, তবে তাঁহাকে অনিবেদিতই দিবেন; কিন্তু মানস-পূজায় সকল শিষ্যের পক্ষেই শ্রীগুরুদেবকে ভোজনার্থে প্রসাদ দিতে হইবে, অনিবেদিত নহে। অপিচ, সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন অবস্থাতেই গুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দিতে নাই। শ্রীগুরুদেবকে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিলেও, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি যে তাই বলিয়া একেবারেই কৃষ্ণ তাহা নহেন, যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্রজবল্লভও নহেন, রাধাবল্লভও, নহেন, গোপীবল্লভও নহেন, মা যশোদার প্রাণধনও নহেন, শিখিপুচ্ছধারী ত্রিভঙ্গ মুরলীধরও নহেন, কিম্বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্য-পরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য, সর্ব্বগুণময়, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি, সর্ব্বজগৎপতি,

সর্ব্বচিত্তবিমোহন-লীলাকারী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্‌ও নহেন। সুতরাং তিনি যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, ইহার অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, তিনি কৃষ্ণতুল্য পূজ্য ও আদরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ কখনও এক বই দুই হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্য পূজ্য বলায়, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, গুরুদেব যখন কৃষ্ণতুল্যই পূজ্য, তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যখন তুলসী দিতেছি, তখন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মেই বা তুলসী না দিব কেন? কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, এখানে 'পূজ্য' অর্থে শ্রীকৃষ্ণের পূজা যেরূপ বিধানে করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবের পূজাও যে ঠিক্ সেই বিধানেই করিতে হইবে, এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না, যেহেতু আমরা যেরূপ রত্ন-সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় বামপার্শ্বস্থ তৎপ্রেয়সী শ্রীরাধিকা-সমন্বিত করিয়া ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি কার্য্যদ্বারা পারিপাট্য সহকারে বিবিধ বিধানে পূজা করিয়া থাকি, কই শ্রীগুরুদেবকে ত গোপী-সমন্বিত করিয়া বা এমন কি তৎপত্নী-সমন্বিত করিয়াও পূজা করি না, কিম্বা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঐরূপ বিবিধ বিধানেও পূজা করি না। সুতরাং শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূজ্য হইলেও, উভয়ের পূজার মধ্যে ত প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব 'পূজ্য' অর্থে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূজা অর্থাৎ সম্মান করিতে হইবে, এই অর্থই বুঝাইতেছে জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তাহা ঠিক্‌মত জানা না থাকিলেই নানা বিভ্রাটে পড়িতে হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ হইল—তিনি কৃষ্ণদাস; কিন্তু কৃষ্ণদাস কদাচ কৃষ্ণ হইতে পারেন না বলিয়া, গুরুদেবও কদাচ কৃষ্ণ নহেন; তবে শিষ্য তাঁহাকে অবশ্যই কৃষ্ণ-রূপে দেখিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণতুল্যই তাঁহার সম্মান ও সমাদর করিবেন, কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার শ্রীচরণে কদাচ তুলসী দিবেন না বা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ ব্যতীত অনিবেদিতও

কদাচ দিবেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের যে অধিকার, সে অধিকার তাঁহার দাসের কদাচ নাই বা হইতেও পারে না। এই প্রথাই সদাচারে সর্ব্বত্র প্রচলিত। শ্রীচরণে তুলসী লইবার অধিকার একমাত্র শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদ্বৈত এবং শ্রীনারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহগণ ব্যতীত অন্য আর কাহারও নাই, এমন কি অন্য কোনও দেবদেবীরও নহে, যেহেতু তাঁহারা সকলেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসী। শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিলেও, উহার অর্থে তিনি যে কৃষ্ণতুল্য পূজ্য, এবং প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ স্বরূপতঃ তিনি যে কৃষ্ণ নহেন, পরন্তু তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের দাসমাত্র, তাহাও শাস্ত্রে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন; নিম্নে ইহা কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুল-প্রদীপ শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥

অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেই হরিরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি যিনি সেই প্রভু-শ্রীহরির প্রিয়পাত্রমাত্র অর্থাৎ পরমপ্রিয় ভক্ত বা দাসমাত্র, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।

নিখিলবৈষ্ণবপূজ্য পার্ষদ-প্রবর শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ তৎপ্রণীত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন :—

গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।

অর্থাৎ হে মন! শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-জ্ঞানে অর্থাৎ তদীয় পরমপ্রিয় ভক্ত বা দাসরূপে সর্ব্বদা স্মরণ কর।

উক্ত মনঃশিক্ষার এই অংশের টীকায় নিখিলশাস্ত্র-বিশারদ ভাগবত-

শিরোমণি শ্রীমদ্ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপতঃ, তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "আচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতং।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, গুরুকে আমি (অর্থাৎ কৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে, তাহার অর্থ এই যে, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য পূজ্য অর্থাৎ আদরণীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে।

বৈষ্ণব-জগতের মুকুটমণি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীল-শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তৎকৃত ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন :—

"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা
সহাভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"

অর্থাৎ শাস্ত্রে যে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদ-দৃষ্টিতে দেখিতে বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরম-বিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য শুদ্ধভক্তগণ এইরূপই বিবেচনা করেন যে গুরুদেব ও শিব শ্রীভগবানের প্রিয়তম অর্থাৎ পরমপ্রিয় ভক্ত বা দাস বলিয়াই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সহ তাঁহাদের ঐরূপ অভেদ-দৃষ্টির আদেশ করিয়াছেন।

এখানে কেহ কেহ "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে" এই বাক্যে 'একে' শব্দের অর্থে 'কোন কোন' অর্থ ধরিয়া 'কোন কোন শুদ্ধভক্ত' এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় 'ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্ব-ধাম্নি' ইত্যাদি ৩০ দাগ শ্লোকের (অস্মৎ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত দ্রষ্টব্য) ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামিপাদ 'একে' শব্দের অর্থে বলিয়াছেন 'মুখ্যা বিবেকিনঃ' অর্থাৎ 'প্রধান প্রধান বিজ্ঞগণ'। তাহা হইলে তদনুসারে 'শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে' ইহার অর্থে 'পরম-বিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য শুদ্ধভক্তগণ' এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। পরন্তু যদি 'শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে' এই বাক্যের অর্থে

'কোন কোন শুদ্ধভক্ত' এইরূপ অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, 'গুরুদেব ও শিব যে শ্রীভগবানের প্রিয়তম' এইরূপ অর্থ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিজের অভিপ্রেত নহে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন 'কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।' কিন্তু ইহা যে শ্রীজীবপাদের নিজের অভিপ্রেত নহে, এ কথা কদাচ বলা যায় না, যেহেতু তিনি 'শুদ্ধভক্তাঃ' এই শব্দের উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, 'একে' শব্দের অর্থে 'কোন কোন' এই অর্থ ধরিলেও, ঐ সমস্ত শুদ্ধভক্তগণের মত কদাচ অগ্রাহ্য করিবার নহে, যেহেতু তিনি তাঁহাদিগকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তবে যদি তিনি 'শুদ্ধভক্ত' না বলিয়া কেবল 'ভক্ত' এই কথা বলিতেন, তাহা হইলেও না হয় 'একে' শব্দের অর্থে 'কোন কোন' এই অর্থ ধরিয়াও, তাহা যে শ্রীজীবপাদের নিজ-মত নহে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা চলিতে পারিত; কিন্তু শুদ্ধভক্ত-গণের মত ত কদাচ অগ্রাহ্য করিবার নহে; সুতরাং শ্রীজীবপাদ 'শুদ্ধভক্তাঃ' বলায়, উহা যে তাঁহার নিজেরও মত তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব যে শ্রীকৃষ্ণের দাস, এই তত্ত্ব পরমারাধ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুও তৎপ্রণীত বিশ্ববিশ্রুত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, যথা :—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১ম পরিচ্ছেদ।

এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি দ্বারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব-স্বরূপই স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই "গুরু-বন্দনা" প্রবন্ধেও ইহার পরেই ২ দাগ পয়ারে বলিয়াছেন :—

মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।

এতদ্দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপার মহিমা,

শ্রীগুরুদেবকেও তদ্রূপই মহিমময় বলিয়া জ্ঞান করিবে, যেহেতু যে গুরুদেব এই সুদুস্তর ভব-সমুদ্র পার করিবার একমাত্র মূলীভূত, যাঁহার কৃপা ব্যতীত এই সুদুঃসহ ভব-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অন্য আর কোনও উপায় নাই, তাঁহার যে কি মহামহিমা তাহা কে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? সেইজন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই ভক্তি করিতে হইবে. তাঁহাকে কৃষ্ণ-স্বরূপেই দেখিতে হইবে; পরন্তু 'কৃষ্ণদাস-রূপ তাঁহার যে প্রকৃত-স্বরূপ বা মূলতত্ত্ব, তাহা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী দিয়া বা তাঁহাকে অনিবেদিত দিয়া যেন অপরাধী হইতে না হয়, তদ্বিষয়েও বিশেষরূপ সাবধান থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিজে নিজ-তত্ত্ব বিশেষরূপ অবগত আছেন বলিয়া, তিনি নিজ-চরণে তুলসী-গ্রহণের কথা ভাবিতেই পারেন না, বরং দিতে গেলে ভীত হইয়া সরিয়াই দাঁড়ান; অপিচ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ ব্যতীত অনিবেদিতও কদাচ ভোজন করেন না, বা তাঁহার পক্ষে তাদৃশ প্রবৃত্তি হওয়াও কদাচ বাঞ্ছনীয় বা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। শ্রীগুরুদেবকে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রের এই উক্তি কেবল তদীয় শিষ্যের পক্ষেই গ্রাহ্য, অন্য কাহারও পক্ষে নহে—একমাত্র শিষ্যই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিবেন; তাঁহাকে তদ্রূপে দেখা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রীগুরু-চরণে অপরাধী হইয়া শিষ্যের সমস্ত ভজন-সাধন সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; পরন্তু যে শিষ্যের যে গুরুদেব সেই শিষ্য ব্যতীত অন্য কেহই সেই গুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া দেখেন না, তাঁহাকে মহামান্য মনুষ্যরূপেই দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার সহিত তদ্বৎই ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেরূপ ভাব ত কাহারও নাই—শ্রীকৃষ্ণ সকলের নিকটই কৃষ্ণ, কেহই তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না; তবে নাস্তিকগণ যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে না, সে কথা স্বতন্ত্র। আবার দেখুন, শাস্ত্রানুসারে যে

গুরুদেব শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই গুরুকেই আবার অবৈষ্ণবোচিত আচরণের জন্য পরিত্যাগ করিবার কথাও শাস্ত্রে আদেশ করিয়াছেন, যথা :—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত মহাভারত-(উদ্যোগপর্ব্ব)-বচন।

অর্থাৎ "যে গুরু কুকার্য্যে লিপ্ত, কি না যিনি বিশিষ্ট-বৈষ্ণবসদাচারহীন বা বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান নাই এবং যিনি উন্মার্গগামী অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল বা অসৎপথাবলম্বী, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে।" শ্রীগুরুদেবের পক্ষে মৎস্য-মাংসাদি বিশেষ-নিষিদ্ধ কদর্য্যভক্ষণ বা মদ্যাদি মাদকদ্রব্য-সেবন, পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রীগমনাদি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ-সমূহ বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও অত্যন্ত ঘৃণিত অসদাচার বলিয়া জানিতে হইবে; সুতরাং শাস্ত্রমতে এরূপ কদাচারী গুরু ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ-ভজননিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে ত্যাগার্হ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই ত শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, গুরুর ত্যাগ রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কি কখনও ত্যাগ আছে নাকি? সুতরাং এতদ্দ্বারাও কি গুরু ও কৃষ্ণে প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে না? ব্যবহারে দেখা যাইতেছে, কত গুরুদেব মৎস্যাদি ঘৃণিত ভোজন করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কি সেরূপ কিছু আছে নাকি? সুতরাং এতদ্দ্বারাও কি গুরু-কৃষ্ণে প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে না? যদি বলেন, "আবার কত কত গুরু রহিয়াছেন, যাঁহারা মৎস্যাদি ঘৃণিত ভোজন করিতেছেন না; তাহা হইলে কি শাস্ত্রোক্তির ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, গুরু হইলেই যে তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলেন তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত গুরু বিশিষ্ট-সদাচারপরায়ণ, তাঁহারাই কেবল সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আর তদ্বিপরীতাচারবান্

গুরুগণ তাহা নহেন ?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রে ত সাধারণভাবে সমস্ত গুরুকেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন,তবে আবার গুরুদেব বিশিষ্টরূপ অবৈষ্ণবাচারবান্ হইলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিবার বিধিও শাস্ত্রে দিয়াছেন ; কিন্তু এই ত্যাগ কোনও অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রযোজ্য নহে। ব্যবহারে দেখা যায়, গুরুদেব যদি কদাচিৎ চৌর্য্যাদি গুরুতর অপরাধ-মূলক কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কি সেরূপ কিছু আছে নাকি ? শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণের অনন্ত গুণ চৌষট্টি প্রধান', কিন্তু তাদৃশ গুণ কি শ্রীগুরুদেবেও সর্ব্বতো-ভাবে বিদ্যমান আছে নাকি ? তাহা ত নাই। সুতরাং এই সমস্ত পার্থক্য-মূলক উদাহরণ-সমূহ দ্বারা কি গুরু-কৃষ্ণে বিশিষ্ট পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে না ? শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, "শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গুরুকে আমি বলিয়াই জানিবে ; কদাচ তাঁহার অবজ্ঞা করিও না ; তাঁহার প্রতি কদাচ মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া বিদ্বেষ-পরায়ণ হইও না অর্থাৎ তাঁহাকে কদাচ মনুষ্য জ্ঞান করিও না ; গুরু হইলেন সর্ব্বদেবময়।" এতদ্দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, গুরুদেব যদিও মনুষ্যই বটেন, তথাপি কদাচ তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করিও না। এই গুরু-বন্দনাতেও ৭ দাগ পয়ারে বলিয়াছেন,

গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান না কর কখন।

এতদ্দ্বারাও ত ইহাই বলিলেন যে, শ্রীগুরুদেব যদিও মনুষ্য বটেন, তথাপি তাঁহাকে কদাচ মনুষ্যজ্ঞান করিও না। আবার ৯ দাগে বলিয়াছেন,

গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥

এতদ্দ্বারা ত ইহা স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিলেন যে, শ্রীগুরুদেব মনুষ্য বলিয়াই কদাচিৎ তাঁহার কুক্রিয়াচরণ হইতেও পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কদাচ সেরূপ হইতে পারে না বলিয়া, তৎসম্বন্ধে এরূপ কথা শাস্ত্রাদিতে কোথাও বলেন নাই। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করিবার জন্য অন্যান্য সকলেও যেমন কৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপই কৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন, যেহেতু তিনি হইলেন কৃষ্ণ-দাস, নতুবা তিনি যদি একবারে কৃষ্ণই হইতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণ-ভজন সে আবার কি কথা? সুতরাং বুঝা যাইতেছে, গুরু ও কৃষ্ণ কদাচ এক নহেন, তবে শিষ্য গুরুদেবকে অবশ্যই কৃষ্ণ বলিয়া জানিবেন এবং কৃষ্ণরূপেই তাঁহাকে দেখিবেন যেহেতু শিষ্যের নিকট তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ-তুল্যই পূজ্য ও আদরণীয়।

ভব-জলধি উত্তীর্ণ হইবার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান সোপান হইলেন শ্রীগুরুদেব; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা করিয়া তদন্তে কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ও তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব অন্যের নিকট যাহাই হউন না কেন, অন্যে তাঁহাকে যে চক্ষেই দেখুন না কেন, শিষ্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই কৃষ্ণরূপে দেখিবেন ও ভাবিবেন এবং তদ্রূপই তাঁহার সমাদর করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে কীদৃশভাবে পরম ভক্তি ও পরমাদর করিতে হইবে, তাহা "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থের 'বৈষ্ণব-সদাচার'-প্রকরণে 'গুরুসেবা ও গুরুভক্তি'-প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে; ইচ্ছা হইলে তাহা দেখিয়া লইবেন।

শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি আবার বলেন যে, কেবল গুরুভজন করিলে পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আর না করিলেও চলিবে। এরূপ উক্তি অবশ্য সর্ব্বথা অযুক্ত ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিচার পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। শ্রীজীব

গোস্বামিপাদ যে ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অর্থাৎ 'শ্রীগুরুদেবের সেবাপূজা করিলে অন্যরূপ ভগবদ্ভজন না করিলেও চলিবে' এই যে শ্রীজীবের বাক্য, ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কেহ কেহ ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, যে শ্রীজীবপাদ ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তিনিই আবার কথায় কথায় সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। কেন, তিনি কি তাঁহার নিজের কথার অর্থ নিজে জানিতেন না? অপিচ তিনি নিজেও ত দৃঢ় ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। কেন, তিনি ত শুধু গুরুভজন করিলেই পারিতেন। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, গুরুর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বা প্রীতি ছিল না? কিন্তু তাহা হইতে পারে না; তাঁহার গুরুভক্তি অতুলনীয়; সুতরাং গুরুসেবা বা গুরুপূজা করিলে অন্যরূপ ভগবদ্ভজন না করিলেও চলে, ইহাই যদি শ্রীজীবপাদের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি আর পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ করিতেন না বা নিজেও শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন না; অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রীগুরুদেবের মহামহিমা-প্রদর্শনই শ্রীজীবপাদের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য, পরন্তু গুরুসেবীর পক্ষে পৃথক্ ভগবদ্ভজনের অনাবশ্যকতা-প্রদর্শন কদাচ এই উক্তির অভিপ্রায় নহে। বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীগুরু-ভজনের উপদেশ কোথাও করেন নাই অথবা কেবল গুরু-ভজন করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সিদ্ধ হয় এরূপ কথাও কুত্রাপি বলেন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার কথাই সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্ব মহাজনে উপদেশ করিয়াছেন। সদাচারেও সর্ব্বত্র তাহাই প্রচলিত; বলা বাহুল্য তাহাই হইল আমাদের একমাত্র অবশ্য-কর্ত্তব্য। অতএব ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবা লাভ করিবার জন্যই গুরুসেবার প্রয়োজন, যেহেতু শ্রীগুরুসেবা

ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা কদাচ লাভ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবা লাভ করাই হইল সকলের চরম আকাঙ্ক্ষা, পরন্তু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মসেবা লাভ করা কাহারও চরম আকাঙ্ক্ষা নহে। কিন্তু বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত কেবল গুরুভজন বা গুরুসেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা কদাচ লাভ হইতে পারে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আবহ-মান কাল ধরিয়া কেবল শ্রীগুরু-ভজনেরই প্রচলন থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নামগন্ধও থাকিত না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কেবল গুরু-ভজন করিলে চলিবে না, পরন্তু শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগত হইয়া এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহার বিশেষরূপ অনুগত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনও করিতে হইবে, ইহাই হইল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্মৃতিমহার্ণব-বচন (৪র্থ বিঃ)।

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে তবে সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা আমার পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।" এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, শ্রীগুরুদেবের পূজা করিলেই যদি শ্রীকৃষ্ণ-পূজা বা শ্রীকৃষ্ণভজন সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবার প্রথমে গুরুর পূজা করিয়া তৎপরে তাঁহার নিজের পূজা করিবার কথাও পুনরায় কেন বলিলেন? তাঁহার এই উক্তির দ্বারা তিনি কি স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিলেন না যে, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়াও পরে আবার আমার পূজাও করিতেই হইবে অর্থাৎ এতদ্দ্বারা তিনি কি ইহাই বুঝাইয়া দিলেন না যে, গুরু আমার স্বরূপ হইলেও, গুরু যে একেবারেই আমি তাহা নহে, গুরুতে ও আমাতে স্বরূপতঃ অসীম পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই গুরুর পূজা করিয়াও

পরে আবার আমার পূজাও করিতেই হইবে, তবে আমাকে পাওয়াইবার জন্য গুরুই সর্ব্বাদ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আমার পূজার আগেই গুরুর পূজা করিয়া লইতেই হইবে, নতুবা আমার পূজা বিফল হইবে।

অতএব এক্ষণে বুঝা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অবশ্যই করিতে হইবে ; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ছাড়িয়া কেবল গুরু-ভজন করিলে চলিবে না, কিন্তু গুরুপাদাশ্রয় করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে। ইহা বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, গুরু ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ-ভজন হয় না, আবার গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজনও হয় না ; গুরু, গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণ-ভজন যুগপৎ ও পর পর করিতে হইবে, এ তিনের একটী ছাড়িয়া অন্যের ভজন হয় না।

শাস্ত্রে বৈষ্ণবকেও ত বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণবকে কি একেবারেই কৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিব, না তাঁহাকে কৃষ্ণ দাস বলিয়া জ্ঞান করিব ? শাস্ত্রের ঐরূপ উক্তিতে বৈষ্ণবকে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য মহিমময় বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে এবং বৈষ্ণবো বিষ্ণুবৎ পূজ্যঃ বলিয়াই জানিতে হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই সমাদর ও সম্মানার্হ ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণব যদি একেবারেই কৃষ্ণ হন, তাহা হইলে কৃষ্ণ ত বহুসংখ্যক হইয়া পড়েন ; কিন্তু কৃষ্ণ ত এক বই দুই নাই। সুতরাং পূজ্যত্ব হিসাবে গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভিন্ন জানিতে হইবে, কিন্তু ভগবত্তা বা ঈশ্বরত্ব হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে গুরু ও বৈষ্ণবকে ভিন্ন-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৪। "পরসন্ন=প্রসন্ন ; সন্তুষ্ট। "অবসন্ন"=অভিভূত ; ক্লান্ত ; কাবু।

৯। "বিক্রিয়া"=কুকার্য্য ; গর্হিতাচরণ। "অবজ্ঞা"=ঘৃণা।

সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

শ্রীগুরু-চরণ বন্দোঁ গৌরাঙ্গ নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত-গোসাঁই ॥ ১ ॥
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি।
পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি ॥ ২ ॥
দয়ার সমুদ্র গৌর-প্রিয় হরিদাস।
মোর পাপ-চিত্তে কর নামের প্রকাশ ॥ ৩ ॥
শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই-পণ্ডিত।
অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥ ৪ ॥
অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি! নিজ গণ সনে।
কর কৃপা নদীয়ার বিহার রহু মনে ॥ ৬ ॥
বসুধা জাহ্নবা দেবি! দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফুরুক আমারে ॥ ৭ ॥
দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর-পদে রহু মতি ॥ ৮ ॥
মাধবী মালিনী দয়মন্তী দেবী সীতা।
তোমরা বিনা গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা ॥ ৯ ॥

বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমরা গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে॥ ১০॥
দাস-গদাধর মোরে রাখহ চরণে।
না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে॥ ১১॥
গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর।
মো অধমে কর নিজ-দাসের কিঙ্কর॥ ১২॥
বিশ্বরূপ শ্রীযুত শ্রীবীরচন্দ্র-প্রভু।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু॥ ১৩॥
গৌরীদাস আচার্য্য নন্দন বনমালী।
এ দুঃখীরে কর নিজ-নাচের কাঙ্গালী॥ ১৪॥
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেম-ধন॥ ১৫॥
মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাসু-ঘোষ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষম মোর দোষ॥ ১৬॥
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র-পুরী।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কর কৃপা করি॥ ১৭॥
কেশব-ভারতী কৃপা কর এইবার।
বিশ্বম্ভরের লীলা যেন না ছাড়িয়ে আর॥ ১৮॥
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর।
ত্রাণ কর ফুকারয়ে এ দীন পামর॥ ১৯॥
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন।
নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ-ভকতি-লক্ষণ॥ ২০॥

ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্য্য-সিংহেশ্বর।
ঘুচাও কুবুদ্ধি হো'ক বিশুদ্ধ অন্তর ॥ ২১ ॥
ওহে গোপীনাথ-পট্টনায়ক এইবার।
কৃপা কর মো-সম অধম নাহি আর ॥ ২২ ॥
ভাগবত-মাধব-আচার্য্য দয়াময়।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥ ২৩ ॥
গৌর-প্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন।
দেহ শক্তি—করি প্রভুর চরিত্র বর্ণন ॥ ২৪ ॥
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ।
দন্তে তৃণ ধরি কহি কর আত্মসাথ ॥ ২৫ ॥
চিরঞ্জীব সুবুদ্ধি-মিশ্র রাঘব কংসারি।
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥ ২৬ ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর-ঠাকুর।
লাজ তেজি বলিয়ে তুর্গতি কর দূর ॥ ২৭ ॥
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ।
তুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥ ২৮ ॥
শ্রীমধু-পণ্ডিত কাশী-মিশ্র গঙ্গাদাস।
ও-পদ ভরসা মোর—না কর নৈরাশ ॥ ২৯ ॥
কাশীনাথ হরি-ভট্ট বসু-রামানন্দ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-দ্বন্দ্ব ॥ ৩০ ॥
ওহে কবি-কর্ণপূর বলিয়ে তোমায়।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায় ॥ ৩১ ॥

কমলাকর পিপ্‌লাই শুন হে মহেশ।
মো-পাপীরে ত্রাণো যশ ঘুষুক অশেষ॥ ৩২॥
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয়।
বৈষ্ণব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয়॥ ৩৩॥
ওহে ঝড়ু দাস ইহা পুনঃপুনঃ বলি।
হৌক সর্ব্বস্ব মোর বৈষ্ণবের পদ-ধূলি॥ ৩৪॥
ওহে কালিদাস মোর এই বড় আশ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস॥ ৩৫॥
শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর॥ ৩৬॥
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন-রামদাস।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস॥ ৩৭॥
বিজয়-দাস অনুপাম কর এই মেন।
গৌর-পাদপদ্ম মুই না ছাড়িয়ে যেন॥ ৩৮॥
ওহে ব্রহ্মানন্দ-শ্রীপরমানন্দ-পুরী।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি॥ ৩৯॥
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর।
অনেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে সংহর॥ ৪০॥
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি-উপাধ্যায়।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফুরুক হিয়ায়॥ ৪১॥
ওহে শিখি-মাহাতি কর মোর হিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জগন্নাথে রহু প্রীত॥ ৪২॥

শ্রীনাথ তুলসী-মিশ্র কালা-কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার।
সংসার-যাতনা হ'তে করহ নিস্তার ॥ ৪৪ ॥
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয়।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥ ৪৫ ॥
ওহে বৃন্দাবন নারায়ণীর কুমার।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥ ৪৬ ॥
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥ ৪৭ ॥
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কাম-ক্রোধ-আদি দুষ্টে করহ সংহার ॥ ৪৮ ॥
শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন ॥ ৪৯ ॥
এই কর বুদ্ধিমন্ত-খান মহামতি।
শ্রীগৌরসুন্দর মোর হৌক প্রাণপতি ॥ ৫০ ॥
হৃদয়চৈতন্য পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌরাঙ্গ-গুণ কহে যেই তার হও দাস ॥ ৫১ ॥
এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি ॥ ৫২ ॥
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমারে।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥ ৫৩ ॥

জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন।
মোরে কেন ছাড় হৈয়া পতিত-পাবন ॥ ৫৪ ॥
দ্বিজ-হরিদাস জগন্নাথ বলরাম।
জগত উদ্ধার কর মোরে কেন বাম ॥ ৫৫ ॥
গৌর-প্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি কর অপরাধ নাশ ॥ ৫৬ ॥
ওহে অভিরাম এই কহিয়ে তোমারে।
পাষণ্ডী-অসুর হ'তে রক্ষা কর মোরে ॥ ৫৭ ॥
ওহে রামানন্দ-রায় রসের সাগর।
রসিক-ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥ ৫৮ ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি।
গৌর-পাদপদ্ম-সেবা দেহ দিবানিশি ॥ ৫৯ ॥
গৌর-পদে উপাধান ঠাকুর-শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ ৬০ ॥
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে নদীয়া-নিবাসি।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥ ৬১ ॥
নিরবধি এই কর ঠাকুর-লোচন।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন ॥ ৬২ ॥
ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটা'য়ে।
দেশে দেশে ফিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে ॥ ৬৩ ॥
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই।
গৌর-গুণে মত্ত হ'য়ে নাচিয়ে বেড়াই ॥ ৬৪ ॥

ঠাকুর-মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়।
গৌর-কথা যথা, তথা থাকি দীন প্রায়॥ ৬৫॥
ওহে শ্রীপরমেশ্বর-দাস দেহ এই বর।
গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর॥ ৬৬॥
অনন্ত-আচার্য্য যতু গাঙ্গুলী মঙ্গল।
ঘুচাও যতেক আমার আছে অমঙ্গল॥ ৬৭॥
শিশু-কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস-কবিরাজ।
রক্ষা কর এইবার করিনু দুষ্ট কাজ॥ ৬৮॥
ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র।
গণ সহ কর দয়া মুই অতি মন্দ॥ ৬৯॥
কি বলিব ওহে গৌরপ্রিয়-পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥ ৭০॥
আত্ম-নিবেদন এই করি মুই স্তুতি।
দিনে দিনে স্ফুরে যেন—সংপ্রার্থনা ইতি॥ ৭১॥

ইতি শ্রীল-নরহরিদাস-বিরচিত সপার্ষদ-শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা সমাপ্ত।

সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনার অর্থ।

২। "পিয়াও"=পান করাও। ৪। "অবোধ"=মূর্খ।
১৯। "ফুকারয়ে"=উচ্চৈঃস্বরে বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে।
২০। "শুদ্ধ-ভকতি"=শুদ্ধভক্তি; প্রেমভক্তি; উত্তমা ভক্তি।

(পরবর্ত্তী "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"-প্রবন্ধের ৪ দাগে 'প্রেমভক্তি'-শব্দের ব্যাখ্যা, ১৩ দাগ শ্লোকের অনুবাদ ও ১৪ দাগ মূল দ্রষ্টব্য।)

"শুদ্ধ-ভকতি-লক্ষণ" = বিশুদ্ধ-ভক্তিপথে ভজনের অধিকার।

৩৩। "নিবেদি নিশ্চয়" = একান্তচিত্তে নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি।

৩৮। "কর এই মেন" = দয়া করিয়া আমার কেবল এইটীই কর।

৪০। "ক্ষণেকে" = শীঘ্র। "সংহর" = ধ্বংস কর।

৪১। "সুসিদ্ধান্ত" = বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত। "হিয়ায়" = হৃদয়ে।

৪৪। "উদার" = মহাশয়; মহাত্মা। ৫১। "হঙ" = হই।

৫২। "গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা" = শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজধামে যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, সেই সমস্ত কৃষ্ণলীলা।

৫৭। "পাষণ্ডী……মোরে" = এই কৃপা কর, যেন ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডের সঙ্গ আমার কদাচ না হয়।

৬০। "উপাধান" = বালিস; বালিস-স্বরূপ।

৬৫। "জুয়ায়" = উচিত হয়। "দীন-প্রায়" = অতি দীন হইয়া।

৭১। "দিনে দিনে……ইতি" = হে গৌরপ্রিয় পার্ষদগণ! আমি করযোড়ে পরম দৈন্যসহকারে তোমাদের শ্রীচরণে সম্যক্‌রূপে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদের অপূর্ব্ব মধুরলীলা যেন আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পায়—আমি যেন অনুক্ষণই সেই লীলারসামৃত-পানে বিভোর হইয়া থাকিতে পারি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ।

বৃন্দাবন-বাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥ ১ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ২ ॥
নবদ্বীপ-বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হৈয়া অনুরক্ত ॥ ৩ ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥ ৪ ॥
যে দেশে সে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৫ ॥
হৈয়াছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥ ৭ ॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ ॥ ৮ ॥
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমোবুদ্ধি-দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি ॥ ৯ ॥

তথাপি মূকের ভাগ্য—মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ-দাস॥ ১০ ॥
সর্ব্ব-বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় যম-বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্লভ হৈয়া প্রেমধন লুটে॥ ১১ ॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন-দাস এই লোভে কয়॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দন-দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণের অর্থ।

১। "বৈষ্ণবের গণ" — বৈষ্ণব-মহাত্মাসকল।

২। "দন্তে করি ঘাস" = পরম-দৈন্য সহকারে।

৭। "তারিতে" = উদ্ধার করিতে। "জনে জনে" = প্রত্যেকেই।

৯। "তমোবুদ্ধি-দোষে" = অহঙ্কারজনিত দুষ্ট-স্বভাব বশতঃ।

"দম্ভ" = অহঙ্কার। ১০। "মূক" = বোবা।

"তথাপি…দাস" = বোবা যেমন কথা করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মনে কত প্রকার ভাব উঠিয়া তাহাকে যেমন উৎফুল্ল করে, তদ্রূপ হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! তোমাদের মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার কিছুমাত্র না থাকিলেও, উহা বর্ণনা করিবার জন্য, আমি আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় তোমাদেরই শরণাগত হইয়া, অতি সামান্যভাবে তোমাদের বন্দনা করিলাম ; তজ্জন্য কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ আমাকে তোমাদের শ্রীচরণের দাস করিয়া লও।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানং।

(সংস্কৃত-ভাষায় শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।)

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি-পবিত্রীকৃত-ভূতলং।
সর্ব্ববাঞ্ছা-কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং ॥
মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিত-পাবনান্।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ ॥
ততঃ শচী-জগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেব-রূপিণৌ।
শ্রীবিশ্বরূপ-শ্রীবিশ্বম্ভরয়োঃ পিতরৌ শুভৌ ॥
ধন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রস্যাগ্রজ-রূপিণং।
শঙ্করারণ্য-নামানং বিশ্বরূপ-মহাশয়ং ॥
গদাধর-প্রাণনাথং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতিং।
সাক্ষাৎ-প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুং ॥
তথা পদ্মাবতী-শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজ-সত্তমৌ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপস্য পিতরাবতুল-শ্রিয়ৌ ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চন্দ্রং বসুধা-জাহ্নবী-পতিং।
শ্রীবীরভদ্র-জনকং সর্ব্ব-পাষণ্ড-খণ্ডনং ॥
যদ্যপি প্রকৃতি-ক্ষুদ্রোঽবুদ্ধিমান্ বালকঃ স্বয়ং।
অনন্ত-বৈষ্ণবানন্ত-মহিমাখ্যান-বালিশঃ ॥
তথাপি রসনা-লৌল্যাদত্যন্তান্তঃ-কুতূহলাৎ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানং স্মরণং কিয়ৎ ॥
কিন্ত্বত্র মম হীনস্য সর্ব্বেষ্বেতন্নিবেদনং।
ক্রমভঙ্গ-ভবা দোষা ন গ্রাহ্যাস্তৈর্গুণোদয়ৈঃ ॥

শ্রীমাধবপুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥
হরিদাসঃ শ্রীমুরারি-গুপ্তো নারায়ণস্তথা।
মুকুন্দো বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদর-পণ্ডিতঃ॥
পীতাম্বরো জগন্নাথঃ শ্রীনারায়ণ-শঙ্করৌ।
শ্রীরাম-পণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তি-নীলাম্বরস্তথা॥
গঙ্গাদাসো দ্বিজো বিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শন-পণ্ডিতঃ।
বিদ্যানিধিস্তথা বুদ্ধিমন্তঃ শ্রীল-সদাশিবঃ॥
শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধর-পণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রো রামদাসো বনমালী হলায়ুধঃ॥
বিজয়ো নকুলাচার্য্য ঈশানো গরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা॥
গঙ্গাদাসো বাসুদেব-ভদ্রো রাম-মুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্য-বর্য্যো মিশ্রঃ শ্রীল-সনাতনঃ॥
আচার্য্য-বনমালী চ কাশীনাথ-দ্বিজোত্তমঃ।
ঈশ্বরাভিধান-পুরী শ্রীমৎকেশব-ভারতী॥
পরমানন্দাখ্য-পুরী দামোদর-স্বরূপকঃ।
নরসিংহাখ্যান-তীর্থো রামচন্দ্র-পুরী তথা
ব্রহ্মানন্দ-পুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দ-ভারতী।
শ্রীমৎসুখানন্দ-পুরী শ্রীগোবিন্দ-পুরী তথা॥
গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘব-সংজ্ঞকঃ।
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুত-কেশবঃ॥

শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দ-মহাশয়ঃ।
শ্রীমচ্চিদানন্দনামানুভবানন্দ এব চ॥
শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ-পুরী নৃসিংহানন্দ-ভারতী।
কাশীশ্বরাখ্যান-দেবোঽনুপমঃ শ্রীসনাতনঃ॥
রূপো জীবঃ শ্রীপ্রবোধানন্দঃ শুদ্ধ-সরস্বতী।
রঘুনাথদাস-নামা তথা গোপাল-ভট্টকঃ॥
রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভ-নামকঃ।
রাঘবো জগদানন্দ-পণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ॥
কাশীমিশ্রো রায়-রামানন্দো বক্রেশ্বরো দ্বিজঃ।
বাণীনাথ-পট্টনায়ো গোবিন্দানন্দ এব চ॥
সদাশিব-কবিক্ষ্মাভৃদ্দাসবংশ-গদাধরঃ।
শ্রীশিবানন্দ-সেনশ্চ শ্রীমুকুন্দ-ভিষগ্‌বরঃ॥
শ্রীমন্নরহরিঃ শ্রীল-রঘুনন্দন এব চ।
রঘুনাথ-দাস-বৈদ্যোপাধ্যায়-মধুসূদনৌ॥
দেবানন্দ-দ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্য্য-পুরন্দরঃ।
শ্রীযুক্তাচার্য্যচন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাস-পণ্ডিতঃ॥
সতীর্থ-পরমানন্দঃ শ্রীমৎ-সৃষ্টিধরস্তথা।
গোবিন্দো মাধবো বাসুদেবো ঘোষাভিধানভৃৎ॥
শ্রীল-শ্রীরামদাসঃ শ্রীসুন্দরানন্দ এব চ।
শ্রীপরমেশ্বর শ্রীমৎ-পুরুষোত্তম এব চ॥
শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
বংশীগত-প্রকাশী শ্রীবংশীবদন-দাসকঃ॥

শ্রীমদুদ্ধরণ-শ্রীলদ্বিজশ্রীপুরুষোত্তমৌ।
কবিরাজ-মিশ্রবর্য্যো মধুসূদন-পণ্ডিতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ।
শ্রীসার্ব্বভৌমঃ শ্রীমুক্তো নন্দনাচার্য্য এব চ॥
শ্রীমৎ-প্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথো ধরামরঃ।
হরিদাস-দ্বিজঃ শ্রীল-সারঙ্গো মকরধ্বজঃ॥
শ্রীবৃন্দাবন-দাসঃ শ্রীজগদীশাখ্য-পণ্ডিতঃ।
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবাংস্তথা॥
ওড্রজঃ শ্রীবিপ্রদাসোঽস্বষ্ঠ-শ্রীবিষ্ণুদাসকঃ।
বনমালীদাস-বৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ॥
ওড্রজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বর-পণ্ডিতঃ।
বলরাম-জগন্নাথ-দাসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ॥
সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরাম-মহত্তমঃ।
সুবুদ্ধি-মিশ্রস্তুলসী-মিশ্রঃ শ্রীনাথ-সংজ্ঞকঃ॥
কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়ক-মাধবঃ।
রামানন্দ-বসুর্ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥
শ্রীরামচন্দ্র-ভূদেবঃ শ্রীমৎ-শ্রীকরপণ্ডিতঃ।
যদুনাথ-কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ॥
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাস-পণ্ডিতঃ।
শ্রীল-শ্রীনন্দনাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য এব চ॥
চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্ত-ভিষগ্‌বরঃ।
শ্রীজগন্নাথ-কংসারি-সেনৌ শ্রীযুক্ত-ভাস্করঃ॥

কবিচন্দ্র-শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরামঃ সেন-বল্লভঃ।
শ্রীযুক্ত-বলরামাখ্য-দাসো মহেশ-পণ্ডিতঃ॥
পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতঃ।
কবিরাজ-শ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রীজীব-পণ্ডিতঃ॥
চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণদাসাখ্য-বালকঃ।
যদুনাথ-দাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাস-পণ্ডিতঃ॥
রামতীর্থঃ কৃষ্ণতীর্থঃ পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথ-তীর্থো রঘুনাথ-পুরী তথা॥
শ্রীবাসুদেব-তীর্থশ্চ শ্রীগোপেন্দ্রাভিধাশ্রমঃ।
অনন্তাভিধান-পুরী হরিহরানন্দ-ভারতী॥
শ্রীমন্নৃসিংহচৈতন্যঃ শ্রীমদাচার্য্য-মাধবঃ।
শঙ্করো মাধবানন্দাচার্য্যো দাস-সনাতনঃ।
শিবানন্দ-চক্রবর্ত্তি-দ্বিজনারায়ণাদয়ঃ॥
য এতান্ স্মরতি প্রাতঃ শৃণুতে বাপি ভক্তিতঃ।
কস্মিন্ কালেঽপি স পুমান্ যাতনাং নার্হতি ধ্রুবং॥
এতান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যো নমস্কুরুতে জনঃ।
শ্রীবৈষ্ণব-পদে তস্য নাপরাধঃ কদাচন॥
লভতে বৈষ্ণব-পদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভক্তিঞ্চ প্রেম-পীযূষ-মধুরাং দেবদুর্লভাং॥
সর্ব্বেষামপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাধিকস্তথা।
শ্রবণান্নয়নাচ্চিন্তাদপি দূরো হি বৈষ্ণবঃ॥

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া ॥ ১ ॥
সেই অপরাধে মুই ব্যাধি-গ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু ॥ ২ ॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার ॥ ৩ ॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥ ৪ ॥
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে ॥ ৫ ॥
পতিতপাবন-অবতার নাম সে তোমার।
জগাই-মাধাই-আদি করিলে উদ্ধার ॥ ৬ ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী ॥ ৭ ॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা—"অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার, তার পড়হ চরণে" ॥ ৮ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস-আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥ ৯ ॥

অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম-পাদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥ ১০ ॥
বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥ ১১ ॥
প্রভু-পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া ॥ ১২ ॥
বৈষ্ণব-গোসাঁইর নাম-উদ্দেশ-কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুই করিনু গমন ॥ ১৩ ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে ॥ ১৪ ॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব-ভক্তের নাম-মালা গ্রন্থন করিনু ॥ ১৫ ॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা ॥ ১৬ ॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন ॥ ১৭ ॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব-বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে ॥ ১৮ ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-আদি মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি ॥ ১৯ ॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত ॥ ২০ ॥

পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে ॥ ২১ ॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা-আদি চারি-বেদ সবার আরাধ্য ॥ ২২ ॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্ল্লভ ॥ ২৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব-অবতার-সর্ব্বভক্তজনাশ্রয় ॥ ২৪ ॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥ ২৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥ ২৬ ॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুই কোন্ ছার হও শিশু অল্পমতি ॥ ২৭ ॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঁই সে করিতে চাও বৈষ্ণব-বন্দনা ॥ ২৮ ॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥ ২৯ ॥

বন্দোঁ শচী জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥ ৩০॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥ ৩১॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত-পাবন অবতার ধন্য ধন্য॥ ৩২॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর-পণ্ডিতগোসাঁই বন্দনা করিয়া॥ ৩৩॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী-দেবী হাড়াই-পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত-চরিত॥ ৩৪॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহা হৈতে নাট গীত—সবার আনন্দ॥ ৩৫॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥ ৩৬॥
বীরভদ্র-গোসাঁই বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥ ৩৭॥
জাহ্নবার প্রিয় বন্দোঁ রামাই-গোসাঁই।
যে আনিলা গৌড়দেশে কানাই বলাই॥ ৩৮॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা-মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥ ৩৯॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥ ৪০॥

গোসাঁই শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যেঁহ বহু গুণ ধরে ॥ ৪১ ॥
গোসাঁই শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দোঁ একমনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥ ৪২ ॥
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গা-ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি ॥ ৪৩ ॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা-মাধব ॥ ৪৪ ॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি-চূড়ামণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ধ্রু ॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরী ॥ ৪৫ ॥
আচার্য্য-গোসাঁই বন্দোঁ অদ্বৈত-ঈশ্বর।
যে আনিলা মহাপ্রভু ভুবন-ভিতর ॥ ৪৬ ॥
সীতা-ঠাকুরাণী বন্দোঁ হৈয়া একমন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন ॥ ৪৭ ॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস-ঠাকুরপণ্ডিত।
নারদ-খেয়াতি যাঁর ভুবন-পূজিত ॥ ৪৮ ॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী-ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥ ৪৯ ॥

শ্রীনারায়ণী-দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে ॥ ৫০ ॥
হরিদাস-ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত-প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥ ৫১ ॥
গোপীনাথ-ঠাকুর বন্দোঁ জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥ ৫২ ॥
বন্দিব মুরারি-গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনূমন্ত ॥ ৫৩ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল ॥ ৫৪ ॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার।
গৌর-পদে ভক্তি-দ্বারে যাঁর অধিকার ॥ ৫৫ ॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ-দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব ॥ ৫৬ ॥
বাসুদেব-দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ-ভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥ ৫৭ ॥
বন্দোঁ মহা-নিরীহ পণ্ডিত-দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ ৫৮ ॥
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥ ৫৯ ॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাম-পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত-নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥ ৬১ ॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি ॥ ৬২ ॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ-প্রেমভক্তি বর ॥ ৬৩ ॥
নন্দন-আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র-মহাশয় ॥ ৬৪ ॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত-শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক-কোন্দল ॥ ৬৫ ॥
বন্দোঁ ভিক্ষু-বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে ॥ ৬৬ ॥
হলায়ুধ-ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব-ভাদর ॥ ৬৭ ॥
বন্দিব ঈশান-দাস করযোড় করি।
শচী-ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি ॥ ৬৮ ॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয় ॥ ৬৯ ॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ ॥ ৭০ ॥
বল্লভ-আচার্য্য বন্দোঁ জগ-জনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ॥ ৭১ ॥

সনাতন-মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী-বিষ্ণুপ্রিয়া॥ ৭২॥
আচার্য্য-বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ-কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যেঁহ ঘটক সাক্ষাত॥ ৭৩॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ-সবার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥ ৭৪॥

সুহই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।
এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর॥ ধ্রু॥

গোসাঁই ঈশ্বর-পুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে॥ ৭৫॥
কেশব-ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনী-মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসি-গুরু করিলা আপনি॥ ৭৬॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র-পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥ ৭৭॥
পরমানন্দ-পুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদর-পুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব॥ ৭৮॥
নরসিংহ-তীর্থ বন্দোঁ পুরী-সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দ-পুরী বন্দোঁ পুরী-ব্রহ্মানন্দ॥ ৭৯॥
নৃসিংহ-পুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ-ভারতী।
বন্দিব গরুড়-অবধূত মহামতি॥ ৮০॥

বিষ্ণুপুরী-গোসাঁই বন্দোঁ করিয়া যতন।
"বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ-পুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘব-পুরী ॥ ৮২ ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্ব-পরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস ॥ ৮৩ ॥
শ্রীকেশব-পুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥ ৮৪ ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী-অবতার কৈলা গদাধর ॥ ৮৫ ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণ-সম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য-চরণ ॥ ৮৬ ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন-ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ॥ ৮৭ ॥
শ্রীজীব-গোসাঁই বন্দোঁ, সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তি-তত্ত্ব ॥ ৮৮ ॥
রঘুনাথ-দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ড-বাসী।
রাঘব-গোসাঁই বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী ॥ ৮৯ ॥
বন্দিব গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবন-মাঝে।
সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে ॥ ৯০ ॥
রঘুনাথ-ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে ॥ ৯১ ॥

কাশীশ্বর-গোসাঁই বন্দোঁ হৈয়া একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি ॥ ৯২ ॥
শুদ্ধ-সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ-ভকতি ॥ ৯৩ ॥
প্রবোধানন্দ-গোসাঁই বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥ ৯৪ ॥
লোকনাথ-গোসাঁই বন্দোঁ ভূগর্ভ-ঠাকুর।
দীনহীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর ॥ ৯৫ ॥
জগদানন্দ-পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভু যাঁরে করিলেন পরম পিরীতি ॥ ৯৬ ॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত-রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব ॥ ৯৭ ॥
পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥ ৯৮ ॥
কাশী-মিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ-পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে ॥ ৯৯ ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র বন্দোঁ রায়-ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দো ॥ ১০০ ॥
রায়-রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা তুর্ল্লভ জ্ঞান করি ॥ ১০১ ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য-শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-তেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥ ১০২ ॥

বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র-শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতু-বন্ধ ॥ ১০৩ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর-দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥ ১০৪ ॥
সদাশিব-কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেম-গুণে ॥ ১০৫ ॥
প্রেমময়-তনু বন্দোঁ সেন-শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরা-পদদ্বন্দ ॥ ১০৬ ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর ॥ ১০৭ ॥
বন্দিব মুকুন্দ-দত্ত ভাবে শুদ্ধ-চিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ১০৮ ॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি-দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস ॥ ১০৯ ॥
মধুর-চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন-মোহন ॥ ১১০ ॥
সকল-মহান্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমালা চন্দন ॥ ১১১ ॥
প্রেমসুখময় বন্দোঁ কানাই-ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর ॥ ১১২ ॥
রঘুনাথ-দাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয় ॥ ১১৩ ॥

আচার্য্য-পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত-দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্য-চন্দ্র॥ ১১৪ ॥
আকাই-হাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস-ঠাকুর।
পরমানন্দ-পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর ॥ ১১৫ ॥
গোবিন্দ-ঘোষঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥ ১১৬॥
বন্দিব মাধব-ঘোষ প্রভুর প্রীতি-স্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান ॥ ১১৭ ॥
শ্রীবাসুদেব-ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌর-গুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে ॥ ১১৮ ॥
ঠাকুর-শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করে ধরে ॥ ১১৯ ॥
সুন্দরানন্দ-ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটা'লো কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥১২০ ॥
পরমেশ্বর দাসঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥ ১২১ ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥ ১২২ ॥
সর্ব্ব-গুণ-হীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে ॥ ১২৩ ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবন-মোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥ ১২৪ ॥

গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ-স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥ ১২৫ ॥
গদাধর-দাস আর শ্রীগোবিন্দ-ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥ ১২৬ ॥
যাঁর অষ্টোত্তর-শত ঘট গঙ্গা-জলে।
অভিষেক সর্ব্ব-জ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥ ১২৭ ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্ম-গন্ধ হৈল তাহা সবা-বিদ্যমানে ॥ ১২৮ ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব-সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥ ১২৯ ॥
কালা-কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণ-তেজোধারী ॥ ১৩০ ॥
কমলাকর-পিপ্লাই বন্দোঁ ভাব-বিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥ ১৩১ ॥
রত্নাকর-সুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য-তেজোধাম ॥ ১৩২ ॥
উদ্ধারণ-দত্ত বন্দোঁ হৈয়া সাবহিত।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব্ব তীর্থ ॥ ১৩৩ ॥
গৌরীদাস-পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য-গোসাঁইরে নিল উৎকল-নগরী ॥ ১৩৪ ॥
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য-গোসাঁইর স্থান ॥ ১৩৫ ॥

বন্দিব সারঙ্গ-দাস হৈয়া একমন।
মকরধ্বজ-কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন ॥ ১৩৬ ॥
রুদ্রারি-কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু-পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত-আচার্য্য ॥ ১৩৭ ॥
গোবিন্দ-আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্ব-গুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী ॥ ১৩৮ ॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব ॥ ১৩৯ ॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ-আকৃতি ॥ ১৪০ ॥
দ্বিজ-রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া-বিপ্রদাস।
অভিন্ন-অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য-শ্যামদাস ॥ ১৪১ ॥
দ্বিজ-হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য-বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস ॥ ১৪২ ॥
কানাই-খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর ॥ ১৪৩ ॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম-দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয় ॥ ১৪৪ ॥
জগন্নাথ-দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥ ১৪৫ ॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত-কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর ॥ ১৪৬ ॥

বন্দিব সুবুদ্ধি-মিশ্র মিশ্র-শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী-মিশ্র বন্দোঁ মাহিতি-কাশীনাথ ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীহরি-ভট্ট বন্দোঁ মাহিতি-বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক-মাধব যাঁর নাম ॥ ১৪৮ ॥
বসু-বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু-পণ্ডিত বন্দোঁ বড় অধিকারী ॥ ১৫০ ॥
শ্রীকর-পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ-রামচন্দ্র।
সর্ব্ব-সুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র ॥ ১৫১ ॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত-ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥ ১৫২ ॥
জগন্নাথ-পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য-লক্ষ্মণ।
শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ-মন ॥ ১৫৩ ॥
সূর্য্যদাস-পণ্ডিত বন্দোঁ বিখ্যাত সংসারে।
বসুধা জাহ্নবা দুই কন্যা যাঁর ঘরে ॥ ১৫৪ ॥
মুরারি চৈতন্য-দাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে ॥ ১৫৫ ॥
পরমানন্দ-গুপ্ত বন্দোঁ সেন-জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ ॥ ১৫৬ ॥
কংসারি-সেন বন্দোঁ সেন-শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর-ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব ॥ ১৫৭ ॥

সঙ্গীত-রচক বন্দোঁ বলরাম-দাস।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ১৫৮ ॥
মহেশ-পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ-পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্য-বিনোদী ॥ ১৫৯ ॥
নারায়ণী-সুত বন্দোঁ বৃন্দাবন-দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ ॥ ১৬০ ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর-কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥ ১৬১ ॥
পরমানন্দ-অবধৌত বন্দোঁ একমনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যেঁহ বাহ্য নাহি জানে ॥ ১৬২ ॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস-পণ্ডিত।
যদুনাথ-দাস বন্দোঁ মধুর-চরিত ॥ ১৬৩ ॥
পুরুষোত্তম-পুরী বন্দোঁ তীর্থ-জগন্নাথ।
শ্রীরাম-তীর্থ বন্দোঁ পুরী-রঘুনাথ ॥ ১৬৪ ॥
বাসুদেব-তীর্থ বন্দোঁ আশ্রমী-উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত-পুরী হরিহরানন্দ ॥ ১৬৫ ॥
মুকুন্দ-কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মল-চরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব-পণ্ডিত ॥ ১৬৬ ॥
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য-তেজোধাম ॥ ১৬৭ ॥
মাধব-আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত—"শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" ॥ ১৬৮ ॥

গৌরীদাস-পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য-দাস ॥ ১৬৯ ॥
রঘুনাথ-ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্য-লোচন শ্রীরামচন্দ্র-দাস ॥ ১৭০ ॥
শ্রীশঙ্কর বন্দোঁ বড় অকিঞ্চন-রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥ ১৭১ ॥
প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য-মাধব।
ভক্তি-বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥ ১৭২ ॥
নারায়ণ-পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী-শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥ ১৭৩ ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥ ১৭৪ ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥ ১৭৫ ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥ ১৭৬ ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥ ১৭৭ ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥ ১৭৮ ॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥ ১৭৯ ॥

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনো কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥ ১৮০ ॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন-দাস কহে এই লোভে ॥ ১৮১ ॥

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অর্থ।

৪। "নাটশালা" = 'কানাইর নাটশালা' নামে গ্রাম। হাওড়া-ষ্টেশান হইতে লুপ-লাইনে তিন-পাহাড় ষ্টেশানে নামিয়া তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে রাজমহল ষ্টেশান, তথা হইতে তিন ক্রোশ দূরে এই গ্রাম। মহাপ্রভু পুরী হইতে প্রথম শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময় এইখান হইতে ফিরিয়া আসেন।

১০। "পুরুষোত্তম……ঘরে" = গৃহে গিয়া তুমি শ্রীপুরুষোত্তম-ঠাকুরকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ কর।

১২। "আরতি" = আর্ত্তি ; অনুরাগ।

১৩। 'উদ্দেশ-কারণ" = জানিবার জন্য।

১৫। "সর্ব্ব…করিনু" = পূজ্যপাদ শ্রীবৈষ্ণব-মহাত্মাগণের নাম যথাসাধ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা লিখিয়া লিখিয়া তাহাদের বন্দনা করিলাম ; সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া ভক্তগণের ভজন-সম্বন্ধে পরমোপকার সাধিত হইবে—তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন হইবে।

১৬। "ইথে……লইবা" = কাহারও নাম আগে, কাহারও নাম পরে লিখিলাম বলিয়া, কেহ যেন আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

২১-২২। পুলিন্দ প্রভৃতি এইগুলি সমস্তই নীচজাতির নাম। এই সমস্ত নীচজাতি যদি বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহারা ব্রহ্মাদি-দেবতাগণেরও এবং বেদাদি-শাস্ত্রগণেরও পূজ্য, যথা পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন :—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

২৪। পরম দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইলেন সমস্ত অবতারের মূল ও সমস্ত ভক্তগণের একমাত্র অবলম্বন।

২৯। "ক্রম-ভঙ্গে" = ছোট-বড়-অনুসারে লিখিতে না পারায়।

৩১। "শ্রীশঙ্করারণ্য" = এই নাম হইল মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপাদ বিশ্বরূপ-মহাশয়ের সন্ন্যাসের নাম।

৪৫। "বিষ্ণুভক্তি অবতরী" = যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি-পথ-প্রদর্শনের মূলরূপে অবতীর্ণ; যিনি বিশুদ্ধ-ভক্তিপথ দেখাইবার আদি-স্বরূপ।

৫০। "আলবাটী" = পিকদানী-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সমস্ত নীচসেবাও করিতেন।

৫৪। মহাপ্রভুর মেসো মহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর চন্দ্রের অবতার বলিয়া, তিনি চন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ। তাঁহার মর্য্যাদাসূচক উপাধি হইল 'আচার্য্য'। ৫৬। "অম্বষ্ঠ" = বৈদ্যজাতি।

৫৭। "উৎকলে" = উড়িষ্যা-দেশান্তর্গত শ্রীপুরীধামে বা শ্রীক্ষেত্রে।

৬৪। "লেখক বিজয়" = ইঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল; ইনি মহাপ্রভুর পুঁথি লিখিয়া দিতেন।

৭৫। "লোকশিক্ষা-দীক্ষা" = জগতের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য দীক্ষা-গ্রহণ।

৮৩। "বিশ্ব-পরকাশ = যিনি কৃপা করিয়া জগতে প্রকট হইয়াছেন।

৮৯। "গোবর্দ্ধন-বিলাসী" = ব্রজধামান্তর্গত শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী।

৯৮। "অঙ্গদ-বিক্রম" = বানর-রাজ বালির পুত্র অঙ্গদ-মহারাজের ন্যায় বীর্য্যবান্; শ্রীপুরন্দর-পণ্ডিত হইলেন অঙ্গদের অবতার।

"লাঙ্গুল" = লেজ।

১০২। "অভ্যন্তরে······বাহির" = যাঁহার বাহির ও ভিতর সর্ব্বত্রই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রভায় জল্‌জল্‌ করিতেছে।

১০৩। "প্রভু······সেতুবন্ধ" = মহাপ্রভুর পুরী যাইবার সময় তাঁহার নদীপারের জন্য যিনি তদুপরি মনে মনে সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন।

১০৮। "ময়ূরের······মূর্চ্ছিত" = ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইলেন। মেঘ দেখিয়া শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীমহারাজেরও এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। ১১৫। "সতীর্থ" = সমপাঠী।

১১৭। "প্রীতিস্থান" = ভালবাসার পাত্র।

"প্রভু···স্বরদান" = মহাপ্রভু কৃপা করিয়া যাঁহাকে এরূপ শক্তি দিলেন যে, তিনি যতই কীর্ত্তন করুন না কেন, তাঁহার স্বর কদাচ নষ্ট হইবে না।

১১৯। "ষোল···ধরে" = একসঙ্গে দুই মজুরে দ্রব্য বহন করার নাম সাঙ্গ বা সাংড়া; সুতরাং ষোল সাঙ্গ অর্থাৎ ৩২ জন বলিষ্ঠ লোকে বহন করিতে পারে এরূপ একখানি খুব ভারী কাষ্ঠ যিনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় বংশীর ন্যায় অর্থাৎ অনায়াসে হস্তে ধারণ করিতেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'।

১২০। "জম্বীরের গাছে" = লেবুগাছে।

১৩৫। "বিলাসী সুজন" = শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় পরম-মহাশয়-ব্যক্তি।

১৩৮। "ধামালী" = পাঁচালী-গান; ছড়া; রঙ্গরসের পদাবলী।

১৫২। "বিলাসী বৈরাগী" = শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় পরম বৈরাগ্যবান্ পুরুষ। "ভাণ্ড" = মাটীর ভাঁড়।

১৬০। "যাঁহার কবিত্ব গীত" = যাঁহার রচিত অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও পদপদাবলী গীত। ইচ্ছা হইলে অস্মৎ-সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বা অন্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৬৩। "অনাদি······পণ্ডিত" = মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিত, যাঁহার বিদ্যার অবধি নাই।

১৭৬। "বেদেহ···শুদ্ধি" = বেদাদি শাস্ত্রগণও বৈষ্ণবের অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না।

১৭৭। "উপদেষ্টা" = উপদেশ-কর্ত্তা; শিক্ষাগুরু।

"শ্রবণ···দূর" = বৈষ্ণবের অপরিসীম অপূর্ব্ব মহিমা কর্ণে শুনিয়াও শেষ করা যায় না, চোখে দেখিয়াও তাহার প্রভাব বুঝা যায় না, মন দ্বারাও তাহা ধারণা করা যায় না এবং বর্ণনা করিয়াও তাহা শেষ করা যায় না।

১৭৮। "শরণ······চরণে" = শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর, তবেই সফল-মনোরথ হইতে পারিবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারিবে; বৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া মহা ভজন-সাধন করিলেও কোনও ফলোদয় হইবে না; বৈষ্ণবের শ্রীচরণ একমাত্র সম্বল করিতে হইবে। বৈষ্ণব-ভক্তি হইতেছে ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—বৈষ্ণব-পূজা, বৈষ্ণব-সেবা, বৈষ্ণব-সম্মান, বৈষ্ণব-দর্শন, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজন, বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, বৈষ্ণবসঙ্গ-করণ, বৈষ্ণবোপদেশ-গ্রহণ, বৈষ্ণবাভিনন্দন, বৈষ্ণব-বন্দন ইত্যাদি রূপ সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবের পরিচর্য্যাই হইল শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা-লাভের পরমোপায়।

১৭৯। "অন্তরের মল" = মনের ময়লা অর্থাৎ সর্ব্ববিধ পাপ ও দুর্ব্বাসনা। মনের এই ময়লা না ঘুচিলে মন শুদ্ধ হয় না, মন শুদ্ধ না হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না, প্রেম-লাভ না হইলে ব্রজ-নিকুঞ্জসেবা-লাভ হয় না!

১৮১। "প্রেমভক্তি" = ইহা যে কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা পরবর্ত্তী 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-প্রবন্ধের ৫ দাগে 'প্রেমভক্তি'-শব্দের ব্যাখ্যায়, ১৩ দাগ শ্লোকের অনুবাদে ও মূল ১৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীসংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা

ভজ ভজ মন, শ্রীগুরু-চরণ, সকল-বেদের সার।
পতিত দুর্গতে, প্রেমধন দিতে, পরম করুণা যাঁর॥
বন্দোঁ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য, সীতানাথ সেই ঠামে।
যুগল-চরণ, করিব বন্দন, গদাধর তাঁর বামে॥
নবদ্বীপ-পুরী, বৃন্দাবন করি, সুরধুনী-তীরে বাস।
সেই ত নগরে, আনন্দে বিহরে, চৈতন্যের যত দাস॥
সবার চরণ, করিব বন্দন, নীলাচল-বাসী যত।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, বিস্তারি বন্দিব কত॥
শ্রীরূপ সনাতন, করিয়া বন্দন, জীব ভট্ট-রঘুনাথ।
ভট্ট-গোপাল-চরণ, করিব বন্দন, দাস-রঘুনাথ-সাথ॥
মিশ্র-পুরন্দর, নবদ্বীপে ঘর, বন্দি তাঁহার চরণ।
স্বরূপ-দামোদর, চরণ বন্দিব, করিয়া অতি যতন॥
শ্রীবাস-মহাশয়, রামানন্দ-রায়, বন্দনা করিব আগে।
যাঁহার নাটকে, যত দুখ থাকে, সিংহ-রবে করী ভাগে॥
শ্রীশচী-ঠাকুরাণী, চরণ-দু'খানি, বন্দনা করিব আমি।
শ্রীবাস-ঘরণী, অচ্যুত-জননী, দুঁহু-পদে পরণামি॥
গৌরাঙ্গ-চরণ, ভজে যেই জন, তাঁহার চরণ সেবি।
বৈষ্ণব-চরণ, করিব বন্দন, শ্রীগুরু-চরণ ভাবি॥
অনাথের বন্ধু, করুণার সিন্ধু, সর্ব্ব জীবে করেন দয়া।
দীন হীন জনে, আপনার গুণে, প্রভু দেহ পদ-ছায়া॥

ঠাকুর-গৌরীদাস, অম্বিকা-নিবাস, বন্দনা করিব তাঁরে।
বন্দোঁ অভিরাম, অতি বলবান্, বংশীকাষ্ঠ করে ধরে ॥
বন্দোঁ সরস্বতী, অতি শুদ্ধমতি, চরণ বন্দিব তাঁর।
জাতি কুল ছাড়ি, ধিক্ ধিক্ করি, গৌরাঙ্গ করিল সার ॥
বন্দোঁ নরহরি, লইয়া গাগরী, নগরে নগরে ফেরে।
দুখী তাপী জনে, আপনার গুণে, বিতরল সকরুণে ॥
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া কীর্ত্তন, বন্দিব তাঁহার পায়।
যাঁহার কীর্ত্তনে, বাহুর দোলনে, ভুলিলা গৌরাঙ্গ-রায় ॥
বসু-রামানন্দ, সেন-শিবানন্দ, করি চরণ বন্দন।
কবি-কর্ণপূর, ভকতের সূর, বন্দিব তাঁহার নন্দন ॥
বন্দিব শ্রীধর, মাধব শঙ্কর, প্রভুর সহিত খেলা।
বন্দোঁ হরিদাস, মহিমা প্রকাশ, নামে বাঁধিল ভেলা ॥
দ্বিজ-হরিদাস, কাঞ্চন-নগরে বাস, গৌর-প্রেমেতে আনন্দ।
দুই পুত্র যাঁর, গুণের সাগর, শ্রীদাস গোকুলানন্দ ॥
বন্দোঁ বাসু-ঘোষ, সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ যাঁহার ভাই।
যাঁহার অঙ্গনে, বিনোদ-বন্ধনে, নাচে গৌর নিতাই ॥
চক্রবর্ত্তিগণ, করিব বন্দন, আর কবিরাজগণ।
দ্বাদশ-গোপাল, প্রেমে মাতোয়াল, বাঁধিল প্রভুর মন ॥
চৌষট্টি-মহান্ত, চরিত্র অনন্ত, সকলই ব্রজের গোপী।
গিরি-পুরীগণ, করিব বন্দন, আদি কেশব ভারতী ॥
বন্দোঁ দুই ভাই, জগাই মাধাই, হরি হরি বলি নাচে।
যাঁরে দিয়া নাম, গৌর গুণধাম, রাখিলা আপন-কাছে ॥

গয়া-গঙ্গা-কাশী-, অযোধ্যাদি-বাসি-, গণের বন্দনা করি।
সবার চরণ, করিব বন্দন, যে থাকে মথুরাপুরী॥
নগর-ভিতরে, যেবা বাস করে, যত বা যমুনা-তীরে।
তাঁ-সবা-চরণ, করিব বন্দন, ধরি আমি শিরোপরে॥
ব্রজবাসি-ঘরে, যেবা বাস করে, জলের গাগরী বয়।
তাঁ-সবা-চরণ, করিতে বন্দন, মনের উল্লাস হয়॥
বৃন্দাবন-পুরী, আনন্দ-লহরী, বাস করে যত জন।
তাঁ-সবা-চরণ, করিব বন্দন, সানন্দিত হ'য়ে মন॥
যত কুঞ্জবাসী, ব্রজেতে নিবাসী, সবার বন্দনা করি।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, বিস্তারি বন্দিতে নারি॥
মধুবনে হয়, তালবনে রয়, কুমুদবনে যাঁর ঘর।
বহুলা-নিবাসী, যত ব্রজবাসী, সবে মোরে দয়া কর॥
শ্রীকুণ্ড-নিবাসী, শ্যামকুণ্ড-বাসী, গোবর্দ্ধন-বাসী যত।
একত্র করিয়া, করিব বন্দন, বিস্তারি বর্ণিব কত॥
দিঘী কাম্যবনে, থাকে যত জনে, সবার চরণ ধরি।
বৃষভানু-পুরে, আর নন্দীশ্বরে, সকলের বন্দনা করি॥
যাবট-নিকটে, কিশোরীর বটে, বাস করে যত জন।
কোকিলবন-বাসী, বৈঠল-নিবাসী, করি চরণ বন্দন॥
পদচিহ্ন-স্থানে, রাসলীলা-স্থানে, দহিগ্রামে যত জন।
কোটবন-বাসী, শেষশায়ি-নিবাসী, করি চরণ বন্দন॥
ব্রজ বৃন্দাবনে, মণ্ডলী-বন্ধনে, তিনশত চৌষট্টি গ্রাম।
মুই মূঢ়মতি, কি আছে শকতি, প্রত্যেকে লইতে নাম॥

রামঘাট-তটে, আর অক্ষয়-বটে, নন্দঘাটে যত জন।
ভদ্রবন-বাসী, ভাণ্ডীর-নিবাসী, করি চরণ বন্দন ॥
বেলবনে ঘর, মান-সরোবর, লোহবনে যাঁর ঘর।
বলদেব-বাসী, যত ব্রজবাসী, সবে মোরে দয়া কর ॥
রাওলে গোকুলে, যমুনার কূলে, বনে উপবনে যত।
সংক্ষেপে চরণ, করিব বন্দন, এই মোর অভিমত ॥
নন্দীশ্বরে গিয়া, রাম-কৃষ্ণ দেখিয়া, আনন্দে হইনু ভোর।
খেলন-বনে গিয়া, রাম-কৃষ্ণ দেখিয়া, মন ফিরি গেল মোর ॥
হেচড়ী খেচরী, পেঠকা পিছুড়ী, মিলিগ্রামে যত জন।
দহেগা-পহেগা-, ভহেগা-নিবাসী, করি চরণ বন্দন ॥
বৈষ্ণব-বন্দন, যে করে পঠন, যেবা করয়ে কীর্ত্তন।
অবিলম্বে তারে, অবশ্য মিলিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-রতন ॥
দেবকী-নন্দন, করিব বন্দন, আমা হ'তে নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি, নিবেদন করি, দ্বিজ-হরিদাসে কয়
বৈষ্ণব-বন্দন, প্রাতে যেই জন, যেবা পড়য় শুনয়।
বৃন্দাবনে যায়, কুঞ্জ-সেবা পায়, নাহিক শমন-ভয় ॥

ইতি শ্রীল-দ্বিজহরিদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীসংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহাট-পত্তন

প্রণমহ কলি-যুগ সর্ব্ব-যুগ-সার।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥
কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
শচীগর্ভ-সিন্ধু-মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ-তাপ দূরে গেল তিমির-বিনাশ॥
ভকত-চকোর তায় মধু পান কৈল।
অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত-রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন।
প্রেম-দাতা নিতাই-চাঁদ পতিত-পাবন॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য-গোসাঁই।
নদী নালা সব আসি হৈল একঠাঁই॥
পরিপূর্ণ হৈয়া বহে প্রেমামৃত-ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা-পারা॥
সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণ-রূপা ভাসে যত পাষণ্ডীর গণে।
ফাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে॥

হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ড-দলন নাম নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারি রস কুঠরী পূরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন।
হাট কর বেচ কিন যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু-নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল ঠাকুর-নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর-অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হ'য়ে ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া।
হাট-মধ্যে বৈসে সবে সদাগর হৈয়া॥

দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত-ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত মূল॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এইমত প্রেমসিন্ধু-হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-রূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইলা বিভোল।
নিতাই-চৈতন্যের হাটে 'হরি হরি' বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া॥
তাঁহা যাইয়া কৈলা প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ-সঙ্গে দেখা তীর্থ-গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা সুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার সঙরি রূপ মোহর করিলা॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥

তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল-পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লৈয়া রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর-বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ-গোসাঁই যবে থুইলা।
শ্রীজীব-গোসাঁই তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল॥
নরোত্তম-ঠাকুর আর ঠাকুর-শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়।
লোভ-অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব-লীলা-রঙ্গ॥
প্রেমের সাগরে হংস রূপ-গোসাঁই ভেল।
ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক্ করিল॥
মুই অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্য-লীলা সমুদ্র পাথার॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥
করুণা-সাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ।
দাস-রামানন্দ * কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীশ্রীহাট-পত্তন সমাপ্ত।

---

* রামানন্দ-ভণিতার পাঠান্তর—নরোত্তম; তবে 'রামানন্দ'-ভণিতাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়, যেহেতু এই প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,

নরোত্তম-ঠাকুর আর ঠাকুর-শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥

সুতরাং পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় এই প্রবন্ধের রচয়িতা কি প্রকারে হইতে পারেন, কারণ তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার নিজেকে নিজে ঠাকুর বলা হয়; তিনি আমাদের নিকট ঠাকুর, অন্য সকলের নিকট ঠাকুর, কিন্তু তিনি নিজের নিকট নিজে ঠাকুর নহেন; নিজেকে নিজে ঠাকুর বলিলে বিশেষরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়, যাহা তাঁহার ন্যায় মহাভাগবত কখনও করিতে পারেন না এবং যাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। আর কোন কোন গ্রন্থে—"নরোত্তম-দাস আর ঠাকুর-শ্রীনিবাস।"—এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও শ্রীনরোত্তম-দাস এই প্রবন্ধের রচয়িতা হইলে তিনি কিরূপে বলিতে পারেন যে, নরোত্তম-দাস এই কার্য্য করিল; তবে যদি 'আমি নরোত্তম-দাস এই কার্য্য করিলাম'—এ ভাবেও অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাতেও ঐরূপ বলায় অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া 'রামানন্দ' পাঠই সঙ্গত বোধ হওয়ায়, তাহাই গৃহীত হইয়াছে। কেহ ইহা অসঙ্গত বোধ করিলে, তিনি দাস-নরোত্তম ভণিতা দিয়াই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। দেখা যায়, শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয়ের সূচকে "হাট পত্তন"-প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভ্রমাত্মক কি না বলা যায় না; সুতরাং এই প্রবন্ধের রচয়িতা-সম্বন্ধে সঠিক মীমাংসা করা দুরূহ বটে।

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

(১)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসাঁই।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়তম পণ্ডিত-প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম।
শ্রীবাস-পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ॥
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥
জয় জয় গুরু-গোসাঁই শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ-গোসাঁই।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
মো-পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত-বৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম-উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী-গোসাঁই লাগি যাঁর নাম 'ক্ষীরচোর'॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয় জয় দ্বাদশ-বন—কৃষ্ণ-লীলাস্থান।
তালবন খেজুর-বন ভাণ্ডারী-বন নাম॥
জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণ-লীলা॥
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্য-স্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানস-গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥

জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত—রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন-সরোবর॥
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাঁহা মধু-পানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম-নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়-বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ-প্রাণ-তুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দ-রূপিণী॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্ব সখীগণ।
যাঁ-সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন॥
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
রাধা-কৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম॥

জয় জয় ব্রজগোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপী-মাঝ॥
জয় জয় সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্প-মোহন॥
জয় জয় রত্ন-বেদী রত্ন-সিংহাসন।
জয় জয় রাধা-কৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন ওরে ভাই! করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা॥
এই সব রস-লীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম-দাস॥

(২)

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন॥
কেশিঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈলা শ্রীনন্দনন্দন॥

শ্রীনন্দ-যশোদা জয় জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু-বৎস-ধন॥
জয় বৃষভানু জয় কীর্ত্তিদা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর-নাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণ-সখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট জয় রোহিণী-নন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবন-বাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ-চরণ॥
শ্রীরাস-মণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব-মনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বল-রস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়া-ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীনকৃষ্ণদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

(৩)

ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল-চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদ বদন হেরিয়া।
তুখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া॥

হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড়॥
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসু-ঘোষ গান॥

"মরণ-শরীরে" = মৃতদেহে।

(৪)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বারবার এইবার লহ নিজ-সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ! লইনু শরণ।
নিজ-গুণে কৃপা কর অধম-তারণ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কারো নহি হে রাধারমণ॥
ভুবন-মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ! কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে॥

(৫)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

ইত্যাদি নামপূর্ণের পদ "সঙ্কীর্ত্তন"-প্রকরণের শেষের দিকে দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী।

ক কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
খ খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল॥
গ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ-সঙ্কীর্ত্তনে।
ঘ ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্ব-জনে॥
ঙ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ চেতন করেন জীবে কৃষ্ণ-নাম দিয়া॥
ছ ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝ ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
ট টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ ঠমকে ঠমকে যায় বলে—"হরি বোল"॥
ড ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥
ণ আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত তান-মান-গান-রসে মজাইয়া মনে॥
থ থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ দীন-হীন-জনেরে ধরিয়া দেন কোল॥
ধ ধেয়াইয়া পূরব-পিরীতি পরসঙ্গ।
ন না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥

প্রেম-রসে ভাসাইলা অখিল সংসার।
ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী-ধার॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্র-বদন॥
মত্ত-মাতঙ্গ-গতি মধুর-মন্দ-হাস।
যশোমতী মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
রতি-পতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
লীলা-লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
বসুদেব-সুত যেই শ্রীনন্দ-নন্দন।
শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্ব-জন॥
ষড়ভুজ-রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
"হরি হরি" বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥
এ চৌত্রিশ-পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস-নরোত্তম মাগে তাহার চরণ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশত-নাম।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধম-তারণ নাথ ভকত-আশ্রয়॥
জীবের জীবন গোরা করুণা-সাগর।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌর-গোপালদেব বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
নিত্যানন্দ-ঠাকুরের মহানন্দ-দাতা।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব-ধন অগতির গতি॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্ব-গুণ-নিধি সর্ব্ব-রসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর।
ভুবন-বিজয়ী সর্ব্বজন-মুগ্ধকর॥

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥
শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকত-বৎসল।
ভট্ট-গোসাঁইর প্রিয় দুর্ব্বলের বল॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত-প্রকাশ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকত-রঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ-দাসের হৃদয়ের ধন॥
অভিরাম-ঠাকুরের সখা সর্ব্ব-পাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনাম-দাতা॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন।
জগাই-মাধাই-আদি পাপি-উদ্ধারণ॥
রসরাজ-মূর্ত্তি রামানন্দ-বিমোহন।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিতের গর্ব্ব-বিনাশন॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জন-দলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা-নিবারণ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণব-জীবন।
সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন॥
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ব-বিমোহন।
শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভক্তচিত্ত-সুরঞ্জন॥

নয়নের অভিরাম ভাবুক-রমণ।
ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন ॥
নদীয়া-বিহারী হরি রমণী-মোহন।
দ্বিজকুল-চন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম ॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়ন-রঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥
ভাবুক-সন্ন্যাসী সর্ব্ব-জীব-নিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ-পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি-ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব-অবতার-সার করুণা-নিধান।
পরম-উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর-নাম মন! কর সার।
যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
"গৌরনাম" "হরিনাম" একই যে হয়।
ভাগবত-বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন! নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥

"গৌরনাম" "কৃষ্ণনাম" অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ॥
এই শত-অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্য-চরণ॥
শত-অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন॥
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শত-অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন॥

ইতি শ্রীল-শচীনন্দনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের
অষ্টোত্তরশত-নাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত-নাম ॥

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র ! কর কৃপা করুণা-সাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ-নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ-সম হৈনু ॥
ফল-রূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি আইলা নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দ-নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছা-ধন ॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল।
ব্রজ-বালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল ॥

সুবল রাখিল নাম ঠাকুর-কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখালরাজা-ভাই ॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কেলেসোণা নাম রাখে রাধা-বিনোদিনী ॥
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী ॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
"কৃষ্ণ" নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥
কণ্বমুনি নাম রাখে দেব-চক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব-নারায়ণ ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব-শ্রীগোবিন্দ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব-দীনবন্ধু ॥
সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর।
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥
বাসুকি রাখিল নাম দেব সৃষ্টি-স্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥

নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার।
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রাম-নাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ-মুরারি॥
দৈত্যারি দ্বারকা-নাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্ব্যূহ সহ।
মহৈশ্বর্য্য-পূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ॥
ক্ষীরোদক-শায়ী হরি গর্ভোদ-বিহারী।
কারণ-সাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপ-বেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ॥

পূতনা-বিনাশকারী শকট-ভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশি-ধেনুক-মর্দ্দন॥
অঘারি গোবৎস-হারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী অর্জ্জুন-ভঞ্জন॥
কালিয়-দমনকারী যমুনা-বিহারী।
গোপীকুল-বস্ত্রহারী শ্রীরাস-বিহারী॥
ইন্দ্রদর্প-নাশকারী কুব্জা-মনোহারী।
চানূর-কংসাদি-নাশী অক্রূর-নিস্তারী॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশু-গোপ-বেশ।
শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
গোপগোপী পরিবৃত কমল-নয়ন॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডল-চারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণী-রমণ।
প্রদ্যুম্ন-জনক শিশুপালাদি-দমন॥
উদ্ধবের গতি-দাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবন-পরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষী-বিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্ত্তা ভূভার-বিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্য-দেব ভুবনের বিভু॥

দেবের আরাধ্য-দেব মুনিজন-গতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক-নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নবঘন-শ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমল-লোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব-চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকী-নন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভারসুবর্ণ-গোকোটি-কন্যা-দান।
তথাপি না হয় "কৃষ্ণ"-নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই! নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম-শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন॥
"কৃষ্ণ"-নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

"কৃষ্ণ-নাম" "হরি-নাম" বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥
ব্রহ্মা-আদি দেবে যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেব-নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তরশত-নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস-ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর-বধ-আদি কালিয়-দমন।
দ্বিজ-হরি কহে এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

ইতি শ্রীল-দ্বিজহরিদাস-বিরচিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রার্থনা।

(শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয়-কৃত।)

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥ ১ ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ ২ ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥ ৪ ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস ॥ ৫ ॥

(প্রার্থনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

১। " হবে·· শরীর" = কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইবে।

৪। "রূপ-রঘুনাথ-পদে" = এতদ্দ্বারা শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদকে আদি ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদকে অন্ত করিয়া

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

এই ছয় গোস্বামীকেই বুঝাইতেছেন। "আকুতি" = আর্ত্তি ; গাঢ় অনুরাগ। "যুগল" = শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ৫। "রহু" = থাকুক।

(২)

হরি হরি! কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥ ৬ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা-সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল অ
কিসে মোর পূরিবেক সাধ ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ রসিক ভকত-মাঝ
যে রচিল চৈতন্য-চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত ॥ ৮ ॥
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে নৈল কেন বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম-দাস ॥ ৯ ॥

৬। "না···আধ" = একটুও সেবা করিলাম না।

"না···সম্বন্ধ" = ব্রজের মধুর-ভাব আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহ সম্বন্ধ স্থাপন যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা বুঝিলাম না।

৮। "রসিক···মাঝ" = ভক্তের মধ্যে যিনি অত্যন্ত রসিক; মহা রসিকভক্ত।

"চৈতন্য-চরিত" = 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-নামক অতি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ।

৯। "জনম···বৃথা" = কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া বিফলে জন্ম কাটাইলাম।

(৩)

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।

দোঁহ অতি রসময় সকরুণ-হৃদয়
অবধান কর নাথ! মোরে ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ গোকুল-চন্দ্র হে গোপী-প্রাণবল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রিয়া-শিরোমণি।

হেম-গৌরী শ্যাম-গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥ ১১ ॥

অধম দুর্গতি-জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।

শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥ ১২ ॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পূরাও মন-সাধে ॥ ১৩ ॥

১০। "অবধান কর"=শোন। ১১। "কৃষ্ণ…মণি"=শ্রীরাধিকা।

১১। "হেম-গৌরী"=স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-বিশিষ্টা শ্রীরাধা। "শ্যাম-গায়"=শ্যাম-কলেবর শ্রীকৃষ্ণ।

১২। "অধম…খেয়াতি=হে রাধে! হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতে সকলেই জানে, অধম পতিতের প্রতি তোমাদের বড় দয়া।

"উপেক্ষিলে"=পায়ে ঠেলিলে। ১৩। "অঞ্জলি"=যোড়হস্ত।

(৪)

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার।
দোঁহ-অঙ্গ নিরখিব দোঁহ-অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥ ১৪ ॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব বদন-কমলে ॥ ১৫ ॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোর সেই ধন
তুয়া বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ ১৬ ॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম-জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ১৭ ॥

১৪। "নিরখিব"=দেখিব। "পরশিব"=স্পর্শ করিব; ছুঁইব।
১৫। "কনক-সম্পুট"=সোনার কৌটা বা ডিবে। "তাম্বূল"=পাণ।
১৬। "জীবন-উপায়"=বাঁচিয়া থাকিবার উপায়-স্বরূপ।
"জয় পতিত-পাবন"=হে অধম-তারণ শ্রীগুরুদেব! তোমার জয় হউক।
"সেই ধন"=শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ।
"তুয়া…ভায়"=হে শ্রীগুরুদেব! তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কিছুই

(৫)

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু।

মনুষ্য-জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া

জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ ১৮ ॥

গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন

রতি না জন্মিল কেন তায়।

সংসার-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে

জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥ ১৯ ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈল সেই

বলরাম হইল নিতাই।

দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল,

তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ ২০ ॥

হাহা প্রভু নন্দ-সুত বৃষভানুসুতা-যুত

করুণা করহ এইবার।

নরোত্তম-দাসে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়

তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ ২১ ॥

দীপ্তি পাইতেছে না অর্থাৎ আমার হৃদয়ে জাজ্বল্য-রূপে কেবল ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র তোমার কৃপাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ দিতে সমর্থ।

১৭। "লোকনাথ"=ঠাকুর-মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু। "লোকের জীবন"=সমস্ত লোকের প্রাণস্বরূপ।

১৯। "গোলোকের প্রেমধন"=শ্রীগোলোকধামের প্রেমরূপ সম্পত্তি।

(৬)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধা-কৃষ্ণ হৈয়া প্রেমাধীন॥ ২২॥
সুযন্ত্রে মিশা'য়ে গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ-গুণ গান॥ ২৩॥
রাধিকা-গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥ ২৪॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ-দাস মোর শ্রীজীব জীবন॥ ২৫॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্য-ভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥ ২৬॥
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস॥ ২৭॥

(৭)

তুয়া প্রিয়! পদ-সেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু! করুণার নিধি।
পরম-মঙ্গল-যশ- শ্রবণে পরম রস
করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥ ২৮॥

২২। "হৈয়া প্রেমাধীন"=প্রেমের সহিত।

২৮। "তুয়া……দিবা"=হে প্রিয়! হে কৃষ্ণ! তোমার শ্রীচরণ-সেবা-রূপ অমূল্য-ধন যেন আমাকে প্রদান করিও।

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন চরণ-কমলে।

গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্র পরম-আনন্দ-কন্দ

গোপীকুল-প্রিয় ! দেখ মোরে ॥ ২৯ ॥

দারুণ সংসার-গতি বিষয়েতে লুব্ধ মতি

তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।

জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ

জীয়ন্তে মরণ ভেল দুখে ॥ ৩০ ॥

মো বড় অধম-জনে কর কৃপা-নিরীক্ষণে

দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম

নরোত্তম লইল শরণে ॥ ৩১ ॥

(৮)

গোবিন্দ গোপীনাথ !

কৃপা করি রাখ নিজ পদে।

কাম ক্রোধ ছয় জনে ল'য়ে ফিরে নানা স্থানে

বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥ ৩২ ॥

"পরম···সিদ্ধি" = তোমার পরম-মঙ্গলময় যশ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে পরমানন্দময় প্রেমরস লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং সেই যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়—দেবদুর্ল্লভ ব্রজ-প্রেমরত্ন পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

২৯। "পরম-আনন্দ-কন্দ" = পরমানন্দের মূল-স্বরূপ।

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ ৩৩ ॥
অনেক দুখের পরে ল'য়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বালাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া ॥ ৩৪ ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিবে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস-নরোত্তমে ॥ ৩৫ ॥

"গোপীকুল······মোরে"=হে কৃষ্ণ, হে গোপীজনবল্লভ! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর। ৩০। "বিস্মরণ-শেল"=বিস্মরণ-জনিত শূল।

৩২। "কাম · জনে"=কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপুতে। "ভুঞ্জায়"=ভোগ করায়।

৩৩। "কপট"=ভণ্ড। ৩৪। "ব্রজপুরে"=ব্রজধামে।

"কৃপা-ডোর"=কৃপা-রূপ রজ্জু।

"দৈব-মায়া"=ভগবানের অলৌকিকী মায়া, যাহা জীবগণকে নিত্যধন শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া অনিত্য সংসার-মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

"বলাৎকারে"=জোর করিয়া। "খসাইয়া"=ছিঁড়িয়া।

"ভবকূপে"=সংসার-সাগরে। "ডারিয়া"=ফেলিয়া।

(৯)

মোর প্রভু মদনগোপাল!

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ তুমি অনাথের নাথ

দয়া কর মুই-অধমেরে।

সংসার-সাগর-ঘোরে পড়িয়াছি কারাগারে

কৃপা-ডোরে বান্ধি লহ মোরে॥ ৩৬॥

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি

শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।

এ বড় ভরসা মনে ফেল ল'য়ে বৃন্দাবনে

বংশীবট যেন দেখি সুখে॥ ৩৭॥

কৃপা কর আগুগুরি লহ মোরে কেশে ধরি

শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া।

অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ

দয়া কর না করিহ মায়া॥ ৩৮॥

অনিত্য শরীর ধরি আপন আপন করি

পাছে পাছে শমনের ভয়।

নরোত্তম-দাসের মনে প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে

পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয়॥ ৩৯॥

৩৬। "সংসার···কারাগারে"=সংসার-রূপ জেলখানায় বদ্ধ হইয়াছি।

৩৮। "কৃপা···গুরি"=গুড়ি মারিয়া অর্থাৎ চুপে চুপে অগ্রসর হইয়া আমাকে দয়া কর, কেন না আমার ন্যায় মহাপাপীকে শাস্তি না দিয়া দয়া করিতেছ, ইহা অন্যে জানিতে পারিলে পাছে তোমার দুর্নাম হয়।

(১০)

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলাসই মোর ॥ ৪০ ॥
বৈষ্ণবের পদ-ধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস-আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ॥ ৪১ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম-দাস ॥ ৪২ ॥

(১১)

নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

"না করিহ মায়া" = আমাকে কেশে ধরিয়া লইয়া যাইতে কোনরূপ ব্যথা অনুভব করিও না। ৩৯। "পাছে পাছে" = সঙ্গে সঙ্গে।

৪২। "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট" = বৈষ্ণবের এঁটো অর্থাৎ অধরামৃত।

"নিষ্ঠ" = একান্ত অনুরক্ত ; পরম শ্রদ্ধাবান্।

"চবুতারা" = চৌতারা ; রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি।

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥ ৪৩ ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥ ৪৪ ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি ।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইর চরণ দু'খানি ॥ ৪৫ ॥
নিতাই-চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥ ৪৬ ॥

(১২)

ওরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥ ৪৭ ॥

৪৩। "যে ছায়ায়"=যে পদাশ্রয়ে। ৪৪। "সে……যার"= যে জন শ্রীনিতাই-পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তৎসহ সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই।

৪৫। "পাসরিয়া"=ভুলিয়া। "অসত্যেরে"=বিষয়-রূপ অসত্য-বস্তুকে।

৪৭। "পাঁচ পরাণ"=শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু।

তাপত্রয়-বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু-বশ ইন্দ্রিয় হৈল গোরা-পদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন ॥ ৪৮ ॥

হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়-মনে লও রে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিত-পাবন ॥ ৪৯ ॥

গোরা-দ্বিজ-নটরাজে বান্ধহ হৃদয়-মাঝে
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তম-দাসে কয় গোরা-সম কেহ নয়
না ভজিতে দেন প্রেম-ধন ॥ ৫০ ॥

৪৮। "তাপত্রয়" = আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ। রোগাদি-জনিত শারীরিক ক্লেশ এবং হিংসা-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদি-জনিত ও অর্থনাশ-স্বজনবিরহাদি-শোক-জনিত মানসিক ক্লেশ—এই সমস্ত ক্লেশ হইল আধ্যাত্মিক তাপ। পশুপক্ষ্যাদি ইতর-জীবজন্তুর উপদ্রব-জনিত ক্লেশের নাম আধিভৌতিক তাপ। শীতগ্রীষ্ম ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্পাদি দৈবজনিত ক্লেশের নাম আধিদৈবিক তাপ। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে কাহাকেও আর এই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে হয় না।

"বিষানলে" = বিষাগ্নিতে; বিষরূপ অগ্নিতে।

"রিপু-বশ···হৈল" = চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইল অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়গণ রিপুর কথাই মানিয়া চলে, আমার কথা শোনে না।

৫০। "সংসার-শমন" = ভববন্ধন-রূপ যম।

(১৩)

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥ ৫১ ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুই যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ ৫২ ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ ৫৩ ॥
গৌর-প্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহ বা বনেতে থাকে "হা গৌরাঙ্গ" ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥

৫৩। "নিত্যসিদ্ধ" = নিত্য-পরিকর ; নিত্য-পার্ষদ।
"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি" = শ্রীনবদ্বীপ-ধাম।
"চিন্তামণি" = মহারত্ন-বিশেষ, ইহা সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ করে।

৫১। "সে…সার" = সে জন ভক্তিরসের মর্ম্ম ভালরূপ বুঝিয়াছে, অথবা সে জন ভক্তিধনকেই সারবস্তু বলিয়া জানিয়াছে।
"তার…বাস" = ব্রজধামে তাহার বসতি লাভ হয়।

(১৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত-সংসারে ॥ ৫৫ ॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু! না পাইবে আর ॥ ৫৬ ॥
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দে সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী ॥ ৫৭ ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঁই।
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥ ৫৮ ॥
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্ট-যুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥ ৫৯ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য-প্রভু-শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম-দাস ॥ ৬০ ॥

(১৫)

যে আনিলা প্রেম-ধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর ॥ ৬১ ॥

৫৭। "কৃপাবলোকন" = করুণদৃষ্টিপাত।
৬০। "শ্রীআচার্য্য……শ্রীনিবাস" = শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর।
"রামচন্দ্র" = শ্রীল-রামচন্দ্র-কবিরাজ।
৬১। "আচার্য্য-ঠাকুর" = শ্রীল-অদ্বৈতপ্রভু।

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥
কাঁহা মোর ভট্ট-যুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক-কালে কাঁহা গেলা গোরা-নটরাজ ॥ ৬৩ ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ ৬৪ ॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম-দাস ॥ ৬৫ ॥

(১৬)

হরি হরি! বড় দুখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্ল্লভ-তনু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু
হেন জন্ম গেল অকারণে ॥ ৬৬ ॥
শ্রীনন্দ-নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।

৬২। "স্বরূপ" = শ্রীল-স্বরূপদামোদর-গোস্বামী।

৬৩। "ভট্টযুগ" = শ্রীগোপাল-ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট।
"কবিরাজ" = শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামী।

৬৪। "পশিব" = প্রবেশ করিব। ৬৫। "বিলাস" = বিহার।

৬৬। "দুর্ল্লভ-তনু" = মানব-দেহ; এই দেহ অত্যন্ত দুর্ল্লভ, যেহেতু চৌরাশিলক্ষ-যোনি-ভ্রমণের পর তবে মানব-জন্ম লাভ হয় এবং মানব-দেহ ভিন্ন অন্য আর কোনও দেহে হরি-ভজন হয় না, দেব-দেহেও নহে।

মুই সে অধম অতি বৈষ্ণবে না হৈল রতি
তে-কারণে করুণা নহিল ॥ ৬৭ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
তাহাতে না হৈল রতি-মতি।
দিব্য চিন্তামণি-ধাম বৃন্দাবন যার নাম
হেন স্থানে নহিল বসতি ॥ ৬৮ ॥
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম-দাস কহে জীবের উচিত নহে
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥ ৬৯ ॥

(১৭)

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই! হ'য়ে একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ ॥ ৭০ ॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত।

৬৭। "রতি = শ্রদ্ধা-ভক্তি। "তে-কারণে" = সেইজন্য।

৬৮। "রঘুনাথ" = শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামী।

৭০। "আশ্রয়······অকারণ" = বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন না; কিন্তু তাহা না করিলে ধ্বংস পাইতে হয়।

বৈষ্ণব-চরণজল কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত ॥ ৭১ ॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছেন পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে সেই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৭২ ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥ ৭৩ ॥

(১৮)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥ ৭৪ ॥

৭১। "বৈষ্ণব-চরণরেণু···অন্ত" = বৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকে ও দেহে ধারণ করা ভিন্ন অন্য আর কোনও সাজ-সজ্জা করিবার আবশ্যক নাই।

"বৈষ্ণব-চরণজল" = বৈষ্ণবের শ্রীচরণামৃত।

৭২। "সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন" = তদ্দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না।

৭৩। "কৃষ্ণ-পরসঙ্গ" = শ্রীকৃষ্ণকথানুশীলন। "মোর···ভঙ্গ" = হায় হায়! আমার কেন এমন দুর্দ্দশা হইল—কেন আমি বৈষ্ণব-সঙ্গ পাইতেছি না?

বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরম-জ্ঞান
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে ॥ ৭৫ ॥
কাম ক্রোধ মদ যত নিজ-অভিমান তত
আপন-আপন-স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধ-জন
সুপথ বিপথ নাহি মানে ॥ ৭৬ ॥
না লইনু সত-মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তম-দাসে কয় দেখে শুনে লাগে ভয়
এইবার তরা'য়ে লহ পাশ ॥ ৭৭ ॥

(১৯)

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল হৃদয়ে রহল শেল
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥ ৭৮ ॥
যজ্ঞ দান তীর্থ-স্নান পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান
অকারণে সব গেল মোহে।

৭৪। "দারুণ···নিধি" = ভীষণ সংসার-সমুদ্র।

৭৫। "না···জ্ঞান" = 'শ্রীভগবদ্ভজনই জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য' এই যে ধর্ম্মের সার উপদেশ, তাহা গ্রাহ্য করে না।

বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥ ৭৯ ॥
সাধু-মুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন ॥ ৮০ ॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা কয় শুনিয়াছি এই হয়
হরি-পদ অভয় শরণ।
জনম লভিয়া সুখে রাধাকৃষ্ণ বল মুখে
চিত্তে কর ও-রূপ ভাবন ॥ ৮১ ॥
রাধাকৃষ্ণ-পদাশ্রয় তনু মন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা।

"করম-পাশে" = কর্ম্মবন্ধন-রূপ রজ্জুতে। "তারণ-লেশ" = পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায়। "তেঁই" = সে কারণে।

৭৭। "সত-মত" = সাধুর উপদেশ। "পাশ" = সমীপে।

৭৯। ন্যাংটো হইয়া গহনা পরিলে লোকে যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অর্থাৎ ঐরূপ গহনা পরা যেমন মিছাই হয়, তেমনই আমার সহস্র পুণ্যকর্ম্ম থাকিলেও হরি-ভজন না করায় আমার সব পুণ্যকর্ম্ম মিছাই হইল।

৮০। "বিমল" = শুদ্ধ। "চিত" = মন। "সকলি…ভঙ্গ" = সব নষ্ট হইয়া গেল। "শমন" = যম।

৮১। "শ্রুতি…শরণ" = শুনিয়াছি বেদ পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বদা ইহাই বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অভয়-চরণারবিন্দে শরণ লইলে জীবের আর কোনরূপ ভয় থাকে না। "জনম লভিয়া" = দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া।

নরোত্তম-দাসে কয় আর মোর নাহি ভয়

তনু মন সঁপিনু আপনা ॥ ৮২ ॥

(২০)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।

এ ভব-সংসার তেজি পরম-আনন্দে মজি

আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥ ৮৩ ॥

সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন

সে ধূলি মাখিব কবে গায়।

প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া

কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥ ৮৪ ॥

নিভৃত-নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া

ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি।

কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে

করে পিব করপুটে তুলি ॥ ৮৫ ॥

আর কবে এমন হব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব

কবে গড়াগড়ি দিব তায়।

সখীর অনুগা হ'য়ে কুঞ্জ-সেবা লব চেয়ে

দোঁহে ডাকিবেন—'সখি আয়' ॥ ৮৬ ॥

৮২। "তনু······আপনা" = কায় মন সমস্তই সমর্পণ করিলাম।

৮৪। "উভরায়" = উচ্চৈঃস্বরে। ৮৫। "নিভৃত" = নির্জ্জন।

"পরশ করিব নীরে" = শ্রীযমুনার জল স্পর্শ করিব।

"পিব" = পান করিব। "করপুটে তুলি" = অঞ্জলি করিয়া।

কবে গোবর্দ্ধন-গিরি দেখিব নয়ন ভরি
রাধাকুণ্ডে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ-দেহ-পতন হবে
এই আশা করে নরোত্তম ৮৭ ॥

(২১)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ-সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন-ধামে
এই মনে করিয়াছি আশা ॥ ৮৮ ॥
ধন জন পুত্র দারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুখ পরিহরি ব্রজপুরে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥ ৮৯ ॥
যমুনার জল যেন অমৃত-সমান হেন
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে স্নান করি কুতূহলে
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ ৯০ ॥

৮৭। "এ···হবে" = আমার মৃত্যু হবে, আমি ব্রজের রজ পাব।

৮৮। "কবে······দশা" = কবে আমার অবস্থা ফিরিবে অর্থাৎ এখন আমি বিষয়াসক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কবে আমি বিষয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ-ভজন করিব? "এ······বামে" = ধন-জনাদি

ভ্রমিব দ্বাদশ-বনে কৃষ্ণ-লীলা যে যে স্থানে
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ-স্থানে
কহ আর লীলা-স্থান কাঁহা ॥ ৯১ ॥
ভোজনের স্থান কবে নয়ন-গোচর হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তম-দাসের মন
আশা করে যুগল-চরণ ॥ ৯২ ॥

(২২)

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয় ॥ ৯৩ ॥

ত্যাগ করিয়া। ৮৯। "দারে" = স্ত্রীকে। "পরিহরি" = দূরে করিয়া।

৯০। "অমৃত…হেন" = সুধার ন্যায় সুমধুর।

৯১। "সুধাইব" = জিজ্ঞাসা করিব। "কাঁহা" = কোথায়।

৯২। "ভোজনের স্থান" = এতদ্দারা 'শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-লীলার স্থান' বুঝাইতেছে, নিজের ভোজনের স্থান নহে ; কাম্যবনের নিকটে সখা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-লীলার প্রসিদ্ধ স্থান 'ভোজনথালি'-নামে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। "নয়ন…হবে" = দেখিতে পাইব। "উপবন" = ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।

ফল-মূল বৃন্দাবনে খাব দিবা-অবসানে

ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥ ৯৪॥

শীতল যমুনা-জলে স্নান করি কুতূহলে

প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া।

বাহু'পর বাহু তুলি বৃন্দাবনে কুলি কুলি

'কৃষ্ণ' বলি বেড়াব কান্দিয়া॥ ৯৫॥

দেখিব সঙ্কেত-স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ

প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।

কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি কাঁহা গিরিবর-ধারি

কাঁহা নাথ! বলিয়া কান্দিব॥ ৯৬॥

মাধবী-কুঞ্জের'পরি সুখে বসি শুক-শারী

গায় সদা রাধাকৃষ্ণ-রস।

তরু-তলে বসি তাহা শুনি পাসরিব দেহা

কবে সুখে গোঙাব দিবস॥ ৯৭॥

৯৩। "করঙ্গ" = করোয়া। "তেয়াগিয়া" = ছাড়িয়া। ৯৪। "উদাসীন" = বৈরাগী। ৯৫। "বাহু'পর···তুলি" = ঊর্দ্ধভাবে বাহুর উপর বাহু রাখিয়া; ইহা অত্যন্ত দৈন্য-জ্ঞাপক। "বৃন্দাবনে কুলি কুলি" = শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। ৯৬। "সঙ্কেত-স্থান" = প্রেম-সরোবর ও নন্দগ্রামের মধ্যবর্ত্তী 'সঙ্কেত'-নামক প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্ব্ব-প্রথম মিলন হইয়াছিল।

৯৭। "গোঙাব দিবস" = কাল কাটাইব।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন-সাথ
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম-দাস করে এই অভিলাষ
এমতি হইবে কত দিনে ॥ ৯৮ ॥

(২৩)

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপ-রাশি ॥ ৯৯ ॥
তেজিব শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥ ১০০ ॥
ষড়রস-ভোজন দূরেতে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥ ১০১ ॥
পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা-পুলিনে ॥ ১০২ ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে বৈঠব সে বৈষ্ণব-নিকটে ॥ ১০৩ ॥
নরোত্তম-দাস কহে করি পরিহার।
হেন দশা কবে আর হইবে আমার ॥ ১০৪ ॥

৯৮। "শ্রীগোবিন্দ…সাথ" = ইঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান তিন দেবতা; তন্মধ্যে আবার শ্রীগোবিন্দ হইলেন সর্ব্ব-প্রধান। "এমতি" = এমন।

১০০। "পালঙ্ক" = খাট। "ধূসর" = বিভূষিত; লুণ্ঠিত।

১০১। "ষড়রস-ভোজন" = ভাল খাওয়া। "পরিহরি" = ত্যাগ করিয়া।

১০৪। "করি পরিহার" = খুব কাকুতি-মিনতি করিয়া।

(২৪)

আর কবে হেন দশা হব।
ব্রজের ধূলা ভূষণ করিব ॥ ১০৫ ॥
আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥ ১০৬ ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন-গিরি।
দেখিব নয়ন-যুগ ভরি ॥ ১০৭ ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥ ১০৮ ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জন করিব কুতূহলে ॥ ১০৯ ॥
সাধু-সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তম সদা করে আশ ॥ ১১০ ॥

(২৫)

রাধাকৃষ্ণ ভজোঁ মুই জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে ॥ ১১১ ॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল-কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে তাহে হও ভোর ॥ ১১২ ॥

১০৯। "মজ্জন" = স্নান। "কুতূহলে" = আনন্দে।
১১১। "ভজোঁ" = যেন ভজনা করি। "তাঁর স্থান" = শ্রীব্রজধাম। "দেখোঁ" = যেন দর্শন করি। ১১২। "যুগল-কিশোর" = শ্রীরাধা-কৃষ্ণ।

শ্রীরূপমঞ্জরী-দেবি! কর মোরে দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥ ১১৩॥
শ্রীরসমঞ্জরী-দেবি! কর অবধান।
নিরবধি করি তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥ ১১৪॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস॥ ১১৫॥

(২৬)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥ ১১৬॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন-বেদীর উপর বসাব দু'জন॥ ১১৭॥
শ্যাম-গোরী-অঙ্গে দিব চুয়া-চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ-চন্দ্র॥ ১১৮॥
গাঁথিয়া মালতী-মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে॥ ১১৯॥

"সখীর···হয়ে"=গোপকুমারী-রূপে ব্রজ-গোপীর অনুগতা হইয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া। "তাহে"=সেই সমস্ত লীলায়। "হঙ"=হই। "ভোর"=বিভোর; মগ্ন। ১১৪। "কর অবধান"=শোন। "নিরবধি"=সর্বদা। ১১৭। কালিন্দীর কূলে"=শ্রীযমুনার তীরে। ১১৮। "শ্যাম···অঙ্গে"=শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে। ১১৯। "অধরে"=মুখে।

ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ-।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ ১২০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম-দাস করে এই অভিলাষ ॥ ১২১ ॥

(২৭)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি-কৌতুক-রঙ্গে করিব সেবন ॥ ১২২ ॥
ললিত-বিশাখা-সনে আর যত সখীগণে
মণ্ডলী করিয়া তছু মেলি।
রাই-কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥ ১২৩ ॥
আলস-বিশ্রাম-ঘরে গোবর্দ্ধন-গিরিবরে
রাই-কানু করাব শয়ন।
নরোত্তম-দাস কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণ-সেবন ॥ ১২৪ ॥

১২২। "কেলি ·····রঙ্গে" = শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাবিলাস-জনিত আমোদ-ভরে পরমানন্দে বিভোর হইয়া।
১২৩। "মণ্ডলী···মেলি" = শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সকলে গোলাকারভাবে মিলিত হইয়া। ১২৪। "আলস·· শয়ন" = রাসনৃত্য-শ্রমে ক্লান্ত হইলে, শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত গিরিরাজ-শ্রীগোবর্দ্ধনে বিশ্রামের জন্য যে ঘর আছে, সেই ঘরে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ দুই জনকে শয়ন করাইব।

(২৮)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন ।

গোবর্দ্ধন-গিরিবর কেবল নির্জ্জন-স্থল
রাই-কানু করিব সেবন ॥ ১২৫ ॥

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবিব পরম-রঙ্গে
সুখময় রাতুল-চরণে ।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব কমল-বদনে ॥ ১২৬ ॥

সুগন্ধি চন্দন গুরি কনক-কটোরা পূরি
কবে দিব দু'জনার গায় ।
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায় ॥ ১২৭ ॥

সুবর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডে জল পূরি
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব ।
গুরুরূপা-সখী-বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব ॥ ১২৮ ॥

দোঁহার অরুণ আঁখি পুলক হইয়া দেখি
দুঁহু-পদ পরশিব করে ।

---

১২৬ । "রাতুল"=রাঙ্গা । ১২৭ । "গুরি"=ঘষিয়া ।
১২৮ । "গুরুরূপা-সখী-বামে"=গুরু-রূপা সখীর বামদিকে তদনুগতা একটী গোপ-কুমারী-রূপে অবস্থিত হইয়া ।
"ত্রিভঙ্গ"=গ্রীবা, মাঝা ও চরণ—এই তিন স্থানে বাঁকা ।

চৈতন্য-দাসের দাস সদা করে অভিলাষ
নরোত্তম মনে মনে স্ফুরে ॥ ১২৯ ॥

(২৯)

হরি হরি ! আর কবে এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু-পুরে আহীরী-গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥ ১৩০ ॥
যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম-প্রেষ্ঠ যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব কবে তায় ॥ ১৩১ ॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈয়া রাতুল-চরণে লৈয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সেবিব সে কমল-চরণ ॥ ১৩২ ॥

"ত্রিভঙ্গ·· ঠামে"=শ্রীরাধা সহ মিলিত ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে।

১২৯। "অরুণ=ঈষৎ রক্তবর্ণ। "আঁখি"=চক্ষু।
"পুলক হইয়া"=আনন্দিত হইয়া। "করে"=হস্ত দ্বারা।
"মনে মনে স্ফুরে"=মনে এই অভিলাষ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

১৩০। "বৃষভানুপুরে"=বর্ষাণে : এই গ্রামে শ্রীরাধিকার পিত্রালয়।

১৩১। "যাবটে"=এই গ্রামে শ্রীরাধিকার শ্বশুরালয়।
"পাণিগ্রহণ"=বিবাহ। "বসতি"=বাস।
"সখীর·· শ্রেষ্ঠ"=প্রিয়নর্ম্ম যে সখীগণ, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি

বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারি-ভিতে নানা যন্ত্র ল'য়ে হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥ ১৩৩ ॥
দোঁহ-চন্দ্রমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার আদেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
কবে হেন হইবে আমার ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুই পায়।
নরোত্তম-দাসের মনে প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে
কবে দাসী করিবে আমায় ॥ ১৩৫ ॥

(৩০)

হরি হরি! আর কবে হেন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দুঁহু-অঙ্গে চন্দন পরাব ॥ ১৩৬ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরূপমঞ্জরী।, ১৩৩। 'সেবন···অবশেষে" = শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরে সখীগণের সেবা করিব।

১৩৬। "ছাড়িয়া····· হব" = পুরুষ-দেহে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বা শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রেমসেবা হয় না—একমাত্র গোপী-রূপিণী নারী-দেহেতেই হইয়া থাকে; সেইজন্য গোপীরূপে নারীদেহ-লাভের প্রার্থনা করিতেছেন।

টানিয়া বান্ধিব চূড়া নব-গুঞ্জাহারে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত-বসন অঙ্গে পরাইব সখী-সঙ্গে
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥ ১৩৭ ॥
দুঁহু-রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া ॥ ১৩৮ ॥
হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম-দাস ॥ ১৩৯ ॥

(৩১)

হাহা প্রভু! কর দয়া করুণা-সাগর।
মিছা-মায়া-জালে তনু দহিছে আমার ॥ ১৪০ ॥
কবে হেন দশা হবে—সখী-সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব ॥ ১৪১ ॥

১৩৭। "নব…হারে" = নূতন গুঞ্জামালায়। "গুঞ্জা" = শ্বেতকুঁচ।
১৪০। "প্রভু" = শ্রীগুরুদেব। "মিছা…জালে" = বৃথা মায়ার বন্ধনে। "দহিছে" = দগ্ধ করিতেছে। ১৪১। "সখী-সঙ্গ পাব = সখীর অনুগতা গোপকুমারী-রূপে তাঁহার সঙ্গিনী হইব।

সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ-অঙ্গে দিব ॥ ১৪২ ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর-তিলক কবে দোঁহারে পরাব ॥ ১৪৩ ॥
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্র-মুখ নিরখিব বসা'য়ে সিংহাসনে ॥ ১৪৪ ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম-দাসে ॥ ১৪৫ ॥

(৩২)

কবে কৃষ্ণ-ধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপ-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইব প্রাণ-প্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্র-বয়ান ॥ ১৪৬ ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন!
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনা-পুলিন ॥ ১৪৭ ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।

১৪৬। "প্রাণপ্রিয়া" = প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয় যে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে।
১৪৭। "সজনি" = সখি। ১৪৮। "ভেটিব" = দেখিব।

সদয় হইয়া বিধি মিলাবে সে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥ ১৪৮ ॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম-দাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ১৪৯ ॥

(৩৩)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী ॥ ১৫০ ॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাঁপ ॥ ১৫১ ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণ-গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥ ১৫২ ॥
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥ ১৫৩ ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম-দাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥ ১৫৪ ॥

১৫০। "চরণ দু' খানি" = শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ-যুগল। "পরাণী" = প্রাণ।
১৫১। "অনলে পশিব" = আগুনে প্রবেশ করিব।
১৫২। "গুয়া" = সুপারি। ১৫৩। "কুন্তলের ভার" = কেশরাশি।

(৩৪)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঁই।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥ ১৫৫ ॥
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥ ১৫৬ ॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ ॥ ১৫৭ ॥
হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরি-নাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ ১৫৮ ॥
তোমা-সবা-হৃদয়েতে গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ ॥ ১৫৯ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥ ১৬০ ॥

(৩৫)

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিল মতি সাধু-সঙ্গে নৈল রতি
কিসে আর তরিবার পথ ॥ ১৬১ ॥

১৫৭। "পশ্চাতে পাবন" = তার পরে তরে পবিত্র হওয়া যায়।

১৫৮। "তারে" = উদ্ধার করে। "এড়ান" = রক্ষা।

১৫৯। "গোবিন্দ-বিশ্রাম" = শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান।

১৬১। "অনুরত" = আমার সঙ্গে দৃঢ়রূপে জড়িত—যেন আঁটার ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, আমাকে ছাড়িতে চায় না, ছাড়ানও যায় না।

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর ॥ ১৬২ ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত-বৃন্দ
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥ ১৬৩ ॥
হরিদাস-আদি মেলি মহোৎসব-আদি কেলি
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম-দাস ॥ ১৬৪ ॥

(৩৬)

বৃন্দাবন রম্য-স্থান দিব্য-চিন্তামণি-ধাম
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক-উৎপল ॥ ১৬৫ ॥

১৬২। "সে সব কথা" = ভক্তি-সিদ্ধান্তের মধুর কথাসমূহ।

১৬৪। "হরিদাস" = শ্রীহরিদাস-ঠাকুর।

১৬৫। "দিব্য…ধাম" = পরম-সুন্দর চিন্তামণিময় অপ্রাকৃত ভূমি, যাহা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে। "আবৃত" = বেষ্টিত। "কনক-উৎপল" = স্বর্ণ-পদ্ম।

তার মধ্যে হেম-পীঠ অষ্ট-দলেতে বেষ্টিত
অষ্ট-দলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥ ১৬৬ ॥
ও-রূপ-লাবণ্যরাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তম-দাস কয় নিত্য-লীলা সুখময়
সেবা দিয়া রাখহ চরণে ॥ ১৬৭ ॥

(৩৭)

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ ১৬৮ ॥
সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি সেই মোর ভক্তি-ঋদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র-জপ
সেই মোর ধরম করম ॥ ১৬৯ ॥
অনুকূল হবে বিধি সে পদ-সম্পদ-নিধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ ১৭০ ॥

তুয়া অদর্শন-অহি- গরলে জারল দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ১৭১ ॥

(৩৮)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত-চন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ১৭২ ॥
কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণা।
অধম-পতিত-জনে না করিহ ঘৃণা ॥ ১৭৩ ॥
এ-তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥ ১৭৪ ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল-হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥ ১৭৫ ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥ ১৭৬ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥ ১৭৭ ॥

১৬৯। "ঋদ্ধি"=ধন; সম্পত্তি। ১৭০। "প্রাণ···শশী"=প্রাণরূপ কুমুদের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ। "প্রফুল্লিত"=সমুদিত। ১৭১। "তুয়া···অহি"= তোমার অদর্শনরূপ-সর্প-বিষে আমার দেহ জরজর করিল।

১৭৪। "এ-তিন-সংসার"=ত্রিভুবন অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল।

১৭৭। "অন্ধকার"=অজ্ঞানান্ধকার।

(৩৯)

হাহা প্রভু লোকনাথ! রাখ পদ-দ্বন্দ্বে।
কৃপা-দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ ১৭৮ ॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে হেথা রাধাকৃষ্ণ ॥ ১৭৯ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥ ১৮০ ॥
এ-তিন-সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ-পদতলে দেহ ঠাঁই ॥ ১৮১ ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ গাঙ রাত্রদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥ ১৮২ ॥

(৪০)

লোকনাথ-প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥ ১৮৩ ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥ ১৮৪ ॥
সখীগণ-জ্যেষ্ঠা যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥ ১৮৫ ॥

১৭৯। "তৃষ্ণ" = শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীপাদপদ্ম-লাভের তীব্র লালসা।
"হেথায়" = শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে।
১৮৫। "সখীগণ-জ্যেষ্ঠা" = শ্রীললিতা-দেবী।

তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত-পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল-চরণ ॥ ১৮৬ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-সখি ! কৃপা-দৃষ্টে চেয়ে।
তপ্ত নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে ॥ ১৮৭ ॥

(৪১)

শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ ॥ ১৮৮ ॥
হাহা প্রভু সনাতন ! গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥ ১৯০ ॥
প্রভু-লোকনাথ কবে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদ-পদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥ ১৯১ ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম-সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥ ১৯২ ॥

(৪২)

এই নব-দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভ-ক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥ ১৯৩ ॥

১৮৭। "তপ্ত"=বিরহানল-দগ্ধ। "সিঞ্চ" = পরিতৃপ্ত কর। ১৮৮। "শ্রীরূপ" = শ্রীরূপমঞ্জরী। ১৮৯। "গৌর-পরিবার" =গৌর-পরিকর। ১৯২। "নর্ম্ম-সখীগণে" = শ্রীরূপমঞ্জরী আদি প্রিয়নর্ম্ম-সখীগণ।

শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসি! হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায়॥ ১৯৪॥
আনন্দিত হ'য়ে হিয়া তাঁর আজ্ঞা-বলে।
পবিত্র-মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥ ১৯৫॥
সেবার সামগ্রী রত্ন-থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ-ঝারিতে পূরিয়া॥ ১৯৬॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্র-গতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥ ১৯৭॥

(৪৩)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হৈয়া।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা-পানে চাইয়া॥ ১৯৮॥
সদয়-হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব-দাসী॥ ১৯৯॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ-বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥ ২০০॥
অতি নম্র-চিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবা-কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥ ২০১॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥ ২০২॥

১৯৯। "দোঁহে" = শ্রীরাধা-কৃষ্ণ।　　২০০। "মঞ্জুলালী" = মঞ্জুলালী-মঞ্জরী; ইঁনিই হইতেছেন গৌর-লীলায় শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু।

(৪৪)

হরি হরি! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥ ২০৩ ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥ ২০৪ ॥
এই আশা পূর্ণ কর যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ২০৫ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥ ২০৬ ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥ ২০৭ ॥

(৪৫)

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥ ২০৮ ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥ ২০৯ ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া-পিশাচী ॥ ২১০ ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥ ২১১ ॥
অদোষ-দরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥ ২১২ ॥

(৪৬)

গোরা-পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥ ২১৩ ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন-করম-দোষে আপনি ডুবিনু ॥ ২১৪ ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥ ২১৫ ॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন নহিনু ॥ ২১৬ ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম-দাস কেন না গেল মরিয়া ॥ ২১৭ ॥

(৪৭)

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এইজন নিবেদন করে ॥ ২১৮ ॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
তুয়া প্রিয়-ললিতা-আদেশে।
তুয়া প্রিয়-নিজসেবা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে ॥ ২১৯ ॥

২১৪। "অধনে"=স্ত্রীপুত্র-বিষয়াদি অনিত্য-ধনে। "ধন"=নিত্যধন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম। ২১৫। "অসতে বিলাস"=অসতের সঙ্গে মেলামেশা।

প্রিয়-গিরিধর-সঙ্গে অনঙ্গ-খেলন-রঙ্গে
ভঙ্গ-বেশ করইতে সাজে।
রাখ এই সেবা-কাজে নিজ-পদ-পঙ্কজে
প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে ॥ ২২০॥
সুগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক-বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর দাসী যেন হও তাঁর
অনুক্ষণ থাকোঁ তাঁর সঙ্গে ॥ ২২১ ॥
জল সুবাসিত করি রতন-ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর-বাসিত গুয়া-পাণ।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ-মালতী-মালা
ভক্ষ্য-দ্রব্য নানা অনুপাম ॥ ২২২ ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এ-সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম-দাসে কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥ ২২৩ ॥

(৪৮)

অরুণ-কমল-দলে শেজ বিছাইব
বসাইব কিশোর-কিশোরী।

২২০। "ভঙ্গ-বেশ"=কন্দর্প-কেলি বশতঃ যে বেশ খুলিয়া গিয়াছে তাহা

২২১। "কৌষিক-বসন=পট্ট-বস্ত্র; রেশমী কাপড়।

অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী ॥ ২২৪॥

প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কৃপা-দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে বিবিধ ফুলবর
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥ ২২৫ ॥

মৃগমদ-তিলক সসিন্দূর বনায়ব
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতীফুল- হার পহিরায়ব
ধাওয়াব মধুকর-বৃন্দে ॥ ২২৬ ॥

ললিতা কবে মোরে বীজন দেওয়ব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল মিটব দুঁহু-কলেবর
হেরব পরম-আনন্দে ॥ ২২৭ ॥

নরোত্তম-দাস- আশ পদ-পঙ্কজ-
সেবন-মাধুরী-পানে।
হোয়ব হেন দিন না দেখিয়ে কিছু চিন
দুঁহু-জন হেরব নয়ানে ॥ ২২৮ ॥

২২৪। "মরকত-শ্যাম" = মরকত-মণি অর্থাৎ পান্নার ন্যায় অত্যুজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। "হেম-গোরী" = স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-বিশিষ্টা শ্রীরাধা। ২২৬। "ধাওয়াব" = ছুটিয়া আসাইব। ২২৭। "শ্রমজল সকল" = কেলিবিলাস-শ্রান্তি-জনিত ঘর্ম্মবিন্দু-সমূহ। ২২৮। "চিন" = চিহ্ন; সম্ভাবনা।

(৪৯)

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিক-কুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরি-সঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥ ২২৯॥

হরি হরি! মনোরথ ফলিব আমারে।

দুঁহুক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥ ২৩০॥

চৌদিকে সখীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচরব
বনাইব বিচিত্র কবরী॥ ২৩১॥

মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর॥ ২৩২॥

নীল পটাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব
মুছাইব আপন-চিকুরে॥ ২৩৩॥

২৩১। "কুটিল" = কোঁকড়ান। "কুন্তল" = চুল। ২৩২। "মৃগমদ" = মৃগনাভি। "মলয়জ" = চন্দন। "কুঙ্কুম" = জাফরান্। "সুধাকর" = চন্দ্র।

কুসুম-কোমল-দলে শেজ বিছাইব

শয়ন করাব দোঁহাকারে।

ধবল-চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব

ছরমিত দুঁহুক শরীরে॥ ২৩৪ ॥

কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি

যোগাইব দোঁহার বদনে।

অধর-সুধারসে তাম্বূল সুবাসে

ভোখব অধিক যতনে॥ ২৩৫ ॥

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু

মুই দীনে কর অবধান।

রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয়নর্ম্ম-সখীগণ

নরোত্তম মাগে এই দান॥ ২৩৬ ॥

(৫০)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।

গোবর্দ্ধন-গিরিবরে পরম নিভৃত-ঘরে

রাই-কানু করাব শয়ন॥ ২৩৭ ॥

ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব

মুছাইব আপন-চিকুরে।

২৩৩। "মঞ্জীর"=নূপুর। "ভৃঙ্গার"=গাড়ুর ন্যায় জলপাত্র-বিশেষ "চিকুরে"=কেশে। ২৩৪। "ধবল"=শ্বেত। "ছরমিত"=পরিশ্রান্ত; ক্লান্ত। ২৩৫। "অধর··সুবাসে"=শ্রীমুখের অমৃত-সংযোগে সুবাসিত পাণ। "ভোখব"=খাইবেন। ২৩৬। "মাগে"=প্রার্থনা করে।

কটক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥ ২৩৮ ॥
প্রিয়-সখীগণ-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ-করে।
দুঁহুক কমল-দিঠি কৌতুকে হেরব অতি
দুঁহু-অঙ্গ পুলক-অন্তরে ॥ ২৩৯ ॥
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥ ২৪০ ॥
আর কবে এমন হব দুঁহু-মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জ-শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥ ২৪১ ॥

(৫১)

কদম্ব-তরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল বৃন্দাবন সকল
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ ২৪২ ॥
রাই-কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি বৈদগধি-খনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ২৪৩ ॥

রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ ২৪৪ ॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই-কানু কর যোড়ি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥ ২৪৫ ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ ২৪৬ ॥
হাস-বিলাস-রস সরল মধুর ভাষ
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচন-মোহন লীলা করু ॥ ২৪৭ ॥

(৫২)

হেদে হে নাগর-বর শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।

২৪২। "পরিমলে"=গন্ধে। ২৪৩। "বৈদগধি-খনি"=পরম রসজ্ঞ। "ধনি"=ধন্য। ২৪৫। "পরাগে"=পুষ্প-রেণুতে। "চন্দ্র-করে"=চাঁদের কিরণে। ২৪৬। "বরিষয়ে…রাজে"=সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতেছে।

চরণ-নখর-মণি যেন চাঁদের গাঁথনি
ভাল শোভে আমার গলায় ॥ ২৪৮ ॥
শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়া'য়ে।
মন বলে সঙ্গে যাই গুরুজনের ভয় পাই
আঁখি রহে তুয়া পানে চাইয়ে ॥ ২৪৯ ॥
তুয়া বঁধু! পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন-পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু! গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥ ২৫০ ॥
মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লৈয়া বেড়াতাম দেশে দেশে ॥ ২৫১ ॥
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।
কি মোর মনের সাধ বামন হ'য়ে চাঁদে হাত
বিধি কি পূরাবে সাধ আমায় ॥ ২৫২ ॥
নরোত্তম-দাস কয় শুন ওহে দয়াময়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেই দিন দিও পদ-ছায়া ॥ ২৫৩ ॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবন-বাসী ॥ ২৫৪ ॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥ ২৫৫ ॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥ ২৫৬ ॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥ ২৫৭ ॥

(৫৪)

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল-চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই বড় মনের বাসনা ॥ ২৫৮ ॥
নিজ-পদ-সেবা দিবা নাহি মোরে উপেক্ষিবা
দুঁহু পঁহু করুণা-সাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ এই বড় ভাগ্য মানোঁ
মুই বড় পতিত পামর ॥ ২৫৯ ॥
ললিতা-আদেশ পাইয়া চরণ সেবিব যাইয়া
প্রিয়-সখী-সঙ্গে হর্ষ-মনে।
দুঁহু দাতা-শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥ ২৬০ ॥

২৫৭। "দিগ·· পাথার" = অকূল প্রেম-সমুদ্র, তার কূল-কিনারা নাই।

পাব রাধাকৃষ্ণ-পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম-দাস কয় এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥ ২৬১ ॥

(৫৫)

হরি বল্‌বো আর মদনমোহন হের্‌বো গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চল্‌বো গো ॥ ধ্রু ॥ ২৬২ ॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গো গোপিকার নূপুর
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজ্‌বো গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁদের চরণের ধূলা মাখ্‌বো গো ॥ ২৬৩ ॥
রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী হের্‌বো দু'নয়ন ভরি
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইবো গো।
ব্রজবাসি ! তোমরা সবে এই অভিলাষ পূরাও এবে
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুন্‌বো গো ॥ ২৬৪ ॥
এ দেহ অন্তিম-কালে রাখ্‌বো শ্রীযমুনার জলে
জয় রাধা-গোবিন্দ ব'লে ভাস্‌বো গো।
কহে নরোত্তম-দাস না পূরিল অভিলাষ
আর কবে ব্রজবাস কর্‌বো গো ॥ ২৬৫ ॥

ইতি শ্রীল-নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়-বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রার্থনা সমাপ্ত।

২৬১। "পা" = চরণ। "ঘা" = জ্বালা। "এ সব বিকল" = সমস্ত জঞ্জাল।

ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং॥ ২॥

শ্রীগুরু-চরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম
বন্দোঁ মুই সাবধান-মতে।
যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥ ৩॥

(বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে, "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থ ৫ম বা ৬ষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

"প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা"=যে গ্রন্থ 'প্রেমভক্তি'-বিষয়ে চন্দ্রিকা বা জ্যোৎস্না-স্বরূপ অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক—যে গ্রন্থে 'প্রেমভক্তি' যে কি অনুত্তম ও নিগূঢ় পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে কি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। আমি অজ্ঞান-রূপ তিমিরে অন্ধ হইয়া ছিলাম, কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমারাধ্য, আর আমি যে তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার সেবাই যে আমার একান্ত কর্ত্তব্য"—এই পরম-তত্ত্বজ্ঞান-রূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা যিনি আমার অজ্ঞানান্ধতা-রোগ ঘুচাইয়া দিলেন অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য"—এই পরম-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক যিনি আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি এই সে উত্তম-গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥ ৪ ॥

"অজ্ঞান"='শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভজনীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে একান্ত কর্ত্তব্য'—এই পরম-তত্ত্বজ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ-লাভের ইচ্ছায় মুগ্ধ হইয়া থাকার নাম অজ্ঞান।

"অঞ্জন-শলাকা"=চক্ষু-রোগ সারিবার ঔষধ-সংযুক্ত তুলিকা-বিশেষ।

২। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মনোহভিলাষ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্র-সমূহের প্রচার যিনি এই ধরাতলে সাধন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভু কবে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দান করিবেন ?

৩। "ভকতি-সদ্ম"=শ্রীকৃষ্ণভক্তির আবাস-স্থান; কৃষ্ণভক্তি-লাভের পরমোপায়-স্বরূপ। "যাহার প্রসাদে"=যে গুরু-পাদপদ্মের কৃপায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ হইয়া ভজন-সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ হইয়া থাকে।

৪। "বাক্য"=কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বোপদেশ-সূচক বচন।

"ঐক্য"=যোজনা; মিলন।

"আর······আশা"=শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম-সেবা-রূপ যে অভীষ্ট-বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা লাভ করিবার বাসনা ব্যতীত অন্য আর কোনও ক্ষুদ্র বাসনা করিও না।

"রতি"=একান্ত নিষ্ঠা। "প্রসাদে"=অনুগ্রহে। "পূরে"=পূর্ণ হয়।

"শ্রীগুরু···আশা"=শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিষ্ঠাই হইতেছে শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমসেবালাভ-রূপ পরম-গতি প্রাপ্ত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়; ঐ নিষ্ঠা দ্বারা

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য-জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥ ৫ ॥

এই পরমগতি-লাভেচ্ছারূপ সর্ব্বোত্তম আশা পূর্ণ হয়; তাই তখন চিত্তে আর অন্য কোনও ক্ষুদ্র আশা থাকে না বলিয়া সব আশা স্বতঃই পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, গুরুভক্তিই হইল প্রেমভক্তি-লাভের সর্ব্ব-প্রথম সোপান।

৫। "চক্ষুদান দিল যেই" = যিনি বিষয়াসক্তি-রূপ অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভাকাঙ্ক্ষা-রূপ জ্ঞানালোক প্রদান করিলেন।

"দিব্য-জ্ঞান" = 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য' এই মহাজ্ঞান।

"প্রেমভক্তি" = শ্রীকৃষ্ণে পরমা প্রীতি বা ঐকান্তিক ভালবাসার নাম প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তির অপর নাম প্রেম। অন্য সর্ব্ববিধ বাসনা—এমন কি মোক্ষ-লাভের বাসনা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া এবং যোগ, যাগ, তপস্যা, দান, ধ্যান, ব্রত, জ্ঞান বা কর্ম্মাদি অন্য সর্ব্ববিধ পন্থা ও অন্য সমস্ত দেব-দেবীর পূজাদি পরিহার পূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করতঃ, শ্রীকৃষ্ণে নিরতিশয় মমতাপন্ন হইয়া, সুনির্ম্মল ও প্রগাঢ়-অনুরাগ-সহকারে নিষ্কাম ও একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার জন্য যে অনুত্তমা ভক্তি, তাহার নাম শুদ্ধভক্তি। এবম্বিধ শুদ্ধভক্তির সহিত ভজন করিতে করিতে কালক্রমে প্রেমভক্তি বা প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

"অবিদ্যা" = স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবের নাম অবিদ্যা অর্থাৎ যদ্দ্বারা সত্যে মিথ্যা-বুদ্ধি ও মিথ্যায় সত্য-বুদ্ধি হয়, তাহাই হইল অবিদ্যা। এই

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম-জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ ৬ ॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন সাধু-সঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥ ৭ ॥
জয় সনাতন রূপ প্রেমভক্তি-রস-কূপ
যুগল-উজ্জ্বলময় তনু।

অবিদ্যার কার্য্য হইতেছে নিত্য ও সত্য বস্তু শ্রীভগবানে মমতার অভাব জন্মাইয়া সংসার-রূপ অনিত্য ও মিথ্যা বস্তুতে আসক্তি আনাইয়া দেয়।

"অবিদ্যা……যাতে" = যদ্দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

"বেদে……চরিত" = বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে।

৬। "লোকনাথ" =ইনি হইলেন এই গ্রন্থকার শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুর-মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ-লোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু।

৭। শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকে ও দেহে ধারণ করিলে, তদ্দ্বারা হৃদয়ে শ্রীগুরু-মহিমা ও তৎসহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলামাধুর্য্য অনুভূত হইয়া থাকে এবং নিরন্তর সাধু-সঙ্গ দ্বারা ভজন নির্ম্মল হয়, তথা অজ্ঞান ও অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গ প্রেমভক্তি-লাভের অন্যতম প্রধান সোপান।

যাঁহার প্রসাদে লোক পাসরিল সর্ব্ব শোক
প্রকটিল কল্পতরু জনু ॥ ৮ ॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত নিজ-গ্রন্থে সুবেকত
লিখিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে পরানন্দ হয় চিতে
যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥ ৯ ॥
যুগল-কিশোর-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন
সে রতন মোর গলে হারা ॥ ১০ ॥

৮। "কূপ"=কূয়া; এখানে সমুদ্র। 'যুগল···তনু"=যাঁহাদের দেহ শ্রীরাধাগোবিন্দের পরমোজ্জ্বল-প্রেমরসে অর্থাৎ শৃঙ্গার বা মধুর-রসে পরিপূর্ণ। "প্রকটিল······জনু"=যেন সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুর আবির্ভাব হইল।

৯। "প্রেমভক্তি·········মহাশয়"=শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুপাদ তৎকৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু তৎকৃত 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত', 'দশমটিপ্পনী' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমভক্তির প্রণালী-সমূহ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরানন্দ"= শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা-জনিত পরমানন্দ। "যুগল···রসাশ্রয়"= শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমোজ্জ্বল-প্রেমরস-সুধানিধি লাভ হইয়া থাকে।

১০। "লক্ষবাণ···হেম"=স্বর্ণ বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক একবার দগ্ধ করাকে এক এক বাণ বলে। ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচবাণের বেশী হয় না; সুতরাং লক্ষবাণ বলিতে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল যে তাহার আর তুলনা নাই; শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম হইল এইরূপ বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল।

ভাগবত-শাস্ত্র-মর্ম্ম নববিধ ভক্তিধর্ম্ম
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই
এই তত্ত্ব পরম ভজন ॥ ১১ ॥
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহাকে করিব ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদেনোক্তং—
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৩ ॥

"গলে হারা" = গলায় হার-স্বরূপ।

১১। "ভাগবত……সুসেবন" = শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং। দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥'—এই নববিধ ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলন করিবার উপদেশই হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের সার কথা; আমি সর্ব্বদা ঐ অনুশীলনই করিব। "অন্য…নাই" = শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কোনও দেব-দেবীর শরণ লইব না বা তাঁহাদের সেবাও করিব না। ১২। "কর্ম্মী" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম ব্যতীত অন্যবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি। "জ্ঞানী" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞানচর্চ্চাকারী ব্যক্তি। "করিব ভিন" = ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব। "গাজে" = ঘোষণা করিতেছে।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বাসনা ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া, অনুকূল-ভাবে অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে পোষকতা বা সহায়তা

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ভক্তি পরম-কারণ ॥ ১৪ ॥
মহাজনের যেই পথ তাহে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়-মনে করিয়া সুসার ॥ ১৫ ॥

করে এরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্যানুষ্ঠান করাই হইতেছে উত্তমা ভক্তি। (ইহাই হইল শুদ্ধভক্তি, ইহাই হইল প্রেমভক্তি।)

১৪। "অন্য……ভজন"=শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রবল-অনুরাগ-ভরে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই করিব। "না…দেবা"=শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর কোনও দেব-দেবীর অর্চ্চনা করিব না; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকে অবজ্ঞাও করিব না—প্রণামাদি দ্বারা সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান করিব।

১৫। "মহাজনের…অনুরত"=দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ ও শ্রীজয়দেবাদি পূর্ব্ব-মহাজনগণ এবং পর-মহাজন শ্রীরূপ সনাতনাদি ষড়্ গোস্বামিগণ ভজন-সাধনের যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই চলিব।

"সাধন…সুসার"=একাগ্র-চিত্তে শরীরের দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজন করিবে এবং মনের দ্বারা লীলা-স্মরণ করিবে।

অসৎ-সঙ্গ কর ত্যাগ ছাড় অন্য-অনুরাগ।
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা-রসরঙ্গ
লীলা-কথা ব্রজরস-পূরে ॥ ১৬ ॥

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী
ইহ লোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী ॥ ১৭ ॥

১৬। "অসৎ·· ত্যাগ" = এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

স্ত্রীসঙ্গী বলিতে পরস্ত্রী-সঙ্গী বুঝিতে হইবে, নিজস্ত্রী-সঙ্গী নহে।

"অন্য-অনুরাগ" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য যে কোনও বিষয়ে প্রীতি।

"লীলা···পূরে" = ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-কাহিনীর অনুশীলন করিবে।

১৭। "যোগী" = যাঁহারা যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগের অভ্যাস করেন। "ন্যাসী" = মায়াবাদী সন্ন্যাসী। "কর্ম্মী জ্ঞানী" = পূর্ব্ববর্ত্তী ১২দাগ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "অন্যদেব-পূজক" = যাঁহারা অন্য-দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে পূজা না করিয়া পৃথক্-ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করেন।

"ধ্যানী" = যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান ব্যতীত অন্য দেবতাদির ধ্যান করেন।

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
সর্ব্ব-সিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি মদ মাৎসর্য্য পরিহরি
সদা কর অনন্য-ভজন ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান নব-ভক্তি মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম-কারণ ॥ ১৯ ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥ ২০ ॥

১৮। "তীর্থযাত্রা" = এখানে তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীদ্বারকা, শ্রীপুরী, শ্রীঅযোধ্যা প্রভৃতি ভগবদ্ধামসমূহকে বুঝাইতেছে না, অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্রকে বুঝাইতেছে। ধামসমূহ তীর্থ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত।

"সর্ব্ব...চরণ" = শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে, তীর্থযাত্রাদির কোনও প্রয়োজন হয় না। "মদ" = বিষয়াভিমান ; গর্ব্ব। "মাৎসর্য্য" = পরশ্রী-কাতরতা। "অনন্য-ভজন" = অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ-ভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজন।

১৯। "অর্চ্চন...মহাজ্ঞান" = শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টী ভক্তি-অঙ্গের যাজনা যে জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানই হইতেছে মহাজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞান বা পরম-জ্ঞান।

দেহে বৈসে রিপুগণ যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়॥ ২১॥

২০। "হৃষীকে"=ইন্দ্রিয় দ্বারা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; মন অন্তরেন্দ্রিয়; সর্ব্বসমেত এই একাদশ ইন্দ্রিয়।

"হৃষীকে···সেবা"=উপরোক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ-সেবন করিবে। সে কিরূপে? না—চক্ষু দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা তদীয় নির্ম্মাল্য-আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা তদীয় নৈবেদ্যাস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা ভক্তপদরজঃ-স্পর্শ, বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন, হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা, পদ দ্বারা শ্রীভগবৎ-ক্ষেত্রে বা শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন এবং মন দ্বারা শ্রীভগবানের স্মরণ করিবে। পরন্তু পায়ু ও উপস্থ দ্বারা শ্রীভগবৎ-সেবার কার্য্য কিছু হয় না বটে, তবে কোন কোন মহাজন বলেন যে, তদ্দ্বারা মল-মূত্র-ত্যাগের নিমিত্ত চিত্তের সুস্থতা-নিবন্ধন স্থিরচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনসাধনের পক্ষে সহায়তা হইয়া থাকে।

"উপালম্ভ" = 'শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইয়া জীবের ভব-বন্ধন-মোচন হয়'—এই যে জ্ঞান, ইহা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞানের নাম উপালম্ভ।

২১। "প্রাণ"='প্রাণ'-অর্থে এখানে মন। 'শুনিলে···নিশ্চয়"= আমি কৃষ্ণ-কথা শুনিলেও তাহা বাস্তবিক-পক্ষে আমার শুনা হইতেছে না, যেহেতু তাহাতে আমার মনোযোগ নাই; অপিচ 'কৃষ্ণ-ভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য' ইহা জানিয়াও আমার মন তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না; এরূপ

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয় রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ-সেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে
লোভ সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে মদ কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২৩ ॥

অবস্থাগ পবন্তু আমার দৃঢ়রূপে ধারণা হইতেছে না। রিপুগণ স্বস্ব প্রধান থাকিলে এইরূপ চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা আনয়ন করে, কিন্তু তাহাদিগকে যদি শ্রীকৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তখন তাহারা বশীভূত হইয়া কৃষ্ণসেবার স্বস্ব-কার্য্য করিতে থাকে। ইহা যে কিরূপে, তাহা পরেই বলিয়াছেন।

২৩। "কৃষ্ণ-সেবা কামার্পণে"=যখনই কামোদ্রেক হইবে, তখনই যে কোনরূপ কৃষ্ণ-কার্য্য করিতে থাকিব, তাহা হইলে তন্মনস্ক হওয়ায় পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে কাম ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

"মোহ ইষ্টলাভ বিনে"=শ্রীকৃষ্ণসেবা-রূপ অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতেছে না দেখিয়া, কৃষ্ণই আমার পিতা মাতা পুত্র গৃহ বিষয়, কৃষ্ণই আমার যথা-সর্ব্বস্ব—এইরূপ মমতায় মুগ্ধ হইয়া অবিরাম কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে থাকিব, তাহা হইলে তখন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমার মোহ অর্থাৎ অযথা মমতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। "মদ"=বিষয়-মত্ততা বা বিষয়াভিমান।

"মদ…গানে"= আমি বিষয়-ভোগে উন্মত্ত বা বিষয়-গর্ব্বিত না হইয়া, কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণ-মহিমা-কীর্ত্তনাদি-রূপ কৃষ্ণগুণ-গানেই মত্ত হইব,তাহা হইলেই

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধু-জনার সঙ্গ ॥ ২৪ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন করিবে মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৫ ॥
আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে
যার হয় একান্ত-ভজন ॥ ২৬ ॥

তৎপ্রভাবে আমার বিষয়-মদ স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

"নিযুক্ত…… .. তথা" =এইরূপে রিপুগণকে যথোচিত কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা মনোমত কার্য্য পাইয়া সেই সেই কৃষ্ণ-কার্য্য করিতে থাকিলে, তাহাদের কুক্রিয়াসক্তি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া স্বতঃই তাহাদের দমন হইয়া যাইবে।

২৪। "অন্যথা…ভঙ্গ" =কামকে এইরূপ ভাবে কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, অন্যরূপে অর্থাৎ স্ত্রী-সম্ভোগাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, সে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বিঘ্ন করতঃ সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

২৫। "ক্রোধে…কথন" =আসল কথা হইতেছে, কাম-ক্রোধাদি সমস্ত রিপুকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। "সদা হীন" = সর্ব্বদাই অত্যন্ত নীচ

না করিহ অসৎ চেষ্টা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে
প্রেমভক্তি-পরমকারণ ॥ ২৭ ॥

অসৎ-সঙ্গ কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য-দেবে না করিহ রতি।
আপন-আপন-স্থানে পিরীতি সবাই টানে
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৮ ॥

আপন-ভজন-পথ তাহে হবে অনুরত
ইষ্টদেব-স্থানে লীলা-গান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিনু ভাই
হনূমান্ তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৯ ॥

২৬। "বিপত্তি" = বিপদ। "মহানন্দ-সুখ" = প্রেমানন্দ-জনিত পরম-সুখ। "একান্ত-ভজন" = একনিষ্ঠ-ভজন।

২৭। "না করিহ……প্রতিষ্ঠা" = অসৎ-কার্য্যাচরণ করিও না এবং বিষয়াদি-লাভের জন্য বা সম্মান-লাভের জন্য বা নিজের সুযশ-প্রচার অর্থাৎ নাম কিনিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না।

"প্রেমভক্তি-পরমকারণ" = প্রেমভক্তি-লাভের ইহাই হইল প্রকৃষ্ট উপায়।

২৮। "কুটিনাটি" = দুর্ব্বাসনাদি জঞ্জালসমূহ। "অন্য পরিপাটি" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অন্যবিধ সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান।

২৯। "অনুরত" = একান্ত অনুরক্ত।

"ইষ্টদেব-স্থানে" = শ্রীমন্দির প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় স্থানে।

তথাহি—

শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমল-লোচনঃ ॥ ৩০ ॥

দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহাসুখ
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ ।
যুগল ভজয়ে যাঁরা প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥ ৩১ ॥

পৃথক্-আবাস-যোগ দুঃখময় বিষ-ভোগ
ব্রজবাস গোবিন্দ-সেবন ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধাম
ব্রজলোক-সঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ৩২ ॥

সদা সেবা অভিলাষ মনেতে করি বিশ্বাস
সদাকাল হইয়া নির্ভয় ।

৩০। শ্রীহনূমান্ বলিলেন—লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও, কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রই হইতেছেন আমার সর্ব্বস্ব-ধন ।

৩১। "দেবলোক·········মহাসুখ" = ভক্তের নৈষ্ঠিক-ভজন-দর্শনে দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণ মহাসুখী হন। "তাঁদের······ত্রিভুবন" = ভক্তের নৈষ্ঠিক-ভজন-দর্শনে ত্রিজগতের অধিবাসিগণ এত প্রীত হন যে, তাঁহারা ভক্তগণের সমস্ত আলাই-বালাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৩২। "পৃথক্-আবাস-যোগ" = শ্রীব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র বাস।
"ব্রজলোক" = ব্রজবাসিবৃন্দ ও ব্রজবাসি-ভক্তবৃন্দ ।

নরোত্তম-দাস বলে পড়িনু অসৎ-ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ৩৩ ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধম-জনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ ॥ ৩৪ ॥
যাবত জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধমা ॥ ৩৫ ॥
পতিত-পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতী-পতি ॥ ৩৬ ॥

৩৩। "অসৎ-ভোলে" = অসৎ-সঙ্গ, অসৎ-কার্য্যানুষ্ঠান, অসৎ-চিন্তা, অসৎ-কথন ইত্যাদি রূপ অসতের কবলে।

৩৪। "কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে" = তিমি-নামক অতি বৃহৎ মৎস্যকেও গিলিয়া ফেলে যে জলজন্তু, তাহার নাম তিমিঙ্গিল; কাম-রূপ সেই তিমিঙ্গিল অর্থাৎ অতিভীষণ, অতিপ্রকাণ্ড জন্তু আমাকে গিলিয়া ফেলিতেছে।

৩৫। "নিষ্কপটে" = সরল প্রাণে। "অধমা" = পতিত।

৩৬। "যদি……সতী-পতি" = সতী স্ত্রী কোনও অপরাধ করিলে, তাহার যেমন পতি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, তদ্রূপ আমিও অপরাধী

তুমি ত পরম-দেবা নাহি মোরে উপেক্ষিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর॥ ৩৭॥
কামে মোর হত চিত নাহি শুনে নিজ-হিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ! অঙ্গীকুরু তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্ব-জনা॥ ৩৮॥
মো-সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই
'নরোত্তম-পাবন'-নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম পতিত-পাবন শ্যাম
নিজ-দাস কর গিরিধর॥ ৩৯॥

হইলে, তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। সতী যেমন স্বামীর সেবা-কার্য্যে কোনও ত্রুটি করিলে স্বামী তাহার সে দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যভিচার করিয়া অপরাধিনী হইলে স্বামী তাহাকে কদাচ ক্ষমা করেন না—তাহাকে পরিত্যাগই করেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে কোনও অপরাধ ঘটিলেও তিনি অবশ্য তাহা ক্ষমা করেন বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে চিত্ত বিচলিত হইয়া অন্য কুত্রাপি আসক্ত হইলে, তখন আর তাঁহার কৃপা-লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

৩৭। "পরম-দেবা" = সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর; পরমেশ্বর।

৩৮। "দুর্ব্বাসনা" = বিষয়-ভোগাভিলাষাদি নানাবিধ অসৎ লালসা।
"অঙ্গীকুরু" = নিজের বলিয়া গ্রহণ কর।

নরোত্তম বড় দুখী নাথ ! মোরে কর সুখী
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায় এই ত পরম ভয়
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে ॥ ৪০ ॥
আন কথা আন ব্যথা নাহি যেন যাঙ তথা
তোমার চরণ-স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল তুয়া গুণ কল-কল
গাই যেন সতের সমাজে ॥ ৪১ ॥
অন্য ব্রত অন্য দান নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান
অন্য-সেবা অন্যদেব-পূজা।
'হাহা কৃষ্ণ' বলি বলি বেড়াব আনন্দ করি
মনে মোর নহে যেন দুজা ॥ ৪২ ॥

৪১। "আন কথা" = শ্রীকৃষ্ণ-কথা ভিন্ন অন্য কথা।
"আন ব্যথা" = কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-জনিত কষ্ট ভিন্ন অন্য কষ্ট।
"তোমার……মাঝে" = যেখানে থাকিলে তোমার চরণ-স্মৃতি হয়, আমি যেন কেবল সেইখানেই থাকি। "অবিরত" = নিয়ত।
"অবিকল" = স্থির-চিত্তে। "কল-কল" = অনর্গল।
৪২। "অন্য ব্রত" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্রত ব্যতীত অন্য যে কোনও ব্রত।
"অন্য দান" = শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় দান ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার দান।
"নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান" = যেন অতি-তুচ্ছ বলিয়া বোধ করি।
"অন্য-সেবা অন্যদেব-পূজা" = শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা করা বা অন্য-দেবদেবীর পূজা করা যেন অতি-তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি।

জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
দোঁহার পিরীতি-রস-সুখে।
যুগল সহিত যাঁরা মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ ৪৩ ॥
যুগল-চরণ-সেবা এই ধন মোরে দিবা
যুগলের মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কাম-রতিগণ-ভূপ
মনে রহু ও-লীলা-কিরীতি ॥ ৪৪ ॥

"তুক্ষা" = দ্বিধা-ভাব ; সন্দেহ।

৪৩। ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, শ্রীরাধাকৃষ্ণই হইতেছেন আমার একমাত্র গতি, আমার একমাত্র প্রাণের আরাধ্য-দেবতা—আমার একমাত্র প্রাণবল্লভ। শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের প্রেমরস-সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের সহিত নিত্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত সখীগণই হইতেছেন যে আমার প্রাণ এবং তাঁহারাই যে আমার গলার হার-স্বরূপ, এই কথা, এই ভাব আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হউক।

৪৪। "যুগলের···পিরীতি" = শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের আন্তরিক প্রেম আমাকে দাও। "যুগল-কিশোর······ভূপ" = শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের অনির্ব্বচনীয় ভুবন-বিমোহন রূপ কোটী কোটী মদন ও কোটী কোটী রতির অনুপম সৌন্দর্য্যকেও তিরস্কার করিতেছে —সে অপূর্ব্ব রূপ যে সমস্ত রূপের রাজা।

"মনে······কিরীতি" = শ্রীরাধা-গোবিন্দের অমৃতময়ী লীলা-কাহিনী আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাস আমার চিত্তে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পাউক।

দশনেতে তৃণ ধরি হাহা কিশোর-কিশোরি
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-কুমার শ্যাম বৃষভানু-কুমারী নাম
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী ॥ ৪৫ ॥
কনক-কেতকী রাই শ্যাম মরকত-কাঁই
দরপ-দরপ করু চূর।
নটবর-শিরোমণি নটিনীর শিখরিণী
দুঁহু-গুণে দুঁহু-মন ঝুর ॥ ৪৬ ॥
শ্রীমুখ সুন্দর-বর হেম-নীল-কান্তি-ধর
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাস-ধর গৌরী-শ্যাম মনোহর
অন্তরের ভাবে দুঁহে লোভা ॥ ৪৭ ॥

৪৫। "দশনেতে তৃণ ধরি" = পরম-দৈন্য-সহকারে।

"ব্রজরাজ......মনোহারী" = আহা মরি! 'শ্যাম'-নাম ও 'রাধা'-নাম কি মধুর, কি মধুর! বল 'জয় জয় শ্রীরাধা-শ্যাম', 'জয় জয় শ্রীরাধা-শ্যাম', 'জয় জয় শ্রীশ্যামাশ্যাম'।

৪৬। "কনক-কেতকী" = সোনার কেয়াফুলের মত গৌরবর্ণ। "মকরত-কাঁই" = পান্নার ন্যায় উজ্জ্বল-নীলবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট। "দরপ...চূর" = রাই-শ্যামের ভুবনমোহন রূপ পরম-সুন্দর কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ করিতেছে। "নটবর-শিরোমণি" = নায়ক-শ্রেষ্ঠ। "নটিনীর শিখরিণী" = নায়িকা-শ্রেষ্ঠা। "দুহু-মন...ঝুর" = দু'জনের চিত্ত বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

৪৭। "অন্তরের......লোভা" = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের প্রেমে লুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

আভরণ মণিময় প্রতি অঙ্গে অভিনয়
কহে দীন নরোত্তম-দাস।
নিশিদিশি গুণ গাঙ পরম-আনন্দ পাঙ
মনে মোর এই অভিলাষ ॥ ৪৮ ॥

রাগের ভজন-পথ কহি এবে অভিমত
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ-দেহ পাইয়া
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৯ ॥

রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত
মুখ্য-সখী করিয়ে গণন।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥ ৫০ ॥

তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।

৪৮। "আভরণ.........অভিনয়" = অভিনয়-কালে ভূষণাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া নট-নটীদিগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীশ্যামের প্রতি অঙ্গ মণিময় আভরণে ভূষিত হইয়া পরম-মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। "নিশিদিশি" = রাত্রিদিন।

৪৯। "লোক......বাণী" = এই কথা সমস্ত মহাজন-বাক্যের ও সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের সার কথা।

"সখীর.........পাইয়া" = ব্রজগোপীর অনুগতা হইয়া গোপকুমারী-রূপে নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনা পূর্ব্বক ব্রজে অবস্থান করিতে হইবে।

সেবাপরা সখীগণ অসংখ্য তাহার গণ
মুখ্য মুখ্য করিয়ে গণন ॥ ৫১ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার শ্রীরতিমঞ্জরী আর
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে
প্রেম-সেবা করে কুতূহলী ॥ ৫২ ॥
এ-সব-অনুগা হইয়া প্রেমসেবা ল'ব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখী-মাঝে ॥ ৫৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল যোগাব চাঁদ-মুখে ॥ ৫৪ ॥
যুগল-চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ-দেহে পাব তাহা
রাগ-পথের এই সে উপায় ॥ ৫৫ ॥

৫৪। "বৃন্দাবনে……সুখে" = শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সখীগণ অবস্থিত থাকিয়া এবং তাঁহাদের সেবার যথাযোগ্য সময় ও ভাব বুঝিয়া, সেই সেই সময়ে সেই সেই ভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়া ঐ সখীগণ পরম-সুখে কাল যাপন করিতেছেন।

৪৯-৫৫। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্য-পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরতত্ত্ব। তাঁহার তনু সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, অপ্রাকৃত ও আনন্দস্বরূপ; ঐ দেহের কদাচ বিনাশ নাই; উহা জীবের ন্যায় জড়-দেহ নহে। এই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সমূহের মধ্যে হ্লাদিনী বা আহ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তিই হইতেছেন সর্ব্বপ্রধান। শ্রীরাধিকা ও তদীয় সখীগণ অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ সকলেই হইলেন এই হ্লাদিনী-শক্তিময়ী; তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা হইলেন রূপে গুণে ভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হ্লাদিনী-শক্তির সার হইল প্রেম; প্রেমের সার হইল ভাব; ভাবের সার হইল মহা-ভাব; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভাবস্বরূপিণী অর্থাৎ মহা মহাপ্রেমময়ী; আর গোপীগণ সকলেই হইলেন শ্রীরাধিকার স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারই রূপ-গুণাদি-ভেদে ভিন্নভিন্ন-দেহ-ধারিণী। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত গোপী-প্রেয়সীবৃন্দ এবং পিতা-মাতা, সখাগণ ও দাসাদি লইয়া গোলোক ব্রজে অপ্রত্যক্ষভাবে নিত্য মনুষ্যের মতই লীলা করিতেছেন; আবার কিন্তু মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়াও কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা লোকলোচনের সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে নিত্যই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হইতে হইলে রাগানুগা-মার্গে (রাগমার্গে) ভজন করিতে হয়। এই রাগমার্গে ভজন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবে হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মধুর-ভাব অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের যে প্রীতিভাব তাহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং রাগের ভজন বলিতে শ্রীঠাকুর-মহাশয় এই মধুর-ভাবের ভজনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। শ্রীব্রজগোপীগণ সকলেই হইলেন মধুরভাবাপন্না। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ-প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে গোপীভাবে এই মধুর-রসাশ্রিত হইয়া রাগমার্গে ভজন বা রাগের ভজন করিতে হয়। পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সুধাস্বাদ এই মধুর বা শৃঙ্গার-রসের সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে; এই সুধাস্বাদ শ্রীরাধিকার সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলিয়া তিনি হইলেন মহানন্দময়ী

সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ-দেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন-রীতি
ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার॥ ৫৬॥

নিত্যানন্দময়ী; আর তদীয় সখীগণও তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-সেবা করিয়া ঐরূপে কৃষ্ণসুখাস্বাদ করিতেছেন বলিয়া, তাঁহারাও প্রায় তদ্রূপই মহানন্দময়ী, নিত্যানন্দময়ী। রাগমার্গের ভজনে এই সখীগণের অনুগতা হইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদেরই মত করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কৃষ্ণ-সেবা করিতে হয়; কিন্তু প্রাকৃত-মানবদেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-প্রেমসেবা লাভ হয় না, বা পুরুষ-দেহেও হয় না; তন্নিমিত্ত সাধনাবস্থায় নিজের একটী পরমা সুন্দরী কিশোরী-বয়স্কা গোপী-দেহ কল্পনা করিতে হয়; এই কল্পিত দেহের নামই হইল সিদ্ধ-দেহ; সাধনাবস্থায় এই সিদ্ধ-দেহে মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, এইরূপ ভাবনা দ্বারা সেবা করিতে করিতে সাধন পরিপক্ক অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে দেহান্তে এই ভাবনানুরূপ সিদ্ধ-দেহে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ-প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত গুরুপ্রণালী হইতে নিজ-সিদ্ধদেহের নাম, রূপ, বয়স, বেশ ও সেবাদির বিষয় জানা যায় এবং উক্তরূপ কল্পিত-সিদ্ধদেহে ব্রজে গুরুরূপা সখীর বামভাগে নিজাবস্থিতি চিন্তা করিয়া ভজন করিতে হয়।

কৃষ্ণভক্তের দুইটী অবস্থা—সাধক ও সিদ্ধ। ভজনের অপক্ক অবস্থা হইল সাধকাবস্থা ও ভজন পক্ক হইলে সিদ্ধাবস্থা। সাধন করিতে করিতে ভক্ত এই সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে, তাঁহার দেহান্তে ব্রজে সিদ্ধদেহ লাভ হইয়া থাকে; এই সিদ্ধদেহ হইল নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর। সাধকাবস্থায় বৈষ্ণব-সদাচার-সমূহের প্রতিপালন পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-রূপ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন

নরোত্তম-দাস কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ ॥ ৫৭ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিপাদেনোক্তং—
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার-ভূষিতাং ॥ ৫৮ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতং।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥ ৫৯ ॥

করতঃ যথাবিধি ভজন করিতে করিতে ভজন পরিপক্ক হইলে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। সাধকাবস্থার ভক্তি হইল সাধন-ভক্তি, আর সিদ্ধাবস্থার ভক্তি হইল প্রেমভক্তি।

৫৭। "সখীগণ····· তাতে" = আমিও যেন শ্রীরাধিকার দাসীরূপে একজন সখী অর্থাৎ ব্রজগোপী হইতে পারি।

৫৮। সখীগণের সঙ্গিনী-রূপে তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণা হইয়া এবং ঐ সখীগণের ন্যায় রূপ-লাবণ্যে ও তাঁহাদিগের উপভুক্ত বসন-ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া, আপনাকে একটী পরমা সুন্দরী গোপকুমারী-রূপে চিন্তা করিবে।

৫৯। স্বীয়-ভাবানুরূপ-লীলা-বিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণকে এবং তদীয় প্রিয়-পরিজন শ্রীললিতা-বিশাখাদি ও শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধিকাকে স্বীয় অভিলাষানুরূপে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের লীলা-কথায় রত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করিবে। (সশরীরে ব্রজবাস করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে, অগত্যা মনের দ্বারাই ব্রজবাস করিবে, তাহা হইলে অসমর্থপক্ষে তাহাতেও ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে)।

যুগল-চরণে প্রীতি পরম-আনন্দ তথি
রতি প্রেমা হউ পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম উপাসনা রসধাম
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৬০ ॥
মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম
যুগল-বিলাস স্মৃতি-সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা'পর আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি-সার ॥ ৬১ ॥

৬০। "রতি...পরবন্ধে" = রসিক-ভক্তগণ-বিরচিত রসময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে আমার প্রেমময়ী রতি হউক।

"কৃষ্ণনাম......পরানন্দে" = শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাদের উপাসনা করিতে থাকিলে তাহাতে তাঁহাদের অমৃতময়-প্রেমরসাস্বাদন হইয়া থাকে। আমার বড় সাধ, আমি এইরূপে উপাসনা করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে পড়িয়া রহিব।

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রীতি, রসিক-ভক্ত-বিরচিত পদপদাবলী ও গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন—এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতেছে রাগমার্গের কতিপয় মুখ্য সাধন।

৬১। স্মরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণই হইতেছে মনের প্রাণ-স্বরূপ। দেহে প্রাণ না থাকিলে সে দেহ যেমন বৃথা, তদ্দ্বারা কোনও কাজই হয় না, সেইরূপ মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাদির স্মরণ না থাকিলে, সে মনই বৃথা; দেহে প্রাণ না থাকিলে তাহা যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদিতে ভক্ষণ করিতে থাকে, সেইরূপ মনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ না থাকিলে মনকে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ প্রতিনিয়ত দংশন করিয়া জর্জ্জরিত করে, কিন্তু কৃষ্ণ-

জলদ-সুন্দর কাঁতি মধুর মধুর ভাঁতি
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীত-বসন-ধর আভরণ মণিবর
ময়ূর-চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৬২ ॥
মৃগমদ-চন্দন- কুঙ্কুম-বিলেপন
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন-কুসুমাবলি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি
মধু-লোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৬৩ ॥
ঈষত মধুর স্মিত বৈদগধি-লীলামৃত
লুবধল ব্রজবধূ-বৃন্দে।

স্মরণ থাকিলে কদাচ তাহা করিতে পারে না। ইহা বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, রাগমার্গের ভজনে স্মরণই হইতেছে ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। পরন্তু আবার পরম-মধুর ধাম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-স্মরণ—বিশেষতঃ অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণই হইতেছে সর্ব্ব প্রকার স্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের প্রেমসেবাই হইতেছে আমাদের সাধ্য অর্থাৎ অভীষ্ট-বস্তু এবং তাঁহাদের লীলা-স্মরণই হইতেছে সাধন অর্থাৎ ঐ প্রেমসেবা-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন আর কিছুই নাই; এই তত্ত্ব হইতেছে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সর্ব্বপ্রকার ভজন-বিধির সার-তত্ত্ব; শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিবার নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজন-বিধি আর হইতে পারে না; লীলা-স্মরণই হইল শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা বা নিকুঞ্জ-সেবা-লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, রাগমার্গের ভজনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-স্মরণই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

চরণ-কমল'পর মণিময় নূপুর
নখমণি ঝলমল চন্দ্রে ॥ ৬৪ ॥
নূপুর-মরাল-ধ্বনি কুলবধূ-মরালিনী
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি যেন মিলে পতি সতী
কুলের ধরম যায় দূরে ॥ ৬৫ ॥

৬২-৬৫। "জলদ……দূরে"=সাধ্য-সাধন বর্ণনা করিতে করিতে অকস্মাৎ শ্রীপাদ ঠাকুর-মহাশয়ের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ-মূলস্থ পরম-মোহন শ্রীগোবিন্দ-রূপ স্ফূর্তি পাওয়ায়, ভাবাবেশে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে এই চারিটী দাগে লিখিতরূপে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"জলদ-সুন্দর কাঁতি"=তিনি হইলেন নবজলধর-শ্যামসুন্দর।

"মধুর মধুর ভাতি"=তিনি পরম-মধুর-রূপে শোভা পাইতেছেন।

"বৈদগধি-অবধি সুবেশ"=তাঁহার পরম-মনোহর-বেশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি রসিক-চূড়ামণি।

"পীত……দূরে"=তিনি পীত-বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে মণিময়-অলঙ্কার-সমূহ শোভা পাইতেছে; বক্ষে কৌস্তুভমণি ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে; মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া বিরাজিত; সর্বাঙ্গ কস্তুরী, চন্দন ও কুঙ্কুম-লিপ্ত; তাঁহার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মূর্ত্তি কি মনোহর! তাঁহার গলদেশে সদ্য-বিকশিত সুগন্ধি-পুষ্পের মালাসমূহ সুন্দর শোভা পাইতেছে; ঐ পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরগণ আসিয়া মধুলোভে মত্ত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তিনি মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছেন; তাঁহার এই মধুর হাস্য ও রসময় মধুর-লীলা-দর্শনে ব্রজবধূগণ অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছেন; তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিরাজিত মণিময় নূপুরের

ধ্বনি শুনিয়া ব্রজকুল-সতীগণ আর ঘরে থাকিতে পারিতেছেন না; সতী যেমন পতির সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাঁহারাও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া কুল পরিত্যাগ করিয়াও, শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিলেন। এই পরপুরুষ-রূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের অবশ্য সতীত্ব-ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইলেন আত্মারাম—তিনি সকলেরই আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন; সুতরাং তাহার সহিত রমণে কোনও নারীরই কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিতে পারে না; তিনি হইলেন নিখিল-জগৎ-পতি; সুতরাং তিনি কি পুরুষ কি নারী সকলেরই পতি—তিনি হইলেন পরম-পতি। পরকীয়া-রস অত্যন্ত মধুর বলিয়া এবং ইহাতে অধিকতর সুখাস্বাদ হয় বলিয়া তিনি পরকীয়া-ভাবেই লীলা করিতে ভালবাসেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলা পরকীয়া হইলেও, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রজগোপীগণের নিত্যপতি; এই সতী-শিরোমণি ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণ বই আর কাহাকেও জানেন না, আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না; কিন্তু কি আশ্চয্য তথাপি এই লীলা নিত্যপরকীয়া, ইহা কদাচ স্বকীয়া নহে, তবে অবশ্য স্বকীয়ার ন্যায়ই পরম-বিশুদ্ধ। তাঁহার এই পরকীয়া নিত্যলীলা প্রকট ও অপ্রকট উভয় অবস্থাতেই ঐ পরকীয়া-রূপেই চলিতেছে। এই পরকীয়া লীলা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নহে, পরন্তু অন্য সকলের পক্ষেই পরস্ত্রী-সংসর্গ অতীব দূষণীয়। শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যদ্ভুত অনন্তমহিমময় লীলা পরকীয়া হইয়াও স্বকীয়ার ন্যায়ই পরম-পবিত্র; পরন্তু ইহা স্বকীয়া-স্বরূপিণী হইলেও, ইহা নিত্যপরকীয়া। ব্রজের এই লীলা যে বিশুদ্ধ পরকীয়া, তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের সার যে 'উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ'-গ্রন্থ, যাহা শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রণীত, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—'নায়িকাঃ প্রথমং স্বীয়াঃ পরকীয়া ইতি

দ্বিবিধাঃ। কাত্যায়নীব্রত-পরাণাং মধ্যে যা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহিতাঃ তাঃ স্বীয়াঃ। তদন্যা ধন্যাদয়ঃ কন্যাঃ পরকীয়া এব। শ্রীরাধাদ্যাস্ত প্রৌঢ়াঃ পরকীয়া এব।' অর্থাৎ নায়িকা প্রথমতঃ দুই প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা কুমারীগণের মধ্যে যাঁহারা গান্ধর্ব্বমতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহিতা, তাঁহারা স্বকীয়া; তদ্ভিন্ন ধন্যা প্রভৃতি অন্যান্য কুমারীগণ সকলেই অবশ্য পরকীয়া; আর প্রৌঢ়া অর্থাৎ অন্য সহ যথাবিধি বিবাহিতা শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণও নিশ্চিতই পরকীয়া। (এখানে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, তৎকাল-প্রচলিত গান্ধর্ব-বিবাহ এক প্রকার শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইলেও, ইহা প্রকারান্তরে পরকীয়ারই তুল্য, যেহেতু এই বিবাহ যে কিরূপ, তৎসম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলিয়াছেন—'যত্র কন্যাবরয়োরন্যোন্যানুরাগাৎ ত্বং মে ভার্য্যা ত্বং মে পতিরিতি নিশ্চয়ঃ সঃ।' অর্থাৎ যাহাতে বর ও কন্যা উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে 'তুমি আমার স্ত্রী, তুমি আমার পতি' এইরূপ বলিয়া নিজেরাই স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লয়, তাহাই হইল গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই বিবাহ স্বকীয়া হইয়াও পরকীয়ারই তুল্য, তবে ইহা সাধারণ-পরকীয়ার ন্যায় ঘৃণিত নহে, ইহা নির্দ্দোষ)। ব্রজলীলা যে পরকীয়া, তৎসম্বন্ধে শ্রীল-চক্রবর্ত্তিপাদ তৎপ্রণীত 'রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা'-গ্রন্থে আরও স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, 'রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধা-পরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। যদ্যপি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী-শক্তিঃ, তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বীয় এব, তদপি তয়োর্লীলাসহিতয়োরেবোপাস্যত্বং, ন তু লীলা-রহিতয়োঃ; লীলায়াস্তু তয়োর্ব্রজভূমৌ কাপ্যার্ষশাস্ত্রে দাম্পত্যং ন প্রতিপাদিতমিতি শ্রীরাধা হি প্রকটাপ্রকট-প্রকাশয়োঃ পরকীয়ৈব ইতি সর্ব্বার্থ-নিষ্কর্ষ-সংক্ষেপঃ।' অর্থাৎ রাগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিলে ব্রজে শ্রীরাধিকার পরিকর-রূপে শুদ্ধমাধুর্য্যময় পরকীয়া-ভাব লাভ হইয়া থাকে। শ্রীরাধিকা যদিও শ্রীকৃষ্ণের

গোবিন্দ-শরীর নিত্য তাঁহার সেবক সত্য
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়।
শীতল-কিরণ-কর কল্পতরু-গুণ-ধর
তরুলতা ষড় ঋতু রয় ॥ ৬৬ ॥

হ্লাদিনী-নামক স্বরূপ-শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার স্বীয়জন, তথাপি লীলাবিলাসান্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য, লীলাশূন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের নহে ; পরন্তু ব্রজলীলায় যখন ঋষি প্রণীত কোন শাস্ত্রেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য-ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন শ্রীরাধিকা যে প্রকট অপ্রকট উভয় লীলাতে নিশ্চয়ই পরকীয়া, কদাচ স্বকীয়া নহেন, ইহাই হইল সর্ব্বপ্রকারে সার অর্থ।' অতএব এক্ষণে ইহা বেশ বুঝা গেল যে, ব্রজের এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা হইল বিশুদ্ধ পরকীয়া, ইহা স্বকীয়া নহে। এই অত্যদ্ভুত পরকীয়ালীলা শ্রীকৃষ্ণেরই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি শ্রীযোগমায়াদেবীর অচিন্ত্যপ্রভাবে নিত্য নির্ব্বিঘ্নে সংঘটিত হইতেছে। এই লীলা গঙ্গাজলের ন্যায় সুপবিত্র ও বিশুদ্ধ-স্বর্ণের ন্যায় পরম-নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল। ইহার অনুশীলনে কামাদি দুর্ব্বাসনা বিদূরিত হয়, নরনারী সকলেই সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম-পবিত্র হন এবং পরমানন্দ ও পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ইহা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বুঝিয়া ও ধারণা করিয়া রাখিতে হইবে যে, গোপসুন্দরী-রূপিণী পরস্ত্রী-সংসর্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কদাচ দোষাবহ নহে, কিম্বা পরমপতি শ্রীকৃষ্ণরূপ পরপুরুষ-সম্ভোগও গোপরমণীগণের পক্ষে কদাচ দোষাবহ নহে।

৬৬। "গোবিন্দ······রয়" = শ্রীগোবিন্দের দেহ জীবের ন্যায় জড়দেহ নহে—ইহা সচ্চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত, অনাদি ও নিত্য অর্থাৎ ধ্বংসরহিত। তাঁহার পরিকরগণের শরীরও তদ্রূপ। শ্রীবৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বলোকোপরি অবস্থিত মহাজ্যোতির্ম্ময়-ধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতেছেন তাঁহার আবাসস্থান;

গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয়
বিহরে মধুর অতি শোভা।
ব্রজপুর-বনিতার চরণ-আশ্রয় সার
কর মন একান্ত করি লোভা ॥ ৬৭ ॥
ধন্য লীলারস-ধন রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ
ভাব মন এক-চিত্ত হ'য়ে।
অন্য বোল গণ্ডগোল না শুনিহ উতরোল
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়ে ॥ ৬৮॥
পাপ-পুণ্যময় দেহ সকলি অনিত্য এহ
ধন জন সব মিছা ধন্ধ।
মরিলে যাইবে কোথা ইহাতে না পাও ব্যথা
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ ॥ ৬৯ ॥

সেখানকার তরুলতাগণ সব ঋতুতেই সমানভাবে ফলফুলে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন; উঁহারা চন্দ্র-কিরণের ন্যায় সুশীতল অর্থাৎ উঁহাদের আশ্রয়ে প্রাণ জুড়াইয়া যায় এবং উঁহারা কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন।

৬৭। "বনিতাচয়" = ব্রজসুন্দরীগণ।

"ব্রজপুর........লোভা" = রে মন! তুমি অন্য কোনও বস্তুতে লোভ না করিয়া কেবলমাত্র ব্রজগোপীগণের শ্রীচরণ আশ্রয়ই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাই আশ্রয় কর।

৬৮। "ধন্য লীলারস-ধন" = শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস-সম্পত্তির জয় হউক, জয় হউক। "অন্য...উতরোল" = কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু কথা, সে সমস্তই গণ্ডগোল মাত্র; তুমি সে সমস্ত বাজে কথায়, গণ্ডগোলের কথায় কর্ণপাত করিও না।

রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই পরম-ঈশ্বর সেই
তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥ ৭০ ॥
পাপে না করিহ মন অধম সে পাপি-জন
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥ ৭১ ॥

৬৯-৭১। রাগমার্গের ভজনে দেহাদির অনিত্যতা-বোধ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই হইয়া থাকে; তথাপি শ্রীঠাকুর-মহাশয় পূর্ব্বে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ দিয়াও আবার দেহাদির অনিত্যতার কথা বলিতেছেন কেন? ইহার কারণ এই যে, সাধকের প্রথমাবস্থায় দেহ ও ধন জন স্ত্রী পুত্রাদিতে স্বভাবতঃই আসক্তি থাকে; কিন্তু এ সমস্ত যে অনিত্য তাহা সম্যক্ বোধগম্য না হইলে, তদ্বিষয়ে আসক্তি দূরীভূত হয় না; তন্নিমিত্তই শ্রীঠাকুরমহাশয় দেহাদির অনিত্যতার কথা উল্লেখ করিয়া ভক্তগণকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন:—দেখ পাপময় দেহও অনিত্য, পুণ্যময় দেহও অনিত্য, যেহেতু পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মেরই ফলভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু দ্বারা দেহের ধ্বংস ও নূতন-দেহ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে উহা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করতঃ জন্মমৃত্যু রহিত করিয়া দেয়। আরও দেখ, ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি—এ সমস্তই মিথ্যা ধাঁধা মাত্র, এই আছে এই নাই, আমরা কেবল মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যজ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে এই মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে

প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে সকল সন্তাপ যাবে
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥ ৭২ ॥

না। আরও দেখ, তুমি নিয়তই চোখের উপর দেখিতে পাইতেছ, মরিয়া মরিয়া কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই, তুমিও ঐরূপ মরিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে তাহারও ঠিকানা নাই; তথাপি তুমি সর্ব্বদাই অসৎ-কর্ম্ম করিতেছ এবং কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বশতঃ ক্রমাগতই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। দেখদেখি, এহেন যে রাজার রাজ্য, তাহাও যেন ভোজবাজির খেলা, এই আছে এই নাই; সুতরাং এত বড় রাজ্যপাটও যখন অনিত্য, তখন অন্য-পরে কা কথা। অতএব হে মন! যাহার মায়ায় এইরূপ ধন, জন ও দেহাদি অনিত্য-বস্তুতে নিত্য-বোধ ঘটাইতেছে, তিনি হইলেন পরমেশ্বর, তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিশেষরূপ ভয় কর, কারণ তাঁহাকে ভয় করিলে তোমার আর অসৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে না। লোকে কথায় বলে 'ভয়ে ভক্তি'—ভয় হইতে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইবে, তাহা হইলে তখন তুমি কালক্রমে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবে। অতঃপর শ্রীঠাকুর-মহাশয় পাপ করিতেও নিষেধ করিতেছেন, পুণ্য করিতেও নিষেধ করিতেছেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেও নিষেধ করিতেছেন, যেহেতু এ সমস্তই হইল রাগপথ বা প্রেমভক্তির বিশেষ বিরোধী।

৭২। 'প্রেমভক্তি ··প্রায়'' = প্রেমভক্তি হইতেছে অমৃতময় রস-সমুদ্র; ভিন্ন কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগাদি অন্য সমস্তই হইতেছে লবণ-সমুদ্রের ন্যায় বিস্বাদ; এমন কি, বৈধীভক্তিও কদাচ প্রেমভক্তির ন্যায় মধুরাস্বাদনীয় নহে।

অন্যের পরশ যেন নাহি হয় কদাচন
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ-নামগান এই সে পরম-ধ্যান
আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭৩ ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হইবে অনুরক্ত
শুদ্ধ-ভজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত তাহে হবে অনুগত
এই সে পরম-তত্ত্বধন ॥ ৭৪ ॥

"পরতত্ত্ব…উপায়" = পরম-তত্ত্ব অবগত হইবার এই প্রশস্ত পং বলিয়া দিলাম।

৭৩। "অন্যের……কদাচন" = যে কোনও কিছু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন, তৎসংস্পর্শ যেন কখনও না হয়।

"রাধাকৃষ্ণ……পরমাণ" = শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে যে পরমধ্যান-স্বরূপ, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার সত্যতা-অবধারণের জন্য আর কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাইও না।

৭৪। "কর্ম্মী" = শ্রীভগবৎ-কর্ম্ম ব্যতীত দান-ব্রতাদি অন্যবিধ কর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। "জ্ঞানী" = শ্রীভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞানানুশীলনকারী ব্যক্তি। "কর্ম্মী……অনুরক্ত" = এইরূপ কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিতে কদাচিৎ ভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলেও, তাহা মিছা ভক্তি বলিয়াই জানিবে, কেননা তাহা নিষ্কাম বা শুদ্ধভক্তি নহে; সুতরাং এই সমস্ত ব্যক্তি হইলেন মিছাভক্ত; ইঁহাদের সঙ্গে মিশিও না, মিশিলে ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না। অথবা 'মিছাভক্ত'-শব্দে এরূপ অর্থ করা যায় যে, বাহ্যদৃষ্টিতে ভক্ত বটে, কিন্তু অন্তরে ভক্তির লেশমাত্র নাই

প্রার্থনা করিব সদা শুদ্ধভাবে প্রেম-কথা
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
একান্ত করিয়া মন ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ
গ্রন্থি-পাপ হবে পরিচ্ছেদ॥ ৭৫॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ ভরসা করিয়া মন
কমল বলিয়া হৃদে লও।
গাইয়া তাঁদের গুণ হৃদে করি আন্দোলন
পরম-আনন্দ-সুখ পাও॥ ৭৬॥
হেমগিরি-তনু রাই আঁখি দরশন চাই
রোদন করিয়ে অভিলাষে।
জলধর-ঢরঢর অঙ্গ অতি মনোহর
রূপেতে ভুবন পরকাশে॥ ৭৭॥

"শুদ্ধ-ভজন" = ইহা যে কিরূপ, তাহা ১১ হইতে ২৫ দাগ পর্য্যন্ত মূল ত্রিপদীগুলিতে বিবৃত করিয়াছেন।

"ব্রজ-জনের……অনুগত" = ব্রজ-পরিকরগণের যেরূপ ভক্তির রীতি বা ভাব, তাহারই অনুগত হইয়া চলিবে।

৭৫। "শুদ্ধভাবে" = নির্ম্মল-চিত্তে অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া। "নাম…………অভেদ" = শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রের কোনও ভেদ নাই, ইহা দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া। "গ্রন্থিপাপ" = অনাদিকাল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের অনাদিকালার্জ্জিত হৃদয়-সংলগ্ন পাপ; এই পাপে জীবের অসদ্‌বুদ্ধি আনয়ন করে। "হবে পরিচ্ছেদ" = ছিন্ন হইয়া যাইবে।

৭৭। "জলধর-ঢরঢর" = শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কলেবর যেন নবজলধরের ন্যায় ঢলঢল করিতেছে।

সখীগণ চারি-পাশে সেবা করে অভিলাষে
পরম সে সেবা সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর ঐছে রসে হৈয়া ভোর
নরোত্তম সদাই বিহরে॥ ৭৮॥
রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান স্বপনে না বল আন
প্রেম বিনা আন নাহি চাও।
যুগল-কিশোর-প্রেম যেন লক্ষবাণ হেম
আরতি-পিরীতি-রসে ধ্যাও॥ ৭৯॥
জল বিনু যেন মীন দুখ পায় আয়ুহীন
প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত।
চাতক-জলদ-গতি এমতি প্রেমের রীতি
জানে সেই যেই অনুরক্ত॥ ৮০॥
মকরন্দ ভ্রমর যেন চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।

৭৮। "পরম…ধরে" = সে সেবা মহাসুখ প্রদান করে।

৭৯। "আরতি…ধ্যাও" = অত্যন্ত-কাতরভাবে ও পরম-প্রীতি-সহকারে তদ্বিষয়ে চিন্তা কর।

৮০। "চাতক……অনুরক্ত" = চাতক যেমন প্রাণান্তেও মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করিতে চায় না, ঐকান্তিক ভক্তগণও তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা ভিন্ন অন্য আর কিছুই চান না। যে ভক্ত প্রেম-ভক্তির এই রীতি বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনি প্রেমসেবা লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক-ভজনে আসক্ত হন।

অন্যত্র না চলে মন যেন দরিদ্রের ধন
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥ ৮১ ॥
বিষয় গরলময় তাহে মান সুখচয়
সে না সুখ দুখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয়-রস সঙ্গ কর তাঁর দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥ ৮২ ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট
গুণহিঁ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ ৮৩ ॥

৮০-৮১। ঐকান্তিকতা যে কিরূপ, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয় এই দুইটী দাগের ত্রিপদীতে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন।

৮২। "গোবিন্দ...দাস"=হে আমার পরম-প্রিয় ভক্তগণ! তোমরা শ্রীগোবিন্দসেবা-বিষয়ক প্রেমরসোপভোগে রত হও অর্থাৎ তুচ্ছ-বিষয়-সেবা-সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেম-সহকারে শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ কর।

৮৩। স্থানে স্থানে এমন পাষণ্ড আছে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের প্রেমময় আচরণ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হয়;তাহারা কৃষ্ণভক্তগণের প্রেমানন্দজনিত কম্প, অশ্রু, হাস্য, রোদন প্রভৃতি প্রেম-বিকারাত্মক গুণ-সকলকে দোষ বলিয়া গ্রহণ করে। সেই সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ পাষণ্ডের চিত্তে এই প্রেমভক্তি-ধন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাহারা এই অমূল্য-নিধির মূল্য বুঝিতেও সমর্থ হয় না—তাহারা এই অপার্থিব ধনের আদর জানে না, তাহারা ইহাকে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই মনে করে।

অজ্ঞান অভাগা যত নাহি লয় সত-মত
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন জগ-মাঝে সেই দীন
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥ ৮৪ ॥
আর সব পরিহরি পরম-ঈশ্বর হরি
সেব মন প্রেম করি আশ।
এক ব্রজরাজ-পুর গোবিন্দ রসিক-বর
কর মন সদা অভিলাষ ॥ ৮৫ ॥
নরোত্তম দাস কহে সদা মোর প্রাণ দহে
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর মিছা মোহে হৈনু ভোর
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥ ৮৬ ॥
বচনের অগোচর বৃন্দাবন লীলাস্থল
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ-ঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ নাহি জরা মৃত্যু দুখ
কৃষ্ণ-লীলা-রস অনুক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

৮৪। "অভাগা"=কৃষ্ণভক্তি-ধনে বঞ্চিত হতভাগ্য ব্যক্তি।

"অভিমানী"=বিদ্যা-ধনাদির অভিমানে মত্ত ব্যক্তি।

"সেই দীন"=এই সমস্ত লোকই কৃষ্ণভক্তি-রূপ অমূল্য-ধনে বঞ্চিত বলিয়া ইহাদের মত দীন-দুঃখী আর কে আছে ?

৮৫। "এক ব্রজরাজপুর"=একমাত্র শ্রীব্রজমণ্ডল।

৮৬। "দহে"=দগ্ধ হইতেছে। "হেন...সঙ্গ"=শ্রীরাধাগোবিন্দ-

রাধাকৃষ্ণ-দুঁহু-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
যাহার হিল্লোলে রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম কাম রতি করে ধ্যান
পিরীতি-সুখের দুঁহে বন্ধু ॥ ৮৮ ॥

প্রেমধনে ধনী যে ভক্ত, তাঁহার সঙ্গ। "ওর" = সীমা; শেষ।

৮৭। "বচনের অগোচর" = বর্ণনাতীত, অনির্ব্বচনীয়।

"স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ-ঘন' = যেখানে ঘনীভূত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দামৃতরস স্বতঃই নিত্য প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

"যাহাতে...অনুক্ষণ" = যে শ্রীবৃন্দাবনে কেবলই সুখ; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। শ্রীবৃন্দাবন-ধামও যেমন সচ্চিদানন্দময়, তত্রত্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, গিরি-নদী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়, সকলেই কৃষ্ণপ্রেমময়। সেখানে জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই—সেখানে কোনও দুঃখই নাই। তথায় সর্ব্বদাই কেবল অমৃতময়ী কৃষ্ণলীলা হইতেছে, আর সেই লীলারস-সমুদ্র হইতে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুখের ঢেউ খেলিতেছে। বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃত-নয়নে ভৌম-বৃন্দাবনে শোকদুঃখ, জরা,ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে প্রেমের চক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত চিন্ময়-ভূমি—সেখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোকতাপ, শীতগ্রীষ্মের কষ্ট প্রভৃতি কোনও দুঃখই নাই, সে স্থান কেবলই সুখময়, কেবলই আনন্দময়।

৮৮। "রাধাকৃষ্ণ......রসসিন্ধু" = শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের পরস্পরের প্রতি যে অকৃত্রিম প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসা বা প্রেম, তাহা লক্ষবাণ স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল; সেই প্রেমের তরঙ্গ রসসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে

রাধিকা প্রেয়সী-বরা বাম-দিকে মনোহরা
কনক-কেশর কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্ত শাড়ী নীল-পট্ট মনোহারী
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥ ৮৯ ॥
করয়ে লোচন পান রূপ লীলা দুহুঁ ধ্যান
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর রতন-বেদীর' পর
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥ ৯০ ॥

এবং তাহা হইতে উচ্ছলিত সুধামৃত-রসধারা চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে চতুর্দ্দিক্ রসে টলটল করিতেছে, সর্ব্বত্রই আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে।

"লক্ষবাণ" = ১৩৩ পৃষ্ঠায় ১০ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"চকোর...বন্ধু" = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগের চকোর-সদৃশ নয়ন-যুগল দ্বারা, পরস্পর পরস্পরের মুখচন্দ্রের প্রেম-সুধা পান করিতেছেন; আর সেই নয়নের দৃষ্টি-জনিত প্রেম লাভ করিবার জন্য কাম ও রতি একাগ্রভাবে তচ্চিন্তা করিতেছেন' এবং তদবসরে তাঁহাদের অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রেম-সুখের পরম-সহায় হইতেছেন।

৮৯। শ্রীশ্যামসুন্দরের বামদিকে তদীয় প্রিয়া-শিরোমণি পরমা সুন্দরী শ্রীরাধিকা সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি শ্যাম-অনুরাগে রঞ্জিত শ্যামবর্ণ-সদৃশ মনোহর নীল-পট্টশাড়ী পরিধান করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি অঙ্গ মণিময়-ভূষণে ভূষিত হইয়া আহা মরি! কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিয়াছে, দেখিলে চক্ষু আর ফিরান যায় না।

৯০। সখীগণ সকলে নয়ন ভরিয়া সেই পরম-মধুর রূপামৃত পান করিতেছেন এবং ঐ প্রেমময়-যুগলের রূপ ও লীলারস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ

দুর্ল্লভ জনম হেন নাহি ভজ হরি কেন
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ-দ্বন্দ্বে॥ ৯১॥
বিষয়-বিষম-গতি নাহি ভজ ব্রজপতি
নন্দের নন্দন সুখ-সার।
স্বর্গ আর অপবর্গ সংসার নরক-ভোগ
সর্ব্বনাশা জনম-বিকার॥ ৯২॥

উপভোগ করিতেছেন। বেদপুরাণাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রের বিধানানুসারে সাধন করিয়াও যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায় না, হে মন। শ্রীবৃন্দাবনে রত্নময়-বেদীর উপর যোগপীঠস্থ সহস্রদল-কমলে বিরাজিত সেই নিত্যকিশোর শ্রীশ্যামসুন্দর ও নিত্যকিশোরী শ্রীরাধিকার অনুক্ষণ সেবা কর।

৯১। "দুর্ল্লভ···হেন" =এমন দেবদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছ, তথাপি। "মর ভব-বন্ধে" =সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মরিতেছ।

"ছাড়···বেদ-ধর্ম্ম" =দান, ব্রত, যোগ, যাগাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, যেহেতু তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং শাস্ত্রে ভক্তি-বিরোধি-কর্ম্মসমূহ করিবার যে বিধি আছে, সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইও না।

৯২। "বিষয়-বিষম-গতি" =বিষয়ের রীতি বড়ই ভয়ঙ্কর, উহা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া নরকে ডুবায়। "অপবর্গ" =মুক্তি।

"স্বর্গ······বিকার" =স্বর্গই বল, আর মুক্তিই বল, আর সংসারই বল—এ সমস্তই কেবল নরক-ভোগ মাত্র; ইহারা সর্ব্বনাশ সাধন করে এবং পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করায়।

দেহে না করিহ আস্থা মৈলে দেহের কি অবস্থা
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্ম-গতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু-শাস্ত্র মত যজ
যুগল-চরণে কর রতি ॥ ৯৩ ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ ৯৪ ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি অন্য-দেবে বলে পতি
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান
বৃথা তার সে ছার-ভাবনে ॥ ৯৫ ॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি পরমার্থ-তত্ত্ব জানি
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ৯৬ ॥

৯৩। "দুঃখের সমুদ্র কর্ম্ম-গতি" = কর্ম্ম-ফল কেবল অবিরাম দুঃখ ভোগই করাইতেছে।

৯৫। "রাধাকৃষ্ণে……জানে" = যে ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণে অনুরাগ না করিয়া, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য-দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, সে প্রেমভক্তির তত্ত্ব কিছুই জানে না। "ভরমে…ধ্যান" = ভ্রমক্রমে অন্য-দেবতাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার ভাবনা করে।

জগত-ব্যাপক হরি অজ ভব আজ্ঞাকারী
মধুর মূরতি লীলা-কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই পরম-রসিক সেই
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥ ৯৭ ॥
পরম-নাগর কৃষ্ণ তাহে হও অতি-তৃষ্ণ
ভজ তাঁরে ব্রজ-ভাব লৈয়া।
রসিক-ভকত-সঙ্গে রহিব পিরীতি-রঙ্গে
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥ ৯৮ ॥
শ্রীগুরু ভকতজন তাঁদের চরণে মন
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত হইয়া তাঁহার যূথ
সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥ ৯৯ ॥

৯৭। "জগত……কথা" = শ্রীহরি চতুর্দ্দশ-ভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন; তাঁহার রূপ ও লীলা-কাহিনী কি মধুর, উহা দেখিলে শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

৯৮। "পরম-নাগর" = রসিক-শিরোমণি; নায়ক-রাজ। "অতি-তৃষ্ণ" = অত্যন্ত লালায়িত। "ভজ …..লৈয়া" = রাগময়ী ব্রজগোপীগণের ভাবানুগত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। "ব্রজপুরে" = শ্রীব্রজমণ্ডলে। "বসতি" = বাস।

৯৯। শাস্ত্রাদেশ শিরে ধরিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক নিজেকে একটি পরমা সুন্দরী গোপকুমারী-রূপে চিন্তা করতঃ ব্রজগোপীর অনুগতা ও যূথবর্ত্তিনী হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বিহার করিব, এই আমার মনোহভিলাষ।

লীলারস সদা গান যুগল-কিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে ভাই আর কিছু নাহি চাই
কহে দীন নরোত্তম-দাসে ॥ ১০০ ॥

আন কথা না শুনিব আন কথা না কহিব
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা লালসা সে ইষ্ট-কথা
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥ ১০১ ॥

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহা বা কহিব কত
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর-প্রেম নিত্য এই সে পরম-তত্ত্ব
ভজ সদা অনুরাগ-মনে ॥ ১০২ ॥

১০০। "লীলারস.........অভিলাষে" = শ্রীরাধাগোবিন্দ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হউন এবং আমি যেন সর্ব্বদাই তাঁহাদের রসময় লীলা-কীর্ত্তন করিতে পারি, সকাতরে ইহা প্রার্থনা করিব।

১০১। "সকলি...পরমার্থ" = কেবল শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় কথাই বলিব, অন্য আর কোনও কথা নহে।

"প্রার্থনা......কথা" = পরম-মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ কথায় আমার লালসা হউক, এই প্রার্থনা সদাই করিব। "অনর্থ" = অনিষ্টকর; বৃথা।

১০২। ঈশ্বরের তত্ত্ব কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারে না; সুতরাং অত-সব তত্ত্বকথায় আমার কাজ নাই, আমি কেবলমাত্র এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বই জানি যে, ব্রজপ্রেমই হইতেছে একমাত্র সত্য ও নিত্য-বস্তু।

গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্র শত শত রস-কন্দ
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম গিরিধারী যাঁর নাম
সখী-সঙ্গে তাঁরে ভজ রঙ্গে ॥ ১০৩ ॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই তোমারে কহিনু ভাই
আর দুর্ব্বাসনা পরিহর।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই এ সব ভজন পাই
প্রেমভক্তি-সখী অনুচর ॥ ১০৪ ॥
সার্থক ভজন-পথ সাধু-সঙ্গে অবিরত
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মনঃশুদ্ধি
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১০৫ ॥
বিষয় বিপত্তি জান সংসার স্বপন মান
নর-তনু ভজনের মূল।

১০৩। "রস-কন্দ" = রসের আধার। "নন্দীশ্বর" = নন্দগ্রাম। "সখী-সঙ্গে" = সখীর অনুগতা হইয়া তৎসঙ্গে থাকিয়া।

১০৪। "প্রেমভক্তি-সখী অনুচর" = প্রেমভক্তিদেবীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

১০৫। "সার্থক···কথা" = সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপ শ্রীকৃষ্ণ'নুশীলনই হইতেছে প্রেমভক্তি-লাভের প্রশস্ত উপায়।

"প্রেমভক্তি······ব্যথা" = প্রেমভক্তি লাভ হইলে তখন চিত্ত নির্ম্মল হয় ও হৃদয়ের সকল জ্বালা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়।

অনুরাগে ভজ সদা প্রেমভাবে লীলা-কথা
আর যত হৃদয়ের শূল ॥ ১০৬ ॥
রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
তাঁরে মুই যাই বলিহারি ॥ ১০৭ ॥
জয় জয় রাধা-নাম বৃন্দাবন যাঁর ধাম
কৃষ্ণ-সুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান না শুনিল মোর কাণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০৮ ॥

১০৬। "প্রেম⋯ লীলা-কথা" = প্রেম-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথার অনুশীলন কর। "আর⋯শূল" = অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ও প্রেমের সহিত তাঁহার লীলাকথানুশীলন ব্যতীত আর যাহা কিছু কার্য্য করা যায়, সমস্তই কেবল যন্ত্রণা-দায়কই হইয়া থাকে।

১০৭-১০৮। শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বা স্বরূপ, যথা:—সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির তিনটি বিকাশ—সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী ; ইহারা পরপর শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং হ্লাদিনী হইল শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ইহার পর শ্রীরাধিকার স্বরূপ এইরূপে বিবৃত হইয়াছে, যথা :—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥

তাঁর ভক্ত-সঙ্গে সদা রস-লীলা প্রেম-কথা
যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই
নাহি শুনি যেন তার নাম॥ ১০৯॥
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই রাধিকা-চরণ পাই
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাও মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য-কথা-দ্বন্দ্ব॥ ১১০॥

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণের নিজ-শক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥

এই হইল শ্রীরাধিকার তত্ত্ব। বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই, শ্রীরাধা হইলেন শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শক্তিমান্; শক্তি ও শক্তিমানে কোনই প্রভেদ নাই; সুতরাং শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে অনায়াস-লভ্য, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

১০৯। "তাঁর······ঘনশ্যাম"=যে জন শ্রীরাধিকার ভক্ত-সঙ্গে রসময় লীলাকথা ও শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমার বিষয় পর্য্যালোচনা করেন, তিনি নবজলধর-শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

"ইহাতে······নাম"=যে জন শ্রীরাধিকার ভক্ত-সঙ্গে লীলা ও প্রেম-কথালাপ না করে, কদাচ তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না; আমি যেন সেই হতভাগার নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ না করি।

১১০। "দুঃখময়...দ্বন্দ্ব"=শ্রীকৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কোনরূপ কথা লইয়া আন্দোলন বা তর্কবিতর্ক করিলে, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।

অহঙ্কার অভিমান অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন দেহ গেহ পরিজন
গুরু-বাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ ১১১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব রতি মতি তাঁরে সেব
প্রেম-কল্পতরুবর-দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা ॥ ১১২ ॥
নবদ্বীপে অবতরি রাধা-ভাব অঙ্গীকরি
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন-বাঞ্ছা-অভিলাষী শচী-গর্ভে পরকাশী
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ ১১৩ ॥

১১১। "কর……পরিজন" = যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবে সমর্পণ কর। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'।

১১২। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব……প্রাণধন" = শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের কৃপা ব্যতীত কেহই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারে না; তজ্জন্য পরম-অনুরাগ-ভরে তাঁহার ভজনা কর; প্রেমভক্তিরূপ কল্পতরুরাজ তিনিই জগতে দান করিয়াছেন। তিনি কে? না—তিনি হইলেন শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

১১৩। সেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার প্রেমভাব ও তাঁহার স্বর্ণসদৃশ-অঙ্গকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক, নিজের তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অভিলাষী হইয়া ব্রজ ও অন্যান্য ধামের পরিকরবর্গ সহ নবদ্বীপে শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

গৌরহরি অবতরি প্রেমের বাদর করি
সাধিল মনের নিজ-কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি কি লাগি কাঁদয়ে নিতি
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ ॥ ১১৪ ॥

গোপতে সাধিব সিদ্ধি সাধন নবধা ভক্তি
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে মগন মন
ইষ্ট-লাভ বিনু সব বাধা ॥ ১১৫ ॥

এ-সংসার-বাটোয়ারে কাম-পাশে বান্ধি মারে
ফুকারি কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকত-সঙ্গ প্রেম-কথা রসরঙ্গ
তবে হবে বিপদ-বিনাশ ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণের উক্ত তিনটী বাঞ্ছা এই, যথা :—তিনি ভাবিলেন (১) শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহিমাই বা কিরূপ, (২) সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা কর্তৃক আস্বাদিত আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য ও তাহার আস্বাদনই বা কিরূপ এবং (৩) আমাকে অনুভব করিয়া অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকার সুখই বা কিরূপ।

১১৪। "বাদর" = বন্যা। "সাধিল" = সম্পন্ন করিলেন।
"নিজ-কাজ" = নিজের তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণকরা কার্য্য।
"রাধিকার প্রাণপতি" = শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ।

১১৫। "গোপতে……ভক্তি" = প্রেম-লাভের বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত অতি গোপনভাবে ভজনসাধন করিতে হইবে, নতুবা নানাবিঘ্ন আসিয়া ভজনের ব্যাঘাত করিবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-নববিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন দ্বারা এই ভজন-সাধন

স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যাবে শত শত
আপনারে হও সাবধান।
মুই সে বিষয়-হত না ভজিনু হরি-পদ
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ ১১৭ ॥
রামচন্দ্র-কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তাঁর সঙ্গ বিনে সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুন তাঁর সঙ্গ পাই যেন
নরোত্তম তবে হয় ধন্য ॥ ১১৮ ॥
আপন-ভজনকথা না কহিবে যথা তথা
ইহাতে হইবে সাবধানে।

হইয়া থাকে। "সব বাধা" = সমস্তই অনর্থ।

১১৬। "বাটোয়ার" = বাটপাড়; দস্যু। "পাশ" = রজ্জু।

"ফুকারি কহয়ে হরিদাস" = শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুমহাত্মাগণ অতি উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিতেছেন।

১১৭। "বিষয়-হত" = বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি।

১১৮। "রামচন্দ্র-কবিরাজ" = ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীগোবিন্দ-দাসের ভ্রাতা। ইনি একাধারে মহাপণ্ডিত, মহাকবি ও মহাভক্ত ছিলেন। শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের সহিত ইঁহার এত প্রীতি ছিল যে, দুইজনে একেবারে হরিহরাত্মা। "শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা"-গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র নিজ-গুরু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর আদেশে ব্রজে বাস করিতেছিলেন বলিয়া, তদ্বিরহে কাতর হইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া এই সব বলিতেছেন।

না করিহ কেহ রোষ না লইহ কেহ দোষ
প্রণমহ সবার চরণে ॥ ১১৯ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১২০ ॥
লোকনাথ-প্রভু-পদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম-দাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীল-নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়-বিরচিত
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

১১৯। "আপন......তথা" = শ্রীগুরুদেব ও একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও নিকট নিজের ভজন-সাধনের গূঢ় কথা বলিতে নাই, বলিলে তদুন্নতি-সাধন-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মে।

"রোষ" = ক্রোধ; রাগ। "প্রণমহ" = প্রণাম করিতেছি।

১২০। শ্রীগৌর-শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাদিগের শ্রীচরণ লাভ করা যায় না; বস্তুতঃ জীবের স্বতন্ত্র কোনও ক্ষমতাই নাই; শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, যাহা বলাইতেছেন তাহাই বলিতেছি।

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেমভক্তি লাভ করিবার জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষরূপ যত্নবান্ হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রেমভক্তি লাভ হইলে সর্ব্বাভীষ্ট স্বতঃই পূর্ণ হইয়া যায়; ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দের-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করাইয়া অবিচ্ছিন্ন-অবিনশ্বর-পরমানন্দ-সুধাসাগরে নিমগ্ন করে।

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পাষণ্ড-দলন।

বন্দনা।

জয় জয় জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় জীব হয় ধন্য ধন্য॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয় পূর্ণানন্দ-ধাম।
জয় সখা-সখীগণ জয় কৃষ্ণ-নাম॥
জয় জয় কৃষ্ণভক্ত করুণা-সাগর।
যাঁহাদের গুণ হয় জ্ঞান-অগোচর॥
সেই সব ভক্ত-পদ করিয়া বন্দন।
শাস্ত্র-মতে কহি এই পাষণ্ড-দলন॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, স্বয়ংভগবান্ ও পরমোপাস্য।

ভজনীয়—ভগবান্ নন্দের নন্দন।
তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মার অর্পিত অর্ঘ্যজল মহামৃত।
যাঁর পদ-নখ হৈতে হইয়া নিঃসৃত॥
শিবের সহিত পৃথ্বী করয়ে উদ্ধার।
সেই কৃষ্ণ বিনা কেবা ভগবান্ আর॥

অতএব নন্দসুতে সদা ভজ ভাই।
নন্দসুত কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ নাই॥ ১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ॥ ১॥

আগম-পুরাণ-তন্ত্র-আদি শাস্ত্রগণ।
চরাচর-জগতের মোহের কারণ॥
কল্পাবধি অন্য-দেবে বলিয়া প্রধান।
জল্পনা করেন কভু তাহে কিবা আন॥
বেদাদি-শাস্ত্রের ভাই! তাৎপর্য্য সকলে।
আনয়ন কর যদি বিবেচনা-স্থলে॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত এই হইবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ কেহ না আছয়॥
এই শাস্ত্র-বাক্যে ভাই যতেক সুধীর।
সর্ব্বেশ্বর বলি কৃষ্ণে করিলেন স্থির॥ ২॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ ২॥

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ।
যত যত অবতার করিনু কীর্ত্তন॥

তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত।
আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত॥
সর্ব্বশক্তি-পূর্ণ-হেতু নন্দ-সুত হরি.
একমাত্র ভগবান্ জেনো দৃঢ় করি॥
যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল।
ভুবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল॥
সেই কালে অংশ-কলা-রূপে ভগবান্।
অবতীর্ণ হৈয়া করে সর্ব্ব-লোক-ত্রাণ॥ ৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ৩॥

ব্রহ্মা-শিব-আদি যত আছে দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কখন॥
সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দ-সুত হরি।
কায়-মনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি॥ ৪॥

তথাহি পাদ্মে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাস্থা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥ ৪॥

দুই বাহু তুলি মুই ত্রিসত্য করিয়া।
যাহা বলিতেছি তাহা শুন মন দিয়া॥

বেদ হৈতে ভাল শাস্ত্র কভু দেখি নাই।
কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ-দেব কেহ নাই ॥ ৫ ॥

তথাহি নারসিংহে।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ৫ ॥

বিপ্রগণে লক্ষ্য করি কহেন পার্ব্বতী।
হায় হায়! বড় দুঃখ হতেছে সম্প্রতি ॥
সর্ব্ব-সুখ-দাতা আর সবার ঈশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানে যতেক বর্ব্বর ॥
সংসারেতে দুঃখভোগ করে সর্ব্বক্ষণ।
মায়ার প্রভাব এ কি করি দরশন ॥
যাঁর অন্বেষণ লাগি দিগম্বর হৈয়া।
জটা ভস্ম ধরি শিব বেড়ান ভ্রমিয়া ॥
সেই রাধাকান্ত কৃষ্ণ হইতে প্রধান!
কে আছে দেবতা আর না জানি সন্ধান ॥ ৬ ॥

তথাহি হরিবংশে।

অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত-সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেহপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোহপি দিগম্বরঃ।
জটা-ভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ।
ততোহধিকোহস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ ॥ ৬ ॥

নিজ-মাতা পরিহরি চণ্ডালী-পূজনে।
যেমন তৎপর হয় মহাপাপি-জনে॥
সেইরূপ মহাপাপী ভবে আছে যেবা।
কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য-দেবে সেই করে সেবা॥ ৭॥

তথাহি স্কান্দে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ ৭॥

মায়ার কিঙ্কর হৈয়া ভবে যেই জন।
বিষ্ণুকে ছাড়িয়া করে অন্যদেবার্চ্চন॥
সেই জন স্বর্ণরাশি করি পরিহার।
পাংশুরাশি লৈতে ইচ্ছা করে অনিবার॥ ৮॥

তথাহি মহাভারতে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ ৮॥

অবিদ্যার দাস হৈয়া যেই দুরমতি।
বিষ্ণুর অপেক্ষা হীন-দেবের সংহতি॥
বিষ্ণুর সমান বলে সেই ত চণ্ডাল।
প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহে ত চণ্ডাল॥ ৯॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে।

যো মোহাদ্ বিষ্ণুমন্যেন হীন-দেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ॥ ৯॥

যে সকল জড়বুদ্ধি বিষ্ণু-ভগবানে।
অন্যান্য-দেবের সহ করে তুল্য-জ্ঞানে॥
তাহারা একাগ্র-মন যদ্যপি করয়।
তথাপি কৃষ্ণের নিষ্ঠা-ভক্তি না লভয়॥ ১০॥

তথাহি বৈষ্ণবতন্ত্রে।

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্র-মনসশ্চাপি বিষ্ণু-সামান্যদর্শিনঃ॥ ১০॥

অজামিল বাল্মীকিরে যে কৈল মোচন।
হেন প্রভু ছাড়ি অন্যে না কর ভজন॥
পূতনা-রাক্ষসী আইল স্তনে বিষ দিয়ে।
মাতৃ-পদ দিল তারে হর্ষ-যুক্ত হ'য়ে॥
এমন কৃপার নিধি কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া।
অন্যেরে ভজিব কেন কিসের লাগিয়া॥ ১১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহো বকী যং স্তন-কালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিংধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যাং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ১১॥

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ও ভক্তি-মাহাত্ম্য।

শুন শুন ওরে ভাই হৈয়া এক-মন।
সকল ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
পরম-পুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্বোপাধি-মুক্ত।
প্রকৃতির গুণত্রয়ে হইয়া সংযুক্ত॥

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ।
হরি-ব্রহ্মা-হর নাম করেন ধারণ॥
কিন্তু সত্ত্ব-মূর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে।
অবহেলে সুখ-লাভ হয় জেনো মনে॥ ১২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু´ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি-সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু-সত্ত্ব-তনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ১২॥

গোবিন্দ ভজহ যত পাতকীর গণ।
ভজন করিলে পাপ হবে বিমোচন॥
মৃত্যুকাল সন্নিহিত হয় ত যখন।
ধাতু-পাঠ কৈলে তাহে না করে রক্ষণ॥ ১৩॥

তথাহি শঙ্করাচার্য্যকৃত-চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রে।

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্-করণে॥ ১৩॥

বহুবিধ-শাস্ত্রাভ্যাসেতে কাল হরে।
তাহে নানামত বিঘ্ন, কালেতে সংহরে॥
অতএব সারাৎসার করহ নির্ণয়।
কৃষ্ণ-উপাসনা বিনা আর কি আছয়॥ ১৪॥

তথাহি তর্কশাস্ত্রে।

অনন্ত-শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু-মিশ্রং ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণে কহেন কর্ণ পাণ্ডব-গীতায়।
যাহা শুনি সবাকার শ্রবণ জুড়ায় ॥
প্রভু তব পাদপদ্ম হৈয়া অনুগত।
না বলিব না শুনিব অন্য কথা যত ॥
অন্য চিন্তা অন্য মন স্মরণ আশ্রয়।
কিছু না করিব আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
ওহে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম জগন্নাথ ! ।
তব দাস্য দান করি কর আত্মসাথ ॥ ১৫ ॥

তথাহি পাণ্ডবগীতায়াং।

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম ! দেহি দাস্যং ॥ ১৫ ॥

হরিকে সর্ব্বদা ভাই করিবে স্মরণ।
বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ ॥
শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়।
সে সব ইহার দাস জানিহ নিশ্চহ নিশ্চয় ॥ ১৬ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিনা যেই ক্ষণ যায় ।
মহা-হানিকর তাহা মানবের হয় ॥ ১৭ ॥

তথাহি কাত্যায়ন-সংহিতায়াং ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥

দান ব্রত তপ শৌচ বেদ-অধ্যয়ন ।
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিড়ম্বন ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনং ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণভক্ত হৈয়া বরং বাঁচে পঞ্চদিন ।
বৃথা সহস্রেক কল্প কৃষ্ণভক্তি-হীন ॥ ১৯ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ ।
ন তু কল্প-সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥ ১৯ ॥

যশোদার পুত্রে যার না জন্মিল রতি ।
ধিক্ ধিক্ করি তারে মৃদঙ্গ ভর্ৎসে অতি ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিকৃত-ব্রজবিহারস্তোত্রে।

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুত-পদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়-গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত-গুণকথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥২০॥

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও রৌরবে পড়ি মজে ॥
কৃষ্ণ হৈতে হইয়াছে সবাকার জন্ম।
পিতৃ-সেবা না করিলে কোথা রহে ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২১ ॥

একমাত্র ভজনীয় নন্দের নন্দন।
তব সন্নিধানে তাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
এবে শুন কহি ভাই অধিকারি-কথা।
যে কথা-শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বিচার।
কৃষ্ণভক্তি নাহি করে কহি বারবার ॥
মাঘস্নান-প্রসঙ্গেতে দিলীপ-রাজারে।
কহেন বশিষ্ঠ-দেব করিয়া বিস্তারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে যৈছে সবে অধিকারী।
তৈছে মাঘ-স্নানে ইহা কহিনু বিচারি ॥ ২২ ॥

তথাহি পাদ্মে।

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরি-ভক্তৌ যথা নৃপ ! ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকী-নন্দন।
ওহে সখা ! আর এক করহ শ্রবণ ॥
অন্য-দেবে রতি ছাড়ি দুরাচার জন।
যদি করে কায়-মনে আমার ভজন ॥
তাহার নিশ্চয়-বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
আর সেই মহাসাধু বলি মান্য হয় ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ২৩ ॥

হরিভক্তি-যুক্ত হরিনাম-পরায়ণ।
দুর্ব্বৃত্তি-সদ্বৃত্তিশালী তাঁরা যদি হন ॥
তথাপি তাঁদের করি নিত্য নমস্কার।
সভা-মাঝে সূত ইহা বলে বারবার ॥ ২৪ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তি-পরা যে চ হরিনাম-পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ॥ ২৪॥

কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কোনো ভাগ্যবান্।
কদাচন পাপ-কার্য্য করে সমাধান॥
তাঁর সেই পাপ ধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হয়।
শ্রীমুখের আজ্ঞা ইথে নাহিক সংশয়॥
আর যদি কেহ কৃষ্ণে করি অনাদর।
ধর্ম্ম-কার্য্য করে সদা হইয়া তৎপর॥
তার সেই ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়।
পাপ-মধ্যে গণ্য হয়—কহিনু তোমায়॥ ২৫॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোহপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ ২৫॥

বিষ্ণুভক্তি-হীন হয় যে অধম-জন।
জানিও বিফল তার বেদ-অধ্যয়ন॥
তীর্থ-পর্য্যটনে সেই লভে কিবা ফল।
তপ-যজ্ঞ-আদি তার সকলই বিফল॥ ২৬॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

কিম্বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থ-নিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥ ২৬॥

ধিক্ কুল যজ্ঞ ব্রত বিফল জীবন।
বিমুখ হইল জনার্দ্দনে যেই জন ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্ যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ২৭ ॥

জাতি বিদ্যা মহত্ত্ব রূপ আর যৌবন।
ভক্তি-পথের কণ্টক এ পঞ্চ অভিমান ॥
এই পঞ্চ ত্যজি লোক ভজ মহাপ্রভু।
এ সব থাকিলে কৃষ্ণভক্তি নহে কভু ॥ ২৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

জাতিবিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জেত পঞ্চৈতে ভক্তি-কণ্টকাঃ ॥ ২৮ ॥

ভক্তি বিনু নাহি হয় গোবিন্দ-ভজন।
ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জ্জন ॥
মদ অভিমান ছাড়ি যেবা হয় হীন।
তবে ত কহিয়ে তার ভকতির চিন ॥
অভিমান সদা হয় চণ্ডাল-সমান।
ইহা জানি অভিমানে দেহ সমাধান ॥
তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ করি মান
তরু-সম আপনাকে হবে সহবান ॥

অতি দীনহীন দেখি করিবে সম্মান।
এইমত হ'য়ে সদা লবে হরিনাম ॥ ২৯ ॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২৯ ॥

দীক্ষা ও দীক্ষা-মাহাত্ম্য।

ওরে ভাই কৃষ্ণ-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত।
ভজ গুরু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত অবিরত ॥
গুরু-পাদাশ্রয় বিনা সংসার-মোচন।
কখন কাহারো নাহি হয় কদাচন ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৩০ ॥

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সুব্রাহ্মণ।
সকল-বর্ণের গুরু বেদের লিখন ॥
ইনি সর্ব্বলোক-মধ্যে শ্রীহরির ন্যায়।
পূজনীয় সদাকাল কহিনু তোমায় ॥
অতএব নিজ-শ্রেয়ঃ-লাভের নিমিত্ত।
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গুরু করিবে নিশ্চিত ॥ ৩১ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

অবৈষ্ণব-গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব-গোসাঁই ॥ ৩২ ॥

তথাহি পাদ্মে নারদপঞ্চরাত্রে চ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥ ৩২ ॥

সহস্র-শাখা বেদ পড়ে, আর ত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব-বিদ্যা আছে, সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে নিপুণ ॥
অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু-যোগ্য নয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৩ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৩৩ ॥

সম্প্রদায়-হীন অবৈষ্ণব-গুরু ভাই।
ছাড়িয়া করহ গুরু বৈষ্ণব-গোসাঁই ॥
সম্প্রদায়-ভক্তি-হীন ব্রাহ্মণ-গুরুর।
উপদিষ্ট-মন্ত্রে নর যায় অন্ধপুর ॥ ৩৪ ॥

তথাহি পাদ্মে।

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥ ৩৪ ॥

"অন্ধপুর" = নরক।

গুরু-মাহাত্ম্য ও গুরু-ভক্তি।

দীক্ষা লৈয়া গুরু-গোসাঁইর শ্রীচরণ।
নৈষ্ঠিক হইয়া সদা করিবে সেবন ॥
গুরু-গোসাঁইর পাদপদ্ম-সেবা বিনু।
রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে তোমারে কহিনু ॥
যেই কৃষ্ণ সেই গুরু মহিমায় জান।
গুরু-গোসাঁইরে নাহি কর জীব-জ্ঞান ॥
জীবের উদ্ধার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে ভ্রমেন সদা গুরু-রূপ ধরি ॥
গুরুতে নৈষ্ঠিক রতি সদাই রাখিবে।
ভাগবত-ধর্ম্ম তাঁর নিকটে শিখিবে ॥
গুরু-গোসাঁইর কভু বিক্রিয়া-দর্শনে।
ঘৃণাদি কখনো নাহি করো মনে মনে ॥
গুরু-গোসাঁইর প্রতি যার অবিশ্বাস।
জনমে জনমে তার সব হয় নাশ ॥ ৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেতাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ।

পাপিলোক বলে—'বৈষ্ণব বলিব কাহারে' ।
শাস্ত্রে বলে—'বিষ্ণু উপাসনা যেই করে' ॥
হরিনাম-পরায়ণ, পূজয়ে কেশব ।
কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ, বিষ্ণু জানয়ে—'বৈষ্ণব' ॥ ৩৬ ॥

তথাহি পাদ্মে ।

হরিনাম-পরো যস্তু বিষ্ণুপূজা-পরায়ণঃ ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রেতে দীক্ষা লইয়া যে জন ।
করয়ে বিষ্ণুর পূজা হৈয়া এক-মন ॥
সে জনে বৈষ্ণব বলি জানিহ নিশ্চয় ।
তাহা ছাড়া আর যত অবৈষ্ণব হয় ॥ ৩৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৩৭ ॥

বৈষ্ণব পরম-ধর্ম্ম পুরাণের কথা ।
বৈষ্ণব পরম-তপ জানিহ সর্ব্বথা ॥

বৈষ্ণব পরামারাধ্য এ-তিন-ভুবনে।
বৈষ্ণব পরম-গুরু কহে সর্ব্বজনে ॥ ৩৮ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ ॥ ৩৮ ॥

দম তপ সত্য ধর্ম্ম অমাৎসর্য্য যাগ।
ধৃতি শ্রুতি ক্ষমা লজ্জা দান দ্বেষ-ত্যাগ ॥
এই বার-গুণে বিপ্র হইয়া শোভন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যদি না করে ভজন ॥
তবে সেই বিপ্রাপেক্ষা একান্ত ভকত।
চণ্ডাল পরম-শ্রেষ্ঠ জানিহ সতত ॥
সেই সে করিতে পারে সর্ব্ব-কুলোদ্ধার।
ওহে ভাই! এই বাক্য জেনো সারাৎসার ॥
গর্ব্ব-পূর্ণ বিপ্র নারে স্বদেহ শোধিতে।
কুল-উদ্ধারের কথা রহুক দূরেতে ॥
ভকতি-হীনের গুণ দম্ভের কারণ।
অতএব সর্ব্বকাল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ॥ ৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ কন চারিবেদী ব্রাহ্মণ-কুমার।
যদ্যপি নাহিক হয় ভকত আমার॥
সে কভু আমার প্রিয় হইতে না পারে।
সত্য সত্য সত্য ইহা কহি বারে বারে॥
চণ্ডাল যদ্যপি হয় আমার ভকত।
সেহ মোর প্রিয় হয় জানিহ সতত॥
তাঁহারে করিবে দান লবে তাঁর ঠাঁই।
মোর তুল্য পূজ্য সেহ ভুবনে সদাই॥ ৪০॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥ ৪০॥

গোবিন্দের প্রতি সদা ভক্তি করে যাঁরা।
বরণ-সঙ্কর হইলেও পূত তাঁরা॥
আর যারা কৃষ্ণ-পদে ভক্তি না করয়।
কুলীন হ'লেও তারা ম্লেচ্ছ-তুল্য হয়॥ ৪১॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে।

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ৪১॥

হরিভক্তি-শূন্য জন চণ্ডাল নিশ্চয়।
হরিভক্ত চণ্ডালো সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥ ৪২॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥ ৪২॥

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন 'ভাগবত' জানিহ সংসারে॥
সর্ব্ব-বর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥ ৪৩॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ৪৩॥

চণ্ডাল যদ্যপি ভাই! কৃষ্ণভক্ত হয়।
ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয়॥
যতি যদি হয় কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত।
চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ জানিহ নিশ্চিত॥ ৪৪॥

তথাহি নারদীয়ে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥ ৪৪॥

কৃষ্ণভক্ত জাতিতে চণ্ডালো যদি হয়।
মুনি হৈতে শ্রেষ্ঠ তারে জানিহ নিশ্চয়॥
বিষ্ণু ভক্তি-হীন যদি হয়েন ব্রাহ্মণ।
চণ্ডালেরো নীচ-মধ্যে তাঁহার গণন॥

সর্ব্ব-বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয় ॥ ৪৫ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ৪৫ ॥

যোগি-হৃদে বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি।
সদা ভক্ত-নিকটে রহিয়া গান শুনি ॥ ৪৬ ॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ! ॥ ৪৬ ॥

বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ।
তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন ॥
ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি ॥ ৪৭ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব !।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥ ৪৭ ॥

যথায় থাকেন ভাই ! হরিভক্ত-জন।
ব্রহ্মা হরি শিব আর দেব-সিদ্ধ-গণ ॥
তথায় তৎকালে জানি করেন বিজয়।
নারদপুরাণে ইহা ফুকারিয়া কয় ॥ ৪৮ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তি-পরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ॥ ৪৮॥

পদ্মপুরাণেতে আছে পরম সিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণব-মহিমা-তত্ত্ব নাহি যার অন্ত॥
দুইদণ্ড কিম্বা একদণ্ড-পরিমাণ।
বৈষ্ণব-গোসাঁই যথা হন অধিষ্ঠান॥
সেই স্থানে সর্ব্ব তীর্থ তপোবন হয়।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানিহ নিশ্চয়॥ ৪৯॥

তথাহি পাদ্মে।

মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ণবঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥ ৪৯॥

সহস্র যাজ্ঞিক হৈতে জানিহ নিশ্চয়।
সকল-বেদান্তবেত্তা জন শ্রেষ্ঠ হয়॥
সকল-বেদান্তবেত্তা কোটীজন হৈতে।
এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিতে॥
শত শত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইতে।
একান্ত-বৈষ্ণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে॥
যাঁহারা একান্ত-ভক্ত তাঁহারা শোভন।
কৃষ্ণের পরম-পদ প্রাপ্ত জানি হন॥ ৫০॥

তথাহি গারুড়ে।

সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ব-বেদান্ত-পারগঃ।
সর্ব্ব-বেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং॥ ৫০॥

হে অচ্যুত! তব ভক্ত করিলে অধর্ম্ম।
তথাপি সে ধর্ম্ম হয় কহিলাম মর্ম্ম॥
তোমাতে অভক্ত যদি করে ধর্ম্মাচার।
অধর্ম্ম বলিয়া তাহা জানি অনিবার॥ ৫১॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত!।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে!॥ ৫১॥

নিষ্পাপ উদার কৃষ্ণ-নিষ্ঠ অকিঞ্চন।
দয়াময় মহাভাগ বৈষ্ণবের গণ॥
ভ্রমিয়া সকল লোক করেন পবিত্র।
এহেতু বৈষ্ণবগণ হন মহাতীর্থ॥ ৫২॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীত-কল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ॥ ৫২॥

এইমত ভাগবতে কহিছে সঘন।
পাষণ্ড না শুনে, সাধু আনন্দে মগন॥

তীর্থ-সব পবিত্র করিতে হয় মন।
হাঁটিয়া বৈষ্ণব করে তীর্থ-পর্য্যটন॥
এহেন বৈষ্ণব-সঙ্গে ভব-ভয় তরি।
তাঁহার কৃপার ফল কহিতে না পারি॥ ৫৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥ ৫৩॥

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥ ৫৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৫৪॥

বৈষ্ণব-স্মরণমাত্রে সর্ব্ব-পাপ হরে।
দর্শন-স্পর্শন-মহিমা কে কহিতে পারে॥ ৫৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনঃ দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ৫৫॥

নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণবের গণ।
পাপকার্য্যে বদ্ধ নাহি হন কদাচন॥
ভাস্করের ন্যায় তাঁরা হইয়া উদিত।
সকল লোকেরে ভাই করেন পবিত্র॥ ৫৬॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণু-তৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বৈষ্ণব-মহিমা কিছু কহনে না যায়।
ভুবন পবিত্র হয় যাঁহার কৃপায় ॥ ৫৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বাগ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং হসত্যভীক্ষ্ণং রোদিতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতি চ মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ৫৭ ॥

ইন্দ্র আদি সবার কর্ম্ম-ভোগ হয়।
কৃষ্ণভক্ত কভু নাহি কর্ম্মেতে পড়য় ॥ ৫৮ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

পতন্তীন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে স্বকর্ম্ম-ফল-ভাগিনঃ।
কৃষ্ণভক্তাশ্চ যে কেচিৎ সর্ব্বথা ন পতন্ত্যধঃ ॥ ৫৮ ॥

হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা।
আনন্দ করিয়া গাও বৈষ্ণব-মহিমা ॥
অচ্যুতানুরক্ত তাঁরা, তাঁদের কৃপায়।
জীবগণ এই ভবে সদা সুখ পায় ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভূতানাং দেব-চরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং ॥ ৫৯ ॥

দর্শন স্পর্শন সহবাস আলাপন।
এই সকলের দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণ ॥
ক্ষণকাল-মধ্যে সাক্ষাৎ-চণ্ডাল-অধমে।
পবিত্র করেন ইহা সত্য জেনো মনে ॥ ৬০ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশং ॥ ৬০ ॥

নিজ-কুলাচার যেই করেছে বর্জ্জন।
আর মহাপাতকেতে লিপ্ত অনুক্ষণ ॥
সেহ যদি লয় কৃষ্ণ-ভক্তের আশ্রয়।
তাহা হৈলে কভু তার যন্ত্রণা না হয় ॥ ৬১ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

ত্যক্ত-সর্ব্ব-কুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাং ॥ ৬১ ॥

নয়ন সফল হয় ভক্ত-দরশনে।
দেহের সার্থক হয় ভক্ত-পরশনে ॥
রসনার ফল জানি ভক্তের কীর্ত্তন।
এহেতু সংসারে সুদুর্ল্লভ ভক্তগণ ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে।

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৬২ ॥

কোটিবিধ ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক।
নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ-আদি তপ ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিহূর্ষ্যৈর্বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং ॥ ৬৩ ॥

গঙ্গা-আদি করিয়া যতেক তীর্থ আছে।
নিরন্তর থাকে তারা মোর ভক্ত-কাছে ॥ ৬৪ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তস্তত্র তত্র সুখানি চ।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা ॥ ৬৪ ॥

বৈষ্ণব-মহিমা কিছু শুন সর্ব্ব জন।
যাঁর স্মৃতিমাত্রে কোটি-পাপ-বিমোচন ॥
যাঁর পাদরজে লভি গঙ্গাদির জল।
কি কহিব কত তাঁর পাদোদক-বল ॥ ৬৫ ॥

তথাহি স্কান্দে।

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপ-লক্ষশতানি চ।
দহন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥
যেষাং পাদ-রজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবী-জলং।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলং ॥ ৬৫ ॥

পরম-কৃপালু শান্ত কৃষ্ণভক্তগণ।
কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁরা—শাস্ত্রের বচন ॥ ৬৬ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

যে বিষ্ণু-নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ-তৎপরাঃ।
সর্ব্বভূত-দয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণ কহে বলি ব্রহ্মা! তোমার সদনে।
নৈবেদ্য যে খাই আমি ভক্তের বদনে ॥ ৬৭ ॥

তথাহি ব্রহ্মপুরাণে।

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ! ॥ ৬৭ ॥

তাবৎ সংসারে ফিরে পিতৃলোক সব।
যাবৎ কুলেতে পুত্র না হয় বৈষ্ণব ॥ ৬৮ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড-তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥ ৬৮ ॥

যাহার কুলেতে হন বৈষ্ণব উদ্ভব।
স্বর্গে নৃত্য করে তার পিতৃলোক সব ॥
কৃতার্থা হয়েন ভাই! জননী তাহার।
পৃথিবী বসতি-ধন্যা হয় জেনো সার ॥ ৬৯ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ ॥৬৯॥

সম্প্রদায়ী ভাগবত-বিপ্র-সন্নিধানে।
শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রেতে দীক্ষা করিয়া গ্রহণে ॥
বৈষ্ণব হইয়া সদা হৈয়া অনুরক্ত।
অকপটে সেব সদা গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত ॥
কলিতে "বৈষ্ণব"-নাম বড়ই দুর্ল্লভ।
বহুভাগ্য যার তার পক্ষেতে সুলভ ॥
ব্রহ্ম-রুদ্র-পদ হৈতে বৈষ্ণবাখ্যা বড়।
এ বাক্যে সন্দেহ ভাই! কভু নাহি কর ॥ ৭০ ॥

তথাহি সৌপর্ণে।

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্ম-রুদ্র-পদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ ৭০ ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা।
তাঁহার মহিমা কিছু শুন পাপিজনা ॥
একবার কৃষ্ণনাম বলিলে পাপ যায়।
গৃহস্থ-বৈষ্ণব তারা নিরবধি গায় ॥
দেখদেখি কি মহিমা কহিব তাঁহার।
হেন সঙ্গ করে যেই সেই হয় পার ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গুণ শুন রে পামর।
পদ্মপুষ্প রহে যেন জলের উপর॥
সংসারেতে থাকি তারা করে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে নিস্তরে—পায় প্রভুর চরণ॥ ৭১॥

তথাহি নারসিংহে।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥ ৭১॥

কত কত জন্ম যদি পুণ্য করি থাকে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তবে হয় ইহলোকে॥ ৭২॥

তথাহি পাদ্মে।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ ৭২॥

বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব-সম্মান।

অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন।
অন্য-দেবে নাহি ভজ কুন্তীর-নন্দন॥
একচিত্তে ভজ তুমি কেবল বৈষ্ণব।
পবিত্র করেন তাঁরা দেবতাদি সব॥ ৭৩॥

তথাহি আদিপুরাণে।

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়! মা ভজস্বান্য-দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ॥ ৭৩॥

ভক্ত-সম্মানের কথা করহ শ্রবণ।
যে কথা-শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥
কৃষ্ণকে প্রীতির সহ যৈছে ভক্তজন।
করেন প্রফুল্ল-মুখে প্রণাম বন্দন ॥
তৈছে শ্রীগোবিন্দ-ভক্ত করিয়া দর্শন।
যে ভক্ত করেন তাঁরে প্রণাম অর্চ্চন ॥
সেই ভক্তে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানহ।
ত্রিলোক তারেন তিনি ভকতির সহ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে।

বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং ॥ ৭৪ ॥

ভক্তের কর্কশ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধৈর্য্য ধরি যেবা করে প্রণাম বন্দন ॥
বৈষ্ণব বলিয়া তাঁরে জানিবে নিশ্চয়।
লিঙ্গপুরাণেতে ইহা ফুকারিয়া কয় ॥ ৭৫ ॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে।

রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণামপূর্ব্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ ॥ ৭৫ ॥

নিজ-সাধ্যমতে ভক্তগণে যেই জন।
খাদ্যদ্রব্য-বস্ত্র-আদি করেন অর্পণ ॥

নিশ্চয় তাহাকে হরিভক্ত বলা যায়।
ভক্তপূজা-কথা এই কৈনু সমুদায় ॥ ৭৬ ॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে।

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণুভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥

যমরাজ কহিলেন শুন দূতগণ।।
বৈষ্ণব-সেবীকে সদা করিবে বর্জ্জন ॥
যাঁহাদের গৃহে করে বৈষ্ণব ভোজন।
যাঁহারা বৈষ্ণব-সঙ্গ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
সেই সব নিষ্পাপীর উপর আমার।
নিশ্চয় জানিহ নাহি কোনো অধিকার ॥ ৭৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গিতঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষাঃ ॥ ৭৭ ॥

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি ভজ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥ ৭৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীহরি-বুদ্ধিতে যেবা হরিভক্ত-জনে।
কায়-মনোবাক্যে নিত্য করেন পূজনে ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-আদি দেব সমুদায়।
তাঁর প্রতি তুষ্ট হন—কহিনু তোমায়॥
হরিনাম-পরায়ণ হরিপূজা-রত।
বৈষ্ণবদিগের সেবাকার্য্যে অনুরত॥
সংসারের মাঝে ভাই আছয়ে যাহারা।
পাপী হইলেও হরি-ধামে যায় তারা॥ ৭৯॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরিভক্তি-রতান্ যস্তু হরি-বুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥
হরিপূজা-রতানাঞ্চ হরিনাম-রতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং॥ ৭৯॥

কৃষ্ণ পূজে বৈষ্ণবের না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদ-ভাজন॥ ৮০॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স বিষ্ণু-প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥ ৮০॥

আর এক কথা ভাই! শুন দিয়া মন।
সর্ব্বদেব-পূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্চ্চন॥
কৃষ্ণ-সেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা বড়।
পুরাণে কহিল সত্য এই কথা দঢ়॥ ৮১॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥ ৮১॥

প্রাতে উঠি করে যেবা বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-তুল্য হয় সেই জন॥ ৮২॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে।

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে!॥ ৮২॥

বৈষ্ণব-নিন্দাদির দোষ।

যেই সব মূঢ়-বুদ্ধি মানবের গণ।
বৈষ্ণবগণের ভাই! করয়ে নিন্দন॥
তাহারা জানিহ পিতৃগণের সহিত।
রৌরব-নরকে হয় নিশ্চয় পতিত॥ ৮৩॥

তথাহি স্কান্দে।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥ ৮৩॥

প্রভাতে বৈষ্ণব-সব ক্ষিতি-তলে বুলে।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ ভজ'—সর্ব্বজীবে বলে॥

না শুনি তাঁহার বোল মায়ার কারণে।
পাপ-পুণ্যে রত লোক হত তিনগুণে॥
যমের প্রহার তার না হয় খণ্ডন।
যাবৎ না ভজে গুরু-বৈষ্ণব-চরণ॥
না ভজয়ে পাপিলোক নিন্দা করে সব।
যমদূত-হাতে সেই পায় পরাভব॥
বৈষ্ণবেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে।
শত শত পাপ আসি সে পাপীরে ধরে॥ ৮৪॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

নিন্দন্তি যে হরের্ভক্তান্নরাঃ পাপেন মোহিতাঃ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহ্নন্তি তে নরাধমাঃ॥ ৮৪॥

মোর ভক্ত দেখি যেবা দোষ-দৃষ্টি করে।
সেই মহাপাপী যায় নরক-ভিতরে॥ ৮৫॥

তথাহি স্কান্দে।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥ ৮৫॥

বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু শ্রী যশো ধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয়॥
আর যত শ্রেয়ঃ কোটি জন্মের সঞ্চয়।
অধিক কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায়॥ ৮৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৮৬॥

যাহারা বৈষ্ণবগণে করয়ে প্রহার।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করে অনিবার॥
কভু নাহি করে তাঁহাদের সমাদর।
তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় নিরন্তর॥
তাঁহাদের দেখি নাহি করয়ে আনন্দ।
নরকে পড়য়ে ভাই! সেই সব মন্দ॥ ৮৭॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ৮৭॥

বৈষ্ণবের অপমান করে যেই জন।
তার প্রতি তুষ্ট নাহি হন নারায়ণ॥ ৮৮॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে।

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥ ৮৮॥

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি আদর সহিত।
শয্যা হৈতে নাহি উঠে হৈয়া সাবহিত॥
সেই জন নরকের অতিথি নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের প্রতি ইহা যম-রাজা কয়॥ ৮৯॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র ! স নরো নরকাতিথিঃ ॥ ৮৯ ॥

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-নিন্দা করিয়া শ্রবণ।
তথা হৈতে যেবা নাহি করে পলায়ন ॥
সে জন সুকৃত-চ্যুত হইয়া নরকে।
নিশ্চয় পড়য়ে ভাই ! কহিনু তোমাকে ॥ ৯০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ৯০ ॥

ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা না নোয়ায় মুণ্ড।
তাহার মস্তক পড়ে নরকের কুণ্ড ॥ ৯১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

দৃষ্ট্বা তু ভগবদ্ভক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ।
বিনষ্ট-সর্ব্বধর্ম্মশ্চ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে হৈল যাঁর মন।
তাঁরে শূদ্র-জ্ঞান কৈলে যমের বন্ধন ॥

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ-জাতি করি মানে যায় নরকেতে॥
তাঁহারে সামান্য-রূপে কভু না হেরিবে।
কৃষ্ণভক্ত বলি তাঁর বন্দনা করিবে॥
কৃষ্ণভক্তে নীচ-জ্ঞানে যে করে দর্শন।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে পতন॥ ৯২॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥ ৯২॥

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি-বুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যেই মূর্খ শাস্ত্রের বচন চাহে কথা।
কত ঠাঁই আছে শ্লোক শাস্ত্রেতে সর্ব্বথা॥ ৯৩॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলি-মল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্য-নাম্নোঃ কলুষ-দহনয়োরন্ন-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ ৯৩॥

অতএব কর ভাই ! বৈষ্ণব-পূজন।
বৈষ্ণব-নিন্দাদি দূরে করিয়া বর্জ্জন ॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে যেবা করে উপহাস।
ধর্ম্ম অর্থ যশ পুত্র তার হয় নাশ ॥ ৯৪ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম ! ।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থ-ধর্ম্ম-যশঃ-সুতাঃ ॥ ৯৪ ॥

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

আমার হৃদয়ে থাকে সাধু নিরন্তর।
সাধু-হৃদে বাস মম শুন বিপ্রবর ! ॥
ভক্তগণ আমা বই কিছু নাহি জানে।
ভক্ত-সম প্রিয় মোর নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৯৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৯৫ ॥

সাধুগণ-সন্নিধানে সদা সর্ব্বক্ষণ।
গমন করিবে নিজ-মঙ্গল-কারণ ॥
যদি তাঁরা কিছু নাহি দেন উপদেশ।
তথাপি তথায় সুখ পাইবে বিশেষ ॥

পরস্পর মিলি স্বচ্ছন্দেতে সাধুগণ।
করিবেন যাহা যাহা কথোপকথন ॥
তাঁহাদের উপদেশ তাহাই যে হয়।
বশিষ্ঠের বাক্য ইহা মিথ্যা কভু নয় ॥ ৯৬ ॥

তথাহি বাশিষ্ঠে।

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈর-কথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তাঃ ॥ ৯৬ ॥

রবির দর্শনে যৈছে আঁখির বন্ধন।
কদাপি নাহিক রয়—জেনো সর্ব্বক্ষণ ॥
সেইরূপ সাধু-সকলের দরশনে।
জীবের সকল বন্ধ হয় বিমোচনে ॥ ৯৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধূনাং সম-চিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৯৭ ॥

তীর্থসেবা মূর্ত্তিসেবা করিতে করিতে।
অনেক দিবসে মন পারে সে শোধিতে ॥
সাধুর দর্শন-মাত্রে পাপ দূরে যায়।
দর্শনে পবিত্র করে সাধু-মহাশয় ॥ ৯৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরু-কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৯৮ ॥

গীতা-পাঠ গোবিন্দের স্মরণ-কীর্ত্তনে।
তীর্থকোটি-ফল পায় বৈষ্ণব-দর্শনে ॥ ৯৯ ॥

তথাহি পাদ্মে।
গীতায়াঃ শ্লোক-পাঠেন গোবিন্দ-স্মৃতি-কীর্ত্তনাৎ।
বৈষ্ণবালোকনেনৈব তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ ॥ ৯৯ ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গের কথা করহ শ্রবণ।
যে কথা-শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গমে হয় পাপ-নিবারণ।
সর্ব্ব সুমঙ্গল তাই হয় সংযোজন ॥
যশোরাশি সুবিস্তার চারিদিকে হয়।
বৈষ্ণব-সঙ্গের ফল এই সুনিশ্চয় ॥ ১০০ ॥

তথাহি পাদ্মে।
অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণব-সঙ্গমঃ ॥ ১০০ ॥

শ্রীঅচ্যুতে কহিলেন রাজা মুচুকুন্দ।
আপনার অনুগ্রহে যখন মুকুন্দ ! ॥
সংসারি-জনার হয় এ সংসার ক্ষয়।
তখনি তাহার সাধু সহ সঙ্গ হয় ॥
সাধু-সঙ্গ হবা মাত্র সাধুদের গতি।
গোপী-লক্ষ্মী-পতি আপনায় হয় মতি ॥ ১০১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎ-সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ ১০১ ॥

সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়॥ ১০২ ॥

তথাহি শঙ্করাচার্য্যকৃত-মোহমুদ্গরে।

নলিনীদল-গত-জলমতি-তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥ ১০২ ॥

কপিল-গোসাঁই পূর্ব্বে মাতাকে শিখাইল।
সাধু-সঙ্গ-মহিমা বিনা অন্য না কহিল॥ ১০৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ১০৩ ॥

আরো দেখ কুবেরের পুত্র দুই জন।
সাধু-দরশন-বর করিল প্রার্থন॥ ১০৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ-প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং॥১০৪॥

সাধু-সঙ্গে অবৈষ্ণবগণ ভক্ত হয়।
অগঙ্গার জল যেন গঙ্গাতে পড়য়॥ ১০৫ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

সাধুসঙ্গ-পরিষঙ্গাদসাধোরপি সাধুতা।
অগাঙ্গমপি গাঙ্গং স্যাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ॥ ১০৫॥

ভক্ত-সকলের সঙ্গ-লেশের সহিত।
স্বর্গ মোক্ষ তুল্য নাহি করি কদাচিৎ॥
হেন ভকতের কৃপা পাইল যে জন।
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় কথন॥ ১০৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ১০৬॥

অসৎ-সঙ্গের দোষ।

অসতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি-হীন।
সেহ যদি সদাচারে হয় পরবীণ॥
তথাপি তাহার নাহি শুভ-গতি হয়।
ভাগবত-বাক্য ইহা মিথ্যা কভু নয়॥ ১০৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ভগবদ্ভক্তি-হীনা যে মুখ্যাসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥ ১০৭॥

অসাধু-সঙ্গেতে সত্য শৌচ মৌন শম।
দয়া বুদ্ধি লজ্জা শোভা যশ ক্ষমা দম॥

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাই! সব যায় নাশ।
অতএব নাহি কর অসাধু-সম্ভাষ॥ ১০৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং॥ ১০৮ ॥

শিশ্নোদর-পরায়ণ অসাধু-সহিত।
সংসর্গ কখন যদি কর কদাচিৎ॥
তাদের সংসর্গে ভাই অন্ধতম কূপে।
নিশ্চয় পতন হবে কহিনু স্বরূপে॥
অন্ধের অনুগত অন্ধ যেরূপ পড়য়।
তদ্রূপ পতন তার জানিহ নিশ্চয়॥ ১০৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোহন্ধবৎ॥ ১০৯ ॥

চণ্ডাল-অধম—অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ।
তার দরশন দূরে করিবে বর্জ্জন॥ ১১০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাশ্চ তে।
তেষাং সন্দর্শনালাপং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১১০ ॥

পদ্মপুরাণেতে শ্লোক আছয়ে বিস্তর।
শুনিয়া পাষণ্ডীগণ না করে উত্তর॥
অবৈষ্ণব-পাণ্ডিত্য সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিত।
তথাপি তাহার বাক্য না হয় গৃহীত॥
কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট ঘৃত হয় ত যেমন।
অতএব তাহা কেহ না করে গ্রহণ॥ ১১১॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিতং।
বাক্যং তস্য ন গৃহ্লীয়াৎ শুনালীঢ়ং হবির্যথা॥ ১১১॥

অসতের সঙ্গে যদি করে আলাপন।
দর্শন স্পর্শন কিম্বা করয়ে ভোজন॥
তাহাতে সকল পাপ হয় ত বিস্তার।
জল-মধ্যে তৈল যেন করয়ে সঞ্চার॥ ১১২॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

আলাপাদ্ গাত্র-সংস্পর্শাৎ নিশ্বসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥ ১১২॥

সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীরের আলিঙ্গন লিহ।
তবু অন্যদেব-সেবীর সঙ্গ না করিহ॥ ১১৩॥

তথাহি বিষ্ণুরহস্যে।

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্য-যুক্তানাং নানা-দেবৈকসেবিনাং॥ ১১৩॥

নাম-মাহাত্ম্য।

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
নাম বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ ১১৪ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ১১৪ ॥

কলিতে 'গোবিন্দ'-নামে যত পাপ হরে।
লোকেতে পাতক তত করিতে না পারে ॥
কর্ম্ম-মন-বাক্যোদ্ভব পাপ তত নাই।
যত পাপ 'কৃষ্ণ'-নামে নাশ করে ভাই ॥
অতএব সব ছাড়ি 'শ্রীগোবিন্দ'-নাম।
মনে প্রাণে ঐক্য করি বল অবিরাম ॥ ১১৫ ॥

তথাহি স্কান্দে।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনং ॥ ১১৫ ॥

কলিযুগে 'শ্রীগোবিন্দ'-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
যেমন পবিত্র হয় মানবের গণে ॥
তেমন পবিত্র তপ্তকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ।
পরাকাদি-ব্রতে ভাই না হয় কখন ॥ ১১৬ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

পরাক-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহ-শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধব-কীর্ত্তনেন গোবিন্দ-নাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥ ১১

সর্ব্ব-কাল সর্ব্ব-স্থানে 'কৃষ্ণ'-নাম যত।
আনন্দেতে সঙ্কীর্ত্তন করিবে সতত॥
'কৃষ্ণ' 'হরি' 'বিষ্ণু' নাম-কীর্ত্তনেতে ভাই।
কালাকাল অশৌচাদি বিচার যে নাই॥
কৃষ্ণের যতেক নাম মানবের গণে।
সতত পবিত্র করে জেনো মনে মনে॥
অতএব শুদ্ধাশুদ্ধ না করি বিচার।
'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' নাম কর অনিবার॥ ১১৭

তথাহি স্কান্দে পাদ্মে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ।

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
ন শৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ ১১৭॥

সংসারের মধ্যে ভাই শ্রীহরি-কীর্ত্তন।
উত্তম তপস্যা ইহা কহে মুনিগণ॥
বিশেষ কলিতে কৃষ্ণ-প্রীতির কারণ।
সর্ব্বদা করিবে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ১১৮॥

তথাহি স্কান্দে।

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণু-প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥ ১১৮॥

কলিযুগে ধর্ম্মে কর্ম্মে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি নয়।
নিশ্চয় জানিহ—'কৃষ্ণ' ভজিলে সে হয়॥
সত্যেতে বিষ্ণুর ধ্যানে জীব মুক্ত হয়।
ত্রেতা-যুগে যজ্ঞে মুক্ত—জানিহ নিশ্চয়॥
দ্বাপর-যুগেতে মুক্ত কৃষ্ণের সেবনে।
কলিতে কেবল হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে॥ ১১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥ ১১৯॥

গ্রহণ-কালেতে করে কোটী-গাভী দান।
কাশীতে প্রয়াগে কল্পকাল-অবস্থান॥
যজ্ঞাযুত সুমেরু-সমান সোনা-দান।
তথাপি না হয় 'কৃষ্ণ'-নামের সমান॥ ১২০॥

তথাহি পাদ্মে।

গো-কোটি-দানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণ-দানং গোবিন্দ-নাম্না ন কদাপি তুল্যং॥ ১২০॥

নামাভাসে মুক্ত হয় কহে ভাগবতে।
নাহিক অন্যথা ইথে জানিহ নিশ্চিতে॥ ১২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অত্যদ্ভুতমিদং জ্ঞানং হরের্নামানুকীর্ত্তনং।
অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎ কৃত্বা হরিতাং গতঃ॥ ১২১॥

নামই পরম-বন্ধু নাম পরম-ধর্ম্ম।
জগতের গতি নাম কহিলাম মর্ম্ম॥ ১২২॥

তথাহি আদিপুরাণে।

নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমন্তপঃ।
নামৈব পরমো বন্ধুর্নামৈব জগতাং গতিঃ॥ ১২২॥

মোর নাম তেজি করে অন্য আচরণ।
সেই কর্ম্মে বদ্ধ, সুখ নহে কদাচন॥ ১২৩॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

ত্যক্ত্বা চ মম নামানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চাখিলং।
কর্ম্মণা তেন বদ্ধাস্তে ন সুখায় কদাচন॥ ১২৩॥

দান-ব্রত-তপ-আদি তীর্থ-পর্য্যটন।
যাগ যজ্ঞ জ্ঞান-চর্চ্চা দেবতা সজ্জন॥
এ-সবার শক্তি যত পাপ-বিনাশন।
আকর্ষিয়া কৃষ্ণ করে স্বনামে স্থাপন॥ ১২৪॥

তথাহি স্কান্দে।

দান-ব্রত-তপস্তীর্থযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপ-হরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ ১২৪॥

কৃষ্ণ-কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা শুনে।
শূকর-সমান হয় শাস্ত্রের বচনে ॥ ১২৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুত-কথাসুধাং।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥ ১২৫ ॥

অন্য-দেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ-নিষেধ।

বিষ্ণুর নৈবেদ্য হয় পরম-পাবন।
সবিশেষ জানে দেব-ঋষি-সিদ্ধগণ ॥
অন্যদেব-নৈবেদ্য কভু না করো ভক্ষণ।
খাইলে করিতে হবে জেনো চান্দ্রায়ণ ॥ ১২৬ ॥

তথাহি স্কান্দে।

পাবনং বিষ্ণু-নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্য-দেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১২৬ ॥

বৈষ্ণব সুবুদ্ধি অতি হয় যেই জন।
অন্যদেব-নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ ॥
স্পর্শ নাহি করে তাহা না করে দর্শন।
ভক্ষণ না করে কভু বৈষ্ণব যে জন ॥ ১২৭ ॥

তথাহি পাদ্মে।

নৈবেদ্য-গ্রহণ-স্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ ॥ ১২৭ ॥

কর্ত্তব্যোপদেশ।

গোবিন্দ-ভজন আর গোবিন্দ-কীর্ত্তন।
জীবের স্বধর্ম্ম এই—শাস্ত্রে নিরূপণ॥
খণ্ডিতে শাস্ত্রের বাক্য সাধ্য আছে কার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা গতি নাহি আর॥
ভক্তি বিনু নাহি হয় গোবিন্দ-ভজন।
ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জ্জন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি পরম উপায়।
রত হও গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায়॥
এই সব তত্ত্ব ভাই! শুন দিয়া মন।
শাস্ত্রমতে কহিলাম পাষণ্ড-দলন॥ ১২৮॥

ইতি প্রভুপাদ শ্রীল-রামচন্দ্র-গোস্বামী ও পূজ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণদাস বাবাজী-মহোদয়-কৃত পাষণ্ড-দলন হইতে সংগৃহীত পাষণ্ড-দলন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং।

(এই অষ্টক প্রত্যহ ভোরবেলা উচ্চৈঃস্বরে অবশ্য পাঠ্য।)

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ১ ॥
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ২ ॥
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৩ ॥
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৪ ॥
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাং।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৫ ॥
নিকুঞ্জ-যূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৭ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকের অনুবাদ।

১। সংসার-রূপ দাবানল-দগ্ধ লোক-সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি মেঘরূপে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই পরম-কল্যাণময়, গুণের সাগর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ১ ॥

২। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যোন্মাদে উন্মত্ত এবং তজ্জনিত রসাস্বাদ-হেতু যাঁহার দেহে পুলক-কম্পাদি উদ্গত হয় ও নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দন করি ॥ ২ ॥

৩। যিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, নানাবিধ-বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি-সেবাকার্য্যে স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং অনুগত-ভক্ত ও শিষ্যগণকেও নিযুক্ত করেন, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপদাম্বুজ বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

৪। যিনি সর্ব্বদা ভক্তগণকে সুস্বাদু-অন্ন-সমন্বিত চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদ পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

৫। যিনি শ্রীরাধা-মাধবের অপার মাধুর্য্যময় লীলা, রূপ, গুণ ও নাম সকলের আস্বাদনে সর্ব্বদা অত্যন্ত লালায়িত, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

৬। নিকুঞ্জ-বিহারী যুবক-যুবতী শ্রীরাধা-গোবিন্দের রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ দক্ষতা-প্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

৭। নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেই হরি-রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, পরন্তু যিনি সেই

প্রভু শ্রীহরির প্রিয়পাত্র অর্থাৎ দাসমাত্র, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

৮। যিনি প্রসন্ন হইলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হন্, যিনি অপ্রসন্ন হইলে আর কোনও প্রকারে নিস্তার নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন ও চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

৯। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেবের এই স্তবাষ্টক পরম-যত্ন-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি দেহান্তে বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং।

(এই অষ্টক প্রত্যহ প্রাতে অবশ্য পাঠ্য।)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ১ ॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।

বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ২ ॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৩ ॥
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণিকর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৪ ॥
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নাম-গণনা-
কৃত-গ্রন্থি-শ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৫ ॥
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো-ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৬ ॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-স্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ৮॥
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদং।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ।

১। শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয়-ভক্তগণকে স্বীয়-বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালীর উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?॥ ১॥

২। যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল-উপনিষদ-সমূহের লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের

সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ-মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব? ॥ ২ ॥

৩। যিনি ইহ জগতে অনুপম-ভক্ত শ্রীস্বরূপদামোদর-নামক প্রিয়-পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি-প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দপুরী-নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব বিধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপ-দগ্ধ দীনহীনগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, যিনি উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন? ॥ ৩ ॥

৪। যিনি পরম-মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটিকোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর-কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন? ॥ ৪ ॥

৫। যাঁহার রসনায় "হরে কৃষ্ণ"-নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে যাঁহার বাম-হস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব? ॥ ৫ ॥

৬। সমুদ্রতীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়াও যিনি প্রেম-ভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন? ॥ ৬ ॥

৭। রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৭ ॥

৮। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

৯। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ ভক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ-বিদ্যাধনে ধনী যে ভক্ত ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য-দেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং।

(সমর্থ-পক্ষে এই অষ্টক প্রত্যহ প্রাতে অবশ্য পাঠ্য।)

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজ-গতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিত-মুখং।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবী-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ২॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্‌বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৩॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিন্নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৪॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্‌ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৫॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুন্নতি-কুমুদবন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জত্তিমির-হর-সূর্য্যপ্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৬॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ং।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মাদয়ন্তং পুর-জনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৮ ॥

রসানামাধানং রসিকবর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবন-দাসঠকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ।

১। যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম-মনোহর-রূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার কলেবর বিশুদ্ধসত্ত্বময়, যিনি নিরন্তর সহাস্য-বদন, যাঁহার নয়ন-যুগল সর্ব্বদাই চঞ্চল, যাঁহার হস্তে বেত্র

শোভা পাইতেছে, যিনি কলি-কলুষ-সমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥ ১॥

২। যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা-দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি পাষণ্ডগণের উদ্ধারসাধন দ্বারাই তাঁহাদের দলন-কর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥ ২॥

৩। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি-প্রিয়, যিনি সর্ব্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি স্বয়ং পরমসুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার দ্বারা দুস্তর ভব-সমুদ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি অবলীলাক্রমে বিশাল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥ ৩॥

৪। "হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কৃপা করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে"—এইরূপ বলিয়া বলিয়া যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও তৎসহ যুক্তি-পরামর্শ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥ ৪॥

৫। "হে ভাই সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য আমি দায়ী রহিলাম।" এইরূপ বলিতে বলিতে যিনি বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক লোকের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥ ৫॥

৬। আহা মরি মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কুম্ভ বা কলসী-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবদ্ভক্তগণকে অনায়াসে সুবিশাল ভব-সমুদ্র পার করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্য চন্দ্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন, যিনি দুর্জ্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করিতে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি সমূলে বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্প-লতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

৭। যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে ও শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী নিজ-ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জন-গণের প্রতি সকরুণ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

৮। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল কর-কমল ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের বদন-চন্দ্র-সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন এবং আহা মরি মরি! যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-পানে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥

৯। যিনি ভক্তিরস-সমূহ-প্রদানকারী, যিনি রসিক-ভক্তগণের সর্ব্বস্বধন, যিনি নিখিল-রসের আধার, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁহার স্মরণ করিলে মহাপাপিগণেরও পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব্ব অষ্টক যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তদীয় সুদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারু-রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং।

(সমর্থ-পক্ষে এই অষ্টক প্রত্যহ প্রাতে অবশ্য পাঠ্য।)

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কার-ঘোষৈঃ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ১॥
যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈরাকৃষ্টঃ সন্ গৌরো গোলোকনাথঃ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ২॥
ব্রহ্মাদীনাং দুর্ল্লভপ্রেমপূরৈরাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকং।
আবির্ভাব্য শ্রীল-চৈতন্যচন্দ্রং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৩॥
শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তি-প্রপূর্ণো যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্দধেঽপি।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৪॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ যস্যাংশাংশা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণু-রূপং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৫॥
কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাচ্ছম্ভোরিত্থং শাম্ভবং নাম ধাম।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈকসাধ্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৬॥
সীতা-নাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ-নামা।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূর-প্রপূর্ণঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৭॥
নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈত-নামা ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য-নামা।
শশ্বচ্চেতঃ-সঞ্চরদ্‌গৌরধামা শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৮॥
প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধ-বুদ্ধিঃ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রয়াতি॥ ৯

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকের অনুবাদ।

১। শ্রীগৌরচন্দ্রকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইবার জন্য যিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রেম-হুঙ্কারে বিশাল গর্জ্জন করিতে করিতে গঙ্গাজল, তুলসীপত্র ও পুষ্পের দ্বারা সযত্নে ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ১ ॥

২। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার অপার-প্রেমসাগরোত্থিত বিপুল অশ্রু-কম্পাদি অত্যদ্ভুত-সাত্ত্বিকবিকার-সমূহ দ্বারা এবং যাঁহার প্রেমজনিত ভীষণ হুঙ্কার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ২ ॥

৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইয়া যিনি ব্রহ্মাদি-দেবতাগণেরও সুদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসুধাধারা দীনহীন কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলের উপরই অজস্ররূপে বর্ষণ পূর্ব্বক নিখিল জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৩ ॥

৪। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যাঁহার আজ্ঞামাত্রেই অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন এবং যাঁহার করুণাময় কার্য্য-সমূহের মর্ম্মানুভব করা কদাচ সহজ নহে, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৪ ॥

৫। যাঁহার অংশের অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যিনি মহাবিষ্ণু হইতে অভিন্ন, আমি সেই মহাবিষ্ণু-রূপী শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৫ ॥

৬। একদা যিনি শ্রীশিবের আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন বলিয়া যাঁহার 'শিবাশ্রয়' এই নাম শুনা যায় এবং আজিও যিনি সকলেরই আরাধ্যধন, অপিচ কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই যাঁহাকে লাভ করা যায়, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৬ ॥

৭। সীতা-নামে যাঁহার প্রেমময়ী পত্নী, অচ্যুতানন্দ-নামে যাঁহার

সর্ব্বভক্তজন-বিদিত পুত্র এবং যিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমসুধারসে পরিপূর্ণ, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৭ ॥

৮। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত যাঁহার দ্বৈত অর্থাৎ ভেদ নাই বলিয়া যাঁহার নাম হইল অদ্বৈত এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ হওয়ায় যিনি সততই আচার্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, অপিচ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গের উজ্জ্বল-বিগ্রহে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৮ ॥

৯। যিনি বিশুদ্ধচিত্তে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীঅদ্বৈত-দেবের এই অষ্টক প্রীতিপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীপাদপদ্মে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকং।

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥
গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শ্চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ২ ॥

নিত্য-নব্য-রূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ৩॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ।
নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ৪॥

লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ।
বীর্য্য-শীল-লীলয়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ৫॥

কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ।
প্রেম-শীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ৬॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ।
গোপিকাসু-নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ৭॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ।

রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্তনেন রাধিকাসু-বল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্ল্লভং।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্মপাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকের অনুবাদ।

১। যাঁহার কান্তিচ্ছটা নব-জলধর, দলিত-কজ্জল ও ইন্দ্রনীলমণিকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কুম, উদয়োন্মুখ-সূর্য্য ও বিদ্যুৎ হইতেও দীপ্তিমান্, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কর্পূর ও কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥

২। যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুণতার সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডল চন্দ্র ও পদ্ম-সমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনাসমূহে স্বীয় নিগূঢ়ভাব অর্থাৎ প্রেমপ্রবর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয়-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥

৩। যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিত্য-নূতন, যিনি ক্রীড়া-সুখ-দায়ক সুহৃদ্‌বৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলি কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥

৪। প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয়-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন॥ ৪ ॥

৫। যিনি ইন্দ্র ও কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গর্ব্ব-খণ্ডনাদি-রূপ লীলাসুধা-ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, অপিচ যিনি স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যাদি দ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন॥ ৫ ॥

৬। যিনি কুঞ্জমধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চনে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্যপরিহাসাদি দ্বারা শ্রীরাধিকার সখীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং যাঁহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীর্ত্তি-রাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন॥ ৬ ॥

৭। যিনি রাসলীলা দ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সৎপথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় নয়ন-কোণের বঙ্কিম দৃষ্টি দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন॥ ৭ ॥

৮। শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত ব্যাকুল হন, শ্রীরাধিকার প্রেমোৎপন্ন বামাভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতাবশতঃ তদীয় পরম-রমণীয় শ্রীমুখ-চন্দ্র সন্দর্শন করিয়া যাঁহার আনন্দ-সাগর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম-সুগন্ধি ও পরমসুখ-জনক চন্দন-প্রলেপ-

স্বরূপ, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥

৯ যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও যাঁহার দর্শন সুদুর্ল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঐ ব্যক্তির প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সহ আলিঙ্গিত যুগলরূপে তাঁহাকে স্বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং।

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগরভূপ-বরং।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥ ১ ॥

ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুং।
মৃদু-মন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥ ২ ॥

সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গ-ধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরং।
ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥ ৩ ॥

অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুণ্ডলকং।
কটি-বেষ্টিত-পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং॥ ৪॥

কল-নূপুর-রাজিত-চারু-পদং
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং॥ ৫॥

ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুং।
ব্রজবাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং॥ ৬॥

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুং।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং
ভজ-কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং॥ ৭॥

বৃষভানুসুতা-বর-কেলি-পরং
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং॥ ৮॥

ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবাষ্টকং।

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিত-পদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ১॥
ভুজেহসব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ২॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ৩॥
কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ৪॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ৫॥

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন-কাম্যাং বরবধূং।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!।
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকের অনুবাদ।

১। যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের ন্যায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধু-পান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণপ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁহার চরণ-যুগল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ১ ॥

২। যিনি বামহস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ২ ॥

৩। যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে, বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করতঃ, সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৩ ॥

৪। যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৪ ॥

৫। রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল-জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তত্তৎকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৫ ॥

৬। যিনি পরমার্চ্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমল-দলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গন-সুখে সুখী, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৬ ॥

৭। আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্ব্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাহি না, আমি কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ শ্রীমহাদেব

সর্ব্বক্ষণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৭ ॥

৮। হে সুরপতে! শীঘ্র আমাকে এই অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ ব্যক্তি-গণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৮ ॥

৯। যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম-পবিত্র শ্রীজগন্নাথাষ্টক নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণু-লোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকং।

(এই অষ্টক সমস্ত কার্ত্তিক-মাসে এবং নিয়ম-সেবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ রূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রং।

মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥ ২ ॥
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥ ৫ ॥
নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখজালাব্ধি-মগ্নং।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে শ্রীসত্যব্রতমুনি-
প্রোক্তং শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের অনুবাদ।

১। যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যাঁহার কর্ণ-যুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করিতেছেন এবং উচ্চে শিক্য অর্থাৎ শিকায় রক্ষিত নবনীত (মাখন) হরণ করায় যিনি মা-যশোদার ভয়ে উদূখলের উপরিভাগ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং মা-যশোদাও তখন যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর-রূপী শ্রীদামোদরকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

(শিক্য বা শিকা=খাদ্য-দ্রব্যাদি নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্য লোকে ইহা রজ্জু দিয়া প্রস্তুত করিয়া ঘরের আড়ায় বা ঐরূপ উপরে কোথাও টানাইয়া রাখে।)

(উদূখল=কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র-বিশেষ ; এই পাত্রে ডাউল, তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষল-প্রহার দ্বারা পরিষ্কার করে ; ইহা পশ্চিমদেশে প্রচলিত।)

২। যিনি জননীর হস্তে যষ্টি দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দুইখানি পদ্ম-হস্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিতেছেন, যিনি ভীত-নয়ন হইয়াছেন ও

তন্নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত কম্প-নিবন্ধন যাঁহার কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হইতেছে এবং যাঁহার উদরে রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

(ভক্তি-বদ্ধ=ভক্তি দ্বারা যিনি আবদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত হন ; ভক্তিবশ।)

৩। যিনি এবম্বিধ বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসী জনবৃন্দকে আনন্দ-সরোবরে নিমজ্জিত করিতেছেন এবং যিনি শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞান-পরায়ণ ভক্ত-সমূহে—"আমি ভক্ত কর্ত্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত"—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, সেই ঈশ্বর-রূপী শ্রীদামোদরকে আমি পরমপ্রেম-সহকারে শত-শতবার বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

৪। হে দেব ! তুমি সর্ব্ব-প্রকার বর-দানে সমর্থ হইলেও, আমি তোমার নিকট মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা তদ্রূপ অন্য কোন বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না ; তবে কেবল ইহাই প্রার্থনা করি যে, এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ব্ব-বর্ণিত বালগোপাল-রূপী শ্রীবিগ্রহ আমার মানস-পটে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউন ; হে প্রভো ! যদিও তুমি অন্তর্যামি-রূপে সর্ব্বদা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, তথাপি তোমার ঐ শৈশব-লীলাময় বালগোপাল-মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হউন ॥ ৪ ॥

৫। হে দেব ! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশ-সমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদন-কমলস্থ বিম্বফল-সদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা-যশোদা পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতেছেন, সেই বদন-কমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণনা করিব ? আমার মনোমধ্যে তাহাই আবির্ভূত হউক, ঐশ্বর্য্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নাই—আমি অন্য আর কিছুই চাহি না ॥ ৫ ॥

৬। হে দেব ! হে দামোদর ! হে অনন্ত ! হে বিষ্ণো ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো। হে ঈশ ! আমি দুঃখ-পরম্পরা-রূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া

একেবারে মরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি কৃপাদৃষ্টি-রূপ অমৃত-বর্ষণ পূর্ব্বক আমার উদ্ধার সাধন কর এবং দর্শন দ্বারা আমার প্রাণ-রক্ষা কর॥ ৬॥

৭। হে দামোদর! তুমি যেরূপ গাভী-বন্ধন-রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হইয়া শাপগ্রস্ত নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্র-দ্বয়কে মুক্ত করতঃ তাহাদিগকে ভক্তিমান্ করিয়াছ, আমাকেও তদ্রূপ স্বীয় প্রেমভক্তি প্রদান কর; এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষের প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও আগ্রহ নাই॥ ৭॥

৮। হে দেব! তোমার তেজোময় উদর-বন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার-স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক; তথা তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং অনন্তলীলাময় দেব তুমি, তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি॥ ৮॥

শ্রীরাধা-প্রাণনাথায় শ্রীমদ্দামোদরায় তে।
সর্ব্বং চৈতন্যদেবায় গুরবেঽর্পিতমেব মে॥

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥ ১॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥ ২॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥ ৩॥

গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচি মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৭ ॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

('মধুরাধিপতি' শব্দের এক অর্থ মধুর-রসের অধিপতি, অন্য অর্থ মথুরার অধিপতি ; দুই অর্থেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে।)

"মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং" = শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই মধুর।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং।

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌর-ভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু-রাধিকা ॥ ১ ॥

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পট্টশাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥
সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ কামতাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥
বিশ্ববন্দ্য যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্যযৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু-রাধিকা ॥ ৪ ॥
রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥
নিত্য-নব্যরূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু-রাধিকা ॥ ৬ ॥
স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।

কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালিদাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥
যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্তনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাং।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের অনুবাদ।

১। যাঁহার অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমলিপ্ত স্বর্ণ-কমলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া যাঁহার অঙ্গের সুসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মের গন্ধ-জনিত কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, সে শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥

২। যাঁহার পট্টশাটী অর্থাৎ রেশমী শাড়ী প্রবালের কান্তিকেও নি করিতেছে, যিনি কৃষ্ণ-রূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের জন্য পুষ্পোদ্যান-স্ব

াবং যিনি কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিবার জন্য নিত্য সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥

৩। যাঁহার অঙ্গ সুকোমল পল্লব-শ্রেণীর কীর্ত্তি বিলোপ করিতেছে, যাঁহার শীতল অঙ্গকে চন্দ্র, চন্দন, কমল ও কর্পূরাদি নিখিল শীতল বস্তু সেবা করিতেছে এবং যিনি নিজাঙ্গ-স্পর্শ-সুধা দ্বারা গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কাম-তাপ শীতভূত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥

৪। যে লক্ষ্মীদেবীর অভূতপূর্ব্ব রূপ ও নবযৌবনাদি-দর্শনে এবং অতি-মধুর-স্বভাব-জনিত প্রেমলীলা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিখিল-বিশ্ববন্দ্যা যুবতীবর্গও তাঁহার বন্দনা করেন, সেই পরম-ভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীরাধিকার সমান নহেন এবং যে শ্রীরাধিকা হইতে অধিকতর গুণসম্পন্না রমণী কুত্রাপি আর কেহ নাই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥

৫। যিনি রাস-ক্রীড়োপযোগী নৃত্য, গীত ও পরিহাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট রসকলা-সমূহে পরম-পণ্ডিত, যিনি প্রেম-মণ্ডিত মনোহর রূপ ও বেশ এবং বিবিধ সদ্‌গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত, অপিচ যিনি বিশ্ববন্দিতা, নবীন-যৌবন-সম্পন্না ও গোপ-ললনাগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৫ ॥

৬। যিনি নিত্য নব নব রূপ,কেলি ও কৃষ্ণ-ভাবাবলী এই সমস্ত স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধানুরাগা বলিয়া তদ্ধেতু স্বপক্ষীয় গোপযুবতীগণের হর্ষজনিত ও বিপক্ষ যুবতীগণের কাতরতা-জনিত কম্প উৎপাদন করিতেছেন এবং যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলি-বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৬ ॥

৭। যিনি স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু ও গদ্গদাদি সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহে বিশোভিতা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বামতাদি ভাব-ভূষণে বিভূষিতা এবং যিনি

শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রত্ন-ভূষণসমূহে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন, সে শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৭ ॥

৮। যিনি ক্ষণার্দ্ধকাল শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ও তজ্জনিত দৈন্য,চাপল্যাদি ভাবসমূহে দ্বারা ব্যথিত হইয়া পড়েন এবং যিনি তৎকালে স্বকৃত বা কৃষ্ণ-কৃত দূ প্রেরণাদি কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়া সমুদায় মনঃকষ্ট দূরীভূত করে সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥

৯। যাঁহার দর্শন পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ, সে কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ নন্দিতা শ্রীরাধিকা প্রফুল্লিতা সখীগণ-সমভিব্যাহারে সেই জনকে শী আপনার দাস্যামৃত প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টক।

রাধিকা শরদ-ইন্দু-নিন্দি মুখ-মণ্ডলী
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পকপুষ্প-শোভনী।
নীল-পট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ-ওড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ১ ॥

তরুণ অরুণ জিনি সিন্দূরের মণ্ডলী
যৈছে অলি মত্ত ভরে মলয়জ-গন্ধিনী।
ভুরুর ভঙ্গিম কোটী-কোটী-কাম-গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ২ ॥

খঞ্জন-গঞ্জন-দিঠি বঙ্কিম-সুচাহনী
অঞ্জন-রঞ্জিত তাহে কামশর-সন্ধিনী।
তিলপুষ্প জিনি নাসা সুবেসর-দোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥ ৩॥
পক্ক-বিম্বফল জিনি অধর-সুরঙ্গিণী
দশন দাড়িম্ব-বীজ জিনি অতি-শোভনী।
বসন্ত-কোকিল জিনি সুমধুর-বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥ ৪॥
কনক-মুকুর জিনি গণ্ডযুগ-শোভনী
রতন-মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ-দোলনী।
কেশর-মুকুতা হার উর'পর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥ ৫॥
কনক-কলস জিনি কুচযুগ-শোভনী
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ-দোলনী।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥ ৬॥
গজ-অরি জিনি মাজা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা'পর শোভিত ভাল কনকের কিঙ্কিণী।
কনক-উলট-রম্ভা জানুযুগ-শোভিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥ ৭॥

হংসরাজ-গতি জিনি সুমন্থর-চলনী
রাতুল-চরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী।
যুগল চরণে শোভে যাবক-সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-সনাতনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীরাধাষ্টক সমাপ্ত ॥

—— ——

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ।

নিখিল-শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত!।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥
জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দ-গেয়!
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে!।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং-বিলুম্পসি ॥ ২ ॥
যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীং।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে!
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥ ৪॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো!
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ!।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়!॥ ৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম! স্বরূপ-দ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত! করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥ ৬॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তি-রাশয়ে
রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে!।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ! পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ॥ ৭॥

নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্যাস-মাধুরীপূর!।
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥ ৮॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং সম্পূর্ণং।

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের অনুবাদ।

১। হে হরিনাম! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ হইতে অভিন্ন বলিয়া, নিখিল-উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের নখর-সমূহ নির্ম্মঞ্ছিত হইতেছে অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পদ-নখর পর্য্যন্তেরও মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিতেছে এবং যোগী, ঋষি প্রভৃতি মুক্ত-পুরুষগণও তোমার উপাসনা করিতেছেন; অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি॥ ১॥

২। হে কৃষ্ণনাম! মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিতেছেন, তুমি নিখিল-জন-মণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদনার্থে পরম-অক্ষররূপ আকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ এবং এমন কি, অবহেলা পূর্ব্বকও যদি কেহ তোমাকে একবারমাত্রও উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তুমি তাহার অত্যুগ্র পাপরাশিও ধ্বংস করিয়া থাক; অতএব হে নাম! তোমার জয় হউক॥ ২॥

৩। হে কৃষ্ণনাম-রূপ সূর্য্য! যদি কেহ কোনও সঙ্কেতে বা আভাসেও তোমাকে উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও তুমি তাহার সংসারাসক্তি-রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দাও এবং তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকেও শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়িণী জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক; অতএব হে নাম! এ জগতে এমন বিদ্বান্ কে আছেন যে, তিনি তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন?॥ ৩॥

৪। নিষ্ঠা-সহকারে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় অবিরাম ব্রহ্মচিন্তা করিলেও ভোগ ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ-কর্ম্মের অর্থাৎ অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যজনিত কর্ম্ম-সমূহের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্পন্দন-মাত্রেই অর্থাৎ মুখে তোমাকে উচ্চারণ করিবামাত্রই সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪॥

৫। হে অঘদমন! হে যশোদা-নন্দন! হে নন্দ-সূনো! হে কমল-নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণত-করুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি অনেক-স্বরূপে হে নাম! তুমি জীবের ভববন্ধ-মোচনের জন্য প্রকটিত থাকিয়া অপার করুণা প্রদর্শন করিতেছ; অতএব হে নাম! তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর-পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক॥ ৫॥

৬। হে নাম! তোমার দুইটি স্বরূপ—(১) বাচ্য অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যাত্মক বিগ্রহ (মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহ) ও (২) বাচক অর্থাৎ হরি, রাম, মাধব, কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি বর্ণাত্মক-বিগ্রহ (অক্ষরময় নাম-বিগ্রহ); তুমি এই দুইটী স্বরূপে বিরাজ করিতেছ; পরন্তু আমি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ হইতে কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামাত্মক বাচক-স্বরূপকে অধিকতর সদয় বিবেচনা করি, যেহেতু যদি কোনও ব্যক্তি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় করিয়া তোমার উপাসনা করিতে করিতে অপরাধী হইয়া পড়েন এবং তখন যদি তিনি মুখে তোমার হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি বর্ণাত্মক বাচক-স্বরূপ বা নাম-বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ অক্ষরময় "নাম" আশ্রয় পূর্ব্বক "নাম" কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে হে নাম! তোমার প্রভাবে তিনি সর্ব্বাপরাধ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন॥ ৬॥

৭। হে নাম! হে কৃষ্ণ-স্বরূপ! তুমি আশ্রিত জনগণের নামাপরাধ-জনিত দুর্গতি বিনাশ করিয়া থাক, তুমি পরম চিদানন্দ-ঘনরূপ-বিগ্রহে বিরাজিত, তুমি গোকুলবাসিগণের সাক্ষাৎ আনন্দ-স্বরূপ এবং তুমি স্বীয় মহিমা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ; অতবএ হে নাম! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি॥ ৭॥

৮। হে কৃষ্ণনাম! তুমি দেবর্ষি নারদের বীণার জীবন-স্বরূপ এবং

তুমি অমৃতময় মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ; অতএ তুমি কৃপা বিতরণ-পূর্ব্বক আমাকে তোমাতে অনুরক্ত করিয়া আমার জিহ্বায় অবিশ্রান্ত স্ফূর্ত্তি লাভ কর অর্থাৎ তুমি আমাকে এই কৃপা কর, যেন আমি মুখে সর্ব্বদাই তোমাকে উচ্চারণ করিতে পারি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্ব-শক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দ-তনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলি-সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ শ্রীমুখাব্জ-বিগলিতং
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং।

ফলশ্রুতি—প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের অনুবাদ।

১। যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মনের দুর্ব্বাসনাদি সর্ব্ববিধ মলিনতা দূর করিয়া তাহা নির্ম্মল করতঃ তাহাতে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে, যাহা ভব-বন্ধন মোচন করে, যাহা জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করে, যাহা জীবকে—"আমি কৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই আমার একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য"—এই পরম-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, যাহা আনন্দ-সমুদ্র পরিবর্দ্ধন করে, যাহা পদে পদে মধুরাতিমধুর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসসুধা আস্বাদন করাইয়া পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ প্রদান করে এবং যাহা সমস্ত রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন ও বশীভূত করিয়া দেয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ-

সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন—জয় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের জয় ॥ ১ ॥

২। হে ভগবন্! লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, তুমি হরি, কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মাধব প্রভৃতি তোমার অসংখ্য নামের প্রচার করিয়াছ এবং সেই নাম-সমূহে নিজের সর্ব্ব-শক্তি অর্পণ করিয়াছ অর্থাৎ তুমিও যেমন পতিতপাবন, যেমন সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী, যেমন পরমানন্দদাতা, তোমার নামও তদ্রূপ। অপিচ, ঐ নাম-গ্রহণের জন্য স্থানাস্থান বা কালাকালের কোনও নিয়ম কর নাই অর্থাৎ শুচি অশুচি সর্ব্ব অবস্থায় ও সর্ব্ব স্থানে এবং সব সময়েই ঐ নাম গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কোনও বিধি-নিষেধ নাই। (এমন কি, মলমূত্র-ত্যাগের সময়েও নাম লইতে কোনও বাধা নাই।) কিন্তু হে প্রভো! তোমার এত দয়া হইলেও, আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, তোমার ঐ কোনও নামে আমার রুচি হইল না ॥ ২ ॥

৩। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং সর্ব্বজীবে সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ৩॥

৪। হে জগদীশ্বর! আমি সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ ও দাস-দাসী প্রভৃতি অনুচরবর্গ চাহি না, সুন্দরা স্ত্রী চাহি না, কবিতা-রচনা-শক্তি চাহি না; হে প্রভো! আমি কিছুই চাহি না; আমি কেবল এই চাহি যে, জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার যেন নিষ্কাম ভক্তি লাভ হয়॥ ৪॥

৫। হে শ্রীনন্দনন্দন! তোমার নিত্যদাস আমি তোমাকে ভুলিয়া ঘোর মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিষম-সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াছি; তুমি কৃপা করিয়া এ দাসকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি-সদৃশ জ্ঞান কর অর্থাৎ তুমি দয়া করিয়া আমাকে অতি-দীনহীন-জ্ঞানে আমার উদ্ধার-সাধন পূর্ব্বক তোমার শ্রীচরণের একটি ক্ষুদ্র দাস করিয়া লও॥ ৫॥

৬। হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নে দরদর-বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্গদ-ভাবে কবে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং পরমানন্দ-ভরে কবে আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে॥ ৬॥

৭। এইরূপে দৈন্যার্ত্তি করিতে করিতে মহাপ্রভু আমার সহসা শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সখি। কৃষ্ণ-বিরহে আমার এ কি দশা হইল! নিমেষমাত্র সময় যে আমার নিকট যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার চক্ষে যে অবিরল বর্ষার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, এবং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতেছে!॥ ৭॥

৮। হে সখি! শ্রীগোবিন্দ আমাকে পরমাদরে আলিঙ্গন করিয়া

আমায় আত্মসাৎই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহতই করুন, কিম্বা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণী সহ বিহারাদিই করুন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ—অন্য আর কেহই নহে॥ ৮॥

(শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে অস্মৎ-সম্পাদিত "**শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত**" অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ এবং "**শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার**" ৫ম বা ষষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমধুসূদন স্তোত্রং।

ওমিত্যুচ্চারতো মোহনিদ্রা দূরং পলায়তে।
তয়া গ্রস্তং জগন্নাথ! ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ১॥
ন গতির্বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপ-পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ২॥
মোহিতোঽজ্ঞান-তমসা পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৩॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো!।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৪॥
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৫॥
বহবো হি ময়া দৃষ্টা যোনি-দ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাস-মহাদুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৬॥

তেন দেব ! প্রপন্নোহস্মি ত্রাণার্থস্ত্বংপরায়ণঃ।
দুঃখার্ণব-নিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥ ৭ ॥
বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতং।
তৎপাপাব্ধি-নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥৮॥
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥ ৯ ॥
দেহান্তর-সহস্রেষু প্রাপিতং ভ্রমতা ময়া।
তির্য্যক্‌ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥ ১০ ॥
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ-ভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥ ১১ ॥
যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুসূদন ! ॥ ১২ ॥
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র-সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
কদাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষর-চিন্তকাঃ ॥ ১৩ ॥
সন্তি স্তোত্রাণি বহবো বাঞ্ছিতার্থ প্রদানি বৈ।
দ্বাদশার্ণাৎ পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতং॥ ১৪ ॥
দ্বাদশার্ণং মহাস্তোত্রং সর্ব্বকামফল-প্রদং।
গর্ভবাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাষিতং ॥ ১৫ ॥
দ্বাদশার্ণং নীরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীল-শুকদেবগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুসূদন-স্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীমধুসূদন-স্তোত্রের অনুবাদ।

১। ওঁ এইবাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র মোহনিদ্রা দূরে পলায়ন করে; কিন্তু হে জগন্নাথ! হে প্রভো! আমি যে সেই মোহনিদ্রায় একেবারেই অভিভূত হইয়াছি! অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১॥

২। হে প্রভো! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, আমার আর অন্য গতি নাই। আমি ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ২॥

৩। হে নাথ! আমি অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত হইয়া পুত্র, কলত্র, গৃহাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং নিদারুণ বিষয়-তৃষ্ণা আমাকে অতিশয় উৎপীড়িত করিতেছে; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৩॥

৪। হে প্রভো! আমি ভক্তিহীন, অতিদীন, শোক-দুঃখে জর্জ্জরীভূত, অনাথ ও নিরাশ্রয়; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৪॥

৫। হে নাথ! এই সুদীর্ঘ সংসার-পথে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তন্নিমিত্ত এ সংসারে আর আমি পুনর্ব্বার আসিতে ইচ্ছা করি না; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৫॥

৬। হে প্রভো! আমি পৃথক্ পৃথক্ বহুসংখ্যক যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি; তন্নিমিত্ত গর্ভবাস-জনিত মহাদুঃখ আর সহিতে পারি না; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর॥ ৬॥

৭। হে দেব! আমি বিষম-দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পরিত্রাণ-লাভের

জন্য একান্ত-ভাবে তোমার শরণাগত হইতেছি ; হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৭॥

৮। হে প্রভো! আমি বাক্য দ্বারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কার্য্যের দ্বারা তাহা পালন করিতে পারি নাই; সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে উদ্ধার কর॥ ৮॥

৯। হে প্রভো! আমি কখনও কোন সুকৃতি করি নাই, কেবল দুষ্কৃতিই করিয়াছি, তজ্জন্য এই ঘোর সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে উদ্ধার কর॥ ৯॥

১০। হে নাথ! আমি সহস্র সহস্র দেহে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও বা পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর-দেহ, কখনও বা মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি, অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১০॥

১১। হে প্রভো! আমি জরা ও মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার নিকট উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছি; অতএব হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১১॥

১২। হে নাথ! আমি যে কোনও স্থানে স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও রূপেই জন্ম-গ্রহণ করি না কেন, সর্ব্বত্রই যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি প্রদান করিও, আমি কেবল ইহাই প্রার্থনা করি; হে বিপদ্-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১২॥

১৩। এ সংসারে দেখা যাইতেছে, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণও পুনঃপুনঃ চলিয়া যাইতেছে এবং আবার ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু যাঁহারা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে আর কখনও এ সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না॥ ১৩॥

১৪। যদিও অভীপ্সিত-ফলপ্রদ বহুসংখ্যক স্তোত্র আছে, কিন্তু শ্রীবাসুদেব বলিয়াছেন, এই দ্বাদশাক্ষর-সমন্বিত স্তোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্তোত্র আর নাই॥ ১৪॥

১৫। এই দ্বাদশাক্ষর-মহাস্তোত্র সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করেন। জীবের গর্ভবাস রহিত করিবার জন্য শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক এই মহাস্তোত্র কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ১৫॥

১৬। যিনি শ্রীএকাদশী-দিবসে অনাহারে থাকিয়া এই দ্বাদশাক্ষর-স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি, যোগেশ্বর শ্রীহরি যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই নিত্যধাম বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গতি লাভ করেন॥ ১৬॥

ইতি শ্রীশ্রীমধুসূদন-স্তোত্রের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং (১)।

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১॥
নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ২॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে।
নমঃ কমল-নাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥ ৩॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৪॥

কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ॥ ৫॥

বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে।
কালিন্দী-কূল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারিণে॥ ৬॥

বল্লবী-নয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ ৭॥

নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে॥ ৮॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ ৯॥

প্রসীদ পরমানন্দ! প্রসীদ পরমেশ্বর!।
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো!॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণ! রুক্মিণীকান্ত! গোপীজন-মনোহর!।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো!॥ ১১॥

কেশব! ক্লেশ-হরণ! নারায়ণ! জনার্দ্দন!।
গোবিন্দ! পরমানন্দ! মাং সমুদ্ধর মাধব!॥ ১২॥

ইতি শ্রীগোপালতাপনীয়শ্রুতি-ধৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং (১) সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রের (১) অনুবাদ।

১। যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ এবং যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বময় শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

২। যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারম্বার প্রণাম করি।

৩। যিনি পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতিকে আমি নমস্কার করি।

৪। যাঁহার শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময় এবং যিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

৫। যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চাণুর-ঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।

৬-৭। যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দন, যমুনা-কূল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মাল্যধারী, নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারবার প্রণাম করি।

৮। যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পূতনা-বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত্ত-প্রাণসংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।

৯। যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জ্জিত, পরম-বিশুদ্ধ, পরম-পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

১০। হে পরমানন্দ-স্বরূপ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কালভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

১১। হে কৃষ্ণ। হে রুক্মিণীকান্ত। হে গোপীজন-চিন্তাপহারিন্। হে জগদ্গুরো! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

১২। হে কেশব! হে দুঃখ-বিনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রের (১) অনুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং (২)।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট-দোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধি-পোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্॥ ১॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ! আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্॥ ২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ-ধৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং (২) সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী।

শ্রীশ্রীগোপীজন-বল্লভায় নমঃ।

(শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।)

নব-জলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ-হাস্যং।
কনক-রুচি-দুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিল-সারং নৌমি গোপী-কুমারং ॥ ১ ॥
মুখ-জিত-শরদিন্দুঃ কেলি-লাবণ্য-সিন্ধুঃ
কর-বিনিহিত-কন্দুর্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ।
বপুরপসৃত-রেণুঃ কক্ষ-নিক্ষিপ্ত-বেণু-
র্বচন-বশগ-ধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥ ২ ॥
ধ্বস্ত-দুষ্ট-শঙ্খচূড়! বল্লবী-কুলোপগূঢ়!
ভক্ত-মানসাধিরূঢ়! নীলকণ্ঠ-পিচ্ছ-চূড়!।
কণ্ঠলম্বি-মঞ্জু-গুঞ্জ! কেলি-লব্ধ-রম্যকুঞ্জ!
কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ! পাহি দেব! মাং মুকুন্দ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞভঙ্গ-রুষ্টশক্র-নুন্নঘোর-মেঘচক্র-
বৃষ্টিপূর-খিন্ন-গোপ-বীক্ষণোপজাত-কোপ!।
ক্ষিপ্র-সব্যহস্ত-পদ্ম-ধারিতোচ্চশৈল-সদ্ম-
গুপ্তগোষ্ঠ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ! ॥ ৪ ॥
মুক্তাহারং দধদুডুচক্রাকারং
সারং গোপী-মনসি মনোজারোপী।

কোপী কংসে খল-নিকুরম্বোত্তংসে
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫ ॥
লীলোদ্দামা জলধর-মালা-শ্যামা
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।
সা মামব্যাদখিল-মুনীনাং স্তব্যা
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘ-শত্রোর্মূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥
পর্ব্ব-বর্তুল-শর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতি-হরাননং
নন্দ-নন্দনমিন্দিরা-কৃত-বন্দনং ধৃত-চন্দনং।
সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃত-কন্দরং ধৃত-মন্দরং
কুণ্ডল-দ্যুতিমণ্ডল-প্লুত-কন্ধরং ভজ সুন্দরং ॥ ৭ ॥
গোকুলাঙ্গন-মণ্ডনং কৃত-পূতনা-ভবমোচনং
কুন্দ-সুন্দর-দন্তমম্বুজ-বৃন্দ-বন্দিত-লোচনং।
সৌরভাকর-ফুল্ল-পুষ্কর-বিস্ফুরৎ-করপল্লবং
দৈবত-ব্রজ-দুর্ল্লভং ভজ বল্লবীকুল-বন্দিতং ॥ ৮ ॥
তুণ্ড-কান্তি-দণ্ডিতোরু পাণ্ডুরাংশু-মণ্ডলং
গণ্ডপালি-তাণ্ডবালি-শালি-রত্নকুণ্ডলং।
ফুল্ল-পুণ্ডরীক-ষণ্ড-কৢপ্ত-মাল্যমণ্ডনং
চণ্ড-বাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংস-খণ্ডনং ॥ ৯ ॥
উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ-সঙ্গমাতি-পিঙ্গল-
স্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-সঙ্গি-পাণিরঙ্গনালি-মঙ্গলঃ।
দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীর্ত্তিবল্লি-পল্লব-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্লচারু-চিল্লিরত্র বল্লবঃ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র-নিবারং ব্রজপতি-বারং
নির্ধৃত-বারং হৃত-ঘন-বারং।
রক্ষিত-গোত্রং প্রীণিত-গোত্রং
ত্বাং ধৃত-গোত্রং নৌমি সগোত্রং॥ ১১॥
কংস-মহীপতি-হৃদগত-শূলং
সন্তত-সেবিত-যামুন-কূলং।
বন্দে সুন্দর-চন্দ্রক-চূলং
ত্বামহমখিল-চরাচর-মূলং॥ ১২॥
মলয়জ-রুচিরস্তনুর্জিত-মুদিরঃ
পালিত-বিবুধস্তোষিত-বসুধঃ।
মামতি-রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ
স্মিত-সুভগ-রদঃ কৃপয়তু বরদঃ॥ ১৩॥
উররীকৃত-মুরলী-রুত-ভঙ্গং
নব জলধর-কিরণোল্লসদঙ্গং।
যুবতী-হৃদয়-ধৃত-মদন-তরঙ্গং
প্রণমত যামুন-তট-কৃত-রঙ্গং॥ ১৪॥
নবাম্ভোদ-নীলং জগত্তোষি-শীলং
মুখাসঙ্গি-বংশং শিখণ্ডাবতংসং।
করালম্বি-বেত্রং বরাম্ভোজ-নেত্রং
ধৃত-স্ফীত-গুঞ্জং ভজে লব্ধ-কুঞ্জং॥ ১৫॥
হৃত-ক্ষৌণি-ভারং কৃত-ক্লেশ-হারং
জগদ্গীত-সারং মহারত্ন-হারং।

মৃদু-শ্যাম-কেশং লসদ্বন্য-বেশং
কৃপাভির্নিদেশং ভজে বল্লবেশং ॥ ১৬ ॥
উল্লসদ্বল্লবী-বাসসাং-তস্কর-
স্তেজসা নির্জ্জিত-প্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ।
পীন-দোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকী-নন্দনঃ ॥ ১৭ ॥
সংসৃতেস্তারকং তং গবাং চারকং
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতং।
ধাতুভির্বেষিণং দানব-দ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী-কামিনং ॥ ১৮ ॥
উপাত্ত-কবলং পরাগ-শবলং
সদেক-শরণং সরোজ-চরণং।
অরিষ্ট-দলনং বিকৃষ্ট-ললনং
নমামি সমহং সদৈব তমহং ॥ ১৯ ॥
বিহার-সদনং মনোজ্ঞ-রদনং
প্রণীত-মদনং শশাঙ্ক-বদনং।
উরঃস্থ-কমলং যশোভিরমলং
করাত্ত-কমলং ভজস্ব তমলং ॥ ২০ ॥
দুষ্ট-ধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ
খেলদ্বংশী-পঞ্চম-ধ্বান-শংসী।
গোপীচেতঃ-কেলিভঙ্গী নিকেতঃ
পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংস-বৈরী ॥ ২১ ॥

বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দ-নব্যাং
কুর্ব্বন্নারী-চিত্ত-কন্দর্পধারী।
নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী
নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ ২২ ॥

রুচির-নখে রচয় সখে! বলিত-রতিং ভজন-ততিং।
ত্বমবিরতিস্ত্বরিত-গতির্নত-শরণে হরি-চরণে ॥ ২৩ ॥

রুচির-পটঃ পুলিন-নটঃ পশুপ-গতির্গুণ-বসতিঃ।
স মম শুচির্জলদ-রুচির্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥ ২৪ ॥

কেলি-বিহিত-যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন!
সুললিত-চরিত-নিখিল-জন-রঞ্জন!।
লোচন-নর্ত্তন-জিত-চল-খঞ্জন!
মাং পরিপালয় কালিয়-গঞ্জন! ॥ ২৫ ॥

ভুবন-বিস্তৃত্বর-মহিমাড়ম্বর!
বিরচিত-নিখিল-খলোৎকর-সম্বর!।
বিতর যশোদা-তনয়! বরং বর-
মভিলষিতং মে ধৃত-পীতাম্বর! ॥ ২৬ ॥

চিকুর-করম্বিত-চারু-শিখণ্ডং
ভাল-বিনির্জ্জিত-বর-শশিখণ্ডং।
রদ-রুচি-নির্ধূত-মুদ্রিত-কুন্দং
কুরুত বুধা! হৃদি সপদি মুকুন্দং ॥ ২৭ ॥

যঃ পরিরক্ষিত-সুরভী-লক্ষস্তদপি চ সুর-ভী-মর্দ্দন-দক্ষঃ।
মুরলী-বাদন-খুরলীশালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮ ॥

রমিত-নিখিল-ডিম্বে বেণু-পীতোষ্ঠি-বিম্বে
হৃতখল-নিকুরম্বে বল্লবী-দত্ত-চুম্বে।
ভবতু মহিত-নন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরল তুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥
পশুপ-যুবতি-গোষ্ঠী-চুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর-তরলিত-দৃষ্টির্নির্ম্মিতানন্দ-বৃষ্টিঃ।
নব-জলধর-ধামা পাতু বঃ কৃষ্ণ-নামা
ভুবন-মধুর-বেশা মালিনী-মূর্ত্তিরেষা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী-স্তোত্র-পাঠান্তে পাঠেন স্মরণীয়ং ধ্যানং।

অঙ্গ-শ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যঞ্জাগুড়-রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া।
বৃন্দারণ্য-নিবাসিনং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধা-স্কন্ধ-নিবেশিতোজ্জ্বল-ভুজং ধ্যায়েম দামোদরং ॥

শ্রীশ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলিঃ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

(শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর এই অপূর্ব্ব স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।)

নব-গোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণি-স্তবক-বিদ্যোতি-বেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাং ॥ ১ ॥

উপমান-ঘটা-মান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাং।
নবেন্দু-নিন্দি-ভালোদ্যৎ-কস্তুরী-তিলক-শ্রিয়ং ॥ ২ ॥
ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোল-নীলালকাবলীং।
কজ্জলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরী-চারুলোচনাং ॥ ৩ ॥
তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্‌বর-মৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূত-বন্ধুকাং কুন্দালী-বন্ধুর-দ্বিজাং ॥ ৪ ॥
সরত্ন-স্বর্ণ-রাজীব-কর্ণিকা-কৃত-কর্ণিকাং।
কস্তুরী-বিন্দু-চিবুকাং রত্ন-গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥ ৫ ॥
দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাং।
বলারি-রত্ন-বলয়-কলালম্বি-কলাবিকাং ॥ ৬ ॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলি-করাম্বুজাং।
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচ-কুট্মলাং ॥ ৭ ॥
রোমালী-ভুজগী-মূর্দ্ধরত্নাভ-তরলাঙ্কিতাং।
বলিত্রয়ী-লতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাং ॥ ৮ ॥
মণি-সারসনাধার-বিস্ফার-শ্রোণি-রোধসং।
হেমরম্ভা-মদারম্ভ-স্তম্ভনোরু-যুগাকৃতিং ॥ ৯ ॥
জানুদ্যুতির্জিত-ক্ষুল্ল-পীতরত্ন-সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীর-বিরণৎ-পদাং ॥ ১০ ॥
রাকেন্দু-কোটি-সৌন্দর্য্য-জৈত্র-পাদনখ-দ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত-বিগ্রহাং ॥ ১১ ॥
মুকুন্দাঙ্গ-কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মি-তরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধ-প্রিয়ানন্দাং বন্দে-বৃন্দাবনেশ্বরি! ॥ ১২ ॥

অয়ি ! প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরী-বিহ্বলান্তরে ! ।
অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে ! ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে ! ।
ইন্দিরা-মৃগ্য-সৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রি-নখাঞ্চলে । ॥ ১৪ ॥
গোকুলেন্দুমুখী-বৃন্দ-সীমান্তোত্তংস-মঞ্জরি ! ।
ললিতাদি-সখীযূথ-জীবাতু-স্মিত-কোরকে ! ॥ ১৫ ॥
চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে ! ।
তাতপাদ-যশঃস্তোম-কেরবানন্দ-চন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥

অপার-করুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি ! নিজদাস্য-স্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥
কচ্চিৎ ত্বং চাটু-পটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র-সূনুনা ।
প্রার্থ্যমান-চলাপাঙ্গ প্রসাদাদ্ দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥
ত্বাং সাধু মাধবী-পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥
কেলি-বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি ।
সংস্কারায় কদা দেবি । জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥
কদা বিম্বোষ্ঠি । তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে ।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ-সূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥
ব্রজরাজ-কুমার-বল্লভকুল-সীমন্তমণি ! প্রসীদ মে ।
পরিবার-গণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥
করুণং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি ।
অপি কেশি-রিপোর্যয়া ভবেৎ সচটুপ্রার্থন-ভাজনং জনঃ ॥ ২৩ ॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটু-পুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদং ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রী ভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

নব-গোরাচনা-দ্যুতি- শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি
নীল-পট্টশাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী ফণি-বিরাজিত মণি
রত্ন-গুচ্ছ অতি শোভে তায় ॥ ১ ॥

জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
শোভে যার ও-মুখমণ্ডল।
চৌরস কপাল-ছাঁদ নিন্দিয়া নবীন-চাঁদ
কস্তুরী-তিলক ঝলমল ॥ ২ ॥

কন্দর্প-কোদণ্ড জিনি ভুরূযুগ-সুবলনি
অলকা-তিলক তছু'পরি।
উজ্জ্বল-কজ্জল জিনি নেত্র-শোভা চকোরিণী
কটাক্ষ-সন্ধান মনোহারী ॥ ৩ ॥

নাসা তিলফুল-আভা গজমুক্তা করে শোভা
বেসর সহিতে মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলি-ফুল অধরের দুটি কূল
যার শোভা কাম-অগোচর ॥

কুন্দপুষ্প-সম পাঁতি জিনিয়া দন্তের দ্যুতি
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্ত-রেখাগণ চিত্র শোভা মনোরম
যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত॥ ৪॥
কর্ণে স্বর্ণ-ঢেড়ি সাজে নানা রত্ন তার মাঝে
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু মুখে যার শোভে ইন্দু
যার শোভা কাম-অগোচর॥ ৫॥
পদ্মের মৃণাল জিনি বাহুযুগ-সুবলনি
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমণি-চুড়ি হাতে নানা রত্ন সাজে তাতে
কৃষ্ণ-মনহংস বদ্ধ তায়॥ ৬॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলী তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে তাহে নানা রত্ন মিলে
পয়োধর বেঢ়ি যার শোভা॥ ৭॥
নাভি হৈতে রোমাবলি ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি-বন্ধন তথি
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি॥ ৮॥
বিস্তার-নিতম্ব-মাঝে ক্ষুদ্রঘণ্টী তাহে বাজে
মণিতে খচিত মনোহর।

স্বর্ণ-কদলিকা জিনি উরুযুগ-সুবলনি
যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৯ ॥
পীতবর্ণ-রত্ন-ঘটা জিনিয়া জানুর ছটা
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
শরতের পদ্ম জিনি শ্রীচরণ দুইখানি
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১০ ॥
কোটী পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া নখের ছাঁদ
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ আকুল তাহার মন
তাতে হয় বিগ্রহ যাহার ॥ ১১ ॥
যার কটাক্ষ-কামশরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে
মনাব্ধির তরঙ্গ বাঢ়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরী তাঁরে বন্দোঁ কর যুড়ি
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণানন্দ তায় ॥ ১২ ॥
মহাভাব-মাধুরী যাঁহাতে উদয় করি
বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকার গুণ যাঁতে হয় প্রকটন
অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩ ॥
সকল মাধুরী যাঁর পদাম্বুজে পরচার
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণের প্রিয়তমা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সীমা
স্ফুরে যার পদনখ-পাশে ॥ ১৪ ॥

গোকুল-নগরে কত ইন্দুমুখী শত শত
সীমন্ত-মঞ্জরী করি মানে।
ললিতাদি-সখীগণ সাক্ষাত যাঁর জীবন
মানে যাঁরে পরাণের পরাণে ॥ ১৫ ॥

চঞ্চল-কটাক্ষ-শরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে
যাঁহার মাধুর্য্য একবিন্দু।
পিতা মাতা গুরুজন যাঁর যশে সুপ্রসন্ন
কুমুদ-সহিতে যৈছে ইন্দু ॥ ১৬ ॥

অপার সাগর করুণার পুর
পূরিত অন্তর যার।
হে দেবি রাধিকে এই যে দাসীকে
করি লেহ আপনার ॥ ১৭ ॥

নন্দের নন্দনে বিনয়-বচনে
কত না সাধিবে তোরে।
তুঁহু সে মানিনী প্রিয়-বাণী শুনি
প্রসন্ন হইবি তাঁরে ॥

এ সব তোমার প্রেমের পসার
তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব সে সঙ্গে রহিব
সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮ ॥

মাধবীর ফুলে করি পুটাঞ্জলে
তোমারে সাধিব কান।

কাম-কলানিধি রসের অবধি
বিধি কৈল নিরমাণ॥
তুঁহু কমলিনী তাহে স্বেদ জানি
চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর হইবে আমার
এ কৃপা করিবে মোরে॥ ১৯॥

নানা-লীলা-ভরে রসের আবেশে
কেশ বেশ হবে দূরে।
কবে হেন হব সে বেশ পরাব
এ কৃপা করিবে মোরে॥ ২০॥

তব মুখাম্বুজে তাম্বূল এই যে
কবে বা যোগাব আমি।
নন্দ-সুত তাহা কাড়িয়া খাইব
এমন করিবে তুমি॥ ২১॥

নন্দের নন্দন তাঁর প্রিয়-জন
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি কি বলিব আমি
প্রসন্ন হইবে মোরে॥
পরিবার-গণ আছে যত জন
তোমার প্রেমের দাসী।
তা-সবা-মাঝারে দাসী-পদ মোরে
দেহ তবে ভালবাসি॥ ২২॥

বারে বারে বলি তুয়া পদ ধরি
বৃন্দাবন-বিহারিণি ! ।
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
রাখ মোর এই বাণী ॥
কেশিরিপু-জন প্রার্থনা-ভাজন
তুয়া প্রেম-পরসাদে ।
যদি কৃপা কর এ দাসী-উপর
নিবেদিয়ে দেবি রাধে ! ॥ ২৩ ॥
চাটু-পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলী
যে জন করয়ে গান ।
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসী-পদ দেন দান ॥ ২৪ ॥
শ্রীমদ্রূপ-ইত গোস্বামি-রচিত
শ্রীমুখ-গলিত ধার ।
রাধাঙ্গ-বর্ণন করিল রচন
অর্থ করি পরচার ॥

ইতি শ্রীল-যদুনন্দন-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগঙ্গা-স্তোত্রং।

দেবি! সুরেশ্বরি! ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবন-তারিণি! তরল-তরঙ্গে!।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি! বিমলে!
মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে ॥ ১ ॥
ভাগীরথি! সুখ-দায়িনি! মাত-
স্তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি! মামজ্ঞানং ॥ ২ ॥
হরি-পাদপদ্ম-বিহারিণি গঙ্গে!
হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে!।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি-ভারং
কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ॥ ৩ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরম-পদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে! ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥
পতিতোদ্ধারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে!
খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে!।
ভীষ্ম-জননি! খলু মুনিবর-কন্যে!
পতিতোদ্ধারিণি! ত্রিভুবন-ধন্যে!॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি ! মাতর্গঙ্গে !
বিমুখ-বনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে ! ॥ ৬ ॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি ! জাহ্নবি ! গঙ্গে !
কলুষ-বিনাশিনি ! মহিমোত্তুঙ্গে ! ॥ ৭ ॥
পরিসরদঙ্গে ! পুণ্যতরঙ্গে !
জয় জয় জাহ্নবি ! করুণাপাঙ্গে ! ।
ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে !
সুখদে ! শুভদে ! সেবক-শরণে ! ॥ ৮ ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি ! কুমতি-কলাপং।
ত্রিভুবন-সারে ! বসুধা-হারে !
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥
অলকানন্দে ! পরমানন্দে !
কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ! ।
তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।

অথবা গব্যূতি-শ্বপচো দীন-
স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি ! পুণ্যে ! ধন্যে !
দেবি ! দ্রবময়ি ! মুনিবর-কন্যে ! ।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥ ১২ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-
স্তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ ।
মধুর-মনোহর-পজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিত-ফলদং বিগলিত-ভারং ।
শঙ্করসেবক-শঙ্কর-রচিতং
পঠতি চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তং ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীগঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তং ।

১৩ । "সুখ-মুক্তিঃ" = অনায়াসে পরিত্রাণ-লাভ ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনাম-স্তোত্রং ॥

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং ॥ ১ ॥

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনু ত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়-সঙ্গমে ॥ ২ ॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং ॥ ৩ ॥
জল-মধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্ব-কার্য্যেষু মাধবং ॥ ৪ ॥
এতানি ষোড়শ-নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনাম-স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশন্নাম-স্তোত্রং।

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণ-কান্তা কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-স্থিতা ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণু-প্রসূরপি।
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যাসত্যা সনাতনী ॥ ২ ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনেশা বিজয়া যমুনা-তট-বাসিনী ॥ ৩ ॥
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপীশা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী ॥ ৪ ॥

বৃষভানু-সুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমস্য চ।
কাম্যা কলাবতী-কন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা॥ ৫॥
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ।
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্ব-নামসু নারদ!॥ ৬॥
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণু-ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধ্বা যাতি হরেঃ পদং।
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥
স্তোত্র-স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং॥ ৮॥
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যা-শতাদপি।
স্তোত্র-স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিব-নারদ-সংবাদে ভক্তিজ্ঞান-কথনে সামবেদোক্তং শ্রীশ্রীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীগোপাল-সহস্রনাম স্তোত্রং।

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ।

শ্রীপার্ব্বতী উবাচ।

কৈলাস-শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং।
ব্রহ্মাণ্ডাখিল-নাথস্ত্বং সৃষ্টি-সংহার-কারকঃ॥
ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর্ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরাদিভিঃ।
নিত্যং পঠসি দেবেশ! কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর!॥

আশ্চর্য্যমিদত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর!।
তৎ প্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ! সংশয়ং ছিন্ধি শঙ্কর!॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি পার্ব্বতি! প্রাণবল্লভে!।
রহস্যাতিরহস্যঞ্চ যৎ পৃচ্ছসি বরাননে!॥
স্ত্রীস্বভাবান্মহাদেবি! পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।
ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ-প্রদায়কং॥
ধন-রত্নৌঘ-মাণিক্য-তুরঙ্গম-গজাদিকং।
দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ-প্রদায়কং॥
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে!।
যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ॥
সংসার-সাগরোত্তার-কারণায় সদা নৃণাং।
শ্রীরঙ্গাদিক-রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥
ততো লোকা মহামূঢ়া বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ॥
নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ।
বৃন্দাবন-বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্॥
মুরলী-বাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্।
অংশাংশেভ্যঃ সমুন্মীল্য পূর্ণ-রূপ-কলা-যুতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্ নন্দ-গোপ-বরোদিতঃ।
ধরণী-রূপিণী মাতা যশোদানন্দ-দায়িনী॥
দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি!॥
জাতোঽবন্যাং মুকুন্দোঽপি মুরলী-বেদরেচিকা।
তয়া সার্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে॥
সংসার-সারসর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলং।
এতজ্জ্যোতিরহং বেদ্যং চিন্তয়ামি সনাতনং॥
গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্ বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে!॥
স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি!॥
তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্ দ্বেধা রাধা-মাধব-রূপকং।
তস্মাদিদং মহাদেবি! গোপালেনৈব ভাষিতং॥
দুর্ব্বাসসো মুনের্মোহে কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে।
ততঃ পৃষ্টবতী রাধা সন্দেহং ভেদমাত্মনঃ॥
নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি!।
শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ॥
ততো নারদতঃ সর্ব্বে বিরলা বৈষ্ণবাস্তথা।
কলৌ জানন্তি দেবেশি! গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি!।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ॥

(ওঁ) অস্য শ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীগোপালো দেবতা। কামো বীজং। মায়া শক্তিঃ। চন্দ্রঃ কীলকং। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-ভক্তিরূপ-ফল-প্রাপ্তয়ে শ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্র-জপে বিনিয়োগঃ।

অথবা

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ বীজং। শ্রীঁ হ্রীঁ শক্তিঃ। শ্রীবৃন্দাবন-নিবাসঃ কীলকং। শ্রীশ্রীরাধাপ্রিয়ং পরং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ। ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থ-সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

অথ ন্যাসঃ।

শিরসি ওঁ নারদ-ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে শ্রীগোপাল-দেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ ক্লীঁ কীলকায় নমঃ। গুহ্যে হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। পাদয়োঃ শ্রীঁ কীলকায় নমঃ।

"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"

ইতি মূলমন্ত্রঃ। ইতি ঋষ্যাদি-ন্যাসঃ।

ওঁ ক্লাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লূঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

ওঁ ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লৈঁ কবচায় হুং। ওঁ ক্লৌঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

অথ মূলমন্ত্র-ন্যাসঃ।

ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন অনামিকাভ্যাং নমঃ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুং। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গ-ন্যাসঃ।

অথ ধ্যানং।

কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥ ১ ॥
ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে ॥ ২ ॥

অথ সহস্রনাম-স্তোত্রং।

ওঁ ক্লীঁ দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ-শিরোমণিঃ।
শ্রীগোপালঃ মহীপালঃ সর্ব্ব-বেদান্ত-পারগঃ ॥
ধরণী-পালকো ধন্যঃ পুণ্ডরীকঃ সনাতনঃ।
গোপতির্ভূপতিঃ শাস্তা প্রহর্ত্তা বিশ্বতোমুখঃ ॥

আদিকর্ত্তা মহাকর্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্।
জগজ্জীবো জগদ্ধাতা জগদ্ভর্ত্তা জগদ্বসুঃ॥
মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্ত্তা হর্ত্তা বারাহ-মূর্ত্তিমান্।
নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ॥
গোকুলেন্দ্রো মহীচন্দ্রঃ শর্ব্বরী-প্রিয়কারকঃ।
কমলা-মুখ-লোলাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ শুভাবহঃ॥
দুর্ব্বাসাঃ কপিলো ভৌমঃ সিন্ধু-সাগর-সঙ্গমঃ।
গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দী-প্রেম-পূরকঃ॥
গোস্বামী গোকুলেন্দ্রশ্চ গোবর্দ্ধন-বর-প্রদঃ।
নন্দাদি-গোকুল-ত্রাতা দাতা দারিদ্র্য-ভঞ্জনঃ॥
সর্ব্ব-মঙ্গল-দাতা চ সর্ব্ব-কাম-প্রদায়কঃ।
আদিকর্ত্তা মহীভর্ত্তা সর্ব্ব-সাগর-সিন্ধুজঃ॥
গজগামী গজোদ্ধারী কামী কামকলা-নিধিঃ।
কলঙ্ক-রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্যো বিম্ব-সত্তমঃ॥
মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিল-স্বর-ভূষণঃ।
রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুর্দ্দম-মর্দ্দনঃ॥
সহস্রাক্ষপুরী-ভেত্তা মহামারী-বিনাশনঃ।
শিবঃ শিবতমোভেত্তা বলারাতি-প্রপূজিতঃ॥
কুমারী-বরদাতা চ বরেণ্যো মীনকেতনঃ।
নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতিরুদারধীঃ॥
শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহা।
বৃন্দাপতিঃ কুলগ্রামী ধামী ব্রহ্ম-সনাতনঃ॥

রেবতী-রমণো রামশ্চঞ্চলশ্চারুলোচনঃ।
রামায়ণ-শরীরোহয়ং রামী রামঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥
শর্ব্বরঃ শর্ব্বরী শর্ব্বঃ সর্ব্বত্র শুভ-দায়কঃ।
রাধারাধয়িতারাধী রাধাচিত্ত-প্রমোদকঃ॥
রাধা-রতিসুখোপেতো রাধা-মোহন-তৎপরঃ।
রাধা-বশীকরো রাধা-হৃদয়াম্ভোজ-ষট্‌পদঃ॥
রাধালিঙ্গন-সম্মোহো রাধা-নর্ত্তন-কৌতুকঃ।
রাধা-সঞ্জাত-সংপ্রীতো রাধা-কাম্যফল-প্রদঃ॥
বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোকশোক-বিনাশনঃ।
চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চণ্ড-কোদণ্ড-ভঞ্জনঃ॥
রামো দাশরথী রামো ভৃগুবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আত্মারামো জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধ-ভঞ্জনঃ॥
বৃষভানু-ভবো ভাবী কাশ্যপিঃ করুণানিধিঃ।
কোলাহলো হলী হালী হেলী হলধর-প্রিয়ঃ॥
রাধা-মুখাব্জ-মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিজো বিধুঃ।
বিধির্বিধাতা বরুণো বারুণো বারুণী-প্রিয়ঃ॥
রোহিণী-হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো বলী।
নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধ-বধোহমলঃ॥
নাগো নবাম্ভো বিরুদো বীরহা বরদো বলী।
গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ॥
পশুরামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা।
দমঘোষোপদেষ্টা চ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ॥

বীরপত্নী-যশস্ত্রাতা জরা-ব্যাধি-বিঘাতকঃ।
দ্বারকাবাস-তত্ত্বজ্ঞো হুতাশন-বরপ্রদঃ॥
যমুনাবেগ-সংহারী নীলাম্বর-ধরঃ প্রভুঃ।
বিভুঃ শরাসনো ধন্বী গণেশো গণ-নায়কঃ॥
লক্ষ্মণো লক্ষণো লক্ষ্যো রক্ষোবংশ-বিনাশনঃ।
বামনো বামনীভূতোঽবামনো বামনারুহঃ॥
যশোদানন্দনঃ কর্ত্তা যমলার্জ্জুন-মুক্তিদঃ।
উলূখলী মহামানী দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী॥
ভক্তানুকারী ভগবান্ কেশবোঽচল-ধারকঃ।
কেশিহা মধুহা মোহী বৃষাসুর-বিঘাতকঃ॥
অঘাসুর-বিনাশী চ পূতনা-মোক্ষ-দায়কঃ।
কুব্জা-বিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যুর্মহামখী।
অশ্বমেধো বাজপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যশ্চন্দ্রকোটি-সুশীতলঃ॥
রবিকোটি-প্রতীকাশো বায়ুকোটি-মহাবলঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা চ কমলা-বাঞ্ছিত-প্রদঃ॥
কমলী কমলাক্ষশ্চ কমলা-মুখ-লোলুপঃ।
কমলা-ব্রতধারী চ কমলাভঃ পুরন্দরঃ॥
সৌভাগ্যাধিক-চিত্তোঽয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ।
তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচ-ক্ষোভ-কারকঃ॥
বিশ্বামিত্র-প্রিয়ো দান্তো রামো রাজীব-লোচনঃ।
লঙ্কাধিপ-কুল-ধ্বংসী বিভীষণ-বরপ্রদঃ॥

সীতানন্দকরো রামো বীরো বারিধি-বন্ধনঃ।
খর-দূষণ-সংহারী সাকেতপুর-বাসনঃ ॥
চন্দ্রাবলী-পতিঃ কূলঃ কেশি-কংস-বধোঽমরঃ।
মাধবো মধুহা মাধ্বী মাধ্বীকো মাধবী মধুঃ ॥
মুঞ্জাটবী-গাহ-মনো ধেনুকারির্ধরাত্মজঃ।
বংশীবট-বিহারী চ গোবর্দ্ধন-বনাশ্রয়ঃ ॥
তথা তালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবন-শঙ্খহা।
তৃণাবর্ত্ত-কথাকারী বৃষভানুসুতা-প্রিয়ঃ ॥
রাধা-প্রাণ-সমো রাধা-বদনাব্জ-মধুব্রতঃ।
গোপী-রঞ্জন-দৈবজ্ঞো লীলাকমল-পূজিতঃ ॥
ক্রীড়াকমল-সন্দোহো গোপিকা-প্রীতিরঞ্জনঃ।
রঞ্জকো রঞ্জনো রঙ্গো রঙ্গী রঙ্গমহীরুহঃ ॥
কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণ-পুরুষঃ কবিঃ।
নারদো দেবলো ভীমো বালো বাল-মুখাম্বুজঃ ॥
অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ।
ঋষভ-পর্ব্বতো গ্রামো নদী-পবন-বল্লভঃ ॥
পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা রুদ্রোঽহিভূষিতঃ।
গণানাং ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী ॥
গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ ক্রোড়ীকৃত-জগত্রয়ঃ।
যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরা-বল্লভো ধুরী ॥
ভ্রমরঃ কুন্তলী কুন্তীসুত-রক্ষী মহামতিঃ।
যমুনা-বরদাতা চ কশ্যপস্য বরপ্রদঃ ॥

শঙ্খচূড়-বধোদ্দামী গোপী-রক্ষণ-তৎপরঃ।
পাঞ্চজন্য-করো রামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ॥
ফাল্গুনঃ ফাল্গুন-সখো বিরাধ-বধকারকঃ।
রুক্মিণী-প্রাণনাথশ্চ সত্যভামা-প্রিয়ঙ্করঃ॥
কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ।
অঙ্কুশো ভূসুরো ভামো ভামকো ভ্রামকো হরিঃ॥
সরলঃ শাশ্বতো বীরো যদুবংশী শিবাত্মকঃ।
প্রদ্যুম্নো বলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা প্রভুঃ॥
মহাধনো মহাবীরো বনমালা-বিভূষণঃ।
তুলসী-দাম-শোভাঢ্যো জালন্ধর-বিনাশনঃ॥
শূরঃ সূর্য্যো মৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্ব-পূজিতঃ।
রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ॥
দৈত্যদর্প-বিনাশী চ গরুড়ো গরুড়াগ্রজঃ।
গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথোঽবিরোধকঃ॥
প্রপঞ্চী পঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ।
গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদা বেত্রবতী তথা॥
কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযূরজঃ।
রাজসস্তামসঃ সত্ত্বী সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বলোচনঃ॥
সুধাময়োঽমৃতময়ো যোগিনী-বল্লভঃ শিবঃ।
বুদ্ধো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শচীপতিঃ॥
বংশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ।
রবরাবো রবো রাবো বলো বাল-বলাহকঃ॥

শিবো রুদ্রো নলো নীলো লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ।
পারদঃ পাবনো হংসো হংসারূঢ়ো জগৎপতিঃ॥
মোহিনী-মোহনো মায়ী মহামায়ী মহামখী।
বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালি-দমন-কারকঃ॥
কুব্জা-ভাগ্য-প্রদো বীরো রজক-ক্ষয়-কারকঃ।
কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ॥
হারকঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণ-সুন্দরঃ॥
দ্বাদশারণ্য-সম্ভোগী শেষনাগ-ফণালয়ঃ।
কামঃ শ্যামঃ সুখঃ শ্রীদঃ শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ কৃতী॥
হরির্হরো নরো নারো নরোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ।
গোপালী-চিত্ত-হর্ত্তা চ কর্ত্তা সংসার-তারকঃ॥
আদিদেবো মহাদেবো গৌরীগুরুবনাশ্রয়ঃ।
সাধুর্মধুর্বিধুর্ধাতা ত্রাতাঽক্রূর-পরায়ণঃ॥
রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারির্বনাশ্রয়ঃ।
বনং বনী বনাধ্যক্ষো মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ॥
স্যমন্তকমণি-প্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্ন-বিঘাতকঃ।
গোবর্দ্ধনো বর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনী বর্দ্ধন-প্রিয়ঃ॥
বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বর্দ্ধিষ্ণুঃ সুমুখ-প্রিয়ঃ।
বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো বৃন্দারকজন-প্রিয়ঃ॥
গোপাল-রমণী-ভর্ত্তা সাম্ব-কুষ্ঠ-বিনাশনঃ।
রুক্মিণী-হরণঃ প্রেমা প্রেমী চন্দ্রাবলী-পতিঃ॥

শ্রীকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা চ নরো নারায়ণো বলী।
গণো গণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ॥
ব্যাসো নারায়ণো দিব্যো ভব্যো ভাবুক-ধারকঃ।
শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং॥
শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্তা প্রশাস্তা মেঘনাদহা।
ব্রহ্মণ্যদেবো দীনানামুদ্ধার-করণ-ক্ষমঃ॥
কৃষ্ণঃ কমল-পত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমল-লোচনঃ।
কৃষ্ণঃ কামী সদাকৃষ্ণঃ সমস্ত-প্রিয়-কারকঃ॥
নন্দো নন্দী মহানন্দী মাদী মাদনকঃ কিলী।
মিলী হিলী গিলী গোলী গোলো গোলালয়ো গুলী॥
গুগ্গুলী মারকী শাখী বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী।
ম্লেচ্ছহা কালহন্তা চ যশোদা-যশ এব চ॥
অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণুর্হরিঃ সত্যো জনার্দ্দনঃ।
হংসো নারায়ণো লীনো নীলো ভক্ত-পরায়ণঃ॥
জানকী-বল্লভো রামো বিরামো বিঘ্ন-নাশনঃ।
সহস্রাংশুর্মহাভানুর্বীরবাহুর্মহোদধিঃ॥
সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎ-পতিঃ।
গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা-পরিপালকঃ॥
সদারামঃ কৃপারামো মহারামো ধনুর্দ্ধরঃ।
পর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারো গয়ো গেয়ো দ্বিজ-প্রিয়ঃ॥
কম্বলাশ্বতরো রামো রামায়ণ-প্রবর্ত্তকঃ।
দ্যৌর্দিবো দিবসো দিব্যো ভব্যো ভাবিভয়াপহঃ॥

পার্ব্বতী-ভাগ্য-সহিতো ভর্ত্তা লক্ষ্মী-বিলাসবান্।
বিলাসী সাহসী সর্ব্বী গর্ব্বী গর্ব্বিত-লোচনঃ॥
মুরারির্লোক-ধর্ম্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ।
যমো যমারির্যমলো যামী যম-বিধায়কঃ॥
বংস্থলী পাংশুলী পাংশুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুন-বল্লভঃ।
ললিতা-চন্দ্রিকা-মালী মালী মালাম্বুজাশ্রয়ঃ॥
অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তামণিপ্রভুঃ।
মণির্দ্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ॥
বদরীবন-সংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতী-সুতঃ।
অমরারেনিহন্তা চ সুধাসিন্ধু-বিধূদয়ঃ॥
চন্দ্রো রবিঃ শিবঃ শূলী চক্রী চৈব গদাধরঃ।
শ্রীকর্ত্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকী-সুতঃ॥
শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ।
বাসুদেবোঽপ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ॥
নারায়ণঃ পরংধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ॥
ভগবান্ সর্ব্বভূতেশো গোপালঃ সর্ব্ব-পালকঃ।
অনন্তো নির্গুণোঽনিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ॥
নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ।
পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ॥
ক্ষণাবনিঃ সার্ব্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্ত-বৎসলঃ।
বিষ্ণুর্দামোদরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ॥

দেবকীগর্ভ-সম্ভূতো যশোদা-বৎসলো হরিঃ।
শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ॥
অব্যয়ঃ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞো নির্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ।
নির্ব্বাণ-নায়কো নিত্যো নীল-জীমূত-সন্নিভঃ॥
কলাক্ষয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ কমলা-রূপ-তৎপরঃ।
হৃষীকেশঃ পীতবাসা বসুদেব-প্রিয়াত্মজঃ॥
নন্দগোপ-কুমারার্য্যো নবনীতাশনো বিভুঃ।
পুরাণ-পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খপাণিস্ত্রিবিক্রমঃ॥
অনিরুদ্ধশ্চক্ররথঃ শার্ঙ্গপাণিশ্চতুর্ভুজঃ।
গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ॥
বৃন্দাবন-চরঃ শৌরির্বেণুবাদ্য-বিশারদঃ।
তৃণাবর্ত্তান্তকো ভীম-সাহসো বহু-বিক্রমঃ॥
শকটাসুর-সংহারী বকাসুব-বিনাশনঃ।
ধেনুকাসুর-সংঘাতী পূতনারির্নৃকেশরী॥
পিতামহো গুরুঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মা সদাশিবঃ।
অপ্রমেয়ঃ প্রভুঃ প্রাজ্ঞোঽপ্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ॥
ধন্যো মান্যো ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্গুরুঃ।
অন্তর্যামীশ্বরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেব-সংস্তুতঃ॥
ক্ষীরাব্ধি-শয়নো ধাতা লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ধাত্রীপতিরমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর-পূজিতঃ॥
লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্রকীর্ত্তনঃ।
কোটিমন্মথ-সৌন্দর্য্যো জগন্মোহন-বিগ্রহঃ॥

মন্দস্মিততমো গোপো গোপিকা-পরিবেষ্টিতঃ।
ফুল্লারবিন্দ-নয়নশ্চাণূরান্ধ্র-নিসূদনঃ॥
ইন্দীবর-দল-শ্যামো বর্হি-বর্হাবতংসকঃ।
মুরলী-নিনদাহ্লাদো দিব্য-মাল্যাম্বরাবৃতঃ॥
সুকপোলযুগঃ সুভ্রূ-যুগলঃ সুললাটকঃ।
কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভ-লক্ষণঃ॥
পীনবক্ষাশ্চতুর্ব্বাহুশ্চতুর্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ।
কলঙ্ক-রহিতঃ শুদ্ধো দুষ্টচক্র-নিবর্হণঃ॥
কিরীট-কুণ্ডল-ধরঃ কটকাঙ্গদ-মণ্ডিতঃ।
মুদ্রিকাভরণোপেতঃ কটিসূত্র-বিরাজিতঃ॥
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদঃ সর্ব্বাভরণ-ভূষিতঃ।
বিন্যস্ত-পাদ-যুগলো দিব্য-মঙ্গল-বিগ্রহঃ॥
গোপিকা-নয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্র-নিভাননঃ।
সমস্ত-জগদানন্দঃ সুন্দরো লোক-নন্দনঃ॥
যমুনা-তীর-সঞ্চারী রাধা-মন্মথ-বৈভবঃ।
গোপনারী-প্রিয়ো দান্তো গোপী-বস্ত্রাপহারকঃ॥
শৃঙ্গার-মূর্ত্তিঃ শ্রীধামা তারকো মূল-কারণং।
সৃষ্টি-সংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরাসুর-বিভঞ্জনঃ॥
নরকাসুর-সংহারী মুরারির্বৈরি-মর্দ্দনঃ।
আদিতেয়-প্রিয়ো দৈত্য-ভী-করো যদু-শেখরঃ॥
জরাসন্ধ-কুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ।
পুণ্যশ্লোকঃ কীর্ত্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ॥

রুক্মিণী-রমণঃ সত্যভামা-জাম্ববতী-প্রিয়ঃ।
মিত্রবিন্দা-নাগ্নজিতী-লক্ষণা-সমুপাসিতঃ॥
সুধাকর-কুলে জাতোঽনন্ত-প্রবল-বিক্রমঃ।
সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পন্নো দ্বারকা-পট্টন-স্থিতঃ॥
ভদ্রা-সূর্য্যসুতা-নাথো লীলামানুষ-বিগ্রহঃ।
সহস্র-ষোড়শ-স্ত্রীশো ভোগ-মোক্ষৈক-দায়কঃ॥
বেদান্তবেদ্যঃ সংবেদ্যো বৈদ্যো ব্রহ্মাণ্ড-নায়কঃ।
গোবর্দ্ধন-ধরো নাথো সর্ব্বজীব দয়াপরঃ॥
মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বভূতাত্মা আর্ত্ত-ত্রাণ-পরায়ণঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব-সুলভঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদঃ॥
ষড়্গুণৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ পূর্ণকামো ধুরন্ধরঃ।
মহানুভাবঃ কৈবল্য-দায়কো লোক-নায়কঃ॥
আদি-মধ্যান্ত-রহিতঃ শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-বিগ্রহঃ।
অসমানঃ সমস্তাত্মা শরণাগত-বৎসলঃ॥
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারণং সর্ব্ব-কারণং।
গম্ভীরঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ॥
বিষ্কক্সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সত্য-বিক্রমঃ।
সত্যব্রতঃ সত্যসঙ্গঃ সর্ব্বধর্ম্ম-পরায়ণঃ॥
আপন্নার্ত্তি-প্রশমনো দ্রৌপদী-মান-রক্ষকঃ।
কন্দর্প-জনকঃ প্রাজ্ঞো জগন্নাটক-বৈভবঃ॥
ভক্তিবশ্যো গুণাতীতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়কঃ।
দমঘোষ-সুত-দ্বেষী বাণ-বাহু-বিখণ্ডনঃ॥

ভীষ্ম-ভক্তি-প্রদো দিব্যঃ কৌরবান্বয়-নাশনঃ।
কৌন্তেয়-প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থ-স্যন্দন-সারথিঃ॥
নরসিংহো মহাবীরঃ স্তম্ভজাতো মহাবলঃ।
প্রহ্লাদ-বরদঃ সত্যো দেবপূজ্যো ভয়ঙ্করঃ॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ।
গজেন্দ্র-বরদঃ স্বামী সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ॥
শেষ-পর্য্যঙ্ক-শয়নো বৈনতেয়-রথো জয়ী।
অব্যাহত-বলৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ পূর্ণ-মানসঃ॥
যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞান-দায়কঃ।
যোগি-হৃৎপঙ্কজাবাসো যোগমায়া-সমন্বিতঃ॥
নাদবিন্দু-কলাতীতশ্চতুর্ব্বর্গফল-প্রদঃ।
সুষুম্না-মার্গ-সঞ্চারী দেহস্যান্তর-সংস্থিতঃ॥
দেহেন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ-সাক্ষী চেতঃ-প্রসাদকঃ।
সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতো দেহী জ্ঞান-দর্পণ-গোচরঃ॥
তত্ত্বত্রয়াত্মকোঽব্যক্তঃ কুণ্ডলী-সমুপাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ॥
শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥
সমস্ত-ভুবনাধারঃ সমস্ত-প্রাণ-রক্ষকঃ।
সমস্ত-সর্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকা-প্রাণবল্লভঃ॥
নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্যশ্রীনিত্যমঙ্গলঃ।
ব্যূহার্চ্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠপুরাধিপঃ॥

পূর্ণানন্দ-ঘনীভূতো গোপবেশ-ধরো হরিঃ।
কলায়-কুসুম-শ্যামঃ কোমলঃ শান্ত-বিগ্রহঃ॥
গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবন-সমাশ্রয়ঃ।
বেণুবাদ-রতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ॥
বালক্রীড়া-সমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ।
গোপাল-কামিনী-জারশ্চৌরজার-শিখামণিঃ॥
পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরবাসঃ পরিস্ফুটঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রো ব্যাপকো লোক-পাবনঃ॥
সপ্তকোটি-মহামন্ত্র-শেখরো দেবশেখরঃ।
বিজ্ঞান-জ্ঞান-সন্ধানস্তেজোরাশির্জগৎপতিঃ॥
ভক্তলোক-প্রসন্নাত্মা ভক্ত-মন্দার-বিগ্রহঃ।
ভক্ত-দারিদ্র্য-দমনো ভক্তানাং প্রীতি-দায়কঃ॥
ভক্তাধীন-মনাঃ পূজ্যো ভক্তলোক-শিবঙ্করঃ।
ভক্তাভীষ্ট-প্রদঃ সর্ব্ব-ভক্তাঘোঘ-নিকৃন্তনঃ।
অপার-করুণা-সিন্ধুর্ভগবান্ ভক্ত-তৎপরঃ॥ ১০০০॥

অথ ফলশ্রুতিঃ।

ইতি শ্রীরাধিকানাথ-সহস্রনাম কীর্ত্তিতং।
স্মরণাৎ পাপ-রাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যু-নাশনং॥
বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ-নিবারণং।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং পরস্ত্রী-গমনং তথা॥

পরদ্রব্যাপহরণং পরদ্বেষ-সমন্বিতং।
মানসং বাচিকং কায়ং যৎ পাপং পাপ-সম্ভবং ॥
সহস্রনাম-পঠনাৎ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
মহাদারিদ্র্য-যুক্তোঽপি বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তিমান্ ॥
কার্ত্তিক্যাং সংপঠেদ্ রাত্রৌ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ।
পীতাম্বর-ধরো ধীমান্ সুগন্ধি-পুষ্প-চন্দনৈঃ ॥
পুস্তকং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ।
রাধা-ধ্যানাঙ্কিতো ধীরো বনমালা-বিভূষিতঃ ॥
শতমষ্টোত্তরং দেবি! পঠেন্নাম-সহস্রকং।
চৈত্রে শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহূ-সংক্রান্তি-বাসরে ॥
পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
তুলসী-মালয়া যুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি-তৎপরঃ ॥
রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ ॥
পঠেন্নাম-সহস্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ সদা ॥
দেশান্তর-গতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যে চ মহাদেবি! সুন্দর্য্যঃ কাম-মোহিতাঃ ॥
মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবঞ্চ ভজন্তি তাঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিঃ।
রাজানো বশ্যতাং যান্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র-মানবাঃ ॥

সহস্রনাম্নঃ শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে!।
ধারণাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ॥
বংশীবটে চান্যবটে তথা পিপ্পলকেঽথবা।
কদম্ব-পাদপ-তলে গোপাল-মূর্ত্তি-সন্নিধৌ॥
যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো নিত্যং স যাতি হরি-মন্দিরং।
কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈ ময়ি প্রোক্তং তয়া শিবে!॥
নারদায় ময়া প্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতং।
ময়া ত্বয়ি বরারোহে! প্রোক্তমেতৎ সুদুর্ল্লভং॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন।
শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ॥
ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় বিষ্ণুভক্তি-রতায় চ॥
গোদান-ব্রহ্মযজ্ঞাদের্বাজপেয়-শতস্য চ।
অশ্বমেধ-সহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ ধ্রুবং॥
মোহনং স্তম্ভনঞ্চৈব মারণোচ্চাটনাদিকং।
যদ্‌যদ্ বাঞ্ছতি চিত্তেন তত্তৎ প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবঃ॥
একাদশ্যাং নরঃ স্নাত্বা সুগন্ধি-দ্রব্য-তৈলকৈঃ।
আহারং ব্রহ্মণে দত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণ-ভূষণং॥
তত আরম্ভ-কর্ত্তাসৌ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
শতাবৃত্তং সহস্রঞ্চ যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো জনঃ॥
শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ।
যদ্‌গৃহে পুস্তকং দেবি! পূজিতঞ্চৈব তিষ্ঠতি॥

ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গ-ভয়ং ক্বচিৎ।
সর্পাদি-ভূত-যক্ষাদ্যা নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥
শ্রীগোপালো মহাদেবি! বসেত্তস্য গৃহে সদা।
গৃহে যত্র সহস্রঞ্চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতং॥

ইতি শ্রীসম্মোহন-তন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতী-সংবাদে ত্রৈলোক্যমোহনং
শ্রীশ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচং।

শ্রীনারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দেশ! তাতেশ্বর। জগৎপতে!।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো!।
যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ॥ ১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

শৃণু, নারদ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ! তপোধন!।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিধং॥ ২॥
যস্য প্রপঠনাদ্ বাগ্মী ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ॥ ৩॥

লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকং।
যস্য প্রসাদাদ্ দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধ-ভৈরবঃ ॥ ৫ ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং ॥ ৭ ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকং ॥ ৯ ॥
দীপ্ত-দংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত-বিনাশনায় চ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বজ্বর-বিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ং।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম ॥ ১১ ॥
তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্ গুহ্যং মম।
ক্লীঁ পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্রৌঁ ক্ষ্রৌঁ চ হুঁ ফট্ ॥ ১২ ॥
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ং ॥ ১৩ ॥

ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ ।
ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ং ॥ ১৪ ॥
ক্ষ্রৌঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৫ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস ! সর্ব্বমন্ত্রৌঘ-বিগ্রহং ।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৬ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ ।
সর্ব্বপুণ্য-যুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধি-যুতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যা-বিধিঃ স্মৃতঃ ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধক-সত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ ।
অপি বর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ং ॥ ২১ ॥
যোষিদ্ বাম-ভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে ।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধি-যুতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্ট-পুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ॥ ২৪॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবং॥ ২৫॥
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ॥ ২৬॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগোপাল কবচং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়॥ ১॥
নারদোঽস্য ঋষির্দেবি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়কঃ॥ ২॥
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু বিষ্ণুঃ শ্রুতী মম।
নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপাবন্দ্যঃ কপোলকং॥ ৩

নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুষী নন্দনন্দনঃ।
জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা ॥ ৪ ॥
উর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ।
হৃদয়ং গোপিকানাথো নাভিং সুতপ্রদঃ সদা ॥ ৫ ॥
হস্তৌ গোবর্দ্ধন-ধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু।
করাঙ্গুলীঃ শ্রীধরো মে পদাঙ্গুলীঃ কৃপাময়ঃ ॥ ৬ ॥
লিঙ্গং পাতু গদাপাণির্বালক্রীড়া-মনোরমঃ।
জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু পশ্চিমং ॥ ৭ ॥
উত্তরং কৈটভারিশ্চ দক্ষিণং হনুমৎপ্রভুঃ।
আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈঋত্যাং পাতু কেশবঃ ॥ ৮ ॥
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারিরৈশান্যাং গোপনন্দনঃ।
উর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারিধঃ কৈটভ-মর্দ্দনঃ ॥ ৯ ॥
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃ পতিঃ।
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ ॥ ১০ ॥
ভোজনে কেশিহা পাতু কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গ-সন্ধিষু।
নিশাক্ষয়ে নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে ॥ ১১ ॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতং।
যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রযতো নরঃ ॥ ১২ ॥
তস্যাশু বিপদো দেবি ! নশ্যন্তি রিপু-সঙ্ঘতঃ।
অন্তে গোপাল-চরণং প্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি ! ॥ ১৩ ॥
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
তং সর্ব্বদা রমানাথঃ পরিপাতি চতুর্ভুজঃ ॥ ১৪ ॥

অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি! গোপালং পূজয়েদ্ যদি।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি! জপহোমার্চ্চনাদিকং।
স শস্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীগোপাল-কবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কবচং।

শ্রীনারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ! কবচং যৎ প্রকাশিতং।
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো!॥ ১॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র! কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা॥ ২॥
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্ বদামি তে।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘ-বিগ্রহং॥ ৩॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ং॥ ৪॥
পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা মহিষাদি-মহাসুরান্॥ ৫॥
বর-দৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬॥

ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পর-শিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং ॥ ৮ ॥
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯ ॥
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্র-যুগ্মমষ্টার্ণো ভুক্তি-মুক্তিদঃ ॥ ১০ ॥
ক্লীঁ পায়াৎ শ্রোত্র-যুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্ব-মোহনঃ।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাং ॥ ১
গোপীজন-পদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ ॥ ১২ ॥
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ং।
ক্লীঁ গ্লৌ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ ॥ ১
ক্লীঁ কৃষ্ণঃ ক্লীঁ করৌ পায়াৎ ক্লীঁ কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু
হৃদয়ং ভুবনেশানঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ স্তনৌ মম ॥ ১৪
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্ব-যুগ্মং মনূত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যে ঙে-যু .ৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু ॥ ১৬
পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণ বঙ্কালং ক্লীঁ কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্‌থিনী সততং পাতু শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণ ঠদ্বয়ং ॥ ১

উরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পদতো গোপীজনবল্লপদং ততঃ ॥ ১৮ ॥
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সদশার্ণকঃ ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশাক্ষরঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রী-শ্রীঁ-পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ ॥ ২০ ॥
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকা-নায়কো বলী ।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরং ॥ ২১ ॥
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু ।
হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশার্ণস্তু ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষোড়শার্ণকঃ ॥২২॥
গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মাগ্নেদিশি রক্ষতু ।
হ্রীঁ শ্রীঁ দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ২৩ ॥
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণী-বল্লভায় চ ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈঋ‍র্ত্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ২৪ ॥
ক্লীঁ হৃষিকেশপদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু ।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু ॥ ২৫ ॥
শ্রীঁ মায়া কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু ॥ ২৬ ॥
বাগ্‌ভবঃ কামকৃষ্ণায় হ্রীঁ গোবিন্দায় তৎপরং ।
শ্রীঁ গোপীজনবল্লাভান্তে ভায় স্বাহা হসৌস্ততঃ ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যাং সদাবতু ॥ ২৭ ॥

কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং ॥ ২৮ ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোহপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু ॥ ২৯ ॥

কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ এষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি তে কথিতং বিপ্র! ব্রহ্মমন্ত্রৌঘ-বিগ্রহং।
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্ম-রূপকং ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণ-মুখাৎ শ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৩২ ॥
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্ দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং স হি সর্ব্ব-তপোময়ঃ ॥ ৩৩ ॥
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যা-বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
হবনাদীন দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েৎ স্বয়ং।
যদি স্যাৎ সিদ্ধ-কবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ং ॥ ৩৫ ॥

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরশ্চর্য্যাং বিনা ততঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥

ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাদ্ যতঃ॥ ৩৯॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ॥ ৪০॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমং।
শতলক্ষ-প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি॥ ৪১॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে
ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধা-কবচং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহ-কারক!।
রাধিকা-কবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো!॥ ১॥
যদ্যস্তি করুণা নাথ! ত্রাহি মাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেব শরণং নাথ! শূলপাণে! পিনাকধৃক্!॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণুষ্ব গিরিজে! তুভ্যং কবচং পূর্ব্ব-সূচিতং।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরং॥ ৩॥
হরিভক্তি-প্রদং সাক্ষাদ্ ভুক্তি-মুক্তি-প্রসাধনং।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি! হরিসান্নিধ্য-কারকং॥ ৪॥

সর্ব্বত্র জয়দং দেবি! সর্ব্বশত্রু-ভয়াপহং।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তিহরং পরং ॥ ৫ ॥
চতুর্দ্ধা মুক্তি-জনকং সদানন্দকরং পরং।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফল-দায়কং ॥ ৬ ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য বিঘ্নাস্তস্য পদে পদে ॥ ৭ ॥
ঋষিরস্য মহাদেবোঽনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চ কীর্ত্তিতং।
রাধাস্য দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং কীলকং স্মৃতং।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথা।
শ্রীমতী নেত্র-যুগলং কর্ণৌ গোপেন্দ্র-নন্দিনী ॥ ৯ ॥
হরিপ্রিয়া নাসিকাঞ্চ ভ্রূযুগং শশি-শোভনা।
ওষ্ঠং পাতু কৃপাদেবী অধরং গোপিকা তথা ॥ ১০ ॥
বৃষভানু-সুতা দন্তাংশ্চিবুকং গোপ-নন্দিনী।
চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া তথা ॥ ১১ ॥
কণ্ঠং পাতু হরিপ্রাণা হৃদয়ং বিজয়া তথা।
বাহূ দ্বৌ চন্দ্র-বদনা উদরং সুবল-স্বসা ॥ ১২ ॥
কটিং যোগান্বিতা পাতু পাদৌ সৌভদ্রিকা তথা।
নখাংশ্চন্দ্রমুখী পাতু গুল্‌ফৌ গোপাল-বল্লভা ॥ ১৩ ॥
জানুদেশং জয়া পাতু গোপী পাদতলং তথা।
শুভপ্রদা পাতু পৃষ্ঠং কক্ষৌ শ্রীকান্তবল্লভা ॥ ১৪ ॥

জানুদেশং জয়া পাতু হরিণী পাতু সর্ব্বতঃ।
বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী॥ ১৫॥
পূর্ব্বাং দিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাং।
উত্তরাং হরিতা পাতু দক্ষিণাং বৃষভানুজা॥ ১৬॥
চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষ্বেড়িত-মেখলা।
সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী॥ ১৭॥
রৌদ্রা প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনী-ক্ষয়ে।
হেতুদা সঙ্গবে পাতু কেতুমালা দিবার্দ্ধকে॥ ১৮॥
শেষাপরাহ্ণ-সময়ে শমিতা সর্ব্ব-সন্ধিষু।
যোগিনী ভোগ-সময়ে রতৌ রতিপ্রদা সদা॥ ১৯॥
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্নাবলী মম।
সর্ব্বদা সর্ব্ব-কার্য্যেষু রাধিকা কৃষ্ণ-মানসা॥ ২০॥
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! কবচং পরমাদ্ভুতং।
সর্ব্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরং॥ ২১॥
প্রাতর্মধ্যাহ্ণ-সময়ে সায়াহ্নে প্রপঠেদ্ যদি।
সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিস্তস্য স্যাদ্ যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে॥ ২২॥
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংক্রামে শত্রু-সঙ্কটে।
প্রাণার্থ-নাশ-সময়ে যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ॥ ২৩॥
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি! ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥
গঙ্গাস্নানাদ্ধরের্নাম-গ্রহণাৎ যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ॥ ২৫॥

হরিদ্রা-রোচনা-চন্দ্র-মণ্ডিতং হরিচন্দনং।
কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জ্জে চ ধারয়েন্মস্তকে ভুজে।
কণ্ঠে বা দেবদেবেশি! স হরির্নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৬॥
কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং স্থিতিং হরিঃ।
সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথা॥ ২৭॥
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগগুণ-শালিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীরাধা-কবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীধ্যানমালা।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান।

শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃত-বর্ষিণং।
শশাঙ্কাযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং।
শুক্লাম্বর-ধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং।
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধানং স্মিত-নিত্য-যুতাননং।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারং দীন-পালকং।
সমস্ত-মঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুং।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে॥ ১॥

শ্রীশ্রীগুরুরূপ-সখীর ধ্যান।

চিদানন্দ-রসময়ীং দ্রুতহেম-সম-প্রভাং।
নীলবস্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাং।
রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নব-যৌবনাং।
গুরু-রূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ-প্রদায়িনীং॥ ২॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ধ্যান।

শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং স্রগ্দিব্য-ভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনক-দ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥৩॥

১। যাঁহার অঙ্গকান্তি বিশুদ্ধ-স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও গৌরবর্ণ, শুদ্ধসাত্ত্বিক-ভাবসমূহ যাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণস্বরূপ, যিনি সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি, যিনি অবিরত করুণামৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন, যিনি কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, যাঁহার শ্রীহস্ত বর ও অভয়-প্রদানের নিমিত্তই দীপ্তি পাইতেছে, যিনি শুভ্র-বসনধারী, যিনি দেবতুল্য, যিনি শ্বেত-মাল্য ও চন্দন-পরিশোভিত, যিনি শিষ্যের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সমুৎসুক, যিনি সর্ব্বদাই সহাস্য-বদন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা-প্রদানকারী, যিনি দীনহীনের বন্ধু, যিনি সমস্ত-মঙ্গলময় এবং যিনি নিখিল আনন্দে পরিপূর্ণ, সেই প্রভু শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিলে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

২। যাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেমানন্দরসে পরিপূর্ণ, যাঁহার দেহকান্তি গলিত-স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভায় ঢলঢল করিতেছে, যিনি নীলবসন-পরিহিতা, যিনি বিবিধালঙ্কারে বিভূষিতা, যিনি শ্রীরাধা-

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ধ্যান।

ঈষদারুণ্য-বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং।
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেম-বর্ষিণং।
আঘূর্ণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভুং।
প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ধ্যান।

সদ্ভক্তালি-নিষেবিতাঙ্ঘ্রি-কমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং সুবাহু-যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং।
শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভয়-করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিতং
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুং ॥ ৫ ॥

গোবিন্দের পার্শ্বে অবস্থিতা, যিনি নবযৌবনান্বিতা অর্থাৎ কিশোরবয়স্কা এবং যিনি পরমানন্দ-প্রদায়িনী, আমি সেই গুরুরূপা সখীকে বন্দনা করি।

৩। যাঁহার কেশপাশ মুক্তার মালায় পরিশোভিত, যাঁহার চন্দ্র-বদন মৃদু-মধুর-হাস্যযুক্ত, যাঁহার সুমনোহর বিচিত্র বসন চন্দন ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ-লিপ্ত, যিনি দিব্য-মালায় সমলঙ্কৃত, যিনি নৃত্যরসাবেশে অতি মধুর চলচল করিতেছেন, যিনি মদনোল্লাসি-বেশে দীপ্তি পাইতেছেন এবং যিনি চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পরিষেবিত, সেই সমুজ্জ্বল-সুনির্ম্মল-স্বর্ণকান্তি-দেহধারী শ্রীচৈতন্যদেবের ভজনা করি।

৪। যাঁহার অঙ্গকান্তি ঈষৎ লালবর্ণ স্বর্ণসদৃশ, যিনি নানালঙ্কারে বিভূষিত, যিনি হার, মাল্য ও দিব্য উপবীতে পরিশোভিত, যিনি অবিরাম প্রেমামৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং যাঁহার নেত্রদ্বয় চঞ্চল, সেই নীল-বসনধারী পরমানন্দময় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে স্মরণ করি।

শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর ধ্যান।

কারুণ্যৈক-মরন্দ-পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্র-দ্যুতিং
তাম্বূলার্পণ-ভঙ্গি-দক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।
প্রেমানন্দ-তনুং সুধাস্মিত-মুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েৎ শ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্য-ভূষোজ্জ্বলং॥ ৬॥

শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের ধ্যান।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবাসং গৌরমূর্ত্তিং রসপ্রদং।
শুক্লাম্বর-ধরং দেবং সর্ব্ব-ভক্তজন-প্রিয়ং।
সঙ্কীর্ত্তন-রসাবেশং সর্ব্ব-সৌভাগ্য-ভূষিতং।
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীবাসং শ্রীহরি-প্রিয়ং॥ ৭॥

৫। বিশিষ্ট ভক্তগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, যিনি কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ-বসন-পরিহিত, যিনি বিশুদ্ধ-স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যাঁহার ভুজদ্বয় অতি মনোহর, যাঁহার বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যিনি পরম-সুন্দর, যিনি শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শ্রীহস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন এবং যাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রেমালঙ্কারে ভূষিত, সেই পরমানন্দ-প্রদানকারী শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি।

৬। যাঁহার শ্রীচরণ-কমল করুণারূপ মধুতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত করুণাময়, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যিনি দক্ষিণ হস্তে শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদকে যেন তাম্বূল অর্পণ করিতেছেন, যিনি শুভ্র-বসনধারী, যিনি ভাগবত-শিরোমণি, যাঁহার দেহ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যাঁহার বদন-মণ্ডল মৃদু-মধুর-হাস্যযুক্ত, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বিপ্রকুল-শিরোমণি, আমি সেই পরম-মাধুর্য্যময় শ্রীল-গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামিপ্রভুর ধ্যান করি।

শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের ধ্যান।

যে চৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপাঃ সৎপ্রেম-ভূষোজ্জ্বলাঃ
শুদ্ধস্বর্ণ-রুচো দৃগম্বু-পুলক-স্বেদৈঃ সদঙ্গশ্রিয়ঃ।
সেবোপায়ন-পাণয়ঃ স্মিত-মুখাঃ শুক্লাম্বরাঃ সদ্বরাঃ
শ্রীবাসাদি-মহাশয়ান্ সুখময়ান্ ধ্যায়েম তান্ পার্ষদান্ ॥ ৮॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

(ক)

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে ॥ ৯ ॥

৭। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণস্বরূপ, যিনি সমুজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-দেহধারী, যিনি ভক্তিরস-প্রদানকারী, যিনি শ্বেত-বসনধারী, যিনি দেবতুল্য, যিনি সমস্ত ভক্তগণের প্রিয়, যিনি কীর্ত্তন-রসে সদোন্মত্ত এবং যিনি সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পন্ন, সেই কৃপালু ভগবান্ শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের স্মরণ করি।

৮। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মের ভ্রমর-স্বরূপ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ ও দেদীপ্যমান, যাঁহারা বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট, যাঁহাদের দেহ অশ্রু-পুলক-স্বেদাদি সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহে পরিশোভিত, যাঁহারা হস্তে ছত্র-চামরাদি সেবা-সামগ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের বদন মৃদুমধুর-হাস্যময়, যাঁহারা শ্বেত-বসনধারী ও যাঁহারা মহাভাগবত, আমি সেই পরম-সুখময় পরমোদার শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তপার্ষদগণের ধ্যান করি।

৯। যাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার বদন চন্দ্র-সদৃশ মনোহর, যাঁহার মস্তকে অতিপ্রিয় ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, যাঁহার

(খ)

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ-তিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত-সুভগ-মুখং স্বাধরে ন্যস্ত-বেণুং।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশত-বৃতং ব্রহ্মগোপাল-বেশং ॥ ১০ ॥

(গ)

কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥ ১১ ॥

বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল-কৌস্তুভমণি-ভূষিত, যিনি পীত-বসন-পরিহিত, যিনি পরম-সুন্দর, ব্রজগোপীগণ যাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি গো ও গোপগণ-পরিবেষ্টিত, যিনি শ্রীমুখে সুমধুর বংশীধ্বনি করিতেছেন এবং যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

১০। যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল কস্তুরী-তিলক-পরিশোভিত, যাঁহার গণ্ডস্থলে কুণ্ডলদ্বয় শোভা পাইতেছে, যিনি পদ্মপলাশ-লোচন, যাঁহার কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাঙ্কিত, যাঁহার বদনে মৃদু-মধুর হাস্য বিরাজ করিতেছে, যাঁহার অধরে বংশী শোভা পাইতেছে, যিনি শ্যামসুন্দর, শান্ত, ত্রিভঙ্গ ও অরুণ-বসনধারী, যাঁহার গলদেশ বৈজয়ন্তী-মালায় পরিশোভিত এবং যিনি শত শত গোপকিশোরী-পরিবৃত, আমি সেই বৃন্দাবনবিলাসী পরব্রহ্ম শ্রীগোপালদেবের বন্দনা করি।

১১। যাঁহার ললাট-প্রদেশ মৃগমদ-তিলকে সুশোভিত, যাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি দোদুল্যমান, যাঁহার নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তার নোলক শোভা

শ্রীশ্রীরাধিকার ধ্যান।

হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাং।
লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং শ্রীরাধাং
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গ-ভূষাং ভজে ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীবালগোপালের ধ্যান।

সজল-জলদ-নীল-নাকৃত-শ্যামলাঙ্গং
করতল-ধৃত-শৈলং বেণুবাদ্যানুশীলং।
মধুর-মধুর-লীলং শ্রীল-গোপাল-মল্লং
ব্রজজন-কুল-পালং ধীমহি ব্রহ্মমূলং ॥ ১৩ ॥

পাইতেছে, যাঁহার করতলে বেণু ও হস্তে কঙ্কণ, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরমোৎকৃষ্ট কুঙ্কুমানুলিপ্ত, যাঁহার কণ্ঠদেশ মুক্তার মালায় পরিশোভিত এবং যাঁহার চতুর্দ্দিকে গোপ-ললনাগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, নিখিল-শিরোভূষণ সেই শ্রীকিশোর-গোপালদেব সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

১২। যিনি স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা, যিনি দ্বিভুজা, যিনি শ্রীহস্ত দ্বারা বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন, যিনি নীল-বসনধারিণী, যিনি শ্যামবক্ষঃ-বিলাসিনী, যিনি ভগবতী, যাঁহার সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার নয়ন চঞ্চল, যিনি কিশোরী, যিনি হাস্যমুখী, যাঁহার রক্তিমাধর পরম-মনোহর-রূপে শোভা পাইতেছে, যিনি পরমানন্দময়ী এবং যিনি বিবিধ মনোহর ভূষণে ভূষিতা, আমি সেই সুবিলাসময়ী শ্রীরাধিকাকে ভজনা করি।

১৩। যাঁহার শ্যামল-কান্তি নব-জলধরের নীল-বর্ণকেও তিরস্কার করিতেছে, যিনি করতলে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বংশী-বাদনে বিশেষ পটু, যিনি মধুরাতিমধুর লীলা করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত ব্রজবাসিগণকে পালন করিতেছেন, সেই বীরচূড়ামণি পরংব্রহ্ম শ্রীবালগোপাল-দেবের ধ্যান করি।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান।

স্বর্ধুন্যাশ্চারু-তীরে স্ফুরিতমতি-বৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভ-গাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥ ১৪॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং।
নানা-পুষ্প-বনং তত্র গন্ধৈষু পরিপূরিতং
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাজিতং॥ ১৫॥

আত্মধ্যান।

দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম-বর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ড-লিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্ম-নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকাঙ্ক্ষাত্মনঃ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীশ্রীধ্যানমালা সমাপ্ত।

১৪। যে নবদ্বীপধাম ভাগীরথীর মনোহর তীরে বিরাজিত, যাহার উপরিভাগ সুবৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ঈষৎ ক্রমনিম্ন, যাহা মনোরম উপবন-সমূহে পরিবেষ্টিত, যাহা পরমোৎকৃষ্ট মণিময় ও স্বর্ণময় সুবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহে পরিপূর্ণ, যাহার প্রতিগৃহ সর্ব্বদাই পরমোল্লাসময়-প্রেম-সমুজ্জ্বল-শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত, যাহা শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন এবং যাহা ত্রিভুবনে অতুলনীয়, আমি একাগ্রচিত্তে সেই শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মরণাত্মক পূজা করি।

শ্রীশ্রীমন্ত্রমালা।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রণাম-মন্ত্র।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রণাম-মন্ত্র।

(ক)

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়, হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ২॥

১৫। যে বৃন্দাবন-ধাম পরম মনোরম, যাহা যমুনা-পরিবেষ্টিত, যাহার ভূমি বিশুদ্ধ-স্বর্ণময়, যাহা কল্পবৃক্ষে পরিশোভিত, যাহাতে বিবিধ পুষ্পোদ্যান-সমূহ বিরাজ করিতেছে, যাহা ঐ সমস্ত পুষ্পের সুগন্ধে পরিপূর্ণ এবং যেখানে অসংখ্য গোপগোপীগণ বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই শ্রীবৃন্দাবন-ধামের ধ্যান করি।

১৬। ললাটাদি শ্রীহরির আবাসস্থান-রূপ মনোহর-তিলকে পরিশোভিত, কণ্ঠদেশ শ্রীতুলসীমালা-সমন্বিত, বক্ষঃস্থল শ্রীহরিনামাক্ষরাঙ্কনে সুশোভিত ও চন্দনানুলিপ্ত, সুধৌত সূক্ষ্ম শুভ্র বসন-পরিহিত এবং শ্রীগৌর-গোবিন্দ-সেবনে পরমোৎকণ্ঠিতরূপে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সমীপে অবস্থিত—এইরূপ ভাব-সমন্বিত ও বেশালঙ্কৃত-রূপে সাধকগণ নিজ-নিজ-দেহকে নিত্যবিশুদ্ধরূপ ভাবনা করিবেন।

ইতি শ্রীশ্রীধ্যানমালার অনুবাদ সমাপ্ত।

১। শ্রীকৃষ্ণভজন-কর্ত্তব্যতা-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন আমি অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ হইয়া ছিলাম, কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র

(খ)

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ৩ ॥

(গ)

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি-চন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশু-হাসিনে ॥ ৪ ॥

পরমারাধ্য, আর আমি যে তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার সেবাই যে আমার একান্ত কর্ত্তব্য"—এই পরম-জ্ঞান-রূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা যিনি আমার চক্ষু উন্মীলন করতঃ অজ্ঞানান্ধতা ঘুচাইয়া দিলেন অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণভজন যে একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য" এই পরম-তত্ত্বজ্ঞান যিনি আমার হৃদয়ে প্রকাশ পূর্ব্বক তত্রস্থ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলেন, আমি সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

২। যাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরমানন্দ-স্বরূপ ও অপূর্ব্ব-লীলাবিলাসময়, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সুমনোহর এবং যিনি অকাতরে প্রেম-বিতরণকারী, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বারম্বার নমস্কার করি ॥ ২ ॥

৩। যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—তিন কালেই নিত্য-বিদ্যমান এবং যিনি শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের পুত্র, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে, তদীয় দাসগণ পুত্রসম স্নেহের পাত্রগণ ও ভার্য্যা-সহ, বারম্বার নমস্কার করি।

৪। যাঁহার বদন-কান্তি কোটী কোটী চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি প্রেমানন্দ-সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে প্রেমানন্দসাগর উথলিয়া উঠে বা অপরিসীম প্রেমানন্দ লাভ হয় এবং যাঁহার শ্রীমুখের হাসি চন্দ্র-কিরণের ন্যায় মধুর ও স্নিগ্ধ, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

(ঘ)

যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ, প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রণাম-মন্ত্র।

(ক)

নিত্যানন্দ ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মষ-নাশায় জাহ্নবা-পতয়ে নমঃ ॥ ৬ ॥

(খ)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চন্দ্রং করুণাময়-বিগ্রহং।
চৈতন্যাভিন্ন-দেহং তং বন্দে সর্ব্বজন-প্রিয়ং ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রণা -মন্ত্র।

(ক)

শ্রীঅদ্বৈত ! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে !।
গৌরপ্রেম-প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ ॥ ৮।

৫। যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি করিলে 'প্রেম' নামক পরম-পুরুষার্থ বা পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয়, আমি সেই ভুবন-মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

৬। হে প্রেমানন্দ-প্রদানকারিন্, হে কালকলুষ-বিনাশন, হে জাহ্নবাপতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ! তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

৭। যিনি করুণার মূর্ত্তি অর্থাৎ যাঁহার দেহখানি করুণায় গঠিত বা যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ এবং যিনি সমস্ত লোকের প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

(খ)

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যস্য প্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতিঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিতের প্রণাম-মন্ত্র।

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য-নন্দনং।
মহাভাব-স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্ন-রূপিণং ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের প্রণাম-মন্ত্র।

শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদং।
যস্য কৃপা-লবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের প্রণাম-মন্ত্র।

নমামি শ্রীগৌরচন্দ্রং নিত্যানন্দমদ্বৈতকং।
গদাধর-শ্রীবাসাদিভক্তেভ্যশ্চ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

৮। কাল-কলুষিত জীবগণের প্রতি যে তুমি অপার-করুণাময়, যে তুমি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম-দাতা এবং যে তুমি শ্রীসীতাদেবীর পতি, সেই প্রভু-শ্রীঅদ্বৈতদেব! তোমাকে নমস্কার।

৯। যিনি হইলেন সদাশিব, যিনি মহানুভব এবং যাঁহার প্রসাদে শ্রীচৈতন্য-পদে মতি হয়, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে নমস্কার করি।

১০। যাঁহার শ্রীবিগ্রহ মহাভাবময় এবং যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অভিন্ন-স্বরূপ, যিনি মাধবাচার্য্য-নন্দন, সেই শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামি-প্রভুকে আমি প্রণাম করি।

১১। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়-পার্ষদ এবং যাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপায় শ্রীগৌর-পাদপদ্মে মতি হয়, সেই শ্রীবাস-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্র।

(ক)

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

(খ)

হা কৃষ্ণ ! করুণা-সিন্ধো ! দীনবন্ধো ! জগৎপতে !।
গোপেশ ! গোপিকা-কান্ত ! রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ১৪।

(গ)

নমো নলিন-নেত্রায় বেণুবাদ্য-বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ১৫ ॥

(ঘ)

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবন-বিহারিণে।
নমস্তে বল্লবীশায় রাধিকাপতয়ে নমঃ ॥ ১৬ ॥

১২। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামী ও শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দকে বারম্বার নমস্কার করি।

১৩। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি নিখিল জগতের মঙ্গলকারী এবং যিনি গোপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারম্বার নমস্কার করি।

১৪। হে কৃষ্ণ, হে করুণাসিন্ধো, হে দীনবন্ধো, হে জগৎপতে, হে গোপেশ, হে গোপীবল্লভ, হে রাধাকান্ত ! তোমাকে নমস্কার করি।

১৫। যিনি পদ্মপলাশ-লোচন, যিনি বংশীবাদন-সুখ-বিলাসী এবং যিনি শ্রীরাধিকার সুধামৃত-পানানুরক্ত, সেই বনমালা-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীরাধিকার প্রণাম-মন্ত্র।

(ক)

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি ! রাধে ! বৃন্দাবনেশ্বরি ! ।
বৃষভানু-সুতে দেবি ! ত্বাং নমামি হরি-প্রিয়ে ! ॥ ১৭ ॥

(খ)

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং ।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীং ॥ ১৮ ॥

(গ)

রাসোৎসব-বিলাসিনি ! নমস্তে পরমেশ্বরি ! ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে ! পরমানন্দ-বিগ্রহে ! ॥ ১৯ ॥

শ্রীশ্রীবালগোপালের প্রণাম-মন্ত্র।

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং ।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণং ॥ ২০ ॥

১৬। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণচন্দ্র ! তুমি বৃন্দাবন-বিহারী, তুমি গোপীকান্ত, তুমি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

১৭। প্রতপ্ত-স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও গৌরবর্ণা হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! হে বৃষভানুরাজ-নন্দিনি ! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে দেবি শ্রীরাধে ! আমি তোমাকে নমস্কার করি।

১৮। যিনি নবযুবতী বা কিশোরী, যিনি প্রতপ্ত-স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সুমনোহর গৌরবর্ণা, যিনি পরমোৎকৃষ্ট-নীলপদ্মবর্ণাভ-নীলাম্বর-ধারিণী এবং যিনি বৃন্দাবন-বিলাসিনী, সেই বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকাকে বন্দনা করি।

১৯। হে রাসোৎসব-বিহারিণি ! হে পরমানন্দময়মূর্ত্তিধারিণি ! হে পরমেশ্বরি ! হে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমে রাধে ! তোমাকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর প্রণাম-মন্ত্র।

বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥ ২১॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের প্রণাম-মন্ত্র।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা-সিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ ২২॥

সাধারণ-প্রণাম-মন্ত্র।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ২৩॥

২০। যিনি নব-জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও যাঁহার নয়ন-যুগল নীলপদ্ম-সদৃশ, সেই যশোদা-নন্দন বালগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

২১। হে বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনি বৃন্দাদেবি! তুমি কেশবের অতি প্রিয়া; হে তুলসীদেবি! তুমি সত্য-স্বরূপিণী; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

২২। যাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী, যাঁহারা কৃপার সমুদ্র এবং যাঁহারা পতিতগণের ত্রাণকর্ত্তা, সেই শ্রীবৈষ্ণবগণকে আমি নমস্কার করি, নমস্কার করি—তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

২৩। আমি দীক্ষা-গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। অন্যান্য গুরুদেব-গণ, শ্রীবৈষ্ণবগণ, শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ, গণসহ শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ ও শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের বন্দনা করি। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ সহ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বন্দনা করি। শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীগণ সহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীযমুনার প্রণাম-মন্ত্র।

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
গোলোক-সৌখ্যরস-পূর-মহীং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ
রাধামুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি॥ ২৪॥

শ্রীশ্রীগঙ্গার প্রণাম-মন্ত্র।

সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রীং সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনীং।
সুখদাং মোক্ষদাং গঙ্গাং নমামি পরমাং গতিং॥ ২৫॥

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর স্নানমন্ত্র।

গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্য-কারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং॥ ২৬॥

প্রদক্ষিণ-মন্ত্র।

যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরে কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাঃ পদে পদে॥ ২৭॥

২৪। গঙ্গাদি-তীর্থগণ যাঁহার পদসেবা করিতেছেন, যাঁহার প্রভাবে পৃথিবী গোলোক-সুখে পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহার সুপবিত্র বারি সকলকেই সুখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে এবং যিনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের আনন্দ-বিধায়িনী, সেই শ্রীযমুনাদেবীকে আমি নমস্কার করি।

২৫। যাঁহাতে স্নান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ ও সর্ব্ব-দুঃখ বিনাশ করেন, মহাসুখ প্রদান করেন ও ভব-বন্ধন মোচন করেন, সেই পরমগতি-স্বরূপিণী শ্রীগঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীচরণামৃত-ধারণমন্ত্র।

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ২৮ ॥

জপার্থে শ্রীনামমালা-গ্রহণমন্ত্র।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতং।
গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থং স্মরামি নন্দ-নন্দনং ॥
নাম চিন্তামণি-রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে ॥
অবিঘ্নং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে! তু প্রার্থয়ে ॥ ২৯ ॥

২৬। যিনি ভক্তগণের তত্ত্বজ্ঞান-দায়িনী, যিনি বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী, যিনি জগন্মাতা-স্বরূপিণী, সেই কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে আমি স্নান করাইতেছি।

২৭। ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, আমার এই পরিক্রমা পদে পদে তাহা বিনাশ করুন।

২৮। যাহা অকালমৃত্যু হরণ করে ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশ করে, সেই শ্রীবিষ্ণু-চরণামৃত পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।

২৯। যিনি ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-সুন্দর, যাঁহার করাঙ্গুলি বংশী-ছিদ্রে ন্যস্ত, যিনি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত, সেই শ্রীনন্দনন্দনকে আমি স্মরণ করিতেছি। শ্রীহরিনাম হইলেন চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী। নামই একমাত্র গতি, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; সে কারণে আমি নামেরই শরণাগত হইতেছি। হে হরিনামের মালা! তুমি আমার হরিনাম-

শ্রীনামজপ-সমর্পণমন্ত্র।

নাম-যজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য-প্রীত্যর্থে নামযজ্ঞ-সমর্পণং ॥ ৩০ ॥

জপান্তে শ্রীনামমালা-স্থাপনমন্ত্র।

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং।
রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥
ত্বং মালে! সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥৩১॥

কণ্ঠে তুলসীমালা-ধারণমন্ত্র।

তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজন-প্রিয়ে!।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং ॥ ৩২ ॥

জপের সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ কর এবং আমাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য দান কর, ইহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি।

৩০। কলিকালে নামজপ-রূপ যজ্ঞ হইলেন মহাযজ্ঞ; এই যজ্ঞ সমস্ত পাপ ধ্বংস করেন; আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রীতির নিমিত্ত মৎকৃত এই নামজপ-রূপ যজ্ঞ তদীয় শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

৩১। হে পতিতপাবন নাম! তুমি এই নরাধমকে নিস্তার কর। আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে বারম্বার নমস্কার করি। হে নামের মালা! তুমি সমস্ত দেবতার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ কর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; সেই সত্যতা-প্রযুক্ত হে মাতঃ! তুমি আমারও অভীষ্ট পূর্ণ কর; আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

৩২। হে তুলসীকাষ্ঠের মালা! তুমি কৃষ্ণভক্তগণের অতীব প্রিয়।

মূলমন্ত্র-জপসমর্পণের মন্ত্র।

গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমন্ত্রমালা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ষোড়শনাম-মহামন্ত্রস্য শ্রীনারদঃ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণো দেবতা। হরে কৃষ্ণ বীজং। হরে রাম শক্তিঃ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে হরে কৃষ্ণ ইতি ষোড়শনামজপে বিনিয়োগঃ।

অথ কর-ন্যাসঃ।

হরে কৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হরে কৃষ্ণ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। হরে রাম অনামিকাভ্যাং হুং। হরে রাম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রাম রাম হরে হরে করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং স্বাহা।

আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি; তুমি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর।

৩৩। হে নাথ! তুমি গুহ্য হইতেও অতি-গুহ্যের গোপন-কর্ত্তা; তুমি দয়া করিয়া আমার কৃত এই জপ গ্রহণ কর; তোমার অনুগ্রহে আমি তোমাতেই এই জপ সমর্পণ করিলাম।

ইতি শ্রীশ্রীমন্ত্রমালার অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ অঙ্গ-ন্যাসঃ।

হরে কৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ শিরসে স্বাহা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে শিখায়ৈ বৌষট্। হরে রাম কবচায় হুং। হরে রাম নেত্রাভ্যাং বৌষট্। রাম রাম হরে হরে অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানং।

ত্রিভঙ্গ-ললিতাঙ্গম-রূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতং।
গোপী-মণ্ডল-মধ্যস্থং স্মরামি নন্দ-নন্দনং॥

অথ মহামন্ত্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নরো জপতি নিত্যশঃ।
গোলোক-ভুবনং গত্বা কৃষ্ণ-পার্ষদতাং লভেৎ॥
"হরে রাম হরে রাম রাম রাম" রটান্তু যে।
ব্রজে বাসো ভবেত্তেষাং ভক্তিস্তু প্রেম-লক্ষণা॥

ষোল সখা ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর।
হরিনাম-তত্ত্ব এই অতি গূঢ়তর॥
মাধুর্য্য-মহিমা-তত্ত্ব ইহাতে জানিবে।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যধাম অবশ্য পাইবে॥
"হরে কৃষ্ণ রাম" এই মন্ত্র ষড়ক্ষর।
তন্ত্রে এই তিন নাম সূত্র কৈলা হর॥
তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
বৃত্তি করি কৈলা গৌর জগতে গোচর॥

নাম-রূপে প্রেম দিয়া নাচাইলা ভুবন।
হরিয়া সবার চিত্ত কৈলা আকর্ষণ॥
অবিচিন্ত্য-শক্ত্যে গৌর সবা আকর্ষিয়া।
জগতে বিলান প্রেম নাচিয়া গাহিয়া॥
ইহাতে জানিল গৌর করুণার সিন্ধু।
ভক্তভাবে প্রেমের ভিখারী দীনবন্ধু॥
এমন গৌরাঙ্গ-গুণ গাও শ্রদ্ধা করি।
পাইবে অভীষ্ট-তত্ত্ব হরিনামে তরি॥
করুণায় কল্পতরু-সম হরিনাম।
কামনায় হবে মুক্তি, প্রেমে ব্রজধাম॥
সংক্ষেপে কহিল এই হরিনাম-তত্ত্ব।
জীবের দুর্ল্লভ এই প্রেমের মহত্ত্ব॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব সম্পূর্ণ।

এই প্রবন্ধে লিখিত 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র জপ করিতে হইলে সংখ্যা রাখিয়া মালায় জপ করিতে হয়; কিন্তু কীর্ত্তন করিতে হইলে সংখ্যা রাখিতে হয় না, নিজে নিজে বা দশে পাঁচে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে হয়; এই হরিনাম নিরবধি জপ বা কীর্ত্তন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে পরমানন্দ ও পরম-মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে; এই মহামন্ত্র কেবল মুখে মুখে, বা কেবল করতাল লইয়া, বা খোল-করতালাদি বাদ্যযন্ত্র লইয়া—যে কোনও রকমে ইচ্ছা কীর্ত্তন করা যায়। নিজে নিজেও স্মরণ বা কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহাতেও সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক হয় না। 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র জপ করিতে হইলে তাহাতে সংখ্যা রাখিতেই হইবে, কিন্তু কীর্ত্তনে সংখ্যা না রাখিয়া

কোনও দোষ হয় না। এতৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্ত্তী "**হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়**" প্রবন্ধে আরও অধিক দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তনের সাধারণ-বিধি।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলা-গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করার নাম 'কীর্ত্তন'। বহুলোক মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করার নাম 'সঙ্কীর্ত্তন'। তবে 'কীর্ত্তন' ও 'সঙ্কীর্ত্তন' সচরাচর একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ চারিবার কীর্ত্তন করা আবশ্যক, যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বলিয়াছেন, যাঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাকালে ও মধ্যরাত্রে শ্রীহরি-কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যান।

প্রাতঃকীর্ত্তন।

প্রাতঃকালে এই পদগুলি কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা :—

(১) নিশান্তলীলা বা কুঞ্জভঙ্গ।

(২) "সোণার নব গৌরচন্দ্র" ইত্যাদি এবং "কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে" ইত্যাদি পদ ও স্বেচ্ছামত অন্যান্য প্রভাতী পদ।

(৩) "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ভজন-পদ।

(৪) "জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ" ইত্যাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-পদ।

(৫) "**হরে কৃষ্ণ**"-মহামন্ত্র যত কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, ততই ভাল।

মধ্যাহ্নকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নকালে এই পদগুলি কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা :—

(১) মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতির পদ।

(২) "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ভজন-পদ।

(৩) "জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ" ইত্যাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-পদ।

(৫) "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র যত কীর্ত্তন করিতে পারা যায় ততই ভাল।

(৬) প্রসাদ-ভোজন-কালীন কীর্ত্তনের পদ।

সন্ধ্যাকীর্ত্তন।

সন্ধ্যাকালে এইগুলি কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা :—

(১) সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তনের পদাবলী।

(২) জয়দেবী ও নামমালা।

(৩) "শ্রীমন্নবদ্বীপকিশোর-চন্দ্র" ইত্যাদি এবং "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব-ভজনের দুইটী পদ।

(৪) "জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-পদ।

(৫) "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র যত কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, ততই ভাল।

(৬) যুগল-মিলনের একটী পদ।

(৭) "হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ" ইত্যাদি নাম-পূর্ণের পদ।

(৮) "বোল হরি বোল" ইত্যাদি হরিধ্বনি।

(৯) "প্রেমসে কহ শ্রীরাধে" ইত্যাদি প্রেমধ্বনি।

(১০) প্রসাদ-ভোজনের সময় 'ভজ মন! রাধে শ্রীমদনগোপাল" ইত্যাদি রাত্রে প্রসাদ-ভোজন-কালীন কীর্ত্তন।

মধ্যরাত্র বা নিশীথকালীন-কীর্ত্তন।

১) নিশীথকালীন বিহাগড়া-কীর্ত্তন। (২) নামমালা।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পদই এই "শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন"-প্রকরণের স্থানে স্থানে দেখিতে পাইবেন। এতদ্ভিন্ন যথাসাধ্য নাম-কীর্ত্তন করিতে পারিলে আরও ভাল। "শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন"-প্রকরণের পদগুলি এত মধুর যে, উহা খোল-করতাল লইয়া তাল-মান সহকারে কীর্ত্তন করিতে না পারিলেও, কেবল নিজের মত একটু সুর করিয়া পাঠ বা কীর্ত্তন করিলেই আনন্দ লাভ হইবে।

শ্রীশ্রীঅধিবাস-কীর্ত্তন।

(১) মঙ্গল।

জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠান।
কীর্ত্তন-আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥
দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দীর রসাল রে।
শঙ্খ-করতাল-, ঘণ্টা-রব ভেল, মিলল পদতলে তাল রে॥
কো দেই গোরা-অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতী-মাল রে।
পিরীতি-ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর ভোর রে॥
কোই কহত গোরা, জানকী-বল্লভ, রাধার প্রিয়-পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহি জানে, আমার গদাধরের প্রাণ রে॥

(২)—ধানশী।

একদিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥

শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা-ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ-মনে মহোৎসবের বিধানে
কহে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ কবি তায
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরারায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণবে করহ আমন্ত্রণ।
খোল-করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুলমালা
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে 'হরি হরি' বলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রস ভাষে॥

(৩)—মঙ্গল।

নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসব-বিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সকল ভকত-বৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন-দাস॥

(৪)—বরাড়ী।

আগে রম্ভা-আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
আম্র-পল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদ-ধ্বনি নারীগণ জয়কারে
আর সবে বলে 'হরি হরি'॥
দধি-ঘৃত-মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা-চন্দন
কীর্ত্তন-মঙ্গল-অধিবাস॥

সবার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম শ্রীনিত্যানন্দ-রাম
গুণ গায় দাস-বৃন্দাবন॥

(৫)—কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া
করে খোল-মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব-সব 'হরিবোল'-কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই-ধন দেই মালা-চন্দন
করে প্রিয়-বৈষ্ণব-সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ 'হরি' বলে ঘনেঘন
কালি হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।
আজি খোল-মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয়-রব॥

কুঞ্জভঙ্গ বা নিশান্তলীলা

(১)—বিভাস। শ্রীগৌরচন্দ্র।-(ক)

শুতি আছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক-শেজ অতি মনোহরে॥
আলসে অবশ-অঙ্গ গোরা-নটরায়।
কি কহব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত সুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি-মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে।
বাসুদেব-ঘোষে দেখে মনের হরিষে॥

(২)—মালকোষ।—(খ)

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল॥
ময়ূর-ময়ূরী-রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও গৌর গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী-পাশ॥
করযোড় করি বলে বাসুদেব-ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও প্রভু আলস-আবেশে॥

(৩)—ললিত।—(গ)

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন, শুনইতে অলি-পিকু-রাব।
সহজই নিজ-ভাবে, গরগর অন্তর, তঁহি উঠে দ্বিতীয় বিভাব॥

বেকত গৌর-অনুভাব।

পূরব-রজনী-শেষে, জাগি দুঁহু যৈছন, উপজল তৈছন ভাব ॥ ধ্রু ॥
নয়ন-কমল-জল, অমিয়-বচন খল, পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ-বিষাদে, শঙ্কাদি পুনঃ উয়ত, কো কহ ভাব-তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়াপুরে, পূরব-ভাব-পরকাশ।
সো অনুভব কব, মঝু মনে হোয়ব, কহ রাধামোহন-দাস ॥

(৪)—যথারাগ।—(ঘ)

উঠিয়া গৌরাঙ্গচাঁদ বসিলা আসনে।
সুবাসিত জলে কৈল মুখ প্রক্ষালনে ॥
গা তোল হে অবধোত! ডাকে গোরারায়।
অদ্বৈত উঠিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায় ॥
দক্ষিণে নিতাই-বর বামে গদাধর।
সম্মুখেতে শোভা করে অদ্বৈত-সুন্দর ॥
শ্রীবাসাদি আর যত প্রিয় ভক্তগণ।
আনন্দে হেরয়ে সবে ও-চাঁদবদন ॥
নরহরি-গদাধর-সংহতি বিহরে।
বাসুদেব-ঘোষে তাহা কি কহিতে পারে ॥

(৫)—ভৈরবী।—(ঙ)

মঙ্গল-আরতি গৌরকিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহিঁ জোর ॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহিঁ সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেম-তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল-করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥

ঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল-আরতি করে অপরূপ॥
ঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ-হাস। মঙ্গল গাওত দীন-কৃষ্ণদাস॥

(৬)—বিভাস।

নিশি-অবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী-মুখ চাই।
তিরস-আলসে, শুতি রহু দুহুঁ জন, তুরিতহিঁ দেহ জাগাই॥
তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
াই জাগাই, লেহ নিজ-মন্দিরে, নিকটহি হোয়ত বিহান॥ধ্রু॥
ারী শুক পিক, সকল পক্ষিগণ, তুহুঁ-সব দেহ জাগাই।
টিলাগমন, সবহুঁ মেলি ভাখই, শুনইতে চমকই রাই॥
ন্দাদেবী-বচনে, সকল পক্ষিগণ, মধুর মধুর করু ভাষ।
ন্দির-নিকটহিঁ, ঝারি লেই ঠারই, হেরত গোবিন্দ-দাস॥

(৭)—ললিত।

বৃন্দাবিপিনহিঁ সব দ্বিজ-কুল।
কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল॥
শারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি॥
ময়ূর-ময়ূরী ধ্বনি শুনিতে রসাল।
বানরী-রব তহিঁ অতি সুবিশাল॥
ঐছন শবদ ভেল বন-মাহ।
জাগল দুহুঁ জন নাগরী নাহ॥
আলসে দুহুঁ-তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে॥

পুনহিঁ ফুকারই শারী সুকীর।
ঐছন যৈছে সুধারস গির॥
কব বলরাম তহিঁ শুনব শ্রবণে।
রাধা-মাধব হেরব নয়নে॥

(৮)—বিভাস।

জাগহুঁ বৃষভানু-নন্দিনী মোহন-যুবরাজে॥ ধ্রু॥

অকরুণ পুন বাল-অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ-বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী থোর ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী কমিনী-কুল লাজে॥

৮। হে বৃষভানুরাজনন্দিনি রাধে! হে মোহন-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমরা জাগ। ঐ দেখ ভোর হইয়াছে সূর্য্যের রথচক্র দেখা দিয়াছে দেখ দেখ, নির্দ্দয় সূর্য্য তোমাদের সুখশান্তি ভঙ্গ করিয়া উদিত হইবার উপক্র করিয়াছে। কুমুদপুষ্প মুখ মুড়িয়াছে; তজ্জন্য যে সমস্ত ভ্রমরগণ তাহা মধুপান করিতেছিল, তাহারা তাহাকে মুদ্রিত হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠি পদ্মের মধু পান করিতে যাইবার যোগাড় করিতেছে, কারণ দিন হইলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। হে সখি! রাত্রি যে আর বেশী নাই, অল্প আছে; ঐ দেখ রাত্রি শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘুঘু ডাকিতেছে। হায় হায়! গ রাত্রির এ কি দশা হইল! সে যেন বিদ্যুতের মত আসিয়াই আবার তখন চলিয়া গেল; উহা ত রমণীগণের লজ্জারই কারণ হইল, কেননা তাঁহারা পতি কোল ছাড়িতে না পারায় লজ্জিতা হইলেন। চখাচখী-পাখীরা ত রাত্রে পুরু ও স্ত্রী পৃথক্ পৃথক্ থাকে, দিনের বেলায় তাহাদের মিলন হয়; এখন রাত্রিপ্রভা হইতে চলিল দেখিয়া তাহাদের দুঃখ দূরে গেল, তাহারা দিনে মিলিত হই

ফুকারত হতশোক কোক জাগব অব সবহুঁ লোক
শুক শারীক পিক কাকলী নিধুবন ভরি গাজে।
গলিত ললিত বসন-সাজ মণিযুত বেণী ফণী বিরাজ
উচ-কোরক-রুচ-চোরক কুচ-জোরক-মাঝে॥
তড়িত-জড়িত জলদ-ভাঁতি দোঁহে সুখে শুতি রহল মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর পরমাদর শেজে।
বরজ-কুলজ-জলজ-নয়ানী ঘুমল বিমল-কমল-বয়ানী
কৃত লালিস ভুজ বালিস আলিস নাহি তেজে॥

বলিয়া আনন্দে ডাকিতে লাগিয়াছে। সব লোক এখনই জাগিয়া উঠিবে; ঐ দেখ শুক-শারী-কোকিলের ধ্বনিতে নিধুবন ভরিয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মনোরম বেশভূষা স্খলিত হইয়াছে; হে রাধে! তোমার মণিখচিত বেণী-বন্ধন খুলিয়া গিয়া, অত্যুচ্চ-পুষ্পকোরকের সৌন্দর্য্যকেও জয় করিয়াছে যে তোমার স্তনদ্বয়, সেই স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে সর্পের ন্যায় ঝুলিয়া পরম-শোভা পাইতেছে। শ্রীরাধা-গোবিন্দ কিন্তু এ সব কিছু দেখিতেছেনও না, শুনিতে-ছেনও না; তাঁহারা দুজনে পরস্পর যেন নবজলধর-বিদ্যুতে জড়িত হইয়া পরম সুখে মত্ত হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন, এদিকে ভোর হইয়াছে তাহা গ্রাহ্যই নাই, ভাবে বিভোর হইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাদ্রমাসের জলধারা-বর্ষণকে জয় করিয়াও প্রেমরসধারা বর্ষণ করিতে করিতে পরমানন্দে শয্যায় শুইয়াই রহিলেন। ব্রজমণ্ডলের পদ্মনয়নী নির্ম্মল-পদ্ম-বদনী শ্রীরাধা অতি লালসাভরে প্রাণবল্লভের বাহুকে বালিস করিয়া শুইয়া রহিলেন, তাঁহার আলস্য আর ঘুচিল না। হে সখি! আজিকার কন্দর্প-যুদ্ধে মদনের ফুলধনুর গুণ কি ছিঁড়িয়া গেল নাকি, অথবা যুগল-কিশোরের কামকেলি-সময়ে কন্দর্পের বাণাধার বাণশূন্য হইল নাকি? ঐ দেখ রতিযুদ্ধে কন্দর্প

টুটল কিয়ে ফুলধনু-গুণ কিয়ে রতি-রণে ভেল তূণ শূন

সমর-মাঝে পড়ল লাজে রতিপতি ভয়ে ভাজে।

বিপতি পড়ল যুবতী-বৃন্দ গুরুগণ-গতি কহই মন্দ

জগদানন্দ সরস বিরস সরবতী রসরাজে ॥

(৯)—ভৈরবী।

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।

কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে ॥

রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।

অরুণ-কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥

শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।

নব-জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক।

শুক বলে শারি মোরা পোষাণিয়া পাখী।

জাগা'লে না জাগে রাই ধরম কর সাখী ॥

ডালেতে বসিয়া শুক করে উচ্চ-ধ্বনি।

উঠিয়া বসিল তবে রাধা-বিনোদিনী ॥

গোকুলানন্দ বলে শুক কি কার্য্য করিলি।

তমালে কনক-লতা কেন ছাড়াইলি ॥

আর নিজের কাজ করিতে পারিতেছে না বলিয়া লজ্জায় পলাইয়া গেল। যাহা হউক, ভোর হইয়াছে, অথচ ব্রজ-কিশোর-কিশোরী জাগিতেছেন না; তাহা দেখিয়া সখীগণ বিপদে পড়িলেন; বেলা হইলে ত গুরুজনেরা কত গঞ্জনা দিবে, সেইজন্য তাঁহারা গুরুজনের ঐ কার্য্যকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ-ঠাকুর বলিতেছেন, হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! রসবতী শ্রীরাধা ও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ যে এত আনন্দে এখন নিরানন্দ হইলেন; হায় হায়!

(১০)—বিভাস।

ট্টিয়া সে বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী
চমকিত চারিদিকে চায়।
প্রভাত জানিয়া ধনী মনে সশঙ্কিত মানি
পদ চাপি বঁধুরে জাগায়॥
ট্ঠ হে নাগরবর আলিস পরিহর
ঘুমে না হইও অচেতন।
বষম গোকুলের লোকে হেন বেলে যদি দেখে
কি বলিয়া বলিব বচন॥
াপ-শ্বশুর-কুল উচ্চ দুই সমতুল
তাহে বোলাই কুলের কামিনী।
হন মনে করি ভয় পাছে কুলে কালি রয়
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী॥
ঐই ত গোকুলের লোকে কত কথা বলে মোকে
ননদিনী পরমাদ করে।
দি দেখে তুয়া সঙ্গে হইবে কেমন রঙ্গে
তবে কি রহিতে দিবে ঘরে॥
ামি আর বলিব কি না পারিয়া বিদায় নি
সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
। যদুনন্দন বলে দুহুঁ ভাসে প্রেম-জলে
লোরে দুহুঁ দেখিতে না পায়॥

(১১)—যথারাগ।

রজনীক শেষে, আলস-যুত দুঁহ-তনু, বৈঠল কুসুমিত-শেজে।
সকল সখীগণ, বেঢ়ল চৌদিকে, অঙ্গ আলস নাহি তেজে॥
অপরূপ রাধামাধব-রঙ্গ।
থির বিজুরী সঞে, জনু নব-জলধর, মোড়ই কতহুঁ বিভঙ্গ॥ ধ্রু॥
বদনহিঁ আধ, আধ বচনামৃত, শুনইতে শ্রবণ জুড়ায়।
রতন-দীপ করে, মঙ্গল-আরতি, ললিতা করতহিঁ তায়॥
আর সখীগণ, সময়োচিত রাগিণী, সুস্বরে করতহিঁ গান।
উদ্ধব-দাস, পাশ রহি ইঙ্গিতে, বাসিত বারি যোগান।

(১২)—যথারাগ।

মঙ্গল-আরতি যুগল-কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥
রতন-প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম-সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জহিঁ-ভবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল-কিশোর॥
গাওত শুক পিকু নাচত ময়ুর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়তোর॥

(১৩)—বিভাস।

সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সীঁথি রচন করি দেহ সিন্দূর।
চিবুকহিঁ মৃগমদ রচহ মধুর॥
নয়নহিঁ অঞ্জন যাবক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছে বচন তব্ শুনইতে পাই।
শেখর বেশ-সাজ লেই ধাই॥

(১৪)—বিভাস।

হরি নিজ-আঁচরে, রাই-মুখ মোছই, কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই, সীঁথি বনায়ই, চিবুকে কবরী পুন সাজি॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উর'পর লেখই, মৃগমদ-চিত্রক পাঁতে॥ ধ্রু॥
মণিময় মঞ্জীর, চরণে পরায়লি, উর'পর দেয়লি হার।
কর্পূর তাম্বূল, বদন ভরি দেয়লি, নিছই তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন, চিবুকহিঁ মৃগমদ-বিন্দ।
চরণ-কমল-তলে, যাবক লেখই, কি কহব দাস-গোবিন্দ॥

(১৫)—বিভাস।

বেশ বনাই, বদন পুন হেরই, পদে পড়ু বারহিঁ বার।
ঢর ঢর লোর, ঢরকি পড়ু লোচনে, নিজ-তনু নহে আপনার।

সুন্দরী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যাওব, হিমকর করত পয়ান॥ ধ্রু॥
কানুক চিত, থির করি সুন্দরী, কুঞ্জকি বাহির ভেল।
বসনহিঁ ঝাঁপি, অঙ্গ মণি-মঞ্জীর, নিজ-মন্দিরে চলি গেল॥
রতন-পালঙ্ক'পর, বৈঠল রসবতী, সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, গোবিন্দ-দাস বলি যাই॥

(১৬)—বিভাস।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ, নিজ-নিজ-মন্দিরে, বিমনহি করত পয়ান।
দুহুঁক নয়নে গল, প্রেম-বিচ্ছেদ-জল, দারুণ দৈব-বিহান॥
দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন, কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে, যৈছন লাখবাণ হেম॥ ধ্রু।
পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত, কাতরে নেহারই মুখ।
একই পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, ইথে এ সে মানিয়ে দুখ।
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই, গায়ই ও-পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন, ঐছে গুণগান, যতনেহ সো রস-ভঙ্গ॥

(১৭)—ধানশী।

নিজ-মন্দিরে ধনী বৈঠলি সখী মেলি।
কহতহিঁ পিয়া-গুণ রজনীক কেলি॥
ভাবে অবশ ধনী পুলকিত অঙ্গ।
গদগদ কহে কত বচন-বিভঙ্গ॥
নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর।
ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর॥

কত কত ভাব বিথারল রাই।
কহিতে না পারে ধনী প্রেমে অবগাই ॥
ধৈরজ ধরি ধনী কহয়ে বিলাস।
প্রেম-অনুরূপ কহই কানুদাস ॥

(১৮)—সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রহিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর-হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনী সব পরমাণ ॥

প্রাভাতিক-কীর্ত্তন বা প্রভাতী।

(১)—ভৈরবী

সোঙর নব, গৌরচন্দ্র, নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু, করুণাসিন্ধু, ভকত-বৎসলকারী ॥
বদন চন্দ্র অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ,
চন্দ্র-কোটি, ভানু-কোটি, মুখ-শোভা নিছয়ারী।

কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশনে মোতিম, অমিয়া হাস, দামিনী ঘনোয়ারী ॥
মকর-কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড মণি-কৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি।
মাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন-বলয়া, রতন-নূপুর, যজ্ঞসূত্র-ধারী ॥
ছত্র ধরত ধরণী-ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকতবৃন্দ
কমলা-সেবিত, পাদপদ্ম, বলি যাঙ বলিহারি।
কহত দীন-কৃষ্ণদাস গৌর-চরণে করত আশ
পতিত-পাবন, নিতাইচাঁদ, প্রেমদানকারী ॥

(২)—যোগিয়া।

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌর অম্বিকাতে বিহরে ॥
চারু অরুণ গুঞ্জাহার হৃদ্‌কমলে যে ধরে।
বিরিঞ্চি-সেব্য পাদপদ্ম লক্ষ্মী-সেব্য সাদরে ॥
তপ্তহেম-অঙ্গকান্তি প্রাতঃ-অরুণ-অম্বরে।
রাধিকানুরাগ প্রেম-ভক্তি বাঞ্ছা যে করে ॥
শচীসুত গৌরচন্দ্র আনন্দিত অন্তরে।
পাষণ্ড-খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে ॥

(৩)—যথারাগ।

কোথায় গো প্রেমময়ি—রাধে রাধে!।

গোসাঁই নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে—রাধে রাধে।

গোসাঁই বংশীবটের তটে ডাকে—রাধে রাধে।

গোসাঁই কেশিঘাটে বসি ডাকে—রাধে রাধে।

গোসাঁই রাধাকুণ্ডের তীরে ডাকে—রাধে রাধে।

গোসাঁই কেঁদে কেঁদে সদাই ডাকে—রাধে রাধে।

ও দাস-গোসাঁই আমার।

গোসাঁই কেঁদে কেঁদে সদাই ডাকে—রাধে রাধে।

গোসাঁইর বুক ভেসে যায় নয়ন-জলে—রাধে রাধে।

বলে রঘুনাথের আর কে আছে—রাধে রাধে।

ওগো কৃষ্ণপ্রেমময়ি! আর আমার কেবা আছে—রাধে রাধে।

গোঁসাই কেঁদে কেঁদে কেঁদে বলে—রাধে রাধে।

আমায় দয়া কি হবে না—ওগো প্রেমময়ি রাধে।

ওগো দয়াময়ি রাধে! রাধে! দয়া কি হবে না॥

আশা ছিল দাসী হব, দাসী হব চরণ পাব—রাধে রাধে।

মনের আশা রইল মনে রাধে গো!—রাধে রাধে।

রাধে কোথায় বা কোন্ কুঞ্জে আছ—রাধে রাধে।

ওগো আমার প্রেমময়ি!—রাধে রাধে।

আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ—রাধে রাধে।

তোমার প্রাণনাথে সঙ্গে ল'য়ে— রাধে রাধে।

একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ—রাধে রাধে।

কোথায় গো প্রেমময়ি! রাধে রাধে!॥

(৪)—ভৈরবী

জয় রাধে, শ্রীরাধে জয় জয়, রাধে গোবিন্দ রাধে।
ঠাকুর হামারি, নন্দকি লালা, ঠাকুরাণী শ্রীমতী রাধে॥
এক পালঙ্‌মে, দুহুঁজন বৈঠে, দুহুঁ-মুখ সুন্দর সাজে।
রাতুল চরণে, মণিময় নূপুর, রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজে॥
শ্যাম-গলে, বনমালা বিরাজে, রাই-গলে মোতি সাজে।
শ্যাম-শিরে, ময়ূর-পুচ্ছ, রাই-শিরে সীঁথি সাজে॥
শ্যাম পরেছে, পীত-বাস, রাই নীলাম্বরী সাজে।
ভুবনমোহন-সনে, ভুবনমোহিনী, একাসনে বিরাজে॥
শ্রীবৃন্দাবন্‌মে, কুসুম-কাননে, ভ্রমরা হরি-গুণ গাওয়ে।
শ্রীবৃন্দাবন্‌মে, নিকট যমুনা, মুরলী-তান শুনাওয়ে॥
সুচারু বয়ানে, বঙ্কিম নয়ানে, টের টের চাহনি সাজে।
চাঁচর-চিকুর, ময়ূরক কণ্ঠীত, কুঞ্চিত কেশ বিরাজে॥
শারী শুক গান করে তমালেরই ডালে।
তপন-তনয়া, মোহন মুরলী, শুনি উজান বহি চলে॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে কোকিলের ধ্বনি।
দাস মনোহর, করত নিবেদন, দয়া কর শ্রীরাধে॥

(৫)—যথারাগ।

জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।

নন্দ-দুলাল বৃষভানু-দুলালী
সকল গুণ অগাধে॥

নবঘন-সুন্দর নওল-কিশোরী
নিজগুণ হিতম সাধে।

উড়ে চারু ময়ূর-শিখণ্ডক
কুঞ্চিত-কেশিনী রাধে॥

পীতাম্বর-ধর নীলপট্ট-ধারিণী
ঘন-সৌদামিনী রাজে।

শ্যাম-গলে বনমালা বিরাজে
রাই-গলে গজমোতি সাজে॥

রাতুল-চরণে মণিময় মঞ্জীর
রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজে।

কৃষ্ণদাস ভণে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে
যুগল-কিশোর বিরাজে॥

ফুলদোল।

(বৈশাখী পূর্ণিমার অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব।)

(১) তুড়ী।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

ফুলদোল-দিনে গোরা দেখি ফুলবনে।
ফুলের সময় গোরার পড়ি গেল মনে॥

ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে ॥
প্রিয়-গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥
গদাধর-সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব-ঘোষ এই করল প্রকাশ ॥

(২)—যথারাগ।

নিধুবনে রাধামোহন-কেলি।
কুসুম-সমর করু সহচরী মেলি ॥
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম-অঙ্গে।
তোড়ল পিঞ্ছ-মুকুট বহু-রঙ্গে ॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুল-রণ।
কোই না জিতয়ে—সম দুহুঁ জন ॥
সমর সমাধিয়া যুগল-কিশোর।
আওল দুহুঁ যাঁহা কুসুম-হিণ্ডোর ॥
বৃন্দাদেবী-রচিত ফুলদোলা।
ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা ॥
কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজ-কেলি ॥
দোলত দুহুঁ জন কুসুম-হিণ্ডোরে।
দুইদিকে দুইসখী দেই ঝকোরে ॥

অপরূপ দোলত কেলি-নিকুঞ্জে।
দুহুঁ'পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে॥
দুহুঁ-মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
কোই কোই সখী করে চামর-বাতাস॥
অপরূপ ফুলদোল ফুল-বিলাস।
হেরি মুগধ যদুনন্দন-দাস॥

স্নানযাত্রা।

(জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমার দিবাভাগে উৎসব।)

(১) ভূপালী।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা-অঙ্গে লেপন করে যত নর-নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়া॥
'জয় জয়'-ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা-গায়।
শ্রীঅঙ্গ মোছায় কেহ বসন পরায়॥
বসিলা গৌরাঙ্গ তবে রত্ন-সিংহাসনে।
শ্রীবাস-পণ্ডিত অঙ্গ লেপয়ে চন্দনে॥

তবে বহু উপহার মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥
তাম্বূল খাইয়া পুন বসিলা সিংহাসনে।
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি শচী আরতি করিলা।
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা॥
নদীয়ার লোক সব দে'খে আনন্দিত।
মনের হরিষে বাসু-ঘোষ গায় গীত॥

(২)—যথারাগ।

গিরীষ-সময় গৃহ-মাহ। যশোমতী হরিষ বাঢ়াহ॥
কহি সব গোকুল-লোকে। নিজ-সুতে করু অভিষেকে॥
চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার।
ঘট ভরি শির'পর দেই জলধার॥
অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক।
চৌদিকে ব্রজরমণীগণ দেখ॥
কুসুম-গুলাব-কর্পূর-যুত বারি।
ঘট ভরি দেয়ল শির'পর ঢারি॥
সিনান সমাপি পরই পীতবাস।
সহচরগণ বেঢ়ল চৌপাশ॥
বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি।
বেশ বনাওত আনন্দ-কেলি॥

মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ।
বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ॥
মলয়জ-কর্পূর-বাসিত ফুলহার।
পরায়ল কতহুঁ রতন-অলঙ্কার॥
হেরি যশোমতী আনন্দে ভাস।
মাধব দেখয়ে রাইক পাশ॥

(৩)—ধানশী।

গহিলহিঁ সুবদনী, পাক রচন করি, ভোজন বহু উপহার।
সহচরী-সঙ্গে, গোপতে হেরি প্রিয়-মুখ, আনন্দ-রঙ্গ অপার॥
যশোমতী-বচনহিঁ গোরী।
রোহিণী-কর'পর, দেই বহু উপহার,
ভোজন করয়ে নন্দনন্দন থোরি॥ ধ্রু॥
কত পরিহাস, করয়ে সখাগণ, কৌতুক করত পরকাশ।
ভোজন সমাধি, শয়ন করু পালঙ্কে, তাম্বূলে করু মুখবাস॥
বহুবিধ শপতি-, বচন কহি যশোমতী, ভোজন করাওল রাইয়ে।
এ-রস-সায়র, ঐছন নিতি নিতি, মাধব অবধি না পাইয়ে॥

রথযাত্রা।

(আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় এই উৎসব।)

যথারাগ।

নীলাচলে জগন্নাথ-রায়। গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥

দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজ-গণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে দিয়া। জগন্নাথ-নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গোরা-রায়॥

অপরূপ রথ-আগে।

নাচে গোরা-রায়, সবে মেলি গায়, যত যত মহাভাগে॥ ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ-মুখ, হেরি মহাসুখ, নাচে গরগর-মনে॥
খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
'জয় জয়'-ধ্বনি, সুর নর মুনি, গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচলবাসী, আর নানাদেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সবাই সাঁতারে, দুখী যদু অভাগিয়া॥

ঝুলনযাত্রা।

(শ্রাবণী শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন উৎসব।)

(১) জয়জয়ন্তী।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

দেখ ত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত-কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত কত, ভকত-বৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, 'জয় জয়'-রব, উথলে নগর-নদীয়া॥
নয়ন কমল, মুখ নিরমল, শরদ-চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় একমুখ, 'হরি হরি'-ধ্বনি শুনিয়া॥

ধন্য কলিযুগ, গোরা-অবতার, সুরধুনা ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে, বাসু-ঘোষ কহে জানিয়া॥

(২)—শ্রীরাগ।

দেখ সখি! ঝুলত বিনোদ-বিনোদিনী।
ঝুলনা-উপরে শোভে হেম-নীলমণি॥
ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে, সকল সখীগণ, হেরি আনন্দে মাতিয়া।
দুহুঁক গুণ সবে, গাওত বাওত, হেম-পুতলী-পাঁতিয়া॥
কপোত কপোতী, সারী শুক কোকিল, ময়ূর নাচত মাতিয়া।
দুহুঁক মন-মাহা, উয়ল মনসিজ, হেরত আনহিঁ ভাতিয়া॥
বয়নে মৃদু মৃদু, হাস উপজত, হিলন দুহুঁ দোঁহা-গাতিয়া।
রতি-রভস-রসে, হৃদয় গরগর, বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতিয়া॥

(৩)—জয়জয়ন্তী।

মনের আনন্দ, সখী মন্দ-মন্দ, ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে।
বেগ-অবশেষে, পাই অবকাশে, তাম্বূল দেয়ই মুখে॥
আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন, পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর-নাগরী, অঙ্গের উপরি, বরিখে আনন্দ-ভরে॥
কোনো সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন, মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাতে, আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরিয়া বিহ্বল, দেবনারীকুল, উর্দ্ধপথে সবে রহে।
পুষ্প-বরিষণ, করে অনুক্ষণ, এ দাস-উদ্ধবে কহে॥

(৪)—ধানশী।

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন-আসনে, বসিলা যতনে, রতন-মন্দির-মাঝ ॥
সুচামর লই, বীজন বীজই, সেবা-পরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছাইয়া দেখি ॥
থারী ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ-সনমুখে।
সখীগণ-সনে, কতহুঁ কৌতুকে, ভোজন করিল সুখে ॥
তাম্বূল সাজাইয়া, কোনো সখী লৈয়া, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ-কুসুমে, আপাদ-বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুসুম-তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম।
আলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম ॥
দেখি সখীগণে, কতহুঁ যতনে, শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস-বৈষ্ণব ধায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বা জন্মাষ্টমী।

(শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে জন্ম।)

জন্মাষ্টমীর রাত্রে কীর্ত্তন।

(১) কল্যাণী।—**শ্রীগৌরচন্দ্র।**

পূরব-জনম-, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গ-রায়।
নিজ-গণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, জনম-লীলা সে গায় ॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, গায় সবে বলে হরি।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ-সুন্দর, নাচে কত ভঙ্গী করি ॥

কিবা মনোহর, নিতাই-সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
নীলাচলবাসী, লোক সব আসি, হেরিয়া আনন্দে ভোর।
সবে বলে জয়, গৌরাঙ্গের জয়, আনন্দ নাহিক ওর॥

(২)—ভাটিয়ারী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
জয়-জয় হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিগ সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি॥
জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অন্তরীক্ষে করে দেবে পুষ্প-বরিষণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত গন্ধাদি সাজাইয়া।
অভিষেক করে দেবী জয় জয় দিয়া॥
অপ্সরা নাচয়ে, গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল-জয়কার দেই দেবপত্নী সর্ব্ব॥
কত কত কোটী চাঁদ জিনিয়া উদয়।
এ দ্বিজ-মাধবে কহে আনন্দ-হৃদয়॥

জন্মাষ্টমীর পরদিন প্রাতে নন্দোৎসব-কীর্ত্তন।

(১) যথারাগ।—**শ্রীগৌরচন্দ্র।**

দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে কে যাবি আয় রে তোরা।
শচীর ঘরে গৌরাঙ্গচাঁদে, দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে।

গোপীর মনোচোরা রাধাবল্লভ ঐ শচীর ঘরে রে।
কে যাবি দেখিতে তোরা গৌরাঙ্গচাঁদে রে।
বিহরই গোরা আরে ভালি ভাল্ ভাল্ রে॥

(২)—যথারাগ।

আজু গোকুলে কি আনন্দ নন্দ-ঘোষের ঘরে রে॥ ধ্রু॥
যত গোপের মেয়ে সবে এলো ধেয়ে
আজ আনন্দে দিচ্ছে হুলুধ্বনি রে।
কিবা সে রূপের আভা দে'খে মনোলোভা
কালরূপে ভুবন আলো করে রে॥
আরে ও নন্দ নাচে রে।
আজ গোবিন্দ পাইয়া কোলে নাচে রে॥
সোণার প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
আনন্দে গোপীরা সব হুলুধ্বনি করে॥
নাচে রে বড়াই-বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি।
পাকা চুলে উল্টো খোপা দন্ত নড়বড়ি॥

(৩)—যথারাগ।

আনন্দময় রে বড় আনন্দময়।
নন্দের মন্দিরে শ্যামচাঁদের উদয়॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
'হরি হরি হরি'-ধ্বনি ভরিল ভুবন॥

ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
গোয়ালা গোয়ালা মিলি করে হুড়াহুড়ি।
হাতে নাড় করি নাচে যত বুড়াবুড়ী॥
গোকুলের লোক-সব বালবৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশু-মুখ হেরি॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি॥
দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল।
সঘনে সবাই বলে 'হরি হরি' বোল॥

শ্রীশ্রীরা[illegible]র জন্মলীলা বা রাধাষ্টমী।

(ভাদ্র-শুক্লাষ্টমীর মধ্যাহ্নকালে জন্ম।)

(১) কল্যাণী।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

প্রিয়ার জন[illegible]-, [illegible]দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া-নগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু॥

গদাধর-মুখ, হেরি পুনঃপুন, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায়॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি॥
গৌরাঙ্গ-নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এহেন আনন্দে, এ দাস-বল্লবী গায়॥

(২)—কল্যাণী।

ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা-নক্ষত্র তথি
শ্রীমতী-জনম সেই কালে।
মধ্যদিন-গত রবি দেখিয়া বালিকা-ছবি
জয় জয় দেই কুতূহলে॥
বৃষভানু-পুরে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি রাজা হৈল মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ-সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সবে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈলা অনুকূলে
এহেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এই ত মানুষ নয়
কোন্ ছলে কেবা জনমিলা।

ঘনশ্যাম-দাসে কয় না করিহ সংশয়
কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয় হইলা ॥

(৩)—ঝুমর।

বৃষভানু-পুরে আজি আনন্দ-বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই ॥

দধি ঘৃত নবনীত গো-রস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥

গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লয়ে নড়ি ॥

বৃষভানু-রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই-গীত গায় চারি-পাশে ॥

লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি ॥

গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল ॥

কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা-জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥

কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস-উদ্ধব হেরি আনন্দ-হৃদয় ॥

মহারাস।

(কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই উৎসব।)

(১) কামোদ।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

নাচত গৌর, রাস-রস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ-সমাজ-, রমণীগণ যৈছন, তৈছন অভিনয়-রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ-মাঝ।
গাওত বাওত, মধুর ভকত শত, মাঝহি বর-দ্বিজরাজ॥ধ্রু॥
তা তা থ্রিমি থ্রিমি, মৃদঙ্গ বাজত, রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণ, আর স্বরমণ্ডল, সুমিলিত করু করতাল॥
এহেন আনন্দ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে, নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পাওব, কহ রাধামোহন-দাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে গোপীগণের যমুনা-পুলিনে
অভিসার ও মিলন।

(২)—কানড়া।

শরদ-চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী-গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেমহিঁ রোপি মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলীক কল লোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহিঁ দেহ একু নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু একু কুণ্ডল দোলনী॥

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতী-বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলী গলিত বেণী লোলনী।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছন মিলল গোকুলচন্দ গো ন্দ-দাস বোলনী॥

অথ গোপীগণের অনুরাগ-পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট উক্তি
ও তচ্ছ্রবণে গোপীগণের কা•রতা।

(৩)—যথারাগ।

ব্রজবধূ নাগরে ভেটিল আসি বনে।
যেন নব-ঘন দেখি তৃষিত চাতক-পাখী
পরাণ পাইলা জনে জনে॥
দেখি সতীকুল-মুখ হৃদয়ে বাড়িল সুখ
হাসি কানু বলে ধীরে ধীরে।
তোমরা কুলবতী সতী গৃহে তোমাদের পতি
ছাড়ি কেনে আইলা নিশি ঘোরে॥
কাননে পশুর ভয় ব্রজে কি বিপদ হয়
কিবা আমা-দরশন-কাজে।
পূরিল মনের কাম যাহ নিজ-নিজ-ধাম
রাধা-দাস কহে মন-সাধে॥

(৪)—ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব্ কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান॥

টুটল সবহুঁ মনোরথ-করণী।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিষিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক শানে।
কিঙ্করীগণে জনু কেশে ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরম-যুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কি কুমারী-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ-যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করত বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ-দাস॥

অথ গোপীগণ সহ রাস-বিহার।

(৫)—বরাড়ী।

গোপীর করুণা শুনি রসিক নাগরমণি
পরম সদয় হাস্যমুখে।
চুম্ব আলিঙ্গন দান করি প্রভু ঘনেঘন
তুষিলা পরমানন্দ-সুখে॥

প্রফুল্ল গোপিনীগণ বেড়িল জীবন-ধন
হাস্য কটাক্ষ নানা রঙ্গে।
মধ্যেতে বিহরে কানু শ্যামসুন্দর-তনু
যেন চন্দ্র তারাগণ-সঙ্গে ॥
গোপী-কর ধরি ধরি ফিরে বুলে নরহরি,
দেখয়ে সকল বৃন্দাবন।
শুন শুন আরে ভাই পরম রহস্য এই
দ্বিজ-মাধব-বিরচন ॥

(৬)—যথারাগ।

নাচত নাগরী নাগর-কান।
রসবতী পুনঃপুনঃ হেরই বয়ান ॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গাওত সহচরী দেওত তাল ॥
চৌদিকে বেড়িয়া নটিনী-সমাজ।
মাঝে শোহত তঁহি নটবর-রাজ ॥
নট-নটিনীগণ ভেল একসঙ্গ।
চলত চিত্র-গতি অঙ্গ-বিভঙ্গ ॥
করে কর জোরি ভোরি নাচে বালা।
মদন গাঁথল যেন চাঁদকি মালা ॥
পদতলে তাল ধরণী'পর-ধারী।
নাচত রঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি ॥

হেরি ললিতা তব্ লেয়লি ডম্ফ।
বিকট তাল তব্ করল আরম্ভ ॥

হাসি কমল-মুখী কহে শুন কান।
ইহ'পর পদ-গতি করহ সুঠান ॥

মাতি মদন-মদে মদনগোপাল।
বিকট তাল'পর নাচত ভাল ॥

রীঝি দেয়ল ধনী মোতিম-মাল।
সুখ-ভরে শেখর কহে ভালি ভাল ॥

(৭)—যথারাগ।

শ্রীরাসমণ্ডল-মাঝে কিশোরী কিশোর।
দুহুঁ মেলি নাচত আনন্দ নাহি ওর ॥

রাই-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর-কানাই।
নাচিতে নাচিতে দোঁহে যায় একঠাঁই ॥

তা দেখি ময়ূর-সব নাচে ফিরি ফিরি।
'জয় রাধাকৃষ্ণ' বলি ডাকে শুক-শারী ॥

ফুল-ভরে তরু-লতা লম্বিত হইয়া।
চরণ-পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া ॥

বৃন্দাবনে আনন্দ-হিল্লোল বহি যায়।
গোবিন্দ-দাস দোঁহার চরণে লোটায় ॥

অথ রাসাবসানে জলকেলি।

(৮)—বিহাগড়া।

দুহুঁজন-নটন-, পরিশ্রম অতিশয়, প্রিয় সহচরীগণ মেলি।
নিকটহি যমুনা-, নীর সুশীতল, পৈঠি করত জলকেলি॥
দেখ রাধামাধব রঙ্গে।
হেম-কমলিনী-সনে, নীল-কমল জনু, ভাসই যমুনা-তরঙ্গে॥
চৌদিকে সখীগণ, করে কর-বন্ধন, মাঝহিঁ রাধা-কান।
চলমণ্ডুক-ধ্বনি, করে জল উছলনি, আনন্দে কয়ল সিনান॥
অপরূপ শ্যাম-, চরিত কোই সমঝব, সখী-সঙ্গে কেলি-বিলাস।
সব-জন-মরমে, নিকট মঝু বিহরত, বহতহিঁ ইহ শ্যামদাস॥

অথ কুঞ্জে ভোজন-লীলা ও তদন্তে শয়ন।

(৯)—সুহিনী।

রাধা-মাধব সখীগণ-সঙ্গ।
নাহি উঠিল তীরে মোছল অঙ্গ॥
সবে মেলি কয়ল বসন পরিধান।
করতহিঁ বহুবিধ বেশ বনান॥
বৈঠল দুহুঁজন নিরজন-কুঞ্জে।
রতন-পাঠ'পর আনন্দ-পুঞ্জে॥
বহু উপহার তাঁহি আনি দেল।
ভোজন কয়ল সখীগণ মেল॥
ভোজন সারি শয়ন-পরিযঙ্কে।
নাগরী শুতল নাগর-অঙ্কে॥

ললিতা তাম্বূল-বীড় বনাই।
উদ্ধব-দাস কব্ দেওব যোগাই॥

(১০)—কেদার।

[রাস-জাগরণে, নিকুঞ্জ-ভবনে, এলাইয়া আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি, পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি! হের দেখ সিয়া বা।
নিঁদ যায় ধনী, চন্দ্র-বদনী, শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, সিথান করেছে, বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে, নাসার বেশর, হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল, না করিহ রোল, দাস-জগন্নাথ ভণে॥

সখি! তোরা ধীরে ধীরে কও না কথা, রাই যেন জাগে না। জাগ্‌লে রাই ঘুচাবে পা, কারও সুখ হবে না। আলো চিত্রা! তোমাদের মুখে কি ছোট কথা আসে না।

(১১)—বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লী-কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীলমণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়নে, মীলিত নয়নে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চান্দের উপর চান্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল-গান।
মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈল নিরমাণ॥

মন্দ মলয়জ-, পবন বহ মৃদু মৃদু, ও-সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন, দোঁহার দুহুঁ জন, কহয়ে রায়-বসন্ত॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্মলীলা বা অদ্বৈত-সপ্তমী।

(মাঘী শুক্লা সপ্তমীর মধ্যাহ্নকালে উৎসব।
তৎকালে ইহা অবশ্য কীর্ত্তনীয় বা পাঠ্য।)

(১)—সিন্ধুড়া।

এ-তিন-ভুবন-মাঝে অবনীমণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর-গ্রাম॥
কুবের-পণ্ডিত তায় শুদ্ধসত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভাদেবী তাঁহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন-কাজে নাভাদেবী-গর্ভ-মাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ-মাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী-দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।

দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত-মতি
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগ-জনে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব-দাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীনহীনে॥

(২)—কল্যাণী।

কুবের-পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত-কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ॥
যত পুরনারী, শিশু-মুখ হেরি, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃপুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য-সীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার॥

(৩)—যথারাগ।

জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ-মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী-দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল-মহান্ত-মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ-নাম॥

কলি-কালসাপে জীবে করিল গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মলীলা বা নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী।

(মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীর মধ্যাহ্ন-কালে উৎসব।
তৎকালে ইহা অবশ্য কীর্ত্তনীয় বা পাঠ্য।)

(১)—শ্রীরাগ।

বাঢ়দেশে নাম, একচক্রা-গ্রাম, হাড়াই-পণ্ডিত-ঘর।
শুভ-মাঘ-মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর॥
হাড়াই-পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণীমণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করে কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল পরসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥

(২)—যথারাগ।

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-রাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥
মাঘ-মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নামে গ্রামে॥

হাড়াই-পণ্ডিত-নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা তানে করি পিতা-ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু-বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ-নাম॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাঢ়িতে লাগিলা পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদ-যুগে গান॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মলীলা বা গৌরপূর্ণিমা।

(ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে জন্ম ও উৎসব।
তৎকালে ইহা অবশ্য কীর্ত্তনীয় বা পাঠ্য।)

(১)—ভাটিয়ারী।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম-হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥

জগ ভরি 'হরিধ্বনি' উঠে ঘনেঘন।
আবাল-বনিতা আদি নর-নারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
"হরি হরি"-ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ-দাস॥

(২)—তুড়ী।

জয়-জয়-কলবর নদীয়া-নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা-দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ-প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ-অবতার।
যশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব-সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব-ঘোষে কহে মনে করি আশা।
গোরা-পদদ্বন্দ্ব মোর কেবল ভরসা॥

(৩) যথারাগ।

নদীয়া-আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গ-শশী, ভাসিল সকলে কুতূহলে।
ভাগিল গগন-শশী, মাখিল বদনে মসি, কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥
বামাগণ উচ্চস্বরে, জয়-জয় ধ্বনি করে, ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।
দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেউড় বাঁশী, তুড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক॥
মিশ্র-জগন্নাথ-মন, মহানন্দে নিমগন, শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসব-দুখ, অনিমিখে পুত্র-মুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিনয়ে কারে, দেবে নরে হৈল মেশামিশি।
নদীয়া-নাগরী-সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে, হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী, করে দান দরিদ্র-সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌরবিধু সমুদয়, বাসু কহে জীব-ভাগ্যফলে॥

(৪)—কল্যাণী।

নদীয়া-উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরি-ধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত-রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥

(৫) বিভাস বা তুড়ী।

হের দেখ সিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরে, চান্দের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ, কষিত কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর-উদর-, জলদে নিকষিল, স্থির-বিজুরী-পারা॥
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে, ধায় মকরন্দ-লোভে॥
অজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উর হেম-গিরি, এ-লোচন-মনোহর॥

(৬) জয়জয়ন্তী।

চৈতন্য-অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি, আনন্দে হইল বিহ্বল রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব, সবাই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, বলিয়া উচ্চ 'হরি হরি' রে।
মানুষ দেবে মেলি, একঠাঁই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণত হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, দুর্জ্জেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি, কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে, আনন্দে নাচে গায় রে॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি, পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন-দাস রস গান রে॥

দোললীলা বা হোলি।

(ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রথমভোরে উৎসব। তৎপূর্ব্বে সেই রাত্রিতে চাঁচড়।)

চাঁচড়ে যাইবার সময় কীর্ত্তন।

ঐ কাল-রূপে জগৎ আলো হয়েছে, তোমরা দেখ হে।
শ্যাম যেমন চিকণ-কালা, তেমনি বৃষভানুর বালা।
ঐ শ্যামের বামে রাই-কমলিনী, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী
তোমরা দেখ হে, দেখ হে, একবার এসে দেখ হে, দেখ হে॥

চাঁচড় হইতে ফিরিবার সময় কীর্ত্তন।

আজ হোলি খেল্‌বো শ্যাম তোমারি সনে।
একা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে॥

শুন ওহে বনমালি, তোমার ঘুচাইব নাগরালি,
বংশী ফেলাইয়ে দিব গহন-বনে।

শ্যাম তোমার হাতে আবিরি, আমার হাতে পিচকারি,
আমি কুঙ্কুম মারিব তোমার রাঙ্গা-চরণে॥

ভোরবেলা দোললীলা-কীর্ত্তন।

(১) বসন্ত।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

দেখ দেখ ঋতুরাজ-বসন্ত-সময়।
সহচর-সঙ্গে বিহরে গোরারায়॥

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া-নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥

সহচর মেলি ফাগু মারে গোরা-গায়।
কুঙ্কুম পিচকা লেই কেহ কেহ ধায়॥
নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর-আদি-সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
'হরি' বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব-ঘোষ রস করিলা প্রকাশ॥

(২)—বসন্ত।

নিধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী-সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন-তরুলতা রাতুল-বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাসের চিত নয়ন জুড়ায়॥

সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণা রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

(৫)—শ্রীরাগ।

শ্রম-জলে ঢর ঢর তুহুঁক কলেবর
ভিগল অরুণিম বাস।
রতন-বেদী'পর বৈঠল দুহু জন
খরতর বহই নিশাস॥
আনন্দ কহই না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কোই বারি লেই ধায়॥ ধ্রু॥
চরণ পাখালই তাম্বূল যোগায়ই
কোই মোছায়ই ঘাম।
ঐছন তুহুঁ-তনু শীতল করল জনু
কুবলয়-চম্পক-দাম॥
আর সহচরীগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রম-জল কয়লহিঁ দূর।
আনন্দ-সায়রে তুহুঁ-মুখ হেরই
গোবর্দ্ধন-হিয়া পূর॥

অথ ভোজন-লীলা।

(৬)—শ্রীরাগ।

বৃন্দা-রচিত কতেক পরকার।
সখীগণ আনল বহু উপহার॥
রতন-থারী ভরি রাখল তাঁই।
ঝারি ভরি বারি দেওল যাই॥
রতন-আসন'পর বৈঠল কান।
ভোজন করল আপন-মন মান॥
আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনী সখীগণ-পাশ॥
যো কছু শেষ ভুঞ্জল সখী-সাথ।
আচমন করল মুছল পদ হাত॥
শ্যাম-বামে ধনী বৈঠল যাই।
প্রিয় সহচরী কোই তাম্বূল যোগাই॥
শুতল শেজে রাই-ঘনশ্যাম।
চামর বীজন করু দাস-বলরাম॥

বাসন্তী রাসলীলা—শ্রীবলদেবের রাস।

(চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রে এই রাসোৎসব।)

(ধান্যকুড়িয়া-গ্রামে এই রাসোৎসব হইয়া থাকে।)

(১) সুহই।—শ্রীগৌরচন্দ্র।

মধুঋতু-যামিনী সুরধুনী-তীর। উজোর সুধাকর মলয়-সমীর॥
সহচর-সঙ্গে গৌর-নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন-মাঝ॥

খোল-করতাল-ধ্বনি নটন-হিল্লোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন 'হরি হরি' বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ। নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ। নয়নানন্দ-পহুঁ করয়ে বিলাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন।

(২)—কানড়া।

তরু-মূলে রহি কালা কানু। বাওত সুমধুর বেণু॥
শবদে সে গলয়ে পাষাণ। যমুনা বহয়ে উজান॥
গোপীগণ শুনিয়া শ্রবণে। বিগলিত দুকূল পরাণে॥
সব সখী আকুল হইয়া। রাইক নিকটে যাইয়া॥
কাতরে কহে সব বাত। জর জর ভৈ গেল গাত॥
ছোড়য়ে দীঘ নিশ্বাস। সুবদনী কহে মৃদু ভাষ॥
শুনিয়া মুরলী-আলাপন। রায়-বসন্ত আন-মন॥

অথ সখীগণ সহ শ্রীমতীর অভিসার ও মিলন।

(৩)—বেহাগ।

জয় জয় জয়, বিজই কুঞ্জে, কুঞ্জর-বর-গামিনী।
প্রেম-তরঙ্গে, ভরল অঙ্গে, সঙ্গে বরজ-কামিনী॥
গগন-মণ্ডল, অতি নিরমল, বসন্ত-সুখদ-যামিনী।
নীল-বসন, হাটক-বরণ, ঝটকত ঘন-দামিনী॥
তানা নানা নানা, সুললিত বীণা, গান করত সজনী।
রুণু ঝুনু ঝুনু, নূপুরে নূপুরে, বোলত নূপুর কিঙ্কিণী॥

বাজে রবাব, বীণা পাখোয়াজ, ঠমকি-ঠমকি-চলনী।
যন্ত্র তন্ত্র, তাল মান, ধনি ধনী নব-যৌবনী॥
মিলল শ্যাম, কুঞ্জ-ধাম, নিরুপম-রস-সায়নী।
গোবিন্দ-দাস-, সুখ নাহি ওর, হেরি শ্যাম-মনমোহিনী॥

অথ রাস-বিলাস।

(৪)—যথারাগ।

সরস-বসন্ত-, সময় বন শোহন, মোহন মোহিনী-সঙ্গ।
অপরূপ রাস-, বিলাসহিঁ নিমগন, তুহুঁ তুহুঁ-অঙ্গহিঁ অঙ্গ॥
দেখ সখি! রাস-বিলাস।
কত কত যন্ত্র, তন্ত্র সঙারত, কতহুঁ রাগ-পরকাশ॥ ধ্রু॥
যূথহিঁ যূথ, মিলি সব কামিনী, যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী, গাওত মদনগোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ, ডম্ফ স্বরমণ্ডল, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-রোল।
বহুবিধ তাল, মান ধরু করতলে, অনন্ত-আনন্দ-হিল্লোল॥

(৫)—বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম-সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগমগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণুঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী-রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥

বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা ঋ গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ-গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল একু রাব॥
শ্রম-ভরে গলিত ললিত করবী-যুত
মালতী-মাল বিথারিত মোতি।
সময়-বসন্ত- রাস-রস-বর্ণন
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥

(৬)—কেদার।

রজনী-উজাগরী, নাগর-নাগরী,
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয়-রস-ভরে, শ্যাম-নাগর-কোরে,
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি! অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম-নাগর-কোরে, শুতিয়া রহল ধনী,
কানু নেহারে মুখ-চান্দে॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল, ভালে লাগিয়াছে, সিন্দূর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ, বিনন পাটের জাদ, বীড় খসল কর বামে॥
নীল বসন ভিগি, অঙ্গে লাগিয়াছে, শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ-কলা, মেঘে গরাসল, নিরখই গোবিন্দ-দাস॥

(৭)—ললিত।

দেখ সখি! গোরী শুতল শ্যাম-কোর।

লাগল নীল-, রতন কিয়ে কাঞ্চন, কুবলয় চম্পক জোর॥
গোরী-সুনাগরী-, অধরে অধর ধরি, ঘুমায়ল বিদগধ-চোর।
কনয়-কমলে অলি, মাতি রহল জনু, হিমকরে শ্যাম-চকোর।
পীন পয়োধর, তুঙ্গ মনোহর, রাতুল কর-যুগ সাজ।
উলটি কমল, বিকচ কিয়ে ঝাঁপল, কনয়-ধরাধর-রাজ॥
নাগরী-গুরু-উরে, নাগর বেঢ়ল, নাগরী-ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরী যৈছে, বেঢ়ল দুঁহু-তনু, গোবিন্দ-দাস রহু ধন্দ।

নগর-কীর্ত্তন ও বিবিধ-কীর্ত্তন।

(১)

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥

(২)

হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ॥
(এইরূপ যতক্ষণ পারা যায় বলিতে হইবে।)

(৩)

হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই।
হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই॥
(এইরূপ যতক্ষণ পারা যায় বলিতে হইবে।)

(৪)

হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই।
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই॥

(এইরূপ যতক্ষণ পারা যায় বলিতে হইবে।)

(৫)

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ॥

(এইরূপ যতক্ষণ পারা যায় বলিতে হইবে।)

(৬)

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই ত আমার প্রাণ রে॥

(৭)

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

(৮)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(পরম-মঙ্গলময় এই 'হরিনাম'-মহামন্ত্র যত পারেন কীর্ত্তন করিবেন।)

(৯)

একবার ডাক্ রে নিতাই গৌর বলে ভাই,
ডাক্ রে নিতাই গৌর ব'লে।

ও তোর সকল জ্বালা দূরে যাবে ভাই, কোনো জ্বালা রবে না রে,
আমার নিতাই-গৌরাঙ্গ-নামে তোর কোনো জ্বালা রবে না রে।
ও তোর প্রেমানন্দের উদয় হবে, তোর নিরানন্দ দূরে যাবে ভাই,
আমার নিতাই-গৌর-নামের গুণে, তোর নিরানন্দ দূরে যাবে ভাই

একবার ডাক্ রে নিতাই গৌর ব'লে ভাই,
ডাক্ রে নিতাই গৌর বলে ॥

(১০)

গৌরাঙ্গ-প্রেমার ভরে মাতিল নিতাই।
মাতিল নিতাই জগৎ মাতালো নিতাই ॥
নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালো রে ভাই,
বলে দেখো যেন পড়ো না রে,
তোমরা গৌর-প্রেমে মত্ত হ'য়ে দেখো যেন পড়ো না রে।
বড় গরব করে বলে নিতাই গৌর আমার ভাই রে,
ওরে গৌর আমার ভাই, ওরে গৌর আমার ভাই রে।
নিতাই জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিয়ে বলে ভাই ভাই রে,
নিতাই আমার গৌর-প্রেমে মত্ত হ'য়ে রে।
জগত-মাঝারে এমন দয়াল আর নাই রে,
আমার নিতাই-চাঁদের মত এমন দয়াল আর নাই রে।
নিতাই অযাচকে প্রেম যাচে, এমন দয়াল আর নাই রে ॥

(১১)

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই রে।

ইহ পরকালে গতি গৌরাঙ্গ নিতাই রে।
নিতাই চৈতন্যের নাম যুগে যুগে গাও রে।
হও রে মন প্রেম-ভিখারী, প্রেম দিবেন সেই গৌরহরি।
রাখ হৃদয়ে ভরি সুধামাখা নাম রে।
এই হরিনাম যত লবে তত আরো স্বাদ পাবে।
তাপিত প্রাণ শীতল হ'বে কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন রে॥

(১২)

গৌরহরি বল, হরি বল, হরি বল রে মাধাই।
আমাদের নিতাই চৈতন্য বই আর গতি নাই।
ওরে সেধে যেচে প্রেম বিলাতে নিতাই বই আর কেহ নাই।
ওরে মা'র খেয়ে প্রেম যাচে এমন দয়াল দেখি নাই।
ওরে অধম পতিত তরাইতে নিতাই বই আর কেহ নাই।
ওরে আচণ্ডালে প্রেম বিলাতে নিতাইর মত কেহ নাই।
আমি দেখে এলাম দেশ-বিদেশে এমন কোথাও দেখি নাই।
দেখার কথা দূরে থাক্ কাণেও কভু শুনি নাই।
তাই বলি ভাই সব ছাড়ি ভজ গৌরাঙ্গ ভজ নিতাই।
আর কাজ কি মোদের গৃহবাসে চল নিতাইয়েব সঙ্গে যাই।
ও ভাই দু'বাহু তুলিয়ে বল—হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই॥

(১৩)

নিতাই এনেছে নাম হরি বল হরি বল।
জীবের দশা মলিন দেখে রে।

এই কলিযুগের জীবের ভাগ্যে,
নিতাই এনেছে নাম, বড় দয়াল বটে হে।
আমার নিতাই নইলে নাম কে বিলাতো,
এমন দয়াল আর কেবা আছে,
আমার নিতাই-চাঁদের মত এমন দয়াল আর কেবা আছে।
নিতাই বড় দয়াল বটে হে।
নিতাই এনেছে নাম হরি বল হরি বল॥

(১৪)

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তারা,
তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজের বলাই কানাই তারা,
তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা নিতাই গৌর নাম ধরে তারা,
যারা অযাচকে প্রেম যাচে তারা,
যারা জী র দুখ সইতে নারে তারা,
যারা মা যশোদার নয়ন-তারা তারা,
যারা মা'র েয়ে প্রেম যাচে তারা,
যারা শচী-মাতার নয়ন-তারা তারা,
যারা দেবের আরাধ্য-ধন তারা,
তারা দু'ভাই এসেছে রে॥

(১৫)

বল হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥
(ন'দে-বাসীর ঘরে ঘরে রে।)

দিবানিশি বল হরি পাবে পরিত্রাণ রে।
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই রে।
নামাভাসে অজামিল ত'রে গেল ভাই রে।
হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে ভাগ্যবান্ রে।
বল হরি ও রাম রাম হরি ও রাম ॥

(১৬)

সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে য়ে য়ে।
বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে।
আজ বুঝি মোদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে।
নইলে কেন প্রেমানন্দের উদয় হয়েছে।
ঐ শোন ভাই ভুবন-মঙ্গল ধ্বনি উঠেছে ॥

(১৭)

হরি বোল হরি বোল ব'লে,
কে যায় ন'দের বাজার দিয়ে।
যা রে যা রে মাধাই দেখে আয়,
আমাদের গৌর যায় কি নিতাই যায় ॥

(১৮)

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে ॥
গোরার রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর রুণুঝুনু বাজে।
গৌর নাচে নিতাই নাচে অদ্বৈত তার মাঝে ॥

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গৌর ঘিরি ফেরি নাচে প্রভু-নিত্যানন্দ ॥
দেখো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের কাছে।
রাধা-ভাবে গড়া তনু ধূলায় প'ড়ে পাছে ॥
সোণার অঙ্গ গৌর আমার ধূলায় প'ড়ে পাছে ॥

(১৯)

কি প্রেম আনিলা ন'দেপুরে গোরারায়।
প্রেম শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায় ॥

(২০)

আর কেন ভাই আয় না সবাই গৌর ব'লে ডাকি।
গৌর ব'লে ডাকি আমরা নিতাই ব'লে ডাকি।
সবাই তরে গেল শুধু আমরা রইলাম বাঁকী।
নাম ভুল না ও রসনা যত দিন আর থাকি ॥

(২১)

এস নদীয়া-বিহারী গোরারায়, দু'ভাই গৌর নিতাই।
একবার এস হে, দয়া করে ওহে গৌর, একবার এস হে,
হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে, একবার এস হে,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে একবার এস হে,
তোমরা দুটী ভাইয়ে নৃত্য ক'রে একবার এস হে,
একবার এস গৌর, এস নিতাই, একবার এস হে,
এস নদীয়া-বিহারী গোরারায়, দু'ভাই গৌর নিতাই ॥

(২২)

ওহে নিতাই গৌর সীতানাথ,

প্রভো ! এইবার আমায় দয়া কর হে।

প্রভু আমি ভজন জানি না হে এইবার,

প্রভু তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে এইবার,

প্রভু বড় ভয় পেয়ে তোমারে ডাকে এইবার,

প্রভু আর ত কভু ডাকি নাই হে এইবার,

প্রভু কোন্ মুখে চাহিব দয়া এইবার,

বড় সরম যে লাগে হে প্রভু এইবার,

ও তাই নিজ-গুণে দয়া কর হে এইবার,

এইবার আমায় দয়া কর হে॥

(২৩)

এই কৃপা ক'রো মোরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি॥

দেখো যেন ভুলি না হে, ও গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ আমার॥

(২৪)

হরি হরি হরি ব'লে গৌরাঙ্গ নাচে।

আয় গো তোরা দেখে যা গৌরাঙ্গ নাচে।

ন'দের বাজার আলো ক'রে গৌরাঙ্গ নাচে।

হেলে দুলে বাহু তুলে গৌরাঙ্গ নাচে।

চাঁদ-নিতাইয়ে সঙ্গে ল'য়ে গৌরাঙ্গ নাচে।

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ'য়ে গৌরাঙ্গ নাচে।

প্রেমে জগৎ ভাসাইয়ে গৌরাঙ্গ নাচে।

আচণ্ডালে প্রেম দিয়ে গৌরাঙ্গ নাচে।
হরি হরি বোল ব'লে গৌরাঙ্গ নাচে।
কত ভঙ্গী ক'রে গৌর নাচে, গৌরাঙ্গ নাচে।
তোরা এমন কভু দেখিস্ নাই, গৌরাঙ্গ নাচে।
ওরে ঘরের বাহির হ'য়ে দেখ্ গৌরাঙ্গ নাচে।
ওরে নিতাই নাচে গৌর নাচে গৌরাঙ্গ নাচে॥

(২৫)—ধানশী।

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন-তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সুখেতে, সে প্রাণ-বঁধুরে, নয়নে নয়নে থোব॥

সই! কহ না গৌর-কথা।

গৌর-নাম, অমিয়া-ধাম, পিরীতি-মূরতি-দাতা॥ ধ্রু

গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর করিলাম সার।
গৌর বলিয়ে, জনম যাউক, কিছু না চাহিয়ে আর॥

গৌর ভকতি, গৌর মুকতি, গৌর বেদের সার।
গৌর ভজহ, গৌর সাধহ, গৌর করিবে পার॥

গৌর-গমন, গৌর-গঠন, গৌর-মুখের হাসি।
গৌর-বচন, অমিয়া-সিঞ্চন, মরমে রহল পশি॥

গৌর-শবদ, গৌর-সম্পদ, যাহার হৃদয়ে জাগে।
দাস নরহরি, অনুগত তারি, চরণে শরণ মাগে॥

(২৬)—বিভাস।

গৌর নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিতু দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানা'ত কে ॥
মধুর বৃন্দা-, বিপিন-মাধুরী-, প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার ॥
গাও পুনঃপুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ-ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥

(২৭)—ধানশী।

গৌরাঙ্গ আমার, ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার, কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥
গৌরাঙ্গ আমার, পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার, সরবস-ধন, তাঁহার দাসী যে আমি ॥
হরিনাম-রবে, কুল মজাইয়া, পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব, করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে ॥
গুরুজন-বোল, কাণে না করিব, কুল শীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই, গৌর-পদে বিকাইব ॥

(২৮)—যথারাগ।

কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বক, বিদরিয়া মরি, তেঁই সে তোমারে কই ॥

বেলি-অবসানে, ননদিনী-সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥

সঙ্গে ননদিনী, কাল-ভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান শুকা'য়ে গেল॥

গৌর-কলেবর, করে ঝলমল, শরদ-চাঁদের আলো।
সুরধুনী-তীরে, দাঁড়াইয়া আছে, ছু'কূল করিয়া আলো॥

বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, ননদী হইল কাল॥

কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল শীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে॥

(২৯)—ললিত-ঝিঝিট।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া।
'হরিনাম'-মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥

(৩০)—ভূপালী।

অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা।
দশদিকময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা॥
রাধার মাধুরী, অনঙ্গ-মঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব সখীগণ-প্রাণ।
যাঁহার লাবণি, মণ্ডপ-সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥
নিতাই-সুন্দর, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন শেজে:
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলাসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥
নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, চলিব ব্রজের পুরে।
দাস-বৃন্দাবন, এই নিবেদন, নিতাই না ছেড়ো মোরে॥

(৩১)—পঠমঞ্জরী।

নিতাই মোর জীবন-ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব॥

গঙ্গা যাঁর পদ-জল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুখ পেয়ে মরে॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ-মুখখানে॥

(৩২)—শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসালো অবনী॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে॥
দীন-হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বাণ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাত কৈল॥

(৩৩)—শ্রীবেহাগ।

চন্দ্রবদনী ধনী মৃগ-নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি॥
মধুর-হাসিনী কমল-বিকাশিনী
মোতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী।

থির-সৌদামিনী গলিত-কাঞ্চন জিনি

তনু-রুচি-ধারিণী পিক-বচনী॥

উর-লম্বিত বেণী মেরু'পর যেন ফণী

আভরণ বহু মণি গজগামিনী।

বীণ-পরিবাদিনী চরণে নূপুর-ধ্বনি

রতিরসে পুলকিনী জগ-মোহিনী॥

সিংহ জিনি মাঝা খিণী তাহে মণি-কিঙ্কিণী

কাঁপি উঠলি তনু পদ-অরুণী।

বৃষভানু-নন্দিনী জগজন-বন্দিনী

দাস-রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী॥

(৩৪)—যথারাগ।

ভজ গোবিন্দ গোপালা। অধম-উদ্ধারণ নন্দলালা॥

মথুরামে হরি, জনম লিয়ো হৈ, সঙ্গে লিয়ে ব্রজবালা।

বৃন্দাবনমে, গৌ চরাওত, গোকুলে খেলত নন্দলালা॥

পুন মথুরা আওয়ে, রজক নাশাওয়ে, পহিরায়ো সব গোপালা।

উগ্রসেনকো, রাজতিলক দিয়ে. ফিরে মথুরাকো ভূপালা॥

(৩৫)—গৌরী।

জয় নন্দ-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ,

রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।

সো শচী-নন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,

সুরমুনিগণ-মনোমোহন-ধাম॥

জয় নিজ-কান্তা-, কান্তি-কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী-, লোচন-মঙ্গল,
জয় নদীয়াবধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন,
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘন-রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল, বলরাম-প্রিয়ানুজ,
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন-, গণ-ভয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ॥

(৩৬)—বেলাবেলী-করুণ।

শ্যাম-বঁধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন্ শুভ দিনে, দেখা তোমা-সনে, পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে, ও চাঁদ-বদন, ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ, করে আনচান, দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া, দেহ পদ-ছায়া, শুন হে পরাণ কানু।
কুল শীল সব, ভাসাইনু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু।
সৈয়দ-মরতুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পদে, জীবন মরণ ভরি॥

মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ-আরতি।

(শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে ভোজন।)

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী।
দীন দয়াময় হিতকারী॥ ধ্রু॥
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গে করি নিমন্ত্রণ।
কত যত্নে নিতে এলো আপন-ভবন॥
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
শান্তিপুরে মোর গৃহে কর আগমন॥
প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
আনন্দেতে হুলু দিচ্ছে যত নারীগণ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী আর শান্তিপুর-নারী।
হুলুহুলু-রব দেয় গোরা-মুখ হেরি॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু! কর অবধান।
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বামেতে অদ্বৈত-প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য-গোসাঁই॥
শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি।
ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী॥

গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন॥
মোচাঘণ্ট থোড় লাউ রসাদি ব্যঞ্জন:
জগন্নাথ-সুত করেন আনন্দে ভোজন॥
ঘৃতান্ন পুষ্পান্ন পরমান্ন সুমধুর।
মুদ্গ বড়া মধুরাম্ল অম্ল রসপূর॥
কত রাঁধিয়াছে সীতা অতি সুরসাল।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর দুলাল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
মালপোয়া সরভাজা আর লুচি পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী॥
না জানিয়ে পরিপাটি না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুঠি করহ ভোজন॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ-খড়িকায় কৈল দন্ত-শোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ-দাস করে পাদ-সম্বাহন॥

ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥

ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম-দাস মাগে সেবা-অভিলাষ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ-আরতি।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
গিরিধারী গিরি-গোবর্দ্ধনধারী।
কেলি-কলারস-মনোহারী॥

মধ্যাহ্ন-কালেতে রাই সূর্য্যপূজা-ছলে।
আইলেন রাধাকুণ্ডে মহা কুতূহলে॥

সখী-সঙ্গে আসি রাই কৃষ্ণেরে মিলিলা।
রাধাকুণ্ডে কত রঙ্গে জলকেলি কৈলা॥

কেলি সমাধিয়া সবে কুণ্ড-তীরে উঠি।
বেশভূষা করিলেন মহাপরিপাটি॥

তবে কৃষ্ণ বসিলেন করিতে ভোজন।
পরিবেশন করে রাই আনন্দিত-মন॥

মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি বহু পরকার।
আনন্দে ভোজন করেন নন্দের কুমার॥

সরভাজা ক্ষীরপুলি লাড্ডু সুরসাল।
আনন্দে ভোজন করেন যশোদা-দুলাল॥
মালপুয়া মনোহরা বাতাসা বুঁদিয়া।
আনন্দে ভোজন করেন নন্দ-দুলালিয়া॥
অমৃতকেলিকা খণ্ড মিছরি মাখন।
আনন্দে ভোজন করেন যশোদানন্দন॥
অমৃতী জিলিপি পেঁড়া মধুর রসালা।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীনন্দের লালা॥
কর্পূর-কেলিকা পদ্মচিনি পানা ফেণি।
আনন্দে ভোজন করেন ব্রজ-নীলমণি॥
ক্ষীরিণী কদলী আতা আনারস আম।
খর্জ্জুর কমলা বেল নারাঙ্গা বাদাম॥
ছোহারা দাড়িম দ্রাক্ষা পানীফল কুল।
থালী ভরি দিল কত মিষ্ট ফল-মূল॥
আনন্দে ভোজন করেন নন্দের নন্দন।
সখী-সঙ্গে দেখে রাই আনন্দে মগন॥
ভোজন সমাধি কৃষ্ণ কৈলেন আচমন।
বদনে তাম্বূল তবে দিলা সখীগণ॥
রত্ন-শেজে গিয়া কৃষ্ণ করিলা শয়ন।
সখী-সঙ্গে কৈলা রাই প্রসাদ-ভোজন॥
তবে সব সখী মেলি রাই লৈয়া কোলে।
কৃষ্ণ-পাশে শোওয়াইলা মহা কুতূহলে॥

করিতে লাগিলা সবে বিবিধ সেবন।
সুখে নিদ্রা গেলা দোঁহে যুগল-রতন॥
দোঁহ হেরি সখী সব আনন্দে বিভোর।
প্রেমে ভরিল চিত সুখের নাহি ওর॥

সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি।

গৌরী।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তন-মধুর-ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুম-কুলে বনি বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো যোড় করে।
সহস্র-বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-ভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভ-দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি।

ইমন্ কল্যাণী।

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পটাম্বর ওঢ়ে নীল-শাড়ী।
সীঁথক সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয়-সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি-অঙ্গ-জ্যোতি॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালী।
আরতি করতহিঁ ললিতা-পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস-মনোহর করত ভরসা॥

শ্রীশ্রীগোপালদেবের সন্ধ্যা-আরতি।

গৌরী।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম-কালকি।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি॥

গোঘৃত-রচিত কর্পূরক বাতি
ঝলকত কাঞ্চন-থালকি।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু-কোটি-ছবি
মুখ-শোভা নন্দলালকি॥
চরণ-কমল'পর নূপুর রাজে
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি।
ময়ূর-মুকুট পীতাম্বর শোহে
বাজত বেণু রসালকি॥
সুন্দর লোল কপোলনা কিয়ে ছবি
নিরখত মদনগোপালকি।
সুর-নর-মুনিগণ করতহিঁ আরতি
ভকত-বৎসল প্রতিপালকি॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁজরি
অঞ্জলি কুসুম-গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ-দাসগোস্বামী
মোহন গোকুল-লালকি॥

আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি॥

মদনগোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল।
যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দ-দুলাল।
নন্দ-দুলাল জয় জয় গিরিধারী লাল।
গিরিধারী লাল জয় জয় রাধারমণ লাল।
রাধারমণ লাল জয় জয় রাধাবিনোদ লাল।

রাধাবিনোদ লাল জয় জয় রাধাকান্ত লাল।
রাধাকান্ত লাল জয় জয় গোবিন্দগোপাল।
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌরগোপাল।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল।
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল।
ভজ সীতা-অদ্বৈত দয়াল।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপাল॥

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা-আরতি।

(১)

নমো নমঃ তুলসি মহারাণি।
বৃন্দে মহারাণি! নমো নমঃ॥ ধ্রু॥
নমো রে নমো রে মেইয়া নমো নারায়ণী॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি॥
ধন্য তুলসি পূরণ তপ কিয়ে
শালগ্রাম-মহাপাটরাণী।
ধূপ দীপ নৈবদ্য আরতি
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি॥

ছাপান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি।
শিব-সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
চন্দ্রসখী মেইয়া তেরা যশ গাওয়ে
ভকতি দান দিয়ে মহারাণী॥

(শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে; আর কিছু চাই না হে; ওগো বৃন্দে হারাণি! যুগল-চরণ বিনা আর কিছু চাই না হে; শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল-চরণ বিনা আর ত কিছু চাই না হে।)

(২)

নমো নমঃ তুলসি কৃষ্ণ-প্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী॥

যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন-বাসী।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ-দাসী॥
মোর মনে এই অভিলাষ বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস
নয়নে হেরিব সদা যুগল-রূপরাশি।
দীন-কৃষ্ণদাসে কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমানন্দে সদা ভাসি॥

শ্রীশ্রীজয়দেবী।

গুর্জ্জরী।

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রু ॥
(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল,
জয় যশোদা-দুলালা, ভজ ভজ নন্দলালা,
(জয় জয় দেব হরে !)
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস।
(জয় জয় দেব হরে।)
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
(জয় জয় দেব হরে।)
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান।
(জয় জয় দেব হরে।)
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।
(জয় জয় দেব হরে।)
জনক-সুতা-কৃত-ভূষণ জিত-দূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
(জয় জয় দেব হরে।)

অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
শ্রী-মুখচন্দ্র-চকোর।
(জয় জয় দেব হরে।)
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।
(জয় জয় দেব হরে।)
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি॥
(জয় জয় দেব হরে!)

ইহার পরেই নামমালা কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা ঃ—

নামমালা।

জয় জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে।
জয়দেবের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে।
সীতানাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে।
রূপ-গোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে।
সনাতনের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপানাথ রাধে।
মধু-পণ্ডিতের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে।
জীব-গোস্বামীর প্রাণধন হে॥

জয় জয় রাধা-রমণ রাধা-রমণ রাধে।
গোপাল-ভট্টের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-বিনোদ রাধা-বিনোদ রাধে।
লোকনাথের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে।
দাস-গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে।
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-বঙ্কবিহারী রাধা-বঙ্কবিহারী রাধে।
হরিদাস-স্বামীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-রাধাকান্ত রাধা-রাধাকান্ত রাধে।
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধাবল্লভ রাধা-বল্লভ রাধে।
হরিবংশের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-বংশীধারী রাধা-বংশীধারী রাধে।
প্রিয়াজীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-রাসবিহারী রাধা-রাসবিহারী রাধে।
রাসেশ্বরীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-নটবর রাধা-নটবর রাধে।
অষ্টসখীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র রাধে।
ব্রজবাসীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-কৃষ্ণচন্দ্র রাধা-কৃষ্ণচন্দ্র রাধে।
মা যশোদার প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-ব্রজমোহন রাধা-ব্রজমোহন রাধে।
নরোত্তমের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-কুঞ্জকিশোর রাধা-কুঞ্জকিশোর রাধে।
শুক-শারীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-বনবিহারী রাধা-বনবিহারী রাধে।
ময়ূর-ময়ূরীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-কুণ্ডবিহারী রাধা-কুণ্ডবিহারী রাধে।
ভ্রমরা-ভ্রমরীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা যুগলকিশোর রাধা যুগলকিশোর রাধে।
ভক্তগণের প্রাণধন হে ॥

এই পর্য্যন্ত সন্ধ্যা-আরতির পদগুলি শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে দোল-পূর্ণিমা অবধি বসন্ত-রাগে কীর্ত্তন করিতে হয়।)

ইহার পরেই ভজন-কীর্ত্তনের ৩টী পদ কীর্ত্তন করিতে হয়, যথা :—

পঞ্চতত্ত্বের ভজন-কীর্ত্তন।

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র, হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত-চোর, প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র, হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র।
শ্রীজাহ্নবা-প্রাণ দয়ার্দ্র-চিত্ত, পদ্মাবতী-সুত ময়ি প্রসীদ ॥
সীতাপতি শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র, হা নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধু।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-দয়ার্দ্র-চিত্ত, শ্রী অচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ ॥
রত্নাবতী-নন্দন প্রেমপাত্র, হা নাথ মাধবাচার্য্য-পুত্র।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমরস-বিলাস, হা গদাধর কুরু স্বাঙ্ঘ্রি-দাস ॥

শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্র-চিত্ত, শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈক-পাত্র।
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য, শ্রীবাস-পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ, গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদা-তনয় প্রসীদ, শ্রীবল্লবী-জীবন রাধিকেশ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজেশ্বরী, গান্ধর্ব্বিকা শ্রীবৃষভানু-কুমারী।
হা শ্রীকীর্ত্তিদা-তনয়া প্রসীদ, রাসেশ্বরী গোরী বিশাখা-আলি॥

(২)

(এই পদটী শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পাঠের আদিতেও 'গৌরচন্দ্র'-রূপে কীর্ত্তন করিতে হয়।)

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় যশোদা-নন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত-বৃন্দ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায়-রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
জয় জয় পঞ্চপুত্র-সঙ্গে নাচে রায়-ভবানন্দ।
জয় জয় তিনপুত্র-সঙ্গে নাচে সেন-শিবানন্দ।
জয় জয় দ্বাদশ-গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
(তোমরা) কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ॥

জয় জয় ছয়-চক্রবর্ত্তী অষ্ট-কবিরাজচন্দ্র।
জয় জয় বসুধা-জাহ্নবা গঙ্গা আর বীরচন্দ্র।
জয় জয় হরিদাস বক্রেশ্বর বসু-রামানন্দ।
জয় জয় সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্র গোপীনাথাচার্য্য।
জয় জয় চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র জয় প্রবোধানন্দ।
জয় জয় জগাই মাধাই চাপাল-গোপাল জয় দেবানন্দ।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়ীয়া আদি গৌরভক্তবৃন্দ।
(তোমরা) সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ।
(যেন) আকুল প্রাণে গাইতে পারি শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।
(আমায়) সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।
(আমার) নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ॥

সসখী শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-কীর্ত্তন।

(এই পদটী শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পাঠের শেষেও 'যুগল-নাম'-রূপে কীর্ত্তন করিতে হয়।)

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন-চন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল-চন্দ্র।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীরা বৃন্দা।
(তোমরা) কৃপা করি দেহ যুগল-চরণারবিন্দ॥

(সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন-কালে এই পর্য্যন্ত সমস্ত কীর্ত্তনের পরে নিম্নলিখিত নামকীর্ত্তনগুলির প্রত্যেকটী যতক্ষণ পারেন কীর্ত্তন করিবেন, যথা :—

১। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

২। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

৩। **জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।**
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥

৪। হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ ॥

৫। হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই।
হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই ॥

৬। হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই।
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই ॥

৭। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥

৮। হা রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্দ।
হা রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্দ ॥

অনন্তর কিছুক্ষণ "রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়" বলিয়া অথবা যুগল-মিলনের একটী পদ কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে "হরিহরয়ে

নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ" ইত্যাদি নাম-পূর্ণের পদটী কীর্ত্তন করিতে হয়; পরে **"হরিধ্বনি"** ও **"প্রেমধ্বনি"** দিয়া শেষ করিতে হয়। এই সমস্ত পদ ও ধ্বনি ইহার **পরে** দ্রষ্টব্য।

নিশীথ-কালীন বিহাগড়া কীর্ত্তন।

জয় জয় গুরু-গোসাঁই শ্রীচরণ সার।
যাঁহার কৃপায় ঘুচে এ ভব-সংসার॥
অন্ধ-পট ঘুচিল যাঁর করুণা-অঞ্জনে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেই জনে॥
এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া।
অনায়াসে যাব ভব-সংসার তরিয়া॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥
জয় জয় গদাধর জয় হে শ্রীবাস।
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥

এই ছয় গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ-সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ-দাস ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ ॥
জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ গৌর যার প্রাণ।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান ॥
দন্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ শ্রীরাধে গোবিন্দ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল-চরণারবিন্দ ॥

অনন্তর "নামমালা" কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা :—

"জয় জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে" ইত্যাদি ৪৩১-৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যুগল-মিলন।

(১)

হায় রে নব-রঙ্গিণী রাধা নব-কুঞ্জে মিলল রে
রঙ্গিণী রাধা নব-রঙ্গিণী রাধা।
শ্যাম-সঙ্গে রস-রঙ্গে পূরায় মন-সাধা॥
শ্যাম নব-জলধর রাই ইন্দুবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
একে নব-যুবতী রসবতী রাই।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে শ্যাম-নাগরের গায়॥
চম্পক-ধরণী রাধা কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে যেন মাতিল ভ্রমর॥
বেণী চূড়া ঘেরাঘিরি ফেরাফিরি বাহু।
শরত-পূর্ণিমার চাঁদ গরাসিল রাহু॥
আধ-গলে মোতির মালা আধ বনমালা।
আধ-অঙ্গ গৌর-বরণ আধ চিকণ-কালা॥
(হায় রে নব-রঙ্গিণী রাধা নব-কুঞ্জে মিলল রে।)

(২)

বৃন্দাবনে রাই মিলল গিরিধারী।
আমরা নিতুই নিতুই যুগল-রূপ এমনি যেন হেরি।
নিকুঞ্জ বেড়িয়া নাচে ময়ূর আর ময়ূরী।
(রাধা-শ্যামের যুগল হেরে রে।)
ডালে ব'সে গান করে শুক আর শারী।

তমাল-গাছের পাতায় পাতায় দেয় করতালী।
গুণ্ গুণ্-স্বরে গান করে ভ্রমর আর ভ্রমরী॥
(রাধা-শ্যামের যুগল হেরে রে।)

(৩)

রাধা-শ্যামের যুগল-মিলন একবার হের্ রে নয়ন।
(একবার হের্ রে নয়ন, হের্ রে নয়ন, হের্ রে নয়ন, হের্ রে নয়ন।
তখন ভ্রমর ডাকে আয় ভ্রমরী
আয় আমরা গুণ্ গুণ্-স্বরে গান করি।
(ঐ রাধা-শ্যামের গুণ আমরা গুণ্ গুণ্-স্বরে গান করি।)
তখন কোকিল ডাকে আয় কোকিলে দেখ্ সে আয়
ঐ দেখ্ স্থির-বিজুরী মেঘের কোলে দেখ্ সে আয়।
(এমন আর ত কভু দেখিস্ নাই রে।)
তখন ময়ূর ডাকে আয় ময়ূরী
আয় আমরা যুগল হেরে নৃত্য করি।
(রাধা-শ্যামকে ঘিরে আনন্দেতে, আয় আমরা আনন্দেতে নৃত্য করি।)
তখন চাতক ডাকে আয় চাতকী দেখ্ সে আয়
আমাদের ভাগ্যে বিজুরী-সহ মেঘের উদয়॥
(আয় অপরূপ দেখ্ সে আয়, আজ ধরাতলে মেঘের উদয়।
আয় অপরূপ দেখ্ সে আয়, তাতে স্থির-বিজুরী শোভা পায়।)

(৪)

জয় জয় জয় রাধা-মদনমোহন।
মদনমোহন রাধা-মদনমোহন।

জয় সনাতনের প্রাণধন মদনমোহন।
শ্রীরূপ-সনাতনের প্রাণধন মদনমোহন॥
(বারেক করুণা কর হে।)

(৫)

মিলল শ্রীবৃন্দাবনে যুগল-কিশোর।
রাইকানু-তুঁহু-রূপে ভুবন উজোর॥
তুহুঁ-মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত-মণি রাই কাঁচা-সোণা॥
নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধব॥
কনকের লতা যেন তমালে বেঢ়িল।
নবঘন-মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই-কানু-রূপের নাহিক উপমা।
কুবলয় চাঁদ মিলল একঠামা॥
রসের আবেশে তুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস-অনন্ত-পহুঁ না পাইল ওর॥

(৬)

শুক-শারীর দ্বন্দ্ব।

(ইহাও একটী যুগল-মিলনের পদ।)

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদন-মোহন।
শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল।
শারী বলে—আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পার্‌বে কেন॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।
শারী বলে—আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,
ঐ যে যাচ্ছে দেখা॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে—আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতে হেলে॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগচ্চিন্তামণি।
শারী বলে—আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী,
তোমার কৃষ্ণে ভাল জানি॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের বংশী করে গান।
শারী বলে—সত্য বটে বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছাই গান॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে—আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে—আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে—আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে মিছাই থানা ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে—আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
তাইতে সাজে ভাল ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে—সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হ'তো কাশীবাসী ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের জীবন।
শারী বলে—আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে কে কার জীবন ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ কালিন্দীর জল।
শারী বলে—আমার রাধা তাহে শতদল,
নৈলে শুধুই যে জল ॥

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ বৃন্দাবনের চাঁদ।
শারী বলে—আমার রাধা ঐ চাঁদ-ধরা ফাঁদ,
চাঁদে বেঁধে রেখেছে ॥

(আমার সোণার বরণী রাধা তোমার কালাচাঁদে বেঁধে রেখেছে, আর নড়্তে যে পারে না গো, ওহে শুক! ঐ দেখ দেখ তোমার চাঁদ আর নড়্তে যে পারে না গো; ঐ দেখ রাইয়ের সোণার অঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন ভাল যে সেজেছে, ঐ দেখ আমার সোণার রাই-বুকে তোমার শ্যামচাঁদ কেমন ভাল যে সেজেছে; দেখ দেখ কি অপরূপ দেখ দেখ, দুঁহু-রূপে জগৎ আলো করেছে, আহা মরি! কেমন যে সেজেছে! ও শুক ঐ যে তোমার কালাচাঁদ আমার সোণার বরণ রাই-অঙ্গে মিশে যে গেছে গো, আমার রাই নিয়ে তার বরণ নিয়ে গৌর-বরণ "গৌরাঙ্গ" হবে ব'লে মিশে যে গেছে গো; ও তোমার কালাচাঁদ আমার রাই ছেড়ে থাকিতে নারে, তাই মিশে যে গেছে গো, "গৌর" হবে ব'লে মিশে যে গেছে গো; রাই নইলে "গৌর" হতে নারে, তাই মিশে যে গেছে গো।

(তখন) শুক বলে শারি আর কেন কর দ্বন্দ্ব॥
(মোদের) রাধা কৃষ্ণ দু'জনার কেহ নহে মন্দ,
(ওরা) দু'জনাই যে ভাল রে॥
শুক শারী দু'জনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা-কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল॥

শ্রীহরিবাসরের গৌরচন্দ্র।

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি—"গোপাল গোবিন্দ"॥

উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
সব যূথ হৈতে আসি যতেক গায়ন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥

নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত।
যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই ভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
এ কোন অদ্ভুত যাঁর সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ করে জগত পবিত্র॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥

যাঁর নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যাঁর নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু-বিশ্বম্ভর
চরণের তাল শুনি অতি-মনোহর॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখ-ভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল আর॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ॥
দাস্য-ভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তন-ধ্বনি অতি মনোহর॥
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন-দেহ হইলা বিবশে॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্তসঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো—সবে সত্ত্ব-কলেবর॥

এইমত নাচে গায় বিশ্বম্ভর-রায়।
নিশি-শেষে ভক্ত-সব গেলা নিজালয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদ-যুগে গান ॥

কার্ত্তিক-মাসে ও নিয়ম-সেবায় কীর্ত্তন।

জয় রাধার দামোদর! দয়া কর হে।
ওহে কার্ত্তিকের অধিদেব! দয়া কর হে
(ওহে জীবগোসাঁইর প্রাণধন! দয়া কর হে।)
ওহে মা যশোদার প্রাণগোপাল! দয়া কর হে।
তুমি বিশ্বপতি বিশ্বম্ভর, দয়া কর হে।
মার বাঁধনে ভীত তুমি, দয়া কর হে।
এ কি তোমার লীলা প্রভু! দয়া কর হে।
কে বুঝে তোমার লীলা, দয়া কর হে।
বড় দয়াল প্রভু তুমি, দয়া কর হে।
তোমার উদরে রজ্জু, দয়া কর হে।
ওহে মা যশোদার বুকের ধন! দয়া কর হে।
তুমি কার্ত্তিকের অধীশ্বর, দয়া কর হে।
দয়া কর ওহে প্রভু! দয়া কর হে ॥

নগর-ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিয়া কীর্ত্তন।

নগর ভ্রমণ করি গৌর এলো ঘরে।
গৌর এলো ঘরে আমার নিতাই এলো ঘরে ॥

সঙ্কীর্ত্তন করিয়ে প্রভু নগরে নগরে।
ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর নিল কোলে॥
নেতের অঞ্চল দিয়ে ধূলি ত ঝাড়িল।
বদন-কমলে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল॥

মধ্যাহ্নে প্রসাদভোজন-কালীন কীর্ত্তন।

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
কলি-ঘোর-মোচন আনন্দ-কন্দ॥
সুরধুনী-তীরে বিহরে দোনো ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিলা জগাই আর মাধাই॥
গোকুল-সখা-সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো পঁহু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ-মাঝে॥
রাবণ-মারী বিভীষণ-উদ্ধারী।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি নিবারণ-কারী॥
শিব-সনকাদি যাঁকো ভেদ না পাওয়ে।
সো পঁহু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে॥
ভকত-বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণদাস-স্বামী যাও বলিহারি॥

ইহার পরেই বলিতে হইবে :—"রাম কহে সুখ ভজে, কৃষ্ণ কহে দুখ যায়, মহিমা মহাপ্রসাদ পাও সাধু প্রেম পিরীতি লাগাই। প্রেমছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয়, শ্রীমহাপ্রসাদকি জয়, দাতা ভোক্তাকি জয়, নগরবাসীকি জয়, চারিধামকি

জয়, চারি সম্প্রদায়কি জয়, অনন্তকোটী বৈষ্ণবকি জয়, আপন আপন গুরু-গোবিন্দকি জয়, গৌরভক্তবৃন্দকি জয়।

রাত্রে প্রসাদভোজন-কালীন কীর্ত্তন।

ভজ মন রাধে শ্রীমদনগোপাল।
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত দয়াল।
ভজ চৌষট্টি-মহান্ত আর দ্বাদশ-গোপাল।
ভজ ছয়-চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট-কবিরাজ।
ভজ বৃষভানুনন্দিনী ভজ যশোদাদুলাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ বিনোদ রসাল।
যাঁর চূড়ায় ময়ূরপাখা গলে বনমাল।
রাসশেখরমণি প্রেমরস-সার।
রাঙ্গা-চরণে শরণ মাগে হরিদাস কাঙ্গাল॥

ইহার পরেই মধ্যাহ্নের ন্যায় "রাম কহে সুখ ভজে" ইত্যাদি বলিতে হইবে।

মহান্ত-বিদায়।

মহা মহা মহোৎসব পূর্ণের কারণ।
দধি-মঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচীনন্দন॥
গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার করেতে ধরিয়া।
কহিছেন মহাপ্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
গোলোকের সম্পত্তি হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব মহান্তের গণ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
তুমি গিয়া বিদায় দাও মহান্তের গণ॥

এত শুনি নিত্যানন্দ আইলা ধাইয়া।
ভূমিতে ফেলিলা ভাণ্ড আছাড় মারিয়া ॥
দ্বাদশ-গোপাল গেল আপন-ভবন।
চৌষট্টি-মহান্ত গেল নিজ-নিকেতন ॥
নিত্যানন্দ চলি গেলা আপনার বাস।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নরোত্তম-দাস ॥

নাম-পূর্ণ।

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।
এই সব নাম প্রভুর আদি সঙ্কীর্ত্তন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত-সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত-গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥
এই ছয়-গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥
এই ছয় ব্রজবাসি! কর মোরে দয়া।
চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ-ছায়া ॥

এই ছয়-গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ-সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ-সেবী ভক্ত-সনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব-গোসাঁই।
কলি-ভব তরাইতে আর কেহ নাই॥
বৈষ্ণবের হও আমি নাচের কুকুর।
এঁটো দিয়ে তরাইবেন বৈষ্ণব-ঠাকুর॥
বৈষ্ণব-ঠাকুর আমার করুণার সিন্ধু।
ইহকালের প্রেমদাতা পরকালের বন্ধু॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
কেশিঘাট বংশীবট নিকুঞ্জ-কানন॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
রাসস্থলী রত্নবেদী রত্ন-সিংহাসন॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ॥

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গো-কোটী-দানে গ্রহণেষু কাশী।
মাঘে প্রয়াগে কোটীকল্প-বাসী॥
সুমেরু-সমতুল্য হিরণ্য-দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ-নামে॥

তুলনা হয় না, রাধাগোবিন্দ-নামের তুলনা হয় না; বল বল বল ভাই
রাধে জয় রাধে জয় গোবিন্দ জয়, রাধে জয় রাধে জয় গোবিন্দ জয়,
গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে রাধে রাধে জয় গোবিন্দ জয়।
তুলনা হয় না, নামের তুলনা হয় না, রাধাগোবিন্দ-নামের তুলনা হয় না।
বল গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়; গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়
রাধে গোবিন্দ জয়; রাধে রাধে রাধে জয় গোবিন্দ জয়; গোবিন্দ গোবিন্দ
গোবিন্দ জয়; রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়
রাধে গোবিন্দ জয়; জয় রাধা-গোবিন্দ জয় শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয়, জয় রাধা
গোবিন্দ জয় শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয়; রাধে রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে রাধে
গোবিন্দ জয়, রাধে রাধে গোবিন্দ জয়; রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ
জয়, রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়; গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়।

সঙ্কীর্ত্তনান্তে হরিধ্বনি ও তদন্তে প্রেমধ্বনি।

হরিধ্বনি।

বোল হরি বোল, বোল হরিবোল, হরি হরি বোল ; গৌর-নিত্যানন্দ বোল ; গৌর-নিত্যানন্দ বোল, সীতা-অদ্বৈত বোল ; সীতা-অদ্বৈত বোল, গৌর-গদাধর বোল ; গৌর-গদাধর বোল, গৌর-শ্রীনিবাস বোল ; গৌর-শ্রীনিবাস বোল, গৌরের ভক্তবৃন্দ বোল ; গৌরের ভক্তবৃন্দ বোল, নবদ্বীপ-ধাম বোল ; নবদ্বীপ-ধাম বোল, গঙ্গা ভাগীরথী বোল ; গঙ্গা ভাগীরথী বোল, গঙ্গা সুরধুনী বোল ; গঙ্গা সুরধুনী বোল, গঙ্গা যমুনা বোল ; যার তীরে নীরে বহবই গোবিন্দ বোল ; গোবিন্দ বোল, রাধা-গোবিন্দ বোল ; রাধাগোবিন্দ বোল, রাধাগোবিন্দ বোল ; বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, হরি হরি বোল।

প্রেমধ্বনি।

প্রেমসে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকি জয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকি জয়, শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুকি জয়, শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোসাঁইকি জয়, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকি জয়, নবদ্বীপধামকি জয়, নবদ্বীপবাসীকি জয়, চৌষট্টি-মহান্তকি জয়, দ্বাদশ-গোপালকি জয়, ছয়-চক্রবর্ত্তীকি জয়, অষ্ট-কবিরাজকি জয়, গঙ্গা ভাগীরথীকি জয়, মথুরামণ্ডলকি জয়, বৃন্দাবনধামকি জয়, ব্রজবাসীকি জয়, ব্রজমায়ীকি জয়, রাধাকুণ্ডকি জয়, শ্যামকুণ্ডকি জয়, গিরিগোবর্দ্ধনকি জয়, মানসগঙ্গাকি জয়, বর্ষাণকি জয়, নন্দগ্রামকি

জয়, যাবটকি জয়, অনন্তকোটী লীলাস্থানকি জয়, যমুনা-মায়ীকি জয়, বৃন্দাদেবীকি জয়, তুলসী-মহারাণীকি জয়, ভক্তি-মহারাণীকি জয়, চারিধামকি জয়, চারি সম্প্রদায়কি জয়, অনন্ত-কোটী বৈষ্ণবকি জয়, আপন-আপন গুরু-গোবিন্দকি জয়, গৌর-ভক্তবৃন্দকি জয়, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকি জয়, খোল-করতালকি জয়, জয় জয় রাধে।

এই রূপ প্রেমধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলেই তার পরে এই বলিয়া দণ্ডবৎ করিতে হইবে, যথা :—

গৌরভক্ত-পদে মোর কোটী নমস্কার।
সবে মিলি চরণধূলি শিরে দাও আমার॥

ইতি শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন সমাপ্ত।

প্রসাদভোজন-কালীন হরিধ্বনি।

প্রত্যেক "ধ্বনি" দিবার সময় প্রথমেই বলিতে হইবে:—

"সাধু অবধান, ফের কহি অবধান।"

প্রত্যেক "ধ্বনি" দিবার শেষে বলিতে হইবে:—

'প্রেমসে কহ শ্রীরাধে' ইত্যাদি "প্রেমধ্বনি" ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)

গৌরচন্দ্র অবতার-শিরোমণি যো দীননাথ প্রচণ্ড।
যো নাহি মানত গৌরহরি সো নর হোয়ত পাষণ্ড॥

(২)

সখাগণ-সঙ্গে, রঙ্গে যদুনন্দন, ভোজন করত দোনো ভাই
রোহিণী-দেবী, করত পরিবেশন, রসবতী দেওত বাঢ়াই॥

(৩)

জাঁত্ পাঁত্ গণিয়ে বাঁহা,
হো যায় বরণ-বিচার।
তুলসী কহে হরি-ভজন্ বিনে
চার্ জাত্ চামার্॥

(৪)

বৃন্দাবন্‌মে রাজা হোকে বৈঠে রাধা-প্যারী।
কোটাল হোকে চৌকি ফিরে আবে বংশীধারী॥
গুড়্ গুড়্ গুড় গুড়্ দামা বাজে উড়ে রাজ-নিশান।
কুঞ্জে কুঞ্জে শবদ পড়ে শ্রীরাধা-রাধা-নাম॥

(৫)—ললিত।

কলি-ঘোর-তিমিরে গরাসল জগ-জন
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাইরে ভাই! গোরা-গুণ কহনে না যায়।
কত শত-আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়॥ ধ্রু॥
চারি বেদ ষড়- দরশন পড়িলা যে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়নে লোচন-বিহীন জনে
দরপণে কিবা তার কাজে॥

বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে
সর্ব্ব-সিদ্ধি করতলে তার॥

(৬)—ভাটিয়ারী।

নাহি নাহি রে, গৌরাঙ্গ বিনে, দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি, সব-মনোরথ-সিদ্ধি, পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥
রাম-আদি-অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা কারু প্রাণে না মারিলা
মনঃশুদ্ধি করিল সবার॥
কলি-কবলিত যত, জীব-সব মূরছিত, নাহি আর ঔষধি তন্ত্র।
তনু অতি-ক্ষীণপ্রাণী, দেখি মৃতসঞ্জীবনী, প্রকাশিলা "হরিনাম" মন্ত্র॥
এ হেন করুণা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার।
সে না হৈল মণির সোসর।
দেবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥

প্রসাদ-ভোজন-কালে "ধ্বনি" অর্থাৎ হরিনামের ধ্বনি দিবার এইরূপ অনেক পদ আছে। "প্রার্থনা" ও "মনঃশিক্ষা"র মধ্য হইতেও অনেক পদ "ধ্বনি" দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রসাদ-ভোজন-কালে এই "ধ্বনি' দেওয়া অত্যন্ত মধুর ও আনন্দের সামগ্রী।

শ্রীশ্রীমন্ত্র-গায়ত্রী।

শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র— "ঐঁ গুঁ গুরবে নমঃ।"

ঐ গায়ত্রী— "ঐঁ গুঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে প্রেমরূপায়

ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্ত্র— "ক্লীঁ শ্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় স্বাহা।"

অথবা— "ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় স্বাহা।"

ঐ গায়ত্রী— "ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরচন্দ্রায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায়

ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।"

অষ্টাদশাক্ষর-গোপালমন্ত্র—

"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

দশাক্ষর-গোপালমন্ত্র—"ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

কাম-গায়ত্রী— "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায়

ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীরাধিকার মন্ত্র— "শ্রীঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ নমঃ।"

ঐ গায়ত্রী— "শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীরাধিকায়ৈ বিদ্মহে গান্ধর্ব্বিকায়ৈ

ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।"

ইহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপালদেবের মন্ত্র-গায়ত্রীর আদিতে "ওঁ" যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মন্ত্র-গায়ত্রীতেও ঐরূপ করিতে হয়। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ভক্তিমান্ স্ত্রী-শূদ্রগণের পক্ষে "ওঁ" এবং "স্বাহা" উচ্চারণ করা বৈষ্ণব শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে।

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দাদি অন্য চারি স্বরূপের মন্ত্র-গায়ত্রী দেখিতে হইলে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থের "অষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি"-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। পঞ্চতত্ত্বের নাম এই গ্রন্থের "শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব"-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী অবশ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা কেবল গ্রন্থে দেখিয়া ইহা জপ করিলে কোনও ফল হইবে না জানিবেন। ভক্তিনিমিত্ত ইহা লিখিয়া প্রকাশ করা দোষাবহ নহে বিবেচনায় এবং অন্যান্য বহু পুস্তকে ইহা মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়া ইহার গোপনীয়ত্ব না থাকায়, এই গ্রন্থেও ইহা লিখিত হইল. তবে লিখিয়া প্রকাশিত হইল বলিয়া কেহ যেন এই সমস্ত মন্ত্র-গায়ত্রীতে শ্রদ্ধাহীন না হন; গ্রন্থে মুদ্রিত বা হস্তে লিখিত-মন্ত্র-জপের কোনও সার্থকতা নাই; পরন্তু যে শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ইহা কর্ণে প্রদত্ত হইবে, তখন হইতে ইহা একাগ্র-চিত্তে নিয়মপূর্ব্বক জপ করিলে যথাকালে দেবদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা ও তজ্জনিত অবিচ্ছিন্ন অবিনশ্বর পরমানন্দ অবশ্যই লাভ হইবে।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র ও দশাক্ষর-মন্ত্র এবং তৎসহ কাম-গায়ত্রী দীক্ষা-গুরুদেবের নিকট হইতে লইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র-গায়ত্রী শিক্ষা-গুরুদেবের নিকট হইতে লইতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের

মন্ত্র-গায়ত্রী দীক্ষা-গুরুর নিকট হইতেই পাওয়া আবশ্যক, কিন্তু না পাওয়া গেলে অগত্যা শিক্ষা-গুরুর নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষা-গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও ভজন-প্রণালী বিষয়ক জ্ঞান-লাভ হইলেও, তাঁহার মহিমা-প্রকটন, গুরুভক্তি-শিক্ষা ও ভজন-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবিধ উপদেশ-লাভের জন্য শিক্ষা-গুরুও করা কর্ত্তব্য। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুকে তুল্য-মহিমময়-বোধে উভয়কে তুল্যরূপেই সমাদর করিতে হয়। দীক্ষা-গুরু একাধিক হইতে পারেন না। শিক্ষা-গুরু একাধিক হইতে পারেন বটে, কিন্তু একজনকে শ্রেষ্ঠত্বে বরণ করিয়া তাঁহারই নিকট উপরোক্তমতে মন্ত্র-গায়ত্রী গ্রহণ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। হরিনাম-জপের মালা কেহ বা দীক্ষা-গুরুর নিকট, কেহ বা শিক্ষা-গুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা শিক্ষা-গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করাই ভাল বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিলেও, দীক্ষাগুরুর নিকট গ্রহণও দোষবহ নহে। কেহ কেহ বা আদৌ শিক্ষাগুরু না করিয়া কেবল দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকেন ; পরন্তু এতদ্বিষয়ে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি তদ্রূপ করিলে, তাহা যে দোষের হইবে তাহা বলা যায় না।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই হইলেন তন্ত্রোক্ত মূলমন্ত্র ও মন্ত্ররাজ। এই মন্ত্র হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু দশাক্ষর-মন্ত্র গঠন পূর্ব্বক স্বয়ং উহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট গ্রহণ করেন, যথা "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" আদিখণ্ড ১৫শ অধ্যায়ে বলিতেছেন—'তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥"

তদবধি ইহা জগতে প্রচলিত হইয়াছে। দুইটী মন্ত্রেরই একই কাম-গায়ত্রী এবং দুইটী মন্ত্রই তুল্য-মহিমময়।

বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত মন্ত্র-গায়ত্রী কোথাও লিখিত থাকিলে তাহা কেবলমাত্র মনে মনে পাঠ করিতে হয় অর্থাৎ কেবল চোখ দিয়া দেখিয়া বা পড়িয়া যাইতে হয় মাত্র, ইহা কদাচ উচ্চারণ করিতে বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে বা কাহারও নিকট বলিতে নাই; ইহা উচ্চারণ করিয়া বলিবার অধিকার একমাত্র শ্রীগুরুদেবগণেরই আছে, তাহাও কেবলমাত্র শিষ্যেরই কর্ণে, অন্যত্র নহে। যতক্ষণ না শ্রীগুরুদেব ইহা কর্ণে প্রদান করেন, ততক্ষণ ইহার জপে কোনও ফল নাই, পাঠে ত ফল নাইই; সুতরাং গুরুদেবের নিকট মন্ত্রগায়ত্রী-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূজা-সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়।

(ইহার পরবর্ত্তী "পূজা-পদ্ধতি"-প্রকরণটী পাঠ বা অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে এই প্রকরণটী ভালরূপে পড়িয়া অভ্যাস করিয়া লইতে হয়।)

সাধারণ-বিধি—শ্রীভগবৎ-পূজা শ্রীবিগ্রহে, বা চিত্রপটে, বা মানসে হইয়া থাকে। শ্রীগিরিধারি-রূপ গোবর্দ্ধন-শিলায়, অথবা শ্রীনারায়ণ-রূপ শালগ্রাম-শিলায়, অথবা শ্রীগোপাল-মূর্ত্তিতে পূজা করাও শ্রীবিগ্রহ-পূজারই স্বরূপ হয়। মনের দ্বারা শ্রীনবদ্বীপধামে যোগপীঠস্থ সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে যোগপীঠস্থ গোপীমণ্ডল-পরিবৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভাবনা পূর্ব্বক তত্তৎস্থানে নিজ-অবস্থিতি চিন্তা করিয়া তদবস্থায় তাঁহাদিগের

অর্চ্চনা করার নাম “মানস-পূজা”। ইহাতে নিজের মনোমধ্যে অর্থাৎ নিজের মানসে—অন্তরে বা হৃদয়ে—তাঁহাদিগের অবস্থিতি চিন্তা করিতে হয় না; শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগুরুদেব-সমীপে তদীয় দাসরূপে এবং শ্রীবৃন্দাবনে সখী-মধ্যবর্ত্তিনী শ্রীগুরু-রূপা সখীর বামপার্শ্বে তদনুগতা একটী গোপকিশোরী-রূপিণী দাসী-রূপে নিজ-সিদ্ধদেহ কল্পনা করতঃ তত্তৎস্থানে স্বীয় অবস্থিতি চিন্তা করিতে হয়। কেহ কেহ নিজের মানস-পটে অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীভগবদবস্থিতি চিন্তা করিয়াও পূজা করিয়া থাকেন; তাহাও এক প্রকার “মানস-পূজা”; পরন্তু রাগমার্গের ভজনে এ বিধি অনুসরণীয় নহে, পূর্ব্বোক্ত বিধিই অবলম্বনীয়। পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচার-সমূহ সাক্ষাৎ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভালই হয়, যেহেতু তৎসমস্ত সাক্ষাৎ অর্পণ দ্বারা উত্তমরূপে পূজা করা যাইতে পারে; নতুবা অসমর্থ-পক্ষে উপচারাদি মানসে কল্পনা করিয়া তাহা মনে মনে অর্পণ করিতে হয়; কিন্তু তুলসী সংগ্রহ করিতেই হইবে, যেহেতু তুলসী ব্যতিরিক্ত পূজাই হয় না। পুষ্প-চন্দনও বিশেষ আবশ্যক, তবে নিতান্ত অসমর্থ বা অভাব-পক্ষে উহা মানসে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা পূজা করিতে হয়। সামর্থ্যানুযায়ী কিছু মিষ্টদ্রব্য এবং সুবিধা হইলে তৎসহ কিছু ফলও শীতল-ভোগ দিতে হয়। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্ত দ্রব্যই অবশ্য নিবেদন করিয়াই খাইতে হয়, যেহেতু কৃষ্ণভক্তের পক্ষে অনিবেদিত কিছুই খাইতে নাই, অনিবেদিত খাইলে অপরাধ হয়, অপরাধ হইলে ভজন-সাধনের বিশেষ হানি হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব বা উত্তর-মুখে বসিয়া যুগ্ম-বস্ত্রে এবং দক্ষিণ-হস্ত সহ বাম-হস্ত যোগ করিয়া পূজার সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।

আচমন—(১) একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ সামান্য একটু জল দক্ষিণ-কর-তলে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নভাগে লইয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" বলিয়া মুখে স্পর্শ করিয়া হস্ত ধুইতে হইবে। এইরূপ তিন-বার করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীবিষ্ণু বলিতে বলিতে দুইহাত ধুইয়া

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে একটু জলের ছিটা দিবেন।

(২)—উপরোক্ত (১) দাগে লিখিত প্রক্রিয়া সবই করিতে হইবে, তবে কেবল "ওঁ বিষ্ণুঃ" তিনবার বলিবার পরিবর্তে "কেশবায় নমঃ", "নারায়ণায় নমঃ", "মাধবায় নমঃ" পর পর এক একটী বলিতে হইবে। পরে "গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ" তিনবার বলিতে বলিতে দুই হস্ত ধৌত করিতে হইবে।

অসমর্থ বা পীড়িতাবস্থায় তিনবার কেবল 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিয়া বা বলিয়া দক্ষিণ-কর্ণ স্পর্শ করিলেই আচমন সিদ্ধ হইবে।

অঙ্গুলির নাম—প্রথমে হইল বৃদ্ধাঙ্গুলি বা বুড়ো আঙ্গুল, তৎপরে তর্জ্জনী, তৎপরে মধ্যমা, তৎপরে অনামিকা ও তৎপরে কনিষ্ঠা।

চক্রমুদ্রা—প্রত্যেক হস্তের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সংযোগ পূর্ব্বক উভয় হস্ত মিলিত করতঃ অন্য অঙ্গুলিগুলিকে ঈষৎ বক্র করিয়া অগ্রভাগ পরস্পর চক্রাকারে মিলিত করিলেই চক্রমুদ্রা হইবে।

ধেনুমুদ্রা—প্রথমতঃ হাত যোড় করিয়া সব অঙ্গুলিগুলি ফাঁক করতঃ দক্ষিণ-তর্জ্জনীকে উপরে রাখিয়া অঙ্গুলিগুলি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তৎপরে দক্ষিণ-তর্জ্জনী বাম-মধ্যমাতে ও বাম-তর্জ্জনী দক্ষিণ-মধ্যমাতে এবং বাম-কনিষ্ঠা দক্ষিণ-অনামিকাতে ও দক্ষিণ-কনিষ্ঠা বাম-অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া দিলেই ধেনুমুদ্রা হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি-দ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকিবে।

উপচার বা উপকরণ—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার—এই তিন প্রকারে পূজা হইয়া থাকে। উৎসবোপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং সাধারণতঃ দশোপচারে বা অভাব-পক্ষে পঞ্চোপচারে পূজা হইয়া থাকে। সব পূজাতেই প্রভুর স্নান করাইতে হয়—শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে ও গ্রীষ্মকালে শীতল জলে। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীশালগ্রামের স্নানের জলই চরণামৃত হয়। নৈবেদ্যার্পণের পর আচমন দিয়া পরে আরাত্রিক করিয়া স্তুতিপাঠ ও প্রণাম করিতে হয়। মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে রাজভোগ বা প্রধান-ভোগের পর আরতি করিতে হয়; অন্যান্য সময়ে আগে আরতি পরে শীতল-ভোগ দিতে হয়। ভোরে মঙ্গল-আরতি, প্রাতে ধূপ-আরতি, মধ্যাহ্নে ভোগ-আরতি, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-আরতি ও রাত্রে শয়ন-আরতি—এই পাঁচবার আরতি করিতে হয়। কেহ বা অধিকন্তু বৈকালে গাত্রোত্থানের পরও একবার আরতি করিয়া থাকেন।

জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কেবলই নিতান্ত অভাব-পক্ষেই শুধু জল-তুলসী দিয়াও পূজা করা যাইতে পারে। পরন্তু কেবল

নিষ্কিঞ্চন-ভক্তমহাত্মাগণের পক্ষেই এই সাত্ত্বিক-পূজা শোভনীয়, অন্যের পক্ষে নহে।

"দশোপচার" = পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

"পঞ্চোপচার" = গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, গোমূত্র ও ঘৃত প্রত্যেকটী ৪ তোলা করিয়া, গোময় ৩ তোলা ও দধি ৮ তোলা—এইরূপ ভাগে লইয়া মিশাইয়া, অথবা এই পাঁচটী দ্রব্য সমানভাগে লইয়া মিশাইয়া পঞ্চগব্য হয়।

পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু—এই পাঁচটী মিশাইয়া পঞ্চামৃত হয়। ইহা সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার্য্য।

পত্রাদি-অর্পণ—পত্র, পুষ্প বা ফল অধোমুখ করিয়া অর্পণ করিতে নাই; উহারা স্বভাবতঃ যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য।

অর্পণের সাধারণ বিধি—গন্ধ, চন্দন, তুলসী ও পুষ্প তিন-বারের কমে অর্পণ করিতে নাই; তবে তুলসীপত্র আটবার অর্পণ করাই প্রশস্ত। প্রত্যেকবার হাত ধুইয়া মুছিয়া আবার অর্পণ করিতে হয়।

পুষ্প-চয়ন—প্রাতে রাত্রির কাপড় ছাড়িয়া ধোওয়া কাপড় বা লোমবস্ত্র পরিয়া, অথবা প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে হয়। মধ্যাহ্ন-স্নানের পর পুষ্প-চয়ন করিতে নাই।

তুলসী-চয়ন—স্নান না করিয়া তুলসী-চয়ন করিতে নাই। চয়ন-মন্ত্র, যথা :—

"তুলস্যমৃত-জন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গ-সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল-বিনাশিনি!॥
চয়নোদ্ভব-দুঃখন্তে যদ্দেবি! হৃদি বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি! ত্বাং নমাম্যহং॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া বামহস্তে ডাল ধরিয়া দক্ষিণহস্তে ধীরে ধীরে সবৃন্ত অর্থাৎ বোঁটা সহ এক একটী পত্র বা দ্বিদল সহ মঞ্জরী চয়ন করতঃ পবিত্র-পাত্রে স্থাপন করিবেন। কীট-দষ্ট (পোকায় খাওয়া), বা ছিদ্রযুক্ত (ছেঁদা), বা ছিন্ন (ছেঁড়া) পত্র লইতে নাই; অখণ্ড অর্থাৎ ছেঁড়াকাটা নহে এইরূপ ভাল আস্ত পাতাই প্রশস্ত।

তুলসী-অর্পণ—তুলসী-পত্র ভাল-রূপে ধৌত করিয়া জল মুছিয়া চন্দন মাখাইতে হয়। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠভাগ নিম্নদিকে রাখিয়া শ্রীপাদপদ্মে এক একটী করিয়া তুলসী অর্পণ করিতে হয়। আটবার অর্পণ করাই প্রশস্ত; অসমর্থ-পক্ষে তিনবার।

গন্ধার্পণ—বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ-অঙ্গুলি-সংযোগে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিতে হয়।

পুষ্পার্পণ—বোঁটাযুক্ত পুষ্প-সকল চন্দন-লিপ্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা বোঁটার দিকে ধরিয়া অর্পণ করিতে হয়। পুষ্প জলে ফেলিয়া ধুইতে নাই, জলের ছিটা দিয়া লইতে হয়।

ধূপার্পণ—ধূপদানিতে তুলসী দিয়া ধূপ জ্বালিয়া “এষ ধূপো নমঃ” বলিয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া দিয়া প্রথমে ধূপ উৎসর্গ করিয়া লইতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়া পরে “ইমং ধূপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়া (এবং শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে ঐরূপে “শ্রীকৃষ্ণায় ইত্যাদি” বলিয়া) বাম-হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে নামকীর্তন-সহকারে প্রভুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ধূপপাত্র উঠাইয়া ধূপার্পণ করিতে হয়।

দীপার্পণ—দীপাধারে তুলসী দিয়া ও ঘৃত-যুক্ত (বা অসমর্থ-পক্ষে সুবাসিত কি উৎকৃষ্ট তৈলযুক্ত) তুলার বাতি জ্বালিয়া “এষ দীপো নমঃ” বলিয়া প্রথমে দীপ উৎসর্গ করিয়া লইতে হয়। পরে “ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়া (এবং শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে ঐরূপে “শ্রীকৃষ্ণায় ইত্যাদি” বলিয়া) বাম-হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে প্রভুর শ্রীচরণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত ঐ দীপ ঘুরাইয়া দীপার্পণ করিতে হয়।

নৈবেদ্যার্পণ—সঘৃত-অন্ন, ব্যঞ্জন, ডাউল, লুচি, পুরি, রুটি, পরমান্ন (পায়স), দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, মিষ্ট-দ্রব্য ও ফল-মূলাদির নৈবেদ্য হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি তদ্রূপই নৈবেদ্য করিবেন। পানার্থে কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত জল দিয়া ঐ জলে এবং নৈবেদ্যে তুলসী দিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণ-কর-তলে অল্প একটু জল লইয়া তাহাতে “অস্ত্রায় ফট্” এই মন্ত্র জপ করতঃ সেই জল মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়া দিতে হইবে। অনন্তর চক্রমুদ্রা (৪৬২

পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রদর্শন করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ-কর-তলে অল্প একটু জল লইয়া তাহাতে "যং" এই বায়ু-বীজ দ্বাদশ-বার জপ করতঃ ঐ জল নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়া দিবেন; ইহাতে নৈবেদ্যের দোষ সংশোধন হইবে। অনন্তর দক্ষিণ-কর-তলে পুনরায় অল্প একটু জল লইয়া তাহাতে একবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ সেই জল নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়া দিয়া নৈবেদ্য অমৃতময় হইল বলিয়া ভাবনা করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। (শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈবেদ্যে গৌর-মন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যে কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে হইবে।) অনন্তর নৈবেদ্যোপরি ধেনুমুদ্রা (৪৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রদর্শন করিবেন। [তৎপরে বাম-হস্তে নৈবেদ্য-পাত্র স্পর্শ করতঃ দক্ষিণ-হস্তে গন্ধ, পুষ্প ও জল লইয়া একবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈবেদ্যে "ইদং নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় কল্পয়ামি" বলিয়া (এবং ঐরূপে কৃষ্ণের নৈবেদ্যে "ইদং নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় কল্পয়ামি" বলিয়া) ঐ গন্ধ-পুষ্প-যুক্ত জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।] অনন্তর নৈবেদ্যোপরি ১০ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবেন (শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈবেদ্যোপরি গৌর-মন্ত্র-গায়ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যোপরি কৃষ্ণ-মন্ত্র-গায়ত্রী জপ করিতে হইবে)। তৎপরে এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, শ্রীল-গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামি-প্রভুপাদ পরিবেশন করিতেছেন, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দে তাহা ভোজন করিতেছেন এবং বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা

পরিবেশন করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে ভোজন করিতেছেন। অনন্তর ভোজন-সমাপ্তি চিন্তা করতঃ আচমনার্থে জল দিয়া পরে তাম্বূল প্রদান করিবেন। তদন্তে আরতি করিয়া স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ ও প্রণাম করিবেন; তৎপরে প্রভুকে শয়ন দিবেন।

মধ্যাহ্নে সঘৃত-অন্ন, ব্যঞ্জন, ডাউল, দধি, মিষ্ট ও পায়সাদি এবং রাত্রে লুচি পুরী বা রুটি, ব্যঞ্জন, ডাউল ও মিষ্টাদি সামর্থ্যানুসারে ভোগ দিতে হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভোগও ঐরূপে দিতে হয়। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ দিয়া তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দের ও তৎপরে শ্রীঅদ্বৈতের ভোগ দিতে হয়। প্রত্যেকের নৈবেদ্য ও পূজোপচার পৃথক্ পৃথক্ করিতে হয়, কাহারও নিবেদিত কাহাকেও দিতে নাই। শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ নিবেদন করিতে হয়; তৎপরে ঐ প্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিতে হয়।

শ্রীরাধিকা ও তদীয় সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নিবেদন করিতে হয়; তৎপরে উহা শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিতে হয়।

বলা বাহুল্য—মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি আমিষ-দ্রব্য ও পেঁয়াজ, রশুন, গাজর, মসূর, পুঁইশাক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য বিশেষরূপ অবিহিত বলিয়া নিবেদন বা ভোজন করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

চন্দন-ঘর্ষণ—চন্দন-কাষ্ঠ দুই হস্তে ধরিয়া তর্জ্জনী স্পর্শ না করাইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া ঘষিতে হয়।

আসন—পূজার্থে কুশাসন বা কম্বল-জাতীয় আসনই প্রশস্ত পুরাতন লোমবস্ত্র কাটিয়া আসন করা মন্দ নহে, কারণ তাহা

হইতে লোম উঠিবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। হাঁটু ও উরতের মধ্যভাগে পা রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। ভূমিতে অর্থাৎ নিরাসনে, কিম্বা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজার কার্য্য করিতে নাই।

তিলক-ধারণ—গোপীচন্দন বা শ্রীরাধাকুণ্ডের রজে অর্থাৎ শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকায় দক্ষিণ-তর্জ্জনী দ্বারা তিলক রচনা করিয়া তাহা নিবেদন করিতে হয়; নিবেদন-প্রণালী এইরূপ, যথা :—

তিলক-রচনান্তে বাম-হস্তে অল্প একটু জল লইয়া দক্ষিণ-তর্জ্জনীর অগ্রভাগে ঐ জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা

ললাটে	স্পর্শ করাইয়া	কেশবায় নমঃ	বলিবেন।
উদরে	"	নারায়ণায় নমঃ	"
বক্ষঃস্থলে	"	মাধবায় নমঃ	"
কণ্ঠে	"	গোবিন্দায় নমঃ	"
দক্ষিণ-পার্শ্বে	"	বিষ্ণবে নমঃ	"
দক্ষিণ-বাহুতে	"	মধুসূদনায় নমঃ	"
দক্ষিণ-স্কন্ধে	"	ত্রিবিক্রমায় নমঃ	"
বাম-পার্শ্বে	"	বামনায় নমঃ	"
বাম-বাহুতে	"	শ্রীধরায় নমঃ	"
বাম-স্কন্ধে	"	হৃষীকেশায় নমঃ	"
পৃষ্ঠে	"	পদ্মনাভায় নমঃ	"
কটিতে	"	দামোদরায় নমঃ	"

এইরূপ পর পর বলিয়া বলিয়া পরে হস্ত-ধৌত সামান্য একটু জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে দিয়া ভালরূপে হাত ধুইবেন।

মুদ্রাধারণ—তিলক-রচনা-কালে সেই তিলক-মাটী দ্বারা শ্রীভগবন্নাম ও চরণ-চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ অর্থাৎ ছাপ-সকল ললাটে, কণ্ঠে, বাহু-মূলে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে হয়। এই সমস্ত নামের ছাপ ও চরণ-ছাপ কিনিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চমালা-ধারণ—পূজাকালে গুঞ্জা (শ্বেত-কুচ), তুলসী, আমলকী, পট্টডোরী ও শ্যামাঞ্জনী—এই সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী পঞ্চ-মালা ধারণ করিতে হয়। পট্টডোরী শ্রীপুরীধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে পাওয়া যায়। শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ডের রজ অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত মালার নাম শ্যামাঞ্জনী; ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডে কিনিতে পাওয়া যায়।

প্রণাম—শ্রীবিষ্ণু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্তদেবতাকে বামে রাখিয়া, অন্য দেবদেবীকে ডাহিনে রাখিয়া এবং শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে প্রণাম করিতে হয়। শ্রীবৈষ্ণবকে সুবিধামত বামে রাখিয়া বা তৎসম্মুখে প্রণাম করিতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া ও শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণে মস্তক-স্পর্শ মানসে কল্পনা করিয়া প্রণাম করিতে হয়। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে ও অতি-সমীপে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রণাম করিতে নাই। তিনবারের কমে প্রণাম বিহিত নহে; সামর্থ্য থাকিলে প্রত্যেক-বার উঠিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে হয়। দেবতার স্নান, ভোজন অর্থাৎ ভোগরাগ এবং শয়ন-কালে প্রণাম, প্রদক্ষিণ বা দর্শন করিতে নাই। আরতি-কালে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শয়ন-ভোজন-কালেও প্রণাম করিতে নাই।

প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় সকলকেই ডাহিনে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। আগে দণ্ডবৎ করিয়া ইহা আরম্ভ করিতে হয়। দেবতার সম্মুখে আসিলে রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ দেবতার দিকে পিছন না পড়ে এরূপভাবে একটু ঘুরিয়া লইয়া পুনরায় প্রদক্ষিণ করিতে হয়; এইরূপে চারিবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, চারিবারের কম করিলে চলিবে না। প্রদক্ষিণান্তে দণ্ডবৎ করিবেন। ত্রিসন্ধ্যা প্রদক্ষিণ করিতে পারিলেই ভাল। তুলসী-পরিক্রমাও এই নিয়মেই করিতে হয়। পঞ্চক্রোশী ও শ্রীগোবর্দ্ধনাদি বৃহৎ পরিক্রমা একবার করিলেই চলিবে।

শ্রীচরণামৃতে তর্পণ—পূজান্তে পূজার আসনে বসিয়াই দক্ষিণ-কর-তলে কিঞ্চিৎ চরণামৃত লইয়া দক্ষিণ-হস্তের নিম্নে বাম-হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন, যথা :—

"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ॥
অতীত-কুলকোটয়ঃ সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনঃ।
চরণামৃতেনানেন তৃপ্যন্তু ভুবনানি চ॥"

এই তর্পকালে শ্রীচরণামৃত একটী পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন, ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে নাই। বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে শ্রীচরণামৃতে তর্পণ করিলে আর অন্য কোনরূপ তর্পণের আবশ্যকই হয় না।

মূলমন্ত্র ও "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র-জপের নিয়ম—কর-জপে নামাবলী বা তদ্রূপ শুদ্ধ দ্বিতীয়-বস্ত্রে হাত ঢাকিয়া অঙ্গুলির পর্ব্বে

পর্ব্বে জপ করিতে হয়। অঙ্গুলির দুইটী গাঁইটের মধ্যস্থলকে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও তাহার নীচের গাঁইটের মধ্যস্থলকে পর্ব্ব কহে। দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলি পরস্পর একত্র করিয়া ছিদ্রহীন করতঃ করতল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তাহা বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন করিয়া নামাবলী বা তদ্রূপ পবিত্র দ্বিতীয়-বস্ত্রে হাত ঢাকিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য-পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরে তন্নিম্নে উহার প্রথম-পর্ব্ব, তৎপরে কনিষ্ঠার প্রথম, মধ্য ও শেষ-পর্ব্ব, তৎপরে অনামিকা ও মধ্যমার শেষ-পর্ব্ব এবং তৎপরে তর্জ্জনীর শেষ, মধ্য ও প্রথম-পর্ব্বে আসিয়া শেষ করিতে হয়। ইহাতে ১০ বার জপ হইবে। ১০ বারের কমে জপের নিয়ম নাই; তবে ১০৮ বার জপই প্রশস্ত; ১০০৮ বার আরও উত্তম। প্রথম ১০ বার জপ হইয়া গেলে, তর্জ্জনীর গোড়ার পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত ঐ সমস্ত পর্ব্ব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া অনামিকার মধ্য পর্ব্বে শেষ করিতে হইবে। ইহাতে ২০ বার জপ হইবে। পরে আবার অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঐরূপে জপ করিলে আরও ২০ বার হইল। এইরূপে ৫ বার যাতায়াত করিলে ১০০ বার জপ হইল; তার পর আর ৮ বার জপ করিলে ১০৮ বার হইল; বাম-হস্তে প্রত্যেক বারের সংখ্যা রাখিতে হয়। অঙ্গুলিতে ১০৮ বার পর্য্যন্ত জপ চলিলেও, এই জপ মালায় করাই প্রশস্ত; তদধিক জপ করিতে হইলে মালায় জপ করিতেই হইবে। হাত না ঢাকিয়া বা গলা ঢাকিয়া, তাড়া-তাড়ি করিয়া, উলঙ্গ হইয়া, এলো চুলে, মাথা ঢাকিয়া, আসনে না

বসিয়া, দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, পা ছড়াইয়া, কথা কহিতে কহিতে, অন্য বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এবং হাঁচি, হাই তোলা ও হিক্কাদি দ্বারা চঞ্চল-চিত্ত হইয়া জপ করিতে নাই।

জপ-মালা—জপের মালা গাঁথিতে হইলে, মোটা মালা হইতে পর পর সরু মালা লইয়া গ্রন্থি দিয়া দিয়া ১০৮টী মালা গাঁথিয়া দুই মুখ একত্র করিয়া তদুপরি একটী মেরু গাঁথিতে হয়। মূলমন্ত্র ও 'হরেকৃষ্ণ'মহামন্ত্র-জপের পৃথক্ পৃথক্ জপমালা করিতে হয়। মালা গোপনে রাখিয়া জপের জন্য একটী কাপড়ের থলি করিতে হয়। ঐ থলির মধ্যে দক্ষিণ-হস্ত পূরিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে থলির বাহিরে রাখিতে হয়, কারণ তর্জ্জনী দ্বারা মালা স্পর্শ করিতে নাই। মোটা মালার দিক্ হইতে জপ আরম্ভ করিতে হয়; সমস্ত মালা একবার জপ শেষ হইলে সেই শেষের সরু মালা হইতে পুনরায় জপ করিতে করিতে ফিরিয়া গোড়ায় আসিতে হয়, যেহেতু মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিতে নাই, করিলে বিফল হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যস্থলের উপর মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটী মালা টানিয়া টানিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে ১০৮টী মালা সব একবার জপ হইলে এক ফেরা হয়; চারি ফেরায় একগ্রন্থি হয়। 'মূলমন্ত্র' ও 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র দুইই মালায় জপ করিতে হয়। মূলমন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র-জপ ১০৮ বার বা ১০০৮ হইলে মালাতেই জপ করিতে হয়। 'হরিনাম'-মহামন্ত্র মালাতেই জপ করিতে হয়, করে হয় না, যেহেতু প্রত্যহ খুব নিম্নসংখ্যা এক গ্রন্থির কমে এই মালা-জপের নিয়ম হয় না বলিয়া

করে ঐরূপ জপের সংখ্যা রাখা যায় না; তবে নিম্নসংখ্যা চারি গ্রন্থি জপের নিয়ম করিতে পারিলেই ভাল হয়। তার চেয়ে যত বেশী নিয়ম করা যায়, ততই আরও ভাল। প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক লক্ষনাম জপ করা মহা সৌভাগ্যের কথা, যেহেতু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, তিনি লক্ষপতি ভাগ্যবানের গৃহ ভিন্ন অর্থাৎ লক্ষনাম-জপকারীর গৃহ ভিন্ন অন্যত্র সুখে ভোজন করেন না। ১৬ গ্রন্থিতে লক্ষনাম জপ হয়। থলির বাহিরে ৪টী ক্ষুদ্র মালা বাঁধিয়া ফেরার সংখ্যা রাখিতে হয়; অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র মালা পৃথক্ বাঁধিয়া তাহাতে গ্রন্থির সংখ্যা রাখিতে হয়। কোনও কোনও মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক তিনলক্ষ-নামজপও করিয়া থাকেন। মালাজপান্তে জপ সমর্পণ করিতে হয়। (জপসমর্পণমন্ত্র ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

৪ ফেরা জপ হইলেই গ্রন্থিসংখ্যার জন্য গ্রন্থির মালা এক একটী টানিবেন।

ভুলক্রমে বা কোন বিশেষ কারণে যদি কোনদিন নামের মালা জপ না হয় বা জপ কম হয়, তবে তৎপ্রতিকারার্থে পরদিন প্রথমে পূর্ব্বদিনের জপ-পূরণের জন্য দৈনিক-নিয়মের চতুর্গুণ জপ করিয়া লইয়া পরে সেই দিনের দৈনিক-নিয়মের জপ আরম্ভ করিতে হয়। মালায় মূলমন্ত্র-জপ একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়াই মৌনভাবে করিতে হয়, কিন্তু নাম-জপ সর্ব্বাবস্থাতেই যে কোনরূপে করা যায়।

সন্ধ্যাহ্নিক—শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে না পারিলেও ত্রিসন্ধ্যা আসনে বসিয়া প্রথমে আচমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগের **মূলমন্ত্র ১০৮ বার ও গায়ত্রী ১০ বার করিয়া জপ করিলেই**

সন্ধ্যাহ্নিক সিদ্ধ হইবে। তদন্তে সুবিধা হইলে কিঞ্চিৎকাল মালা-নাম করিতে পারিলে আরও উত্তম। এই নিয়মে সন্ধ্যাহ্নিক শ্রীবৈষ্ণবগণের পক্ষে অধিকতর আদরণীয় ও ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ইতি পূজা-সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন

বা

পূজা-পদ্ধতি।

(সাধারণতঃ গৃহস্থভক্তগণের জন্যই লিখিত ; ত্যাগি-মহাপুরুষগণ ত সবই জানেন এবং যে কোনই বিধানেই হউক তাঁহাদের ভজন ত সর্ব্বদাই হইতেছে।)

(এই প্রকরণটী পাঠ বা অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "পূজা-সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়"-প্রকরণটী ভালরূপে অভ্যাস করিয়া লইবেন।)

(এই প্রকরণে লিখিত পদ্ধতির সমস্ত ক্রিয়াগুলি করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে, [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে লিখিত অংশগুলি পরিত্যাগ করিবেন।)

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট বা ধরুন ১৷৷০ ঘণ্টা) রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া বারত্রয় "জয় জয় শ্রীগুরুদেব" বলিয়া তদীয় জয় দিয়া গাত্রোত্থান করিবেন। অনন্তর তদীয় মাহাত্ম্য পাঠ বা কীর্ত্তন করিতে হইবে, যথা :—

(১) "সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বং।"

ইত্যাদি 'শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং' (২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

(২) "জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।"

ইত্যাদি 'শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা' (১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

(৩) জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কল্পতরু, অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।
হিয়-অগেয়ান-, তিমির বরজ্ঞান-, সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥

ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।

অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যো পহুঁ, যাচি দেয়ল হরিনাম॥

দুরগতি-অগতি, অসত-মতি যো জন, নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন-, যুগল-ভজন-ধন, তাহে করত উপদেশ॥

নিরমল-গৌর-, প্রেমরস-সিঞ্চনে, পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব-দাস॥

তৎপরে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, কীর্ত্তন যথা ঃ—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাং॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত কীর্ত্তনগুলির প্রত্যেকটী যতবার পারেন কীর্ত্তন করিবেন ঃ—

(ক) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(খ) হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ ॥

(গ) হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই
হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই ॥

(ঘ) হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই।
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই ॥

(ঙ) নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥

(চ) হা রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্দ।
হা রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্দ ॥

তৎপরে পরম-ভাগবতগণের স্মরণ করিবেন যথা ঃ—

(ক) প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥

(খ) শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
(গ) শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু শ্যামানন্দ।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গের যত ভক্তবৃন্দ॥

অনন্তর যত পারেন যুগল-কিশোরের জয়-কীর্ত্তন করিবেন, যথাঃ—

রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।
রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।

তৎপরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদ-দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীকে নমস্কার পূর্ব্বক তৎসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, যথাঃ—

"সমুদ্র-মেখলে দেবি! পর্ব্বত-স্তন-মণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি! নমস্যামি পাদ-স্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালন ও দন্ত-ধাবন পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবেন। শৌচকার্য্য আবশ্যকমত প্রথমেই অথবা স্নানের পূর্ব্বে করিলেই হইবে।

অনন্তর "শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীশ্রীপরম-গুরবে নমঃ, শ্রীশ্রীপরাৎপর-গুরবে নমঃ শ্রীশ্রীপরমেষ্ঠি-গুরবে নমঃ" বলিয়া বলিয়া গুর্ব্বাদিকে যথাক্রমে প্রণাম করিবেন।

তৎপরে করযোড়ে শ্রীগুরুদেব-সমীপে প্রার্থনা করিবেনঃ—

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো! সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কাল-দষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় নমঃ, শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগদাধর-চন্দ্রায় নমঃ, শ্রীশ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীনবদ্বীপধাম্নে নমঃ, শ্রীগঙ্গাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীনবদ্বীপবাসি-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, শ্রীবৃন্দাবন-ধাম্নে নমঃ, শ্রীযমুনাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীব্রজবাসি-বৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীব্রজবাসি-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, শ্রীক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ" বলিয়া বলিয়া প্রত্যেককে প্রণাম-করিবেন।

তৎপরে করতালি-ত্রয় সহকারে শ্রীতুলসী-দেবীকে জাগাইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবেন। দেবতাকেও ঐরূপ করিবেন।

অনন্তর নিশান্ত-লীলা কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই কীর্ত্তনের পদগুলি ৩৫৭-৩৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সকলকে প্রণাম করিতে হইবে, যথা :—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

অনন্তর শ্রীবৈষ্ণবগণের শরণাত্মক বন্দনা করিবেন, যথা :—

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥

ইত্যাদি ২৩ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তৎপরে এই মন্ত্রে শ্রীবৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিবেন, যথা :—

"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

অনন্তর পিতামাতাকে সাক্ষাৎ বা উদ্দেশে প্রণাম করিবেন।

তৎপরে প্রাতঃকালীন শ্রীভগবৎ-স্মরণ করিবেন, যথা :—

"বিদগ্ধ-গোপাল-বিলাসিনীনাং সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত-চৌরং॥"

"স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি স্মরণং হরিং॥"

তদন্তে যথাশক্তি সংখ্যা-পূর্ব্বক "মালা-নাম" করিয়া শৌচাদি-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

(মালা লইয়া "হরেকৃষ্ণ"-মহামন্ত্র জপ করাকে চলিত কথায় "মালা-নাম" করা বলে। "মালা-নাম" করিবার জন্য শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে "মালা" লইতে হয়; কেহ কেহ বা দীক্ষাগুরুর নিকট হইতেও "মালা" লইয়া থাকেন, তাহাও কদাচ ভাল বই মন্দ বলা যায় না।)

তৎপরে প্রাতঃস্নানের সুবিধা হইলে প্রাতঃস্নানই করিবেন, নতুবা নিজ-নিজ-কার্য্যাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক যথাকালে নদী, পুষ্করিণী বা কূপাদিতে স্নান করিবেন। জলে নামিয়া প্রথমে তীর্থগণকে আবাহন করিতে হইবে, যথা :—

"রাধাকুণ্ড! শ্যামকুণ্ড! শ্রীপাবন-সরোবর!
স্নানকালে ইহাগচ্ছ মানস-জাহ্নবি! তথা॥

গঙ্গে! চ যমুনে! চৈব গোদাবরি! সরস্বতি!।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নান-কালে ভবন্ত্বিহ॥"

[অনন্তর ঐ তীর্থজল ইষ্টদেবতার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত ও পরম-পবিত্র এইরূপ চিন্তা করিয়া ইষ্টমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া করিয়া উহা ৩ বার মস্তকে প্রদান করিবেন।]

পরে শিখা মোচন করতঃ ইষ্টদেবতার স্মরণ ও নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবেন।

[অনন্তর নাভি-পরিমিত জলে (বা অসমর্থ-পক্ষে স্থলে) পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তর্পণ করিবেন, যথা :—

"দেবান্ তর্পয়ামি", "ঋষীন্ "তর্পয়ামি" "গুরূন্ তর্পয়ামি", "পিতৃন্ তর্পয়ামি" এইরূপ এক একটী করিয়া বলিয়া বলিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান করিবেন।

তৎপরে "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া বলিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। অনন্তর করযোড়ে "ওঁ কৃতৈতস্মিন্ তর্পণ-কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণমহং করিষ্যে" এই বলিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ করিবেন।]

(অসমর্থ-পক্ষে কেবল "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিলে তর্পণ সিদ্ধ হইবে।)

তৎপরে গাত্রাদি মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় অভিরুচি-অনুসারে তীর্থ-মহিমা-সূচক স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন।

তদন্তে তীরে উঠিয়া বস্ত্র নিঙ্গড়াইবেন, জলে নিঙ্গড়াইতে নাই। পরে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন।

অনন্তর তীরে উপবিষ্ট হইয়া বামকর-তলে একটু জলে লইয়া সেই জল দক্ষিণ-তর্জ্জনীর অগ্রভাগে লইয়া লইয়া তদ্দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক-রচনা কল্পনা করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানের তিলক-মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলক নিবেদন করিবেন, যথা :—

ললাটে ঐ তিলকের সময়	"কেশবায় নমঃ"	বলিবেন।
উদরে ”	"নারায়ণায় নমঃ"	

এইরূপ করিয়া পর পর বলিবেন ; তৎপ্রণালী ৪৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তদন্তে আচমন করিবেন ; তৎপ্রণালী ৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে ১০ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিয়া

"গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। পরে "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে পঞ্চাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা :—

"বন্দে বৃন্দাবন-গুরুং কৃষ্ণং কমল-লোচনং।
বল্লবী-বল্লভং দেবং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহং॥"

[অনন্তর "শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ, শ্রীশ্যামকুণ্ডায় নমঃ, শ্রীপাবন-সরোবরায় নমঃ, শ্রীমানস-গঙ্গায়ৈ নমঃ, শ্রীযমুনা-দেব্যৈ নমঃ, শ্রীগঙ্গাদেব্যৈ নমঃ, শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ" বলিয়া বলিয়া প্রণাম করিবেন।]

(অসমর্থ-পক্ষে তীরে বসিয়া কেবল জলের তিলক ও আচমন করিয়া ১০ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিয়া জপ-সমর্পণ-পূর্ব্বক "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র বলিয়া বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিলে তীরের কার্য্য সমাধা হইবে।)

তৎপরে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আসিয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ব্রজ-রজ সেবন করতঃ শুদ্ধ আসনে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া তিলক-রচনা করিবেন এবং নাম ও চরণ-চিহ্নাদি মুদ্রা ধারণ করিবেন ; (তৎপ্রণালী যথাক্রমে ৪৬৯ ও ৪৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অনন্তর পঞ্চ-মালা ও উত্তরীয় অর্থাৎ নামাবলী বা তদ্রূপ বিশুদ্ধ বস্ত্র ধারণ করিবেন।

এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিতে হইবে। প্রথমতঃ আচমন করিয়া (তৎপ্রণালী ৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবেন, যথা :—

"কৃপা-মরন্দান্বিত-পাদপঙ্কজং, শ্বেতাম্বরং গৌর-রুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং, স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥"

তৎপরে শ্রীগুরুদেবের দাস-রূপে তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে অবস্থিত নিজেকে এইরূপ ভাবে চিন্তা করিবেন, যথা :—

"দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম-বর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ড-লিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্ম-নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ॥"

[অনন্তর মানসে শ্রীগুরুদেবকে স্নান করাইয়া তদীয় গাত্র মার্জ্জন করতঃ তাঁহাকে বস্ত্র, মালা, চন্দন ও তিলকাদি প্রদান পূর্ব্বক সচন্দন-পুষ্প লইয়া লইয়া এতে গন্ধ-পুষ্পে "শ্রীগুরবে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া তৎপাদপদ্মে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। এই সমস্ত দ্রব্য অনিবেদিত দেওয়া দোষের নহে।]

তৎপরে তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী ১০ বার করিয়া জপ করিবেন। (এই মন্ত্র ও গায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য; কিন্তু ইহা দীক্ষা বা শিক্ষা-গুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কেবল গ্রন্থে দেখিয়া জপ করিলে কোনও ফল হইবে না।)

[অনন্তর শ্রীগুরু-সমীপে সদৈন্যে প্রার্থনা করিবেন, যথা :—
"হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো, স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীন! হিতাবতার!, প্রসীদ রাধাপ্রণয়-প্রচার!॥"]

তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা :—
"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(শ্রীগুরুদেবকে যথাকালে প্রভুর ভোগান্তে প্রসাদী নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বূল অর্পণ করিতে হইবে; অপ্রসাদী কদাচ নহে।)

(শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করা কিম্বা ভোজনার্থে

তাঁহাকে অনিবেদিত নৈবেদ্য অর্পণ করা শাস্ত্র বা সদাচার-সম্মত নহে; সুতরাং উহা অবিহিত জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট শ্রীভগবত্তুল্য পূজ্য ও আদরণীয় হইলেও, স্বরূপতঃ তিনি ভগবৎ-প্রিয় অর্থাৎ ভগবদ্দাস; তন্নিমিত্ত তিনি অপ্রসাদী নৈবেদ্য বা নিজ-চরণে তুলসী কদাচ গ্রহণ করিতে পারেন না বা করেনও না; অতএব তাঁহাকে ঐ সমস্ত দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তবে শ্রীভবগবচ্চরণ-তুলসী গুরুদেবের শ্রীমস্তকে দিতে কোনও বাধা নাই এবং তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের বাড়ীতে সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে, তখন তাঁহাকে অনিবেদিত ভোজন করিতে দেওয়া দোষের নহে, যেহেতু তিনি স্বয়ং উহা নিবেদন পূর্ব্বক ভোজন করেন; আর যে ব্রাহ্মণ-শিষ্যের পক্কান্ন খাইতে গুরুদেবের বাধা নাই, তিনি তাহা নিজেই ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া সেই প্রসাদ গুরুদেবকে ভোজনের জন্য দিতে পারেন, অথবা গুরুদেব ইচ্ছা করিলে স্বয়ং উহা নিবেদন করিয়া লইতেও পারেন; তবে মানস-পূজায় শ্রীগুরুদেবকে ভোজনার্থে অবশ্য প্রসাদই নিবেদন করিয়া দিতে হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোনও অবস্থাতেই তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী দিতে নাই। (এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার ও মীমাংসা ২-১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবার জন্য করযোড়ে শ্রীগুরুদেব-সমীপে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের পূজার নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপধামের ধ্যান ও তৎপরে যোগপীঠস্থ সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধ্যান করিবেন, যথা :—

"স্বর্ধুন্যাশ্চারু-তীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভ-পাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥"

"তত্র সিংহাসন-মধ্যে গৌর-কৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষে নিত্যানন্দ-রামং প্রেমানন্দ-কলেবরং।
বামে গদাধরং দেবমানন্দশক্তি-বিগ্রহং।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্ব-পাবনং।
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্র-হস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা॥"

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ধ্যান করিবেন, যথা :—

"শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং স্রগ্দিব্য-ভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনক-দ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

[তৎপরে মানসে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া সযত্নে গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক বেশ-ভূষা ও অলকা-তিলকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবেন। পরে তাম্র বা পিত্তল-পাত্রে পুষ্প ও তুলসী সহ একটু জল লইয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া এবং এইরূপ "ইদমর্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইমং গন্ধং, ইমানি পুষ্পাণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া পাদ্যাদি যথাক্রমে অর্পণ করিবেন।

তৎপরে চন্দন-লিপ্ত তুলসী-দল লইয়া লইয়া "এতৎ সচন্দন-তুলসীদলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া শ্রীপাদপদ্মে ৮ বার বা অভাবে ৩ বার অর্পণ করিবেন। অনন্তর "ইমং ধূপং, ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া যথাক্রমে ধূপ ও দীপ অর্পণ করিবেন।]

(যিনি উপরোক্ত [ ] বন্ধনীর মধ্যে লিখিত ক্রিয়াগুলি করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া বলিয়া ৮ বার বা ৩ বার শ্রীচরণোদ্দেশে সদৈন্যে ও পরম-যত্নে কেবল জল-তুলসীই অর্পণ করিবেন।)

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র ১০৮ বার (বা একান্ত অসমর্থ-পক্ষে ১০ বার) ও তদীয় গায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া তদন্তে

"গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ-করে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া ঐ জপ সমর্পণ করিবেন।

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র-গায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; কিন্তু ইহা দীক্ষাগুরু বা তদভাবে শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কেবল গ্রন্থে দেখিয়া জপ করিলে কোনও ফল হইবে না।)

(যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পূজাও ঐরূপে করিবেন ; তদধিক সমর্থ হইলে তৎপরে শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর পূজাও ঐরূপে করিবেন এবং তদধিক সমর্থ হইলে তৎপরে শ্রীল-গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী ও

তৎপরে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের পূজাও ঐরূপে করিবেন, তাহা হইলে পঞ্চতত্ত্বের পূজা হইবে ; কিন্তু শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসের শ্রীচরণে তুলসী দিতে নাই কিম্বা তাঁহাদিগের পৃথক্ নৈবেদ্য ভোগ দিতেও নাই ; তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদী নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থের "অষ্টকালীয় পূজা-পদ্ধতি"-প্রকরণে এই পূজা বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বের মন্ত্র-গায়ত্রীও তথায় দ্রষ্টব্য।)

অনন্তর শ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজা করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে গুরু-রূপা সখীর দাসীরূপে তদীয় বামপার্শ্বস্থিতা নিজেকে একটী পরমা সুন্দরী গোপকিশোরী-রূপে ভাবনা করিয়া তদবস্থায় থাকিয়া এই পূজা করিতে হয়।

প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান কারতে হইবে, যথা :—

"শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং।
নানাপুষ্প-বনং তত্র গন্ধেষু পরিপূরিতং।
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধাম গোপ-গোপী-বিরাজিতং ॥"

তৎপরে শ্রীগুরু-রূপা সখীর ধ্যান করিবেন, যথা :—

"চিদানন্দ-রসময়ীং দ্রুতহেম-সম-প্রভাং।
নীলবস্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাং।
রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নব-যৌবনাং।
গুরু-রূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ-প্রদায়িনীং ॥"

অনন্তর গুরু-দত্ত গুরুপ্রণালী-অনুসারে গুরু-পরম্পরা স্মরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে বিরাজমানা গুরু-রূপা সখীর দাসী-রূপে তদীয় বামপার্শ্বে অবস্থিতা একটী পরমা সুন্দরী গোপকিশোরী-রূপে নিজের সিদ্ধদেহ নিম্নলিখিত-ভাবে ভাবনা করিতে হইবে, যথা ঃ—

"শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ-কৃপাসিক্ত-কলেবরাং।
কিশোরীং গোপ-বনিতাং নানালঙ্কার-ভূষিতাং।
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদমাত্র-চেষ্টাং সুপদ্মিনীং।
নিগূঢ়-ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দ-মোহিনীং।
নানা-রস-কলালাপ-শালিনীং দিব্য-রূপিণীং।
সঙ্গীতরস-সঞ্জাত-ভাবোল্লাস-ভরান্বিতাং।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ ভক্তিমাশ্রিতঃ॥"

(এই ধ্যান এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল; সম্পূর্ণ-রূপে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিলে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন, যথা ঃ—

"ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপানাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে॥"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-বামপার্শ্ব-স্থিতা শ্রীরাধিকার ধ্যান করিবেন :—

"হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূর-পুঞ্জোজ্জ্বলাং।
লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং স্মিত-মুখীং বিম্বাধরাং শ্রীরাধাং
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গ-ভূষাং ভজে ॥"

[তৎপরে মানসে শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্নান করাইয়া সযত্নে গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক বেশ-ভূষা ও অলকা-তিলকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবেন। অনন্তর একটী তাম্র বা পিত্তল-পাত্রে পুষ্প ও তুলসী সহ কিঞ্চিৎ জল লইয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া এবং এইরূপে "ইদমর্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইমং গন্ধং, ইমানি পুষ্পাণি শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া যথাক্রমে পাদ্যাদি অর্পণ করিবেন। তৎপরে চন্দন-লিপ্ত তুলসী-পত্র লইয়া লইয়া "ইদং সচন্দন-তুলসীদলং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া শ্রীপাদপদ্মে ৮ বার বা অসমর্থ-পক্ষে ৩ বার অর্পণ করিবেন। অনন্তর "ইমং ধূপং, ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বলিয়া যথাক্রমে ধূপ ও দীপ অর্পণ করিবেন।]

যিনি উপরোক্ত [ ] বন্ধনীর মধ্যে লিখিত ক্রিয়াগুলি করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তিনি "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া বলিয়া ৮ বার বা ৩ বার শ্রীচরণোদ্দেশে সদৈন্যে ও পরম-যত্নে কেবল জল-তুলসী অর্পণ করিবেন।

অনন্তর একাগ্র-চিত্তে মূলমন্ত্র ১০০৮ বার, বা ১০৮ বার, বা নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে ১০ বার এবং কাম-গায়ত্রী ১০ বার জপ করিবেন। জপান্তে "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বমিত্যাদি" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ-করে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

[উপরোক্ত মূলমন্ত্র ও কাম-গায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; কিন্তু দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া এই মন্ত্র-গায়ত্রী গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কেবল গ্রন্থে দেখিয়া জপ করিলে কোনও ফল হইবে না।]

অনন্তর যথাশক্তি উপকরণ দিয়া দুইখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর একখানি ও শ্রীকৃষ্ণের একখানি। অসমর্থ হইলে কেবল একখানি নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণের জন্য করিবেন ও মহাপ্রভুর জন্য একখানি মানসে কল্পনা করিবেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের পূজা করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহাদের জন্য আর এক একখানি করিয়া নৈবেদ্য করিবেন। অনন্তর ভোগ দিবেন। (নৈবেদ্যাপর্ণ বা ভোগের প্রণালী ৪৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

(বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, কচ্ছপ, কাঁকড়া, প্রভৃতি আমিষ-দ্রব্য ও পেয়াঁজ, রশুন, মসূর, গাজর, পুঁইশাক প্রভৃতি নিরামিষ-দ্রব্য নিবেদন বা ভোজন করা বিশেষ নিষিদ্ধ হওয়ায়, ঐরূপ করা অত্যন্ত অবৈধ বলিয়া জানিতে হইবে।)

তৎপরে করযোড়ে প্রার্থনা ও দৈন্য জ্ঞাপন করিতে হইবে, যথা :—

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।

দুর্ব্বাসনা-নিগাড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য।
চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি পদাবলম্বং॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন!।
যৎ পূজিতং ময়া দেব! পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া॥

মত্তুল্যো পাতকী নাস্তি নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম!॥

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা ত্বৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ! যথাযোগ্যং তথা কুরু॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

রাধে! বৃন্দাবনাধীশে! করুণামৃত-বর্ষিণি!।
কৃপয়া নিজ-পাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাং॥

অনন্তর অপরাধ-ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবেন, যথা :—

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ! ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥

তৎপরে পরম-ভক্তি-সহকারে নিম্নলিখিত-রূপে সকলকে পরপর প্রণাম করিবেন, যথা :—

নমশ্চৈতন্য-চন্দ্রায় কোটীচন্দ্রানন-ত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি-চন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশু-হাসিনে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ, গৌরপ্রেম-দাত্রে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ, তথা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগদাধর-চন্দ্রায় নমঃ, শ্রীশ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!।
গোপেশ গোপিকা-কান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি! রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!।
বৃষভানুসুতে দেবি! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে!॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

এইরূপ প্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীকে স্নান করাইবেন অর্থাৎ তুলসী-গাছে জল দিবেন; মন্ত্র যথা :—

"গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্য-কারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করিবেন (তদ্বিধি ৪৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য); মন্ত্র যথা :—

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু তুলসি! ত্বৎ-প্রদক্ষিণাৎ॥"

অনন্তর তুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ; প্রণাম-মন্ত্র যথা :—

"বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি ! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥"

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদিভক্ত-বৃন্দকে এবং তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে, তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীরাধিকা ও তদীয় সখীগণকে এবং তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিয়া দিবেন। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের পূজাও করিবেন, তাঁহারা ঐ দুই প্রভুর প্রসাদ তাঁহাদের স্বস্ব-গণকে নিবেদন করিয়া দিবেন ; অনন্তর শ্রীগুরুদেবকেও ঐ ঐ প্রসাদ নিবেদন করিয়া দিবেন।

তৎপরে শ্রীব্রজরজ সেবন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীচরণামৃত ধারণ করিবেন ; মন্ত্র যথা ঃ—

"অকালমৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥"

(অনন্তর পিতামাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণামৃত বা পদধূলি গ্রহণ করিবেন ; পিতামাতা সাক্ষাৎ না থাকিলে উদ্দেশে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিবেন ; তৎকালে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সমীপে উপস্থিত থাকিলেও ঐরূপই করিবেন।)

যাঁহারা কেবলমাত্র একটী নৈবেদ্য করিবেন, তাঁহারা প্রথমে মানসে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর একখানি নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া তাঁহাকে তাহা অর্পণ করিবেন ; পরে সাক্ষাৎ নৈবেদ্যখানি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ঐ প্রসাদ প্রথমে শ্রীরাধারাণী ও তৎপরে তদীয়

সখীগণকে নিবেদন পূর্ব্বক তৎপরে তাহা শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিবেন।

তৎপরে মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে ঐ মহাপ্রসাদ ও তৎসহ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপে স্তব করিবেন, যথা :—

"যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ॥
ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

তৎপরে প্রসাদ-ভোজন-কালীন কীর্ত্তন (৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) (বা নাম-কীর্ত্তন) করিয়া পরম ভক্তি-সহকারে ঐ প্রসাদ ভোজন করিবেন। তদন্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবেন। এই বিশ্রামকালে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু দিবানিদ্রা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর ও আয়ুক্ষয়কর বলিয়া উহা নিষিদ্ধ। বসিয়া বসিয়া, অথবা আবশ্যক বোধ হইলে নিদ্রা ব্যতীত কেবলমাত্র শয়ন করিয়া, মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন করা বা মালা-নাম করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিশ্রামান্তে নিজনিজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সুবিধা হইলে বৈকাল বা অন্য যখনই সুবিধা হইবে, ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ বা শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও মালানাম করিবেন।

সন্ধ্যাকালে শ্রীতুলসীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবেন। অনন্তর শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমনান্তে ১০৮ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবেন। তৎপরে শ্রীমন্দিরে গিয়া **আরতি-দর্শন ও আরতি-কীর্ত্তন করিবেন (সন্ধ্যা-আরতি-**

কীর্ত্তনের পদ-সমূহ ৪২৫ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য)। তদন্তে স্বস্ব-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রভুকে যথাযোগ্য ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ বা অভাবপক্ষে মন্ত্রে তাঁহার শয়ন দিবেন। তৎপরে যথাবিধি প্রসাদ ভোজন করিবেন। অনন্তর সমর্থ হইলে, কিয়ৎকাল মালানাম, বা কীর্ত্তন, বা গ্রন্থ-পাঠাদি করিবেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র অর্থাৎ

"সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্যদাচরিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো! গৃহাণারাধনং পরং॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। অনন্তর "শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ, শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীগদাধরায় নমঃ শ্রীশ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ, সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, পিতৃমাতৃ-শ্রীচরণেভ্যো নমঃ" বলিয়া বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বারম্বার "শ্রীগৌর-কৃষ্ণ" স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিবেন।

(বলা বাহুল্য, যখনই সুবিধা পাইবেন, তখনই "মালানাম" করিবেন। অপিচ খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে—যখনই সুবিধা হইবে, এমন কি বাহ্যে প্রস্রাব করিতে করিতেও মুখে গৌরনাম, কৃষ্ণনাম বা "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবেন। মুখে নিরন্তর "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার অভ্যাস করাই সর্ব্বোত্তম ও পরম-মঙ্গলকর। বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর নাম-গ্রহণে পরম-মঙ্গল

লাভ হইয়া থাকে; শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ল্লভ প্রেমসেবা পর্য্যন্তও ইহাতে লাভ হইয়া থাকে। এই নাম-গ্রহণই গৃহস্থের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ ভজন এবং ইহাই বিশেষ সুবিধা-জনক, অথচ ইহা পরম-কল্যাণকর ও পরমানন্দপ্রদ। শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমস্তপঃ।
নামৈব পরমো বন্ধুর্নামৈব জগতাং গতিঃ ॥ ১ ॥

আদিপুরাণ।

নাম চিন্তামণি-রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে ॥ ২ ॥

শাস্ত্রবাক্য।

অর্থাৎ নামই পরম ধর্ম্ম, নামই পরম তপস্যা, নামই পরম বন্ধু, নামই জগতের গতি ॥ ১ ॥

নাম হইলেন চিন্তামণি-স্বরূপ অর্থাৎ নামের নিকট যা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়; নামই পরম-গতি, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বস্তু আর কিছুই নাই; তাই একমাত্র নামেরই শরণাগত হইতেছি ॥ ২ ॥

অপরাধ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সর্ব্বক্ষণ নাম গ্রহণ করিতে পারিলে সুদুস্তর ভবজলধি-পারের আর কোনও চিন্তা থাকে না, দেবদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভেরও আর কোনও ভাবনা থাকে না; তখন কেবলই সুখ, দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না।

ইতি পূজা-পদ্ধতি সমাপ্ত।

মনঃশিক্ষা।

(এই প্রকরণের সমস্ত পদগুলি এখানে নাই ; বিস্তৃত ও সরল ব্যাখ্যা সহ "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থে আছে ; ইচ্ছা হইলে তথায় দ্রষ্টব্য।

(১)

এ মন ! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।

হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে, হেন প্রেম-পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে, বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল-করতালে, গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ-তিন-ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল-সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥

(২)

ওরে মন ! কিসে কর দেহের গুমান।
মৈলে দেহের যে অবস্থা নহ কি তাহার জ্ঞাতা
দেখিয়ে শুনিয়ে নহে জ্ঞান॥

ভূষণে ভূষিত যেই পচিয়ে পড়িবে সেই
পুড়িয়ে করিবে নহে ছাই।
কুক্কুর শকুনি শিবা বেড়িয়ে খাইবে কিবা
কিম্বা কৃমি ইহা কি এড়াই॥
সত্যে লক্ষবর্ষ যারা কেহ নাকি আছে তারা
এবে কলি কি আয়ু তোমার।
চরাচর দেখ যত সকলি হইবে হত
ধন জন সম্পদ আর॥
কৃষ্ণ হৈতে জন্ম তোর মায়াতে ভুলিয়া ভোর
চুরি দারী প্রবঞ্চ-বচনে।
আপন-উদ্ধার-পথে তিলে দৃষ্টি নাহি তাতে
নরকের হেতু রাত্রিদিনে॥
চারিযুগে ত্রিভুবনে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানে
সত্য সত্য 'হরিনাম' সার।
স্মৃতি ছাড়ি হরিপদে ডুবিলে সংসার-হ্রদে
এ সুখ লুটিবে যম-দ্বার॥
কহে প্রেমানন্দ-দাস দন্তে তৃণ গলে বাস
'হরি হরি' কহ ওরে ভাই।
যদি 'হরি' বল বক্ত্রে ফুকার করয়ে শাস্ত্রে
ত্রিভুবনে তার সম নাই॥

(৩)

এ মন! আর কি মানুষ হবে।

ভারত-ভূমেতে, জনম লভিয়ে, কি কাজ করিলি কবে॥
প্রথমে জননী-, কোলেতে কৌতুক, নাহি ছিল জ্ঞান আর
শিশুর সহিতে, খেলিয়া বেড়ালি, পৌগণ্ড এমতি পার॥
প্রকৃতি অর্থ, অনর্থ হইল, সে মদে হইলি ভোর।
বুঝিতে নারিয়ে, কামিনী সাপিনী, মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড়॥
সুত সুতা ল'য়ে, মগন রহিলি, ভুলিয়ে পূরব-কথা।
মায়ের উদরে, কত না কহিলি, যখন পাইলি ব্যথা॥
চতুর্থে আসিয়ে, জরায় ঘেরিল, সামর্থ্য হইল হীন।
তবু তোর "মোর", না ঘুচে বচন, শমন গণিছে দিন॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে, 'হরি হরি' বল, নিকটে শমন ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে নাম লইলে, শমন-গমন নাই॥

(৪)

ওরে মন! কি রসে হৈয়া রৈলি ভোর।

কি বলিয়া এলি সেথা কি কাজ বা কর হেথা
তিলেক চেতন নাহি তোর॥

পুত্র-দারা-সম্পদ- জীবন-যৌবন-মদ
যে কর সে সকলি অসার।

জল-বিম্ব কতক্ষণ তেমতি জানিহ মন
ত্রিভুবনে "কৃষ্ণমাত্র" সার॥

যে দিন যে গেল যায় যা আছে সামালো তায়
কাল-দূত দাঁড়াইয়া পথে।
ছাড়িয়া অন্যথা কাম বল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম
কভু দেখা না হবে তা-সাথে ॥
আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা হর শমন কিঙ্কর যাঁর
সুর মুনি যে পদ ধেয়ায়।
হেন কৃষ্ণ-পদ ছাড়ি গলে দিয়া মায়া-দড়ি
দুঃখ দেহ কেন রে আমায় ॥
প্রেমানন্দ কহে ভাই কৃষ্ণ বিনা গতি নাই
ভজ কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সংসার-সাগরে পড়ি কেন কর কাড়ু বাড়ি
কহ "কৃষ্ণ"—তরিবে আনন্দে ॥

(৫)

এ মন! এখন কর কি কাম।
জান না কি বলি, শমন-খাতায়, লিখা'য়ে এসেছ নাম ॥
দেখ না ভুলিয়া, কি কাজ করিছ, দূতেরা জানায় সাঁটে।
তখনি এ সব, কাগজ ধরিয়া, পলকে পলকে আঁটে ॥
উলটি পালটি, নাড়িছে দেখিছে, যখন ফুরা'বে জমা।
অভ্রম করিয়া, বান্ধিয়া লইবে, বুঝিয়া দে ভাই ক্ষমা ॥
গলে দড়ি দিয়া, নরকে ডুবা'বে, যখন দেখিবে পাপ।
যদি না থাকয়ে, আদরে গৌরবে, সে তোরে বলিবে বাপ ॥

হও না এখানে, রাজা কি দেওয়ান, ধনী বা কুলীন মানী।
তা বলি সেখানে, আদর নহিবে, আপনা সামালো জানি॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, কি ছার সুখেতে ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে, এ বড় সুলভ তোর॥

(৬)

ওরে মন! শুন শুন তো বড়ি গোঙার।

ছাড়িয়া সতের সঙ্গ অসৎ-সঙ্গে সদা রঙ্গ
পরিণাম না কর বিচার॥

কামাদির বশ হ'য়ে সদা ফির মত্ত হ'য়ে
জান তোমা অক্ষয় অমর।

দণ্ড-কর্ত্তা আছে যেই দণ্ডে দণ্ডে লিখে সেই
তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব্ব তোর॥

খর-প্রায় বহ ভার যেবা কন্য পুত্র দার
পাল' যারে আপনা জানিয়া।

যবে কাল বান্ধি লবে এ দেহ পড়িয়া রবে
দেখি মুখ রহিবে ফিরিয়া॥

করিয়া বাহির-বাটী গৃহে দিবে ছড়া ঝাঁটী
স্নান করে পবিত্র লাগিয়া।

কহ দেখি কেবা ছিল কাহার আদর কৈল
এবে কেন ফেলে পোড়াইয়া॥

কহে প্রেমানন্দ চিত যদি চাও নিজ-হিত
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ শ্বাস-শ্বাস।
কৃষ্ণ জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ তিনলোক-ত্রাতা
ভজি 'কৃষ্ণ' কাট' কর্ম্ম-ফাঁস॥

(৭)

ওরে মন! ধিক্ রে তোমায়।
পাইয়া মনুষ্য-জন্ম না চিন্তিলে কৃষ্ণ-কর্ম্ম
বৃথা জন্ম গেল রে খেলায়॥
কতেক সুকৃতি-ফলে মানুষ-উত্তমকুলে
তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম।
ধন্য কলিযুগ তাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে
প্রকাশিলা 'নাম'-মাত্র ধর্ম্ম॥
পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম কিছু নাহি পরিশ্রম
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ অবিরাম।
কহ লক্ষ কথা আন তাহে না আলিস-জ্ঞান
কি ভার কি বোঝা 'কৃষ্ণ'-নাম॥
এ যদি না শুন ভাই তবে আর গতি নাই
হেন জন্ম না হইবে আর।
কহে প্রেমানন্দ এবে না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে
কোটি-কল্পে নাহিক নিস্তার॥

(৮)

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়।

দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পার দঢ়॥
কে সার অসার, না কর বিচার, কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি, আপন-কাজতে বাজ॥
এ ধন এ জন, আপনা ভাবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়, বুঝ না আপন-মূল॥
দেখ না জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তার বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি, খাটিয়া মরিছ গাধা॥
দিবস রজনী, তিলে না বিরাম, গণিছ পড়িছ কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন, তারে কি উত্তর দিবা॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে, আপনি দিবে সে ভঙ্গ॥

(৯)

ওরে মন! রুচি নহে কেন কৃষ্ণনাম।

তবে জানি পূর্ব্ব-জন্মে আছে কত পাপকর্ম্মে
সে লাগি বিধাতা তোরে বাম॥
যদি অন্য কথা পাও আঁটিয়া সাঁটিয়া কও
'কৃষ্ণ'নাম লইতে আলিস।
যদি শুন কৃষ্ণ-কথা বজ্র যেন পড়ে মাথা
ঘুমে ঝুমে তল্লাসো বালিস॥

যদি হয় অসৎ-কথা ঘুমেতে চিয়াও তথা
শুনিতে বাড়য়ে কত রতি।
নীচ-সঙ্গে সদা বাস সাধুজন দেখি হাস
কুলটা বন্দিয়া নিন্দ সতী॥
শ্রাদ্ধদেব অধিকারী ভাঙ্গিবে এ ভারিভুরি
আসি দূত লইবে বান্ধিয়া।
ক গুমান কর দেহ পচি গলি যাবে এহ
ধন জন রহিবে পড়িয়া॥
য সুখে হ'য়েছ মত্ত বুঝি দেখ তার তত্ত্ব
ইহা তোর রহিবে কোথায়।
াজি মর মর কালি মরণ এ নহে গালি
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ দিন যায়॥
কৈলে সে কৈলে মন এবে হও সচেতন
ফিরে বৈস কে তোরে হারায়।
হ প্রেমানন্দ সুখে 'রাধাকৃষ্ণ' বল মুখে
শমন জিনিয়া উঠ নায়॥

(১০)

ওরে মন! তোমার চরিত্রে লাগে ধন্দ।
তাই লাগে ভাল যাতে নষ্ট পরকাল
কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ॥

কুসঙ্গে অসৎ-কথা সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তা

সাধু-সঙ্গ কাঁটা-হেন জ্ঞান।

যদি দৈবে কভু হয় তবে যেন বিন্ধে গা

উষিপুষি করিয়া প্রস্থান॥

কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-গান যদি হয় কোনো স্থা

যদি বেড়ে পড় কোনো দিনে।

থাকিতে কিঞ্চিত কাল বাস' হৈল কি জঞ্জাল

বিশ্রাম করিলে জীয় প্রাণে॥

প্রহর বা দণ্ড পল তাহাতে সর্ব্বস্ব তল

ভাবি এই উঠি যাও চ'লে।

যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে ছ'মাস বৎসর পাড়ে

তবে সংসার কে রাখে সে কালে॥

সৃষ্টি করিয়াছে যেই অবশ্য পালিবে সেই

নহে কেন সংহার না করে।

দেখ যাঁর আজ্ঞা-বলে মাটিকে ভাসায় জলে

চন্দ্র সূর্য্য উদয় যাঁর ডরে॥

সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মা-আদি আজ্ঞাকর

হেন কৃষ্ণ ভুল' কেন ভাই।

প্রেমানন্দ কহে মন 'কৃষ্ণ' কহ অনুক্ষণ

তবে কর্ম্ম-বন্ধন এড়াই॥

(১১)

এ মন! তুমি সে ভাবিছ কিবা।

না জানি এতেক, তুমি এ সংসারে, কতেক কাল বা জীবা॥

আপনা-আপনি, জানিছ চতুর, পায়ের গরবে জোর।
এ কাল চাহিয়া, সে কাল হারালি, এ কোন্ চাতুরী তোর॥
ধন জন যত, আপনা জানিছ, এখন বুঝিছ ভাল।
কটির কৌপীন, ছাড়িয়া চলিবে, যখন বান্ধিবে কাল॥
ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম, দেখ না কতেক শ্রমে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি, কুসঙ্গে হারালি ভ্রমে॥
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রবণের পথ, না কৈলি সতের সঙ্গ।
অসতে মজিয়া, দিবস গোঙালি, এ তোর কেমন ঢঙ্গ॥
যে কৈলি সে কৈলি, শুন রে পামর, কি ছার সুখেতে রত।
কহে প্রেমানন্দ, 'হরি হরি' বল, আনন্দে ভাসিবি কত॥

(১২)

ওরে মন! বৃথা কেন কর্ম্মেরে দোষাও।
মানুষ-উত্তমদেহ ভারতবর্ষেতে সেহ
ইহার অধিক কিবা চাও॥
বিচারিয়া দেখ তন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'কৃষ্ণমন্ত্র'
উপাসনা হইয়াছে তাই।
তাতে কলিযুগ ধন্য ধ্যান যজ্ঞাদিক অন্য
'কৃষ্ণ'নাম বিনা ধর্ম্ম নাই॥
কৃত-কর্ম্ম কর ভোগ বিধাতারে অনুযোগ
সে কবে অন্যায় কারে করে।
পাপ পুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত এ জন্মে তা পরিচিত
এবে যা, তা এখনি বা পরে॥

ভাবি দেখ কেবা কার যে কর সে আপনার
কারো কর্ম্ম কারো নাহি যায়।
সংসার-বিষের লাড়ু কি বুঝে খাইছ ভাড়ু
দেখ জীর্ণ কৈল সর্ব্ব-কায়॥
কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ উলটি না দেখ পাছ
কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া।
যমদূত দণ্ড হাতে সে দাণ্ডা'য়ে আছে পথে
তারে বুঝি রয়েছ ভুলিয়া॥
যদি জীতে সাধ হয় 'কৃষ্ণনাম' সুধাময়।
সে অমৃত সদা পিয় ভাই।
প্রেমানন্দ কহে তবে সব বিষজ্বালা যাবে
মৃত্যু জিনি শমন এড়াই॥

(১৩)

ওরে মন! আর কি হইবে হেন জন্ম।
না জানি কি পুণ্য-ফলে মানুষ-উত্তমকুলে
হেলে যার না বুঝিলি মর্ম্ম॥
দেখ আয়ু-সংখ্যা যত নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গত
চৌঠি রোগ শোক অপকথা।
চৌঠি বিদ্যা ধনে মানে কাম ক্রোধ দুর্ব্বাসনে
হাস্য কৌতুকে গেল বৃথা॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে বহু আয়ু ছিল তাতে
বিনা সংখ্যা-পূর্ণ মৃত্যু নাই।
কত করি পরিশ্রম আচরিত যুগ-ধর্ম্ম
ধ্যান যজ্ঞার্চ্চনা ভরি আই॥
এবে কলি অল্প আই শতেক বৎসর ভাই
সেহো দৃঢ় নহে নিরূপণ।
তা গোঙালি মিছা কাজে কি বলিবি কোন্ লাজে
যবে তোরে সুধা'বে শমন॥
এমন সুলভ কলি যাতে "হরে কৃষ্ণ" বল
হেন নামে না করিলি রাত।
প্রেমানন্দ কহে পুনি এ চৌরাশীলক্ষ যোনি
ভ্রমাইবে কতেক দুর্গতি।

(১৪)

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি, সে তুই মানুষ কবে॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ, 'শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ' নাম॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত॥
দিবস রজনী, আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, 'গোবিন্দ' বলিতে নার॥

ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত-দায়॥

(১৫)

ও মন ! এমন কেন রে ভাই।

দেখ না কি কাজে, ভারত-ভুবনে, তা তোর স্মরণ নাই॥
উদর-তিমিরে, নাভিতে বন্ধন, জঠর-অনলে দহে।
কৃমিতে বেড়িয়া, কত না কাটিছে, কহ কে রাখিল তাহে॥
ভূমিতে পড়িয়ে, আপনা ভুলিছ, যখন ধরেছে মায়া।
সংসার-বাসনা, গলার শৃঙ্খল, চরণ-দাড়ুকা জায়া॥
কি সুখে মজিছ, পাছু না গণিছ, তুমি কি বুঝিছ ভাড়ু।
এমন জনমে, হরি না ভজিলে, তোমার কপালে ঝাড়ু॥
এবার ওবার, আসিছ যে আর, বিচার করিয়া দেখ।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলে, তরিতে না পারে এক॥
জান না কখন, শমন ফুকারে, কি বলি দাঁড়াবে কাছে।
কহে প্রেমানন্দ, 'হরি' বল যদি, কে বল এমন আছে॥

(১৬)

ওরে মন ! দেখ না সকলি ভুল।

কি ছার গরব, ধন জন জাতি, কিসে বা চলাও কুল॥
ধন দিয়া বুঝি, শমনে এড়াবে ধনে কি ছাড়িবে তোরে।
বড় জাতি হৈলে, সে বুঝি ছাড়িবে, কুলে কি রাখিবে তারে॥

সুত সুতা জায়া, বেশ্যা পরদার, সে ঝুটা খাইলি সাধে।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে, কুকুড়ি মুকুড়ি, তাহাতে জাতিতে বাধে॥

রজনী দিবস, কত কুপচাল, উছলি উছলি বুক।
'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে, না জানি বা কেহ, চাপিয়া ধরে কি মুখ॥

যখন মরিবে, কিসে বা তরিবে, কখনো না ভাব ভাই।
তিলেকে পলকে, দণ্ডে শতবার, খসিয়া পড়িছে আই॥

নরক পরক, সে আর কেমন, পরিচয় দিলে সেথা।
কহে প্রেমানন্দ, 'হরি' না ভজিয়া, যমকে বেচিলি মাথা॥

(১৭)

ওরে মন! বিচারিয়া দেখ না হৃদয়।

ধনে জনে যত আর্ত্তি বাড়ে বই নহে নিবৃত্তি
হরি-পদে হৈলে কি না হয়॥

যা ভাবিলে হবে নাই তাই ভেবে কাট আই
যা ভাবিলে পাও তা না কর।

লক্ষকোটী যার ধন সে কি খায় একমণ
বুঝি কেনে ধৈরয না ধর॥

খাওয়া পরা ভাল চাও তাই কি ভাবিলে পাও
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সেই পাবে।

কার ধন চিরস্থায়ী না গণ' আপন-আয়ি
কত কাল তুমি বা বাঁচিবে॥

অজ ভব ভাবে যাঁরে কি মদে পাসর' তাঁ'
'হরি' ভুলি জীয় কোন্ কাজ।
হরিনাম যাতে নাই সে বদনে পড়ু ছাই
সে মুখ সে দেখায় কোন্ লাজে॥
হরিনাম সুধাময় তাতে তোর রুচি নয়
সংসার-নরক লাগে মিঠা।
নর তনু কেনে তাক শৃগাল কুক্কুর কাক
সেই ভাল, বৃথা কাচ এটা॥
দেখিয়া তোমার কাজ মনে হাসে ধর্ম্মরাজ
জান না ভাঙ্গিবে এনা ঠাট।
প্রেমানন্দ কহে যদি 'কৃষ্ণ' কহ নিরবধি
সংসার তরিবে করি বাট॥

(১৮)

এ মন! শমনে কর কি ডর।

শমন-ভবনে, না হবে গমন, আমি যা বলি তা কর॥
তীরথ-ভ্রমণে, যত পরিশ্রম, দেখ না বিচার করি।
কোটী-তীর্থ-স্নান, হবে যদি প্রেমে, বদনে বলহ 'হরি'॥
জপ তপ ধ্যান, করিতে নারিছ, তাহাতে স্থির বা কোথা।
সৎ-সঙ্গে বসি, 'হরি হরি' বল, ঘুচিবে সকল ব্যথা॥
ধরম করম, কি করিবে তাতে, কত না আপদ আছে।
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি, কি আছে তাহার কাছে।

দানে দেখ সাক্ষী, নৃপ হরিশ্চন্দ্র, কে ওর পাইবে তার।
আনন্দ-হৃদয়ে, 'হরি' বল ভাই, তায় না শকতি কার॥
'হরি' বল যদি, পুলক শরীরে, নয়নে বহিবে ধারা।
কহে প্রেমানন্দ, ভুকতি মুকতি, সরিয়া দাঁড়াবে তারা॥

(১৯)

ওরে মন! বিচারিয়া দেখ না রে ভাই।
যদি কর অন্য কাম মুখে লৈতে "কৃষ্ণ"নাম
তাতে কেবা দিয়াছে দোহাই॥
মুখ জিহ্বা আপনার সে কি করা লাগে ধার
তবে কর অপেক্ষা কাহার।
বাক্য বশ, 'কৃষ্ণ'নাম থাকিতে নরকধাম
চল তবে—অদ্ভুত কি আর॥
যদি মুখে কোনো ছলে কখন না 'কৃষ্ণ' বলে
হেন মুখ শ্বান-মুখ-প্রায়।
রাত্রদিন ভুখে মরে উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করে
কি লাগি সে বৃথা ধরে কায়॥
যে মুখেতে অবিরাম উচ্চারয়ে 'কৃষ্ণ'-নাম
সে না মুখ চন্দ্রের সমান।
দেখিলে শীতল করে 'কৃষ্ণ'নামামৃত ঝরে
সাধু-নেত্র-চকোরের প্রাণ॥

কভু যে বদন ভরি না বলিলি 'কৃষ্ণ' 'হরি'
যম থোবে নরকের কুণ্ডে।
মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি কৃমিতে খাইবে বেড়ি
বিষ্ঠায় পূরিবে সেই তুণ্ডে॥
প্রেমানন্দ কহে মন এই মোর নিবেদন
কাতর হইয়া বলি অতি।
কেন বৃথা কর্ম্মে মত্ত "কৃষ্ণ" কহ অবিরত
এড়াইবে শমন-দুর্গতি॥

(২০)

এ মন! নিতান্ত জানিহ ভাই।
"হরি" না জানিয়া, লাখ জান যদি, সে জানা কেবল ছাই॥
"হরিনাম"-সুধা, জিহ্বায় না পিয়ে, কি রস চাখিছ আর।
চিনি কলা ক্ষীর, মিছরিতে রতি, দেখ না কি ফল তার॥
"হরিনাম"-মণি, হৃদে না ধরিয়া, কি ভূষা ভূষিছ গায়।
সোণায় রূপায়, জড়া'য়ে থাকিলে, যমে কি ছাড়িবে তায়॥
ঘোড়ায় দোলায়, চড়িয়া ফিরিছ, ধূলা না পরশে পায়।
জান না পবন, ছাড়িবে যখন, ভূমিতে লোটাবে কায়॥
বাহিরে বেড়া'তে, ডরে ডরাইছ, দোসর তেসর চাও।
শমন-নগরে, যখন চলিবা, তখন ক'জন পাও॥
ভুলায় ভুলিয়া, কুপথে যাইছ, উদ্দেশ না পাও তবে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন জানিবে, শমন বান্ধিবে যবে॥

(২১)

ওরে মন ! স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথা।

যে যেমন কর্ম্ম করে তেমনি ভুঞ্জায় তারে
ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা ॥

কেহ ঘোড়ায় দোলায় ফেরে কেহ স্কন্ধে বহে কারে
ছত্র ধরি কেহ চলে পথে।

কেহ কর্ম্ম-অনুসারে জন্ম ভরি কারাগারে
কারো বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে ॥

শত সহস্রাযুত লক্ষ কেহ পালে দিয়া ভক্ষ্য
উদর ভরিতে কেহ নারে।

এখানে দেখিছ যেবা পরে যা তা জানে কেবা
বিধাতার মনে সে বিচারে ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য রক্ষ
স্বভাবে সকল পরচার।

যাহার যেমন-মত সেই কর্ম্মে অনুরত
সেইমত ভক্ষ্য সে আচার ॥

কৃষ্ণ-পারিষদ ভক্ত কৃষ্ণ-কর্ম্মে সদা রত
কভু লিপ্ত নহে এ সংসারে।

সে রহে মায়ার পার তাতে কার অধিকার
নিত্য-সঙ্গ নিত্য-পরিবারে ॥

কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-নাম রাত্রিদিনে অবিরাম
শ্রবণ কীর্ত্তন সদানন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মতি হ'য়ে তাঁর অনুগতি
"কৃষ্ণ" কহি ছিঁড় কর্ম্ম-বন্ধ ॥

(২২)

এ মন! বল রে "গোবিন্দ"-নাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবে কাম ॥
কালি সে করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা কর না ভাই।
আজি যা করিবা, তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই ॥
এহেন কলিতে, মানুষ-জনম, এমন আর বা কাতে।
"হরি"নাম দিয়া, জগত তারিলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে ॥
সে-তিন-যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল, যুগের ধরম দেখ ॥
রসনা বদন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইবে, কার বা এ অপচয় ॥
শমন-কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে, জান না কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে ॥

(২৩)

ওরে মন! এবে তোর এ কেমন রীত।
যে কর্ম্মে আইলি হেথা সে সব রহিল কোথা
এবে যে দেখিয়ে বিপরীত ॥

কৃষ্ণ-কর্ম্ম লাগি কর তাহে কেন বর্ব্বর
সে করে পরের বিত্ত হর।
সে অবশ নহে কেনে কি স্নুসার বহু দানে
তাহে আর কর বা না কর॥
মুখে ক'বে 'হৃষীকেশ' তাহে যদি সাধু-দ্বেষ
তবে বক্র-মুখ কেনে নও।
অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়া'লে না ঘুচে দুখ
তাহে 'কৃষ্ণ' কও বা না কও॥
ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ পদের না এহি কৃত্য
তাহে যদি পর-দারে চল।
কি কাজ পদের এই পঙ্গু কেন নহে সেই
তবে তীর্থে গেল বা না গেল॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-কথা কর্ণেতে শুনিবে যথা
তাহে যদি কু-কথায় ভোর।
যদি আরো সাধু-নিন্দা শুনিয়া বাড়য়ে শ্রদ্ধা
সে কাণ বধির হউ তোর॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-মূর্ত্তি দেখিবে করিয়া আর্ত্তি
সে যদি দেখয়ে পর-দারে।
অসন্তোষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আঁখি
আশু অন্ধ না করে তাহারে॥
তুমি কৃষ্ণ-স্মৃতি-কাজে জন্মিলা সংসার-মাঝে
তাহা ছাড়ি ধনে জনে আশ।

তবে জীয়ে কিবা কাজ পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ
কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ ॥

প্রেমানন্দ কহে মন "কৃষ্ণ" কহ অনুক্ষণ
কেনে ভুল আপনার প্রভু।
মুখে "হরি হরি" বল সদাই আনন্দে দোল
তিন-লোকে দুঃখ নহে কভু ॥

(২৪)

ওরে মন। কৃষ্ণ-কৃপা দেখ না নয়নে।
তুমি কৃষ্ণ-চিন্তা ছাড়ি মর হে নরকে পড়ি
তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে ॥

গুরু-রূপে ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে সবাকারে
বৈষ্ণব-রূপেতে দেয় শিক্ষা।
শাস্ত্র-রূপে দেয় জ্ঞান আত্মা-রূপে অধিষ্ঠান
দেখ তাঁর কারে বা উপেক্ষা ॥

যুগে-যুগে অবতরি ধর্ম্মের স্থাপন করি
দুষ্কৃতির করেন সংহার।
যিনি এ মমতা করে কি সুখে ভুলেছ তাঁরে
ধিক্ ধিক্ জনম তোমার ॥

শুন রে পামর মন বৃথা চিন্ত ধন জন
ইহা কি চিন্তিলে পাই কভু।

তুমি চিন্ত নিজোদরে তাঁর চিন্তা জগ-তরে
যাঁর সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু॥
আপনার অংশে ধরা পৃষ্ঠে ধরি সহে ভারা
মূল-দ্বারে সিঞ্চে সিন্ধু-জলে।
কালোচিত ফল-ফুল কারো দণ্ড কারো মূল
শস্যাদি জন্মাইয়া সৃষ্টি পালে॥
সাধে লৈয়া মায়া-বন্ধ কেনে ঘুচাও সে সম্বন্ধ
যে হরি-করুণা এতরূপে।
প্রেমানন্দ কহে সুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহ মুখে
উদ্ধার পাইবে ভব-কূপে॥

(২৫)

এ মন! এ মোর আইসে হাস।
কোঁচের কড়িতে, যাহারে কিনিলি, সে তোরে করিল দাস॥
গলে দড়ি দিয়া, সদা নাচাইছে, সুখ না বাসিছ তাতে।
যেন বানরিয়া, বানর নাচায়, তালি বাজাইয়া হাতে॥
আপনার সুখে, আদর বাড়া'য়ে, উত্তম-কাজেতে বাধা।
দিবস রজনী, যেন খাটাইছে, ধোপার ঘরের গাধা॥
কি সুখে মজিয়া, আপনা বেচিলি, পাছু না দেখিলি চাই।
স্বরগে উঠিয়া, নরক ইচ্ছিস্, বুঝিয়া দেখ না ভাই॥
সবার উপরে, মানুষ-জনম, এ যদি বিফলে যায়।
কু-যোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়াবে, আর কিসে কূল পায়॥

ঘরে ঘরে ওরে, নগরে নগরে, রবির স্থতের থানা।
কহে প্রেমানন্দ, 'হরি হরি' বল, কখন দেয় বা হানা॥

(২৬)

এ মন! তুমি সে কেবল ভূত।

কুসঙ্গ-শ্মশানে, সতত বসিছ, পাইয়া পরম যুত॥
মল মূত্র যত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে।
রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ, বলিতে নারিছ মুখে॥
যে কর তোমার, গোবিন্দ-পূজনে, তীরথ ভ্রমিতে পায়।
সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দারিয়ে, তবে কি উলটা নয়॥
যত না করিছ, সাধুর হেলন, সে তোর অনল মুখে।
দেখ না তাহাতে, আপনি দহিছ, এমতি গোঙাবি দুখে॥
কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে, সুখের বিশ্রাম-ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব, তাঁহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি॥
শ্রীহরি-চরণ, করহ শরণ, গয়া গঙ্গা সব তাতে।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার, নহিলে বা হবে কাতে॥

(২৭)

এ মন! কি কৈলি মানুষ হ'য়ে।

উদর লাগিয়া কুক্কুর-সমান
সতত ফিরিলি ধেয়ে॥
সুখে বা দুখে বা নিজ-পরিজন
তা তোর এড়ান নাই।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব- গোবিন্দ-সেবন
কেবল বঞ্চিত তাই ॥
পূরব জনমে যেমন করেছ
ভাবিয়া দেখহ তবে।
কি জানি কি পুণ্যে মানুষ হয়েছ
এবার তাহা না হবে ॥
দিলে সে পাইবা পাইলে সে দিবা
না পা'লি না দিলি ভাই।
দিতে না পারিলি নিতে কি আলিস
ইহাও শকতি নাই ॥
দেওয়া লওয়া দুই কিছু না করিলি
তে কেনে আইলি ভবে।
বসিয়া খাইতে ইহা যে ঘুচিবে
আবার চৌরাশী হবে ॥
লহ লহ 'হরি'- নাম লও রে ভাই
সকল ধনের খনি।
কহে প্রেমানন্দ জগতে অক্ষয়
হও না এ ধনে ধনী ॥

(২৮)

এ মন ! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন, এ তোর কেমন বুক ॥

স্থাবর-যোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জল-জন্তু মাঝে, নব লক্ষ আর, জলেই বসতি ভক্ষ্য ॥
একাদশ লক্ষ, কৃমিতে জনম, দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ লক্ষ, মানব চতুর্ লক্ষ ॥
মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বি-লক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, পরে একবার, তা'সম নাহিক আর ॥
কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ, এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে, আবার তোমারে বাপ ॥
বদন ভরিয়া, "হরি হরি" বল, অসত ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর, এ সব যাতনা এড় ॥

(২৯)

ওরে ভাই ! কৃষ্ণ সে এ-তিনলোক-বন্ধু।
জীব নিজ-কর্ম্মে বন্ধ মায়াতে পড়িয়া অন্ধ
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু ॥
নিজ-শক্তি-গুণ-গণ সব "নামে" সমর্পণ
ন্যূনাধিক নাহিক বিচার।
নাম নামী ভেদ নাই নামের গুণে নামী পাই
নাম করে হেলায় উদ্ধার ॥
নাহি কালাকাল তার শুচি কি অশুচি আর
নাম লৈতে নিষেধ না ইথে।

কি মোর দুর্দ্দৈব হায় হেন সে দয়ালু-পায়
অনুরাগ না জন্মিল তাতে॥
ওরে মন! পায়ে পড়ি অসত প্রয়াস ছাড়ি
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ অতি নামে যদি কর প্রীতি
তবে প্রেমানন্দের নন্দন॥

(৩০)

ওরে মন! মিনতি করিয়ে ধরি পায়।
কেন বৃথা চিন্ত অন্য চিন্ত কৃষ্ণ-পদ ধন্য
এই ভিক্ষা মাগিয়ে তোমায়॥
কি মিথ্যা-জল্পনে বক্ত্র ডুবি আছ অবিরত
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহ ওরে ভাই।
কর্ণ! কৃষ্ণ-লীলা-গুণ শুন তুমি অনুক্ষণ
অন্য গীত বাদ্য শুন নাই॥
চক্ষু! মোর নিবেদন এ সংসারে সর্ব্বক্ষণ
কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ কর।
কৃষ্ণ বিনা যদি আর যে থাকে সে ছারখার
তাহে অতি দূরে পরিহর॥
তোমরা বান্ধব হৈয়া যার যে সে গুণ লৈয়া
রহ সবে শ্রীকৃষ্ণ-তৃষ্ণায়।

ধন্য প্রেমানন্দ-জন্ম যদি কর এই কর্ম্ম
তবে মোর অন্তর জুড়ায়॥

(৩১)

এ মন! হরিনাম কর সার।

এ ভব-সাগর, হবে বালি-চর, হাঁটিয়া হইবি পার॥
ধরম করম, এ-জপ এ-তপ, জ্ঞান যোগ যাগ ধ্যান।
নহি নহি নহি, কলিতে কেবল, উপায় "গোবিন্দ-নাম"॥
ভুকতি মুকতি, যে গতি সে গতি, তাহে না করিহ রতি।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ানো যেমন, কহ না সে কোন্ গতি॥
বদন ভরিয়া, "হরি হরি" বল, এমন সুলভ কবে।
ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম, আর কি এমন হবে॥
যতেক পুরাণ, প্রমাণ দেখ না, নামের সমান নাই।
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ, অসত পচাল ছাড়ি।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ-জনম, সফল কর না ভাড়ি॥

(৩২)

ওরে মন! "কৃষ্ণনাম"-সম নাহি আন।

ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ ত্যাগ ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ
কিছু নহে নামের সমান॥

যে নাম লইতে হর প্রেমে মত্ত দিগম্বর
বাল্মীকি হইল তপোধন।
অজামিল বিপ্র ছিল নামাভাসে ত'রে গেল
পুত্রকে ডাকিয়া 'নারায়ণ'॥
যে নামের স্বাদ পেয়ে তম্বুরে ফিরয়ে গেয়ে
দেবঋষি নারদ-গোসাঁই।
সত্যভামা ব্রত-ছলে কৃষ্ণ-সঙ্গে করি তূলে
দেখাইলা নামের বড়াই॥
অনন্ত সহস্র মুখে যে নাম গায়েন সুখে
তবু তো করিতে নারে সীমা।
লক্ষ্য করি অর্জ্জুনকে প্রভু আপনার মুখে
কহেছেন নামের মহিমা॥
প্রেমানন্দ কহে মন "কৃষ্ণ" বল অনুক্ষণ
দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।
প্রেমে উচ্চ নাম করি অবশ্য পাইবে হরি
'নাম' আর 'নামী' ভিন্ন নয়॥

(৩৩)

ওরে মন! "হরি হরি" বল ভাই।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখ না, নামের সমান নাই॥
সাগর লঙ্ঘিয়া, ফিরে হনুমান্, লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর, আপনে তরিলা, পাথরে বান্ধিয়া রাম॥

দ্বারকা-ভবনে, নারদ-গোসাঁই, সাধিল আপন-কাজে।
‘হরিনাম’ তুলি, দেখা’লে মহিমা, এ-তিন-লোকের মাঝে॥
গঙ্গাস্নান করে, যে করে সে তরে, না করে না তরে পুন।
আর এক তাঁর, নামের মহিমা, বিশ্বাস করিয়া শুন॥
শতেক যোজনে, বসিয়া যে জন, ‘গঙ্গা গঙ্গা’ ইতি বলে।
সবাকার পাপ, হইয়া মোচন, বিষ্ণুর লোকেতে চলে॥
মরণ-কালেতে, কোন্ খানে কেবা, গঙ্গায় পরশি রাখে।
তারণ-কারণ, নাম বিনে আর, কে কার শ্রবণে ডাকে॥
সকল-কাজেই, নামের প্রকট, কখনো বিরাম নয়।
নামের সহিতে, রূপ গুণ লীলা, ভাবিয়া দেখিলে হয়॥
“কৃষ্ণ” দু’আখর, যাহার জিহ্বায়, ভুবন জিনিল সে।
কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব, ভুলিয়া রহিনু যে॥

(৩৪)

ওরে মন! কি ভয় শমনে করি আর।
যদি কৃষ্ণ পদে রতি কি করিবে পিতৃ-পতি
ইহা কেন না কর বিচার॥
যে পদ ভরসা করি ব্রহ্মা সৃষ্টি-অধিকারী
যে পদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন।
যে পদে গঙ্গার জন্ম লক্ষ্মী জানে যার মর্ম্ম
অহর্নিশি স্মরে অনুক্ষণ॥
ধ্রুব-আদি যে প্রসাদে যোগীন্দ্র ধরয়ে হৃদে
মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়।

দ্রৌপদী প্রহ্লাদ করি যে পদ হৃদয়ে স্মরি
দেখ কত সঙ্কট এড়ায় ॥
যদি কর নিজ-কাজ মিত্র হবে ধর্ম্মরাজ
বৃথা চিন্ত অসার সংসার।
কহে দীন প্রেমানন্দ চিন্ত কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্ব
ত্রিভুবনে শত্রু নহে আর ॥

(৩৫)

ওরে মন! কিছু স্মৃতি নাহিক তোমার।
যবে গুরু কৃপা করি মন্ত্র দিল কর্ণ ভরি
তাহা কেনে না কর বিচার ॥
পুষ্প দিয়া গুরু-পায় দেহ সমর্পিলে তাঁয়
সেই কালে করি অত্মসাথ।
বয়ঃ রূপ নাম মূর্ত্তি সেবা অনুগতি স্থিতি
সব তত্ত্ব কহেছেন তোমাত ॥
আপনা চিনিয়া লহ কিসে 'এ আমার' কহ
'তোর মোর' বল কি সাহসে।
যদি কহ অনুদ্দিশ্য কোথা গুরু কোথা শিষ্য
তবে বান্ধা যাবে কর্ম্ম-ফাঁসে ॥
যদি বল সে দেহেতে সতত থাকিলে তাতে
এ দেহ চেতন থাকে কায়।

চেতন না থাকে যবে কে করে আহার তবে
অশন নহিলে দেহ যায়॥
তবে শুন তার মর্ম্ম গোপিকার ভাব-ধর্ম্ম
কৃষ্ণ-সুখে সকল আচার।
বেশ-ভূষাদি অশন কৃষ্ণে সব সমর্পণ
দেহে আত্মসুখ নাহি তাঁর॥
এখানে সেখানে এক ভেবে দেখ পরতেক
বিনা ভাবে সকলি অন্যায়।
প্রেমানন্দ কহে মন ভাবে ডুব' অনুক্ষণ
ভাবে সিদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বথায়॥

(৩৬)

এ মন! ঘর ছাড়িলে কি তরে।
যত পশুগণ, তে কেনে তরে না, বনেতে যাহারা চরে॥
আহার তেজিলে, যদি হরি পাই, বিচারি কহ না ভাই।
যত ফণিগণ, তে কেনে তরে না, ভক্ষণ যাহার বাই॥
না ভজিয়া যদি, বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে।
রাখালে মিলিলা, প্রলম্ব তে কেনে, বাছিয়া ফেলিল তারে॥
সাধন ভজন, কথায় কহিছ, অন্তর রাখিছ কা'তে।
সরম রাখিতে, ভরম করিছ, ধরম ডুবিল তা'তে॥
প্রেমের আচার, লোকের প্রচার, মদনে মাতিছ সুখে।
যাহার পরশে, সে প্রেম বিনাশে, তাহারে ধরিছ বুকে॥

স্ব-ভাব ছাড়িতে, যদি না পারিছ, তে কেনে ভাঁড়িছ লোকে।
কহে প্রেমানন্দ, স্ব-ভাব না গেলে, ভরমে নাশিবে তোকে ॥

(৩৭)

এ মন! কি করে বরণ কুল।
যেই কুলে কেন, জনম না হয়, কেবল ভকতি মূল ॥
কপি-কুলে ধন্য, বীর হনুমান্, শ্রীরাম-ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর-সভার মাঝ ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশে।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইলা যাঁহার বশে ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডাল-বর।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাহার ঘর ॥
দেখ না কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই ॥

(৩৮)

এ মন! বিচারি কেন না চাও।
দেখ ভবরোগ, তে কেনে ঘুচে না, কত না ঔষধ খাও ॥
কত না করিছ, প্রসাদ-ভক্ষণ, চরণ-ধৌত জল।
এ সব ঔষধি, পান কর তবু, ধাতুতে নাহিক বল ॥

জিহ্বার পরশে, যে হরিনামেতে, প্রেমেতে ভাসায় তনু।
সে নাম লইয়ে, আর্দ্র না হইলি, লোহার পিণ্ড সে জনু॥
ভাবিয়া দেখ না, ঔষধে কি করে, কুপথ্য ছাড়িতে নারো।
কুপথ্য থাকিলে, রোগ না ছাড়িবে, অরুচি বাড়িবে আরো।
অনুপান জানি, ঔষধি খাও তো, রোগের দমন হবে।
এখনো তা যদি, বুঝিতে না পার, তবে সে বুঝিবে কবে॥
ক্ষুধাটি বাড়য়ে, রুচিটী জনমে, খাইতে আনন্দ-জল।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে জানিহ, ঔষধি-ধারণ-ফল॥

(৩৯)

ওরে মন! কি লাগি সন্দেহ কর ভাই।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যমুনা-পুলিন বন
কৃষ্ণের বিহার এই ঠাঁই॥
সাক্ষাতে দ্বাদশ-বন আর গিরি-গোবর্দ্ধন
আর স্থান গোকুল যাবট।
শ্রীকৃষ্ণ-মানস-নদী নন্দীশ্বর-পুর আদি
দানঘাটি তরু-বংশীবট॥
ইহা দেখি কহ পাছে আর বৃন্দাবন আছে
কোথা আছে আর নিরূপিতে।
দেখিয়া নহিল দঢ় যে না দেখ তাই বড়
কিবা ভজ না পারি বুঝিতে॥

তুমি চিন্তামণি যেই ভাবের গোচর সেই
কেবা কথি দেখিল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত কে অন্ত করিবে তত
বেদ-বিধি না পারে কহিতে॥

যদি আর বৃন্দাবন থাকে থাকুক ওরে মন
দেখ এই অতি পরিপাটি।
কৃষ্ণ গোপ-অভিমান চিন্তামণি যেই স্থান
কাঁহা তাঁহা কাদা ধূলা মাটি॥

গো-দোহন বাল্য-খেলা গোচারণ গোষ্ঠলীলা
গোপ-গোপী-সঙ্গে যে বিহার।
দান নৌকা পুষ্প-তোলা মধুপান পাশা-খেলা
জল-ক্রীড়া বংশী-চৌর্য্য আর॥

সূর্য্য-পূজা দোল হোলি যে করিলা রাস-কেলি
বন-বিহারাদি এই ধামে।
এই ত সাধ্য সাধন ইহাতেই ডুব মন
একদণ্ড না কর বিশ্রামে॥

এই নন্দসুতে প্রীত এই ধামে সুনিশ্চিত
এই বৃষভানুজার পায়।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখীর অনুগা সাধি
প্রেমানন্দ আর নাহি চায়॥

(৪০)

ওরে মন! সখী-ভাব ধরিয়া অন্তরে।

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সেবা হুঁহু-রূপ রাত্রি-দিবা
চিন্ত—না হইও অবসরে॥

যমুনা-পুলিন বনে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কেত-স্থানে
বংশীবট এ ধীর-সমীরে।

কদম্ব-কুসুম-বনে বৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে
নিধুবন নিকুঞ্জ-মন্দিরে॥

যে সময়ে যেবা লীলা যে রস-কৌতুক-খেলা
শ্রীগুরু-মঞ্জরী-অনুগতি।

তাম্বূল চামর-ব্যজ' ঘনসার মলযজ
কর বাস-ভূষণ-সেবাদি॥

ললিতাদি সখীগণ বেষ্টিত সে দুইজন
হাস্যরস সুবেশ-ভূষণে।

প্রেমানন্দ কহে মন এ আনন্দ অনুক্ষণ
এই শোভা কর নিরীক্ষণে॥

(৪১)

এ মন! তু বড় কলির ভূত।

কর বল জারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি, হাসয়ে তপন-সুত॥

ভূতের বাপের, শ্রাদ্ধ কর নিতি, ভূতের বেগার খাট'

লাজ নাহি মুখে, কাল কাট' সুখে, চলিছ যমের বাট॥

কামিনী কাঞ্চন, হৃদয়-রঞ্জন, তাহাতে মগন থাক।
ও-দিকে তোমার, কি দশা ঘটিছে, তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশী নরকে, যাবে একে একে, পথ পরিষ্কার প্রায়।
কপালের জোর, বড় বটে তোর, বাহাদুরী হবে তায়॥
মূরখ বর্ব্বর, সুযুকতি ধর, যদি তরিবারে চাও।
কহে প্রেমানন্দে, মনের আনন্দে, সদা হরি-গুণ গাও॥

(৪২)

ভাই রে! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ-তিন-ভুবনে আর দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিত-পাবন॥
হেন অবতারে যার নহিল ভকতি-লেশ
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
হেম-জলদ কায় প্রেমধারা বরিষয়
করুণাময় অবতার।
গোরা-হেন প্রভু পেয়ে যে জন শীতল নৈল
কি জানি কেমন মন তার॥
কলি-ভবসাগরে নিজ-নাম ভেলা করি
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কে তারে উদ্ধার করে
এ প্রেমানন্দের পরিহার॥

(৪৩)

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ-, জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ, বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর্জ্জন, চপল-সুখ-লব লাগি রে॥
এ-ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরি-পদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদ-সেবন দাসী।
পূজন সখীজন, আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দ-দাস অভিলাষী॥

(৪৪)

ভজ মন! সতত হইয়া নিরদ্বন্দ্ব।
"রাধা"-"কৃষ্ণ" পরম-সুখ-দায়ক
রসময় পরমানন্দ॥
চঞ্চল-বিষয়-বিষ সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ অতি মন্দ।
পরকালে বিকট মরণ-দুখ দেয়ব
বুঝহ অবহিঁ করু অন্ধ॥
মোরে দুখ-ভাগী করণ নহে সমুচিত
তো হাম জনমক বন্ধু।
নিজ-দুখ জানি অবহিঁ শরণ করু
ও-দুঁহু করুণার সিন্ধু॥

শু-পদ-পঙ্কজ- প্রেম-সুধা পিবি
দূর কর নিজ-দুখ-কন্দ।
রাধামোহন কহ তেজহ মিছই মোহ
যৈছে নহত নিজ-বন্ধ॥

(৪৫)

ভজ মন! নন্দকুমার।
ভাবিয়া দেখহ মন! গতি নাহি আর॥
ধন জন পুত্র কন্যা কেবা আপনার।
অতএব কর মন হরি-পদ সার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হৈয়া নাথ বলি ডাক॥
তাঁর নাম-লীলা-গানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ॥
কহে আত্মারাম মন! কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দিও মোরে॥

(৪৬)

তেজ মন! হরিবিমুখনকে সঙ্গ।
যাক সঙ্গহিঁ কুমতি উপজতহিঁ
ভজনহিঁ পড়ত বিভঙ্গ॥
সতত অসত-পথ লেই যো যায়ত
উপজত কামিনী-সঙ্গ।

শমন-দূত পরমায়ু পরীখত
দূরহিঁ নেহারত রঙ্গ॥
অতয়ে সে হরিনাম সার পরম মধু
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ।
কহ মাধো হরি- চরণ-সরোরুহে
মাতি রহ জনু ভৃঙ্গ॥

(৪৭)

আরে ভাই! বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পূরি
তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥
ভকতের বেশ ধরে সাধুপথ নিন্দা করে
গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু-পদে যার মতি খাট' করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ॥
প্রাচীন প্রবাণ পথ তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট-কথার সঞ্চার।
গঙ্গা-জল যেন নিন্দে কূপ-জল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সবার॥
যার মন নিরমল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।

হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদুমতি করে অঙ্গ
তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড॥
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম-দাস কহে এ জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায়॥

(৪৮)

ভজ ভাই! চৈতন্য নিত্যানন্দ।
ঘুচিবে সকল জ্বালা পাইবে আনন্দ॥
বদন ভরিয়া ভাই! বল হরিবোল।
আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি দিবে কোল॥
মিনতি করিয়া কহি শুন সর্ব্বজনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা॥
এমন জনম ভাই! না হইবে আর।
শ্যামানন্দ কহে কেহ নহে আপনার॥

(৪৯)

বদ বদ হরি, ছদ না করিহ, বিপদে বেটল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল, শ্রবণ দশন কেশ॥
তার পাছে পাছে, লোচন বচন, তারা দুই দিল ভঙ্গ।
'মোর মোর' করি, রাত্রি-দিন মরি, যম-দূতে দেখে রঙ্গ॥

সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস, বৎসর গণিছে, কোন্ দিনে দিবে হানা॥
এই পুত্র বধূ, যতন করিছ, সকলি নিমের তিতা।
মরণ-সময়ে, হাতে গলে বান্ধি, মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥
বদন ভরিয়া, "হরি" না বলিলা, শমন তরিবে কিসে।
দাস-লোচন, কহিয়া ফারাক, মরিছ আপন-দোষে॥

(৫০)

বুঢ়া! তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভবসংসার-, সাগর তরিতে, "হরিনাম" সার কর॥
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বাঁকা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘনেঘন, সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হৈয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোদন, লঘি, ঘনেঘন, সঘনে পিবহ পানী।
অতয়ে বদন, ভরি বল "হরি", দাস-বলরাম-বাণী॥

(৫১)

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি, মুখে বোল তাঁর নাম।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, গোপী-প্রাণধন, ভুবনমোহন শ্যাম॥

কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, বিষম-শমন-ডাকে।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে, না জানি মর বিপাকে॥
কুল ধন পাইয়া, উনমত হইয়া, আপনাকে জানো বড়।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে, বান্ধিয়া করিবে জড়॥
কিবা যতি সতী, কিবা নীচ-জাতি, যেই 'হরি' নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব-নরকে মজে॥
দাস-লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছাই জনম গেল।
'হরি' না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেল॥

(৫২)

নর! হরিনাম, অন্তরে অছু ভাবহ, হবে ভব-সাগরে পার।
ধর রে শ্রবণে নর, হরিনাম সাদরে, চিন্তামণি উহ সার॥
যদি কৃত-পাপী, আদরে কভু মস্তক, রাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে, হয় তছু দুর্গম-, পাপ-তাপ সহ ত্রাণ॥
করহ গৌর-গুরু-, বৈষ্ণব আশ্রয়, লহ নর! হরিনাম-হার।
সংসারে নাম লই, সুকৃতী হইয়া তরে, আপামর দুরাচার॥
ইথে কৃত-বিষয়-, তৃষ্ণ পহুঁ নামহারা, যো ধারণে শ্রম-ভার।
কুতৃষ্ণ জগদা-, নন্দ-কৃত কল্মষ, কুমতি রহল কারাগার॥

(এই পদটীর মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীল-পদকর্ত্তা-মহোদয় কিরূপ কৌশলে "**হরেকৃষ্ণ**"-মহামন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

(৫২)

নর! **হ** রিনাম, অস্ত **রে** অচ্ছু ভাবহ, **হ** বে ভবসাগ **রে** পার।
ধর **রে** শ্রবণে নর, **হ** রিনাম সাদ **রে** চিন্তামণি উ **হ** সার॥
যদি **কৃ** ত পাপী, আদ **রে** কভু মন্ত্রক, **রা** জ শ্রবণে ক **রে** পান।
শ্রীকৃ **ষ্ণ** চৈতন্য বলে, **হ** য় তচ্ছু দুর্গ **ম** পাপ তাপ স **হ** ত্রাণ॥
কর **হ** গৌর গুরু, বৈ **ষ্ণ** ব আশ্রয়, ল **হ** নর! হরি না **ম** হার।
সংসা **রে** নাম লই, সু **কৃ** তী হইয়া ত **রে** আপামর দু **রা** চার॥
ইথে **কৃ** ত-বিষয়, তৃ **ষ্ণ** পহুঁ-নাম-হা **রা** যো ধারণে শ্র **ম** ভার।
কু তৃ **ষ্ণ** জগদা-, নন্দ **কৃ** ত-কল্মষ, কু **ম** তি রহল কা **রা** গার॥

এই পদে মোটা অক্ষরে লিখিত সারি চারিটীর ১ম সারি উপর হইতে নীচে, ২য় সারি নীচে হইতে উপরে, ৩য় সারি উপর হইতে নীচে ও ৪র্থ সারি নীচে হইতে উপরে পাঠ করিলে পদকর্ত্তা ইহাতে কলিপাবন **“হরে কৃষ্ণ”**-মহামন্ত্র কিরূপ কৌশলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন।

(৫৩)

ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভুবনে নাহি আর॥
এমন মাধব, না ভজি মানব, কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধমে, প্রহারবে যমে, রৌরবে কৃমিতে খাবে॥
তার পর আর, পাপী নাহি ছার, সংসার-জগত-মাঝে।
কোনো কালে তার, গতি নাহি আর, মিছাই ভ্রমিছে কাজে॥
লোচন-দাস, ভকতি-আশ, হরি-গুণ কহি লেখি।
হেন রস সার, মতি নাহি যার, তার মুখ নাহি দেখি॥

(৫৪)

পরম করুণ, পহুঁ দুইজন, "নিতাই" "গৌরচন্দ্র"।
সব-অবতার-, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ॥
ভজ ভজ ভাই, "চৈতন্য নিতাই", সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল 'হরি হরি॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়ালু দাতা।
শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণ-গাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিলা পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন-করম, ভুঞ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচন-দাস॥

(৫৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ-সঙ্গে অবতার।

গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুই দুরাচার ॥
আরে পামর মন! বড় শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো-হেন অধমে ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ- কল্পতরু-ছায়া পাইয়া
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুই অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ।
বিষ খাইয়া মরোঁ মো পাপিয়া।
এইমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥
এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
"হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দ-দাস ॥

ইতি মনঃশিক্ষা সমাপ্ত।

ভোগমালা
বা
চৌষট্টি-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি।

ভোগের স্থান প্রথমে ঝাড়ু দিয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া পরে জল-গোবোর দিয়া ধুইয়া বা গঙ্গাজল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ভোগমালার মানচিত্রানুসারে স্থানে স্থানে সকলের বসিবার জন্য পরিমাণমত নূতন ধৌত বস্ত্র বিছাইয়া আসন করিয়া দিতে হয়; ঐ বস্ত্রে আন্দাজ একহাত অন্তর অন্তর এক একটা করিয়া ভাঁজ দিতে হয়, যেন প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ আসন দেওয়া হইল; অথবা কুশাসন বা অন্যরূপ ভাল আসন পাতিয়া দিলেও ভাল হইবে; তবে কুশাসন পাতিলে বসিবার পক্ষে আরামপ্রদ হয় না বলিয়া তদুপরি আবার নূতন ধৌত বস্ত্রও পাতিয়া দিলে ভাল হয়। আসন-বস্ত্রের উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া উহা শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ছোট টুক্‌রা কাগজে প্রত্যেকের নাম পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া যাঁর সেই আসনের উপর দিতে হয়। কেহ কেহ মাতৃ ও প্রিয়াবর্গের আসন একটু পৃথক্ স্থানেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা না করিলেও দোষের হয় না।

উৎকৃষ্ট চিড়া ভালরূপে ধুইয়া ও ভিজাইয়া, তৎসহ একটু ঘৃত, মধু, এলাচগুঁড়া ও কর্পূর মিশাইয়া লইয়া ঐ চিড়া প্রত্যেক মালসায় পরিমাণমত দিয়া দিয়া তাহাতে দধি দুগ্ধ ক্ষীর কলা চিনি

মালপুয়া লুচি পুরী মিষ্টদ্রব্য ও ফলমূল দিয়া প্রথমে মালসাগুলি সাজাইয়া লইতে হয়। কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে, কেবল পাকীদ্রব্য অর্থাৎ মালপুয়া, লুচি, পুরি, মিষ্টদ্রব্য, দধি, ক্ষীর ও উৎকৃষ্ট ফল-মূল দিয়া মালসাগুলি সাজাইতে পারিলে আরও বেশ ভাল হয়। অনন্তর প্রত্যেক আসনের সম্মুখে এক একটী করিয়া ঐ মালসা ধরিয়া দিতে হইবে। মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আসনের সম্মুখে একটী বড় পাত্রে করিয়া ৮।১০টী বা তদধিক মালসার মত সব দ্রব্য দিতে হয়। সক্ষম হইলে,প্রত্যেক মালসার সঙ্গে পুরুষের জন্য এক-খানি করিয়া ধুতি-উড়ানি বা শুধু ধুতি এবং স্ত্রীগণের জন্য একখানি করিয়া শাড়ী দিতে পারিলে ভাল হয়; অসমর্থ হইলে ইহার কিছুই করিতে হয় না। মাটীর বা পিতলের গেলাসে করিয়া পানীয় জল, খুব ছোট পাতায় বা রেকাবে করিয়া এক খিলি বা দু'খিলি সাজা পান এবং দন্ত-শোধনের জন্য খড়িকা প্রত্যেক মালসার সঙ্গে দিতে হয়; একটী ছোট পাতায় করিয়া মাল্য-চন্দনও দিতে হয়। পঞ্চতত্ত্বের স্থানে প্রত্যেকের জন্য একটী করিয়া পৈতাও দিতে হয়। প্রত্যেক মালসার সঙ্গে ক্ষমতামত কিছু দক্ষিণা আসনোপরি দিতে হয়। সকলের চরণ ধৌত করিয়া দিবার জন্য পৃথক্ একটী স্থানে একটী বড় পাত্রে জল ও ৪।৫টী পিতলের ঘটী রাখিতে হয় এবং ভোজনান্তে আচমনের জন্যও অন্য একটী স্থানে ঠিক ঐরূপে জল রাখিতে হয়; অসুবিধা বা অসমর্থ-পক্ষে এই পাদ্য ও আচমনের জল অল্প পরিমাণে রাখিয়া তাহাই মানসে অধিক পরিমাণ কল্পনা করতঃ যথাকালে উহা নিবেদন করিতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে করযোড়ে সকলকে সদৈন্যে ও সাদরে আবাহন পূর্ব্বক মানসে শ্রীচরণ ধোয়াইয়া মোছাইয়া পরে আসনে উপবেশনের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তৎপরে সকলের যথাবিধি পূজা করিয়া নিম্নলিখিত-রূপে ভোগ দিতে হইবে। ভোগের সময়ে ভোগ-আরতি কীর্ত্তন করিতে হয় (ঐ কীর্ত্তনের পদ দুইটী ৪২১ হইতে ৪২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন করিতে হইবে ; তদন্তে ঐ প্রসাদ শ্রীরাধারাণী ও তদীয় সখীবৃন্দকে নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর গুরুবর্গ বা পুরীবর্গ, ভারতীবর্গ ও পিতৃবর্গের ভোগগুলি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া, এবং ইচ্ছা হইলে তৎসহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রসাদও কিছু মিশাইয়া, ঐ প্রসাদ তাঁহাদের সকলকে নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের স্বস্ব-ভোগগুলি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর মাতৃবর্গের ভোগগুলি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া, পরে তাঁহাদের স্বস্ব-পতিকে নিবেদন পূর্ব্বক, সেই প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে প্রিয়াবর্গের ভোগগুলি প্রথমে তাঁহাদের স্বস্ব-পতিকে নিবেদন করিয়া, এবং ইচ্ছা হইলে তৎসহ স্বস্ব-পতির প্রসাদও কিছু মিশাইয়া, সেই প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী ও শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভোগ প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে অবশিষ্ট আর সকলের ভোগ সামর্থ্যানুসারে

পৃথক্ পৃথক্ বা একসঙ্গে প্রথমে মহাপ্রভুকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতে হইবে। সকলের ভোগ বা ভোজনান্তে আচমনার্থে ৪।৫টী ঘটী ও একটী বড় পাত্রে জল দিয়া পরে মুখ-শুদ্ধির জন্য পাণ-গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইতে হইবে। অনন্তর মহা-নীরাজন বা আরাত্রিক করিতে হইবে। তদন্তে অনুষ্ঠানকারী সাধ্যানুসারে ভোগ-দর্শনী দিয়া ভোগ-দর্শন ও প্রণাম পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইবেন ; তৎকালে উপস্থিত ভক্তগণ ও অন্যান্য দর্শকগণও প্রণাম করিয়া এবং আরাত্রিকের শঙ্খ-জল প্রাপ্ত হইয়া, দীপের আঘ্রাণ ও উত্তাপ গ্রহণ করিয়া এবং ঐ বিরাট ভোগ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে দর্শকবৃন্দেরও স্বস্ব-ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ ভোগ-দর্শনী দিয়াই প্রণাম করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানকারী স্বীয় দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুদেবের জন্য মূল-পঙ্গতের বহির্ভাগে বা সুবিধামত অন্য কোনও উৎকৃষ্ট স্থানে আসন প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত ভোগের প্রসাদ ও অধরামৃত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া দিবেন। তৎপরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও অন্য সকলকে বিরাট-ভোগের মহাপ্রসাদ বিতরণ পূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে পরমানন্দিত ও কৃতকৃতার্থ করিবেন এবং নিজে উৎসব-সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বশেষে ঐ গুরুদেবগণের প্রসাদই পাইবেন।

মহান্তগণকে সেই দিনই বিদায় দিলে ভোজনান্তে বিশ্রামা-ভাবে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া বিশ্রামার্থে তাঁহাদিগকে

সে দিন রাখিয়া, রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ-প্রসাদ নিবেদন পূর্ব্বক শয়ন করাইয়া, পরদিন প্রাতে বিদায় দেওয়া ভাল। মহান্ত-বিদায়ের পদ কীর্ত্তন করিয়া এই বিদায় দিতে হয় (ঐ পদ ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কীর্ত্তনকালে নূতন একটী হাঁড়ীতে দধি, দুগ্ধ ও হলুদ-মিশ্রিত জল পূর্ণ করিয়া, তাহার মুখে ঐ জলে ভিজান একখানি নূতন গামছা ও একটী আম্রশার দিয়া, ঐ হাঁড়ীটী মাথায় করিয়া কীর্ত্তন-স্থলে আনয়নপূর্ব্বক ঐরূপে মাথায় রাখিয়াই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইবে ও যখন "ভূমিতে ফেলিল ভাণ্ড আছাড় মারিয়া" এই অংশটুকু কীর্ত্তন হইবে, তখন ঐ হাঁড়ীটী সেইখানে আছাড় মারিয়া ফেলিতে হইবে; তৎকালে সকলে ঐ পবিত্র জল পান ও মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ইতি ভোগমালা বা চৌষট্টি-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅষ্টপ্রহরাদি-সঙ্কীর্ত্তনমহাযজ্ঞের পদ্ধতি।

ইহা বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কলিকালে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রূপ মহাযজ্ঞই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও সদগতি-লাভের একমাত্র পরমোপায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১২শ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপন-মিশ্রকে বলিতেছেন :—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা তদীয় অর্চ্চনা করিয়া ও দ্বাপরে তদীয় সেবা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোনো ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে 'কৃষ্ণ', তার মহাভাগ্য॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

চৈতন্য-গোসাঁইর এই তত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥ আদি ২পঃ।
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত-নিস্তার॥—আদি ১৭ পঃ।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলিয়াছেন :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার, একমাত্র হরিনামই সার, একমাত্র হরিনামই সার। কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আবার বলিতেছি আর অন্য গতি নাই, নিশ্চয় বলিতেছি আর অন্য গতি নাই অর্থাৎ কলিযুগে "**হরিনাম**" ভিন্ন যোগ, যাগ, তপ, দান, ধ্যানাদি অন্য কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম-গতি লাভ করা যায় না।

বলা বাহুল্য, নামযজ্ঞ-সংক্রান্ত পূজা ও ভোগরাগাদি সমস্ত কার্য্যই বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত মালা-তিলকধারী সম্প্রদায়ী বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণদ্বারা অথবা সম্প্রদায়ী ত্যাগী বৈষ্ণব অর্থাৎ বাবাজী-মহারাজ দ্বারা করাইতে হয়। বিষ্ণুমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও মন্ত্রোপাসকের দ্বারা নামযজ্ঞের পূজাদি কার্য্য করান শাস্ত্রসঙ্গত বা বিধেয় নহে, যেহেতু বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে শ্রীহরি কদাচ ভোজন করেন না বা তৎকৃত সেবাদিও গ্রহণ করেন না, যথা শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" অর্থাৎ "বিষ্ণুভক্তিমান্ ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তিনি মুনির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আর বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তির হস্তে শ্রীকৃষ্ণ কদাচ ভোজন করেন না,যেহেতু এমন কি বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণকেও শাস্ত্রে চণ্ডাল হইতেও নীচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নামযজ্ঞ সাধারণতঃ অষ্টপ্রহর অর্থাৎ একদিবারাত্রি-ব্যাপী ও চব্বিশপ্রহর অর্থাৎ তিনদিবারাত্রি-ব্যাপী হইয়া থাকে। ছাপান্নপ্রহর অর্থাৎ সাতদিবা-রাত্রি-ব্যাপী, বা নবরাত্রি অর্থাৎ নবদিবারাত্রি-ব্যাপী, বা ততোধিক-প্রহর-ব্যাপী, বা মাসব্যাপী, কিম্বা এক বা ততোধিক-বৎসরব্যাপী নামযজ্ঞের

অনুষ্ঠানও পরিদৃষ্ট হয়। নামযজ্ঞ করা অবশ্য পরম সৌভাগ্যের কথা। কেহ বা "রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।" এই নামে, কেহ বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥" এই নামে, কেহ বা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই নাম-মহামন্ত্রে নামযজ্ঞ করিয়া থাকেন; আবার কেহ বা কেবল লীলা-কীর্ত্তন করিয়া, কেহ বা নাম ও লীলা এই উভয়বিধ কীর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ কখনও বা নামকীর্ত্তন, কখনও বা লীলাকীর্ত্তন এইরূপ করিয়াও নামযজ্ঞ করিয়া থাকেন। পরন্তু যাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প, তাহা অধিবাস-কীর্ত্তনের শেষে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিয়া দিতে হয়, যথা:—আজি শুভ অধিবাস, কালি হবে নাম-গান—"রাধে গোবিন্দ জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।" ইত্যাদি, অথবা কালি হবে লীলাগান অথবা কালি হবে নাম ও লীলাগান, কৃপা করি সবে মিলি ক'রো যোগদান, তোমরা ক'রো যোগদান, ওহে নিতাইগৌর-ভক্তগণ! এই আমার নিবেদন, তোমরা ক'রো যোগদান, তোমরা ক'রো যোগদান; বড় আনন্দ হবে, তোমরা ক'রো যোগদান গো, ক'রো যোগদান।

প্রাথমিক কৃত্য।

যে স্থলে নামযজ্ঞ হইবে, তথায় পূর্ব্ব হইতে একটী বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়। বেদী লম্বা-চওড়া প্রতিদিকে ৫ হাত করিয়াই করিতে হয়; তবে অসুবিধা হইলে ৩।৷০ হাত করিয়া করিবেন অথবা যেরূপ সুবিধা হয় অগত্যা তাহাই করিবেন। বেদীটী একহাত উচ্চ ও চতুষ্কোণ বা চারিকোণা করিয়া করিতে হয়। বেদীর সমস্ত স্থানটীতে মাটী দিয়া একহাত উঁচু করিয়া

বাঁধাইতে হয়; অসমর্থ-পক্ষে কেবল মধ্যস্থলে একহাত লম্বা-চওড়া-পরিমিত স্থানে ঐরূপ মাটী দিয়া একহাত উচ্চ করিয়া বাঁধা-ইতে হইবে। বেদীর চারিকোণে চারিটী খুঁটী কিছু উঁচু করিয়া পুতিতে হয়। বেদীর মধ্যস্থলে লম্বা-চওড়া একহাত স্থান ব্যতীত অবশিষ্ট-স্থান যদি মাটী দিয়া একহাত উঁচু করিয়া বাঁধান না হইয়া থাকে, তবে ঐরূপ উচ্চে ঐ স্থানটীকে বাঁশের বাখারি বা কাঠ দিয়া ঢাকিয়া লইতে হয়। বেদী কেহ কেহ পঞ্চ-ষষ্ঠ-কোণাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বিহিত নহে, চতুষ্কোণ বেদীই শাস্ত্রবিহিত। বেদীর প্রত্যেক খুঁটীর কোলে মাটীতে একটী করিয়া জলপূর্ণ ছোট ঘট (মঙ্গল-ঘট) দিতে হয়; ঐ ঘটের মুখে আম্রশার ও শিশ্-সমেত এক একটী ছোট্ট ডাব ও গায়ে চন্দন দিতে হয়। বেদীটী পত্র, পুষ্প, নিশান ও শ্রীভগবচ্চিত্রপটাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে পারিলেই দেখিতে সুন্দর হয়। বেদীর খুঁটীগুলির মাথায় একটী চাঁদোয়া টানাইয়া দিতে হয়।

একখানি নূতন কুলোয় বা ডালায় অথবা পিতলের থালায় করিয়া বরণ-ডালা বা বরণ-বাটা সাজাইতে হয়, উহাতে এই দ্রব্য-গুলি দিতে হইবে, যথা:—একটু সোণা, রূপা ও তামা; ছোট পানীশাঁখ ১টী; পাথরের ছোট নুড়ী ১টী; একটু গঙ্গামৃত্তিকা; লাল-সুতা একটু; সাজান ঘৃত-প্রদীপ ১টী (জ্বালা নহে); অখণ্ড অর্থাৎ পূরা এক-ছড়া কলা (মর্ত্তমান, চাঁপে বা কাঁটালি-জাতীয় কলা ভিন্ন অন্য কলা নহে এবং যমজ অর্থাৎ যমকো বা জোড়া-লাগা কলা যেন না থাকে); একখানি খুব ছোট্ট কাঠের

চিরুণি, আয়না ও কাজল-লতা; মালা, ঘুন্সী, আল্‌তা ও লোহার পাতা ১টা; পঞ্চশস্য; কলার খোলায় করিয়া কাজল একটু; চন্দন, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, সিন্দূর, কাচা-হলুদ-বাটা একটু; দধি, ঘৃত, দুগ্ধ; স্বস্তিক বা শ্রী (ইহা ভিজা আতপ-চাউল বাটিয়া পিটুলি করিয়া তাহাতে খুব ছোট ছোট যেন মন্দিরের মত করিয়া গড়াইতে হয়); বন্য-শূকরের দন্তাঘাত-মাটী একটু (ইহা না দিলেও চলিবে)। পঞ্চশস্য = ধান্য, মুগ, মাষকলাই, যব এবং তিল (অথবা শ্বেত-শরিষা)।

অধিবাসের পূর্ব্বদিন বা তৎপূর্ব্বেও যথাসাধ্য স্বগ্রামস্থ ও অন্য গ্রামস্থ কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও ভক্তমণ্ডলীকে এবং ঐ ঐ স্থানের শ্রীমন্দিরে অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিতে হয়।

অধিবাসের দিন কৃত্য।

অধিবাস নামযজ্ঞের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে করিতে হয়।

অধিবাসের দিন প্রাতঃকালে নামযজ্ঞস্থলের দ্বারদেশে দুই-পার্শ্বে দুইটী কলাগাছ পুতিতে হয় ও তাহার গোঁড়ায় জলপূর্ণ দুটী পিতল বা মৃত্তিকা-কলস কিম্বা বড়ঘট স্থাপন করিতে হয়; এই কলস বা ঘট দুইটীর মুখে আম্রসার ও শিশ্‌ সমেত ডাব নারিকেল দিতে হয় এবং গায়ে চন্দন দিয়া চিত্রিত করিয়া দিতে হয়। অপিচ, দড়িতে আমের পাতা ও ইচ্ছা হইলে তৎসহ ফুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া সুবিধামত স্থানে স্থানে টানাইয়া দিতে হয়।

শ্রীমন্দির ভিন্ন অন্যত্র নামযজ্ঞ হইলে, তথায় পৃথক্ একটী উৎকৃষ্ট স্থানে বা গৃহে শ্রীগিরিধারী, বা শ্রীগোপালদেব, বা

শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শালগ্রাম আনিয়া রাখিতে পারিলে খুবই ভাল হয়।

পঞ্চগুঁড়ি দিয়া অথবা ভিজা আতপ-চাউল বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই জলে চন্দন ও আল্‌তা মিশাইয়া বেদীর ঐ পূর্ব্বোক্ত উচ্চ মধ্যস্থলে একহাত-পরিমিত স্থানে একটী অষ্টদল-পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ধান্য ছড়াইয়া দিতে হইবে। ঐ পদ্মের মধ্যভাগে ধান্যোপরি একটী চন্দন-মিশ্রিত জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করিতে হইবে। ঐ কলসীর মুখ হইতে দুই দিকে দুইখানি নূতন ধৌত বস্ত্র বা অসমর্থ-পক্ষে দুইখানি গামছা নীচে মাটী পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়া কলসীটীকে যেন আচ্ছাদন করিতে হইবে। কলসীর মুখে শিশ্‌-সমেত ডাব-নারিকেল ও আম্রশার দিতে হইবে। কলসীর গলায় মাল্য ও গায়ে চন্দন দ্বারা চিত্রিত করিয়া দিতে হয়। ইহাকে ঘট-স্থাপনা বলে; এইটী হইল মূল-ঘট। বেদীর মধ্যস্থলের ঐ একহাত স্থান বাদে অবশিষ্ট উচ্চ স্থানের উপর একটী তুলসীর টব, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত বরণ-ডালাটী স্থাপন করিতে হয়; তথায় শ্রীতুলসী-দেবীর জন্য একখানি ধৌত নূতন শাটী ও শ্রীভগবদঙ্গস্বরূপ-শ্রীগ্রন্থের জন্য এক জোড়া ধুতি-উড়ানি বা শুধু একখানি ধুতি দিতে হয়; এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বা পঞ্চতত্ত্বের জন্য এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্যও বস্ত্র দিতে হয়। এই বস্ত্র দেওয়া সম্বন্ধে অবশ্য যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপই দিবেন এবং প্রমাণ-কাপড় দিতে

অসমর্থ হইলে, ছোট ছোট কাপড় বা গামছা দিলেও চলিবে।

বেদীর পার্শ্বে যেখানে পূজা করিতে হইবে, সেইখানে তৎ-পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বের জন্য ৫খানি পৃথক্ পৃথক্ ভাল আসন বা ৬হাত নূতন ধৌত কাপড়ে একহাত অন্তর অন্তর ভাঁজ দিয়া যেন ৫খানি আসন এবং গুরুবর্গের জন্য ১খানি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্য ১খানি—মোট এই ৭ খানি আসন দিয়া প্রত্যেক আসনে একটী করিয়া গোটা পান, সুপারি, পাকাকলা ও পৈতা দিতে হয় এবং যথাশক্তি কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়। ঐ স্থানে পূজার জন্য আসনোপরি সযত্নে শ্রীখোল ও করতাল রাখিবেন।

অধিবাসের দিন দিবাভাগে প্রচুর-পরিমাণে চন্দন ঘষিয়া ও মালা গাঁথিয়া রাখিতে হয়। শ্রীবিগ্রহাদি থাকিলে ঐ মালা ও চন্দন হইতে অল্প কিছু লইয়া সেই ঠাকুরকে অর্পণ করিতে হয় এবং অবশিষ্ট বেদীস্থলে পূজার জন্য রাখিতে হয়।

অধিবাসের প্রারম্ভেই বেদীর সম্মুখে নীচুতে একটী হাঁড়ীর মধ্যে পিতলের বা মাটীর বড় একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিতে হয়; উহা যেন বাতাসে নিবিয়া না যায়, তজ্জন্য ঐ হাঁড়ীর মুখে ঈষৎ আল্‌গা রাখিয়া একখানি সরা দিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় নানীমুখের প্রদীপ বলে। এই প্রদীপ তখন হইতে সর্ব্বক্ষণই জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, যেন না নিবে, নিবিলে দোষের হইয়া থাকে; নামযজ্ঞের পরদিন মধ্যাহ্নে নামপূর্ণ না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা জ্বলিবে। অসামর্থ্য-হেতু এই প্রদীপ যদি

কেহ নাও দিতে পারেন ত না দিবেন; তবে কোনরূপে দিতে পারিলেই ভাল।

সন্ধ্যার পর হইতে যত শীঘ্র সম্ভব অধিবাসের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। অধিবাসের প্রারম্ভে অগ্রে বেদীস্থানে পূজা করিতে হয়। পূজার পূর্ব্বে পূজাস্থান ভালরূপে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া গোবোর-জল দিয়া বা গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তৎপরে পূজার জন্য শঙ্খ-ঘণ্টাদি যাহা কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং ভোগের জন্য ফলমূল ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ৭ খানি আসনের জন্য ৭ খানি নৈবেদ্য করিতে পারিলেই ভাল, নতুবা অভাবপক্ষে শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই চারিটী আসনের জন্য চারিখানি, তদভাবে দুইখানি—শ্রীগৌর-পক্ষে একখানি ও শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে একখানি এবং নিতান্ত অভাবপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জন্য একখানি নৈবেদ্য আনিতে হইবে; বাকী নৈবেদ্য মানসে কল্পনা করিতে হয়।

প্রথমে বেদীর মধ্যস্থলস্থ মূলঘটে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমাদরে আবাহন করিতে হইবে, যথা :— "হে শ্রীগৌর-কিশোর! ত্বং সপরিকরঃ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, মম পূজাং গৃহাণ।" এইরূপ "হে শ্রীনন্দকিশোর! ত্বং ইত্যাদি"। অনন্তর মানসে তথায় তাঁহাদের আবির্ভাব কল্পনা করিবেন। তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব, গুরুবর্গ, সসখী শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও মহান্তগণকে আবাহন করিয়া আসনে বসিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রথমে

তাঁহাদের সকলকেই মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিতে হইবে অর্থাৎ সকলকেই মানসে মাল্য-চন্দন অর্পণ করিতে হইবে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রথমে শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর, শ্রীসীতানাথ ও শ্রীকৃষ্ণকে মাল্য-চন্দন অর্পণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী মাল্য-চন্দন সসখী-শ্রীরাধারাণী ও গুরুবর্গকে এবং তিন প্রভুর প্রসাদী মাল্য-চন্দন মহান্তগণকে অর্পণ করিবেন। শ্রীখোল-করতাল, শ্রীতুলসীদেবীকে প্রসাদী এবং শ্রীভগবদ্‌গ্রন্থকে অপ্রসাদী মাল্য-চন্দনে সাক্ষাদ্ভাবে ভূষিত করিবেন। অতঃপর ইহাদের সকলকেই যথাবিধি পূজা করিয়া পূজান্তে ভোগরাগ দিয়া আরাত্রিক করিবেন। তৎপরে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া অধিবাস-কীর্ত্তন আরম্ভ করিবেন (এই কীর্ত্তনের পদ-সমূহ ৩৫৩-৩৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কীর্ত্তনারম্ভে ভক্তগণকে প্রসাদী মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিবেন। নামযজ্ঞে যাঁহার যেরূপ কীর্ত্তনের সঙ্কল্প, তাহা কীর্ত্তনের শেষভাগে নিবেদন পূর্ব্বক ভক্তগণকে নামযজ্ঞে যোগ দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে হইবে ; ইহা কিরূপে করিতে হয় তাহা ৫৫০ পৃষ্ঠায় প্রথম ৮সারির পর ৮সারি দ্রষ্টব্য। কীর্ত্তনান্তে প্রথমে মহান্তগণকে প্রসাদ নিবেদন করিতে হইবে ; পরে ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ দিয়া বিদায়-কালে এই নিবেদন করিতে হইবে যে, আপনারা দয়া করিয়া ভোরে বা রাত্রি-প্রভাতেই আগমন পূর্ব্বক নামযজ্ঞে যোগদান পূর্ব্বক যথাযথভাবে উহার সমাপন করিবেন, যজ্ঞ যেন কদাচ ভঙ্গ না হয়।

নামযজ্ঞের দিন কৃত্য।

নামযজ্ঞের দিন ভোরে ঠাকুর জাগাইয়া প্রথমে ঠাকুর-ঘরে ক্ষীর, মাখন, ছানা ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির ভোগরাগ দিয়া মঙ্গল-আরতি করিতে হইবে; তৎপরে বেদীস্থলেও ঐরূপ ভোগান্তে আরতি করিয়া নামযজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। যদি ঠাকুর সাক্ষাৎ না থাকেনত কেবল বেদীস্থানেই এইরূপ করিবেন। নামযজ্ঞ আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্যও কীর্ত্তন বন্ধ করিতে নাই, করিলে যজ্ঞ ভঙ্গ হইবে। পূর্ব্বাহ্নে বেদীস্থলে পূজা করিয়া কিছু ফলমূল ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির শীতলভোগ দিয়া আরাত্রিক করিতে হয়; তৎপরে ঐ প্রসাদ মহান্তগণকে নিবেদন করিবেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুর-গৃহে অন্ন-ব্যঞ্জনাদির রাজভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ মহান্তগণকে নিবেদন করিতে হইবে। বেদীস্থলে সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা-আরতি করিতে হয় এবং রাত্রিকালে ফলমূল ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির ভোগ দিয়া আরাত্রিক করিতে হয়। রাত্রিকালে খোল-করতালে ও ভক্তগণকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন দিতে হয়। মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে ভক্তগণকে যথাসাধ্য প্রসাদ ভোজন করাইতে হয়।

নামযজ্ঞের পরদিন অর্থাৎ মহোৎসবের দিন কৃত্য।

নামযজ্ঞ-সমাপ্তির পূর্ব্বে নিশান্তে শ্রীমন্দিরে ও বেদীস্থলে পূর্ব্ববৎ মঙ্গল-আরতি করিতে হয়। অনন্তর পূর্ব্বদিন যেরূপ সময়ে নাম-যজ্ঞের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সময়ে বা তার কিছু পরে

কীর্ত্তন বন্ধ করিতে হয়। তৎপরে নিশান্তলীলা বা কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন করিতে হয়। ভাল কীর্ত্তনীয়ার দ্বারা ভোরে কুঞ্জভঙ্গ, অথবা অল্প একটু বেলা উঠিলে গোষ্ঠলীলা কীর্ত্তন করাইতে পারিলে ভাল হয় (কুঞ্জভঙ্গ-কীর্ত্তনের পদাবলী ৩৫৭-৩৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তদন্তে নগর-কীর্ত্তন (৩০৬-৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বাহির করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর-ভ্রমণান্তে নামযজ্ঞ-স্থলে ফিরিয়া আসিয়া "নগর ভ্রমণ করি গোর এলো ঘরে" ইত্যাদি পদ (৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কীর্ত্তন করিতে হয়। মধ্যাহ্নে ঠাকুরঘরে পঞ্চতত্ত্বের জন্য ৫টী, গুরুবর্গের জন্য ১টী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্য ১টী—এই ৭টী অথবা ইচ্ছা হইলে ততোধিক যত পারা যায় মালসা ভোগ দিতে হয় এবং অন্ন,ব্যঞ্জন,পরমান্ন ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির রাজভোগ দিতে হয় (মালসা-ভোগের প্রণালী ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "ভোগমালা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য); ভোগের সময় ভোগ-আরতির পদ (৪২১-৪২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কীর্ত্তন করিতে হয়; ভোগান্তে আরাত্রিক করিতে হয়। নামযজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পক্ষে সাধ্যমত ভোগ-দর্শনী দিয়া ভোগ দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। উপস্থিত দর্শকগণও কিঞ্চিৎ ভোগ-দর্শনী দিয়া প্রণাম করিতে পারিলে তাহাতে তাঁহাদেরই মঙ্গল হয়। অনন্তর নাম-পূর্ণের পদ (৪৫০-৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কীর্ত্তন করিয়া "হরিধ্বনি"ও"প্রেমধ্বনি" (৪৫৩-৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) দিয়া নামযজ্ঞ পূর্ণ করিতে হয়। এই নাম-পূর্ণের পদ-কীর্ত্তন-কালে তথায় একখানি পিতলের থালায় করিয়া কিছু চাউল, ডাউল, তরকারী, মসলা, ঘৃত, তৈল,

লবণ, একটী গোটা পান ও সুপারী এবং কিছু দক্ষিণা দিয়া নাম-পূর্ণের একটি সিধা দিতে হয়। অনন্তর প্রথমে মহান্তগণকে ও তৎপরে স্বীয় গুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করিয়া উপস্থিত ভক্ত-মণ্ডলী ও অন্য সকলকে যথাসাধ্য প্রসাদ বিতরণপূর্ব্বক মহামহোৎসব করিতে হয়। মহান্তগণকে যথাকালে বিদায় দিতে হয় (তৎ-প্রণালী ৫৪৬ পৃষ্ঠার নিম্নভাগ ইহতে দ্রষ্টব্য)। সামর্থ্য থাকিলে মহোৎসবের দিন চৌষট্টি-মহান্তের ভোগ দিতে পারিলে ভালই হয় (তৎপ্রণালী পূর্ব্ববর্ত্তী "ভোগমাল প্রকরণে" দ্রষ্টব্য)।

মহোৎসবের দিন অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে যতক্ষণ না সকলকে প্রসাদ দেওয়া শেষ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল স্পর্শ না করিয়া উপবাসী থাকাই বিহিত; তবে একান্ত অসমর্থ হইলে, প্রথমে ব্রজরজ ও শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিয়া পরে শীতল-ভোগের প্রসাদ প্রথমে মহান্ত ও গুরুগণকে নিবেদন পূর্ব্বক কেবলমাত্র সেই প্রসাদ গ্রহণ করিবেন; পরে যথাকালে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হইয়া গেলে, তখন মালসা-ভোগের প্রসাদ ও অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন।

ইতি শ্রীশ্রীঅষ্টপ্রহরাদি-সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের পদ্ধতি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতাধ্যায়।

আদিখণ্ড। ৩য় অধ্যায়।

(জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা-মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥)
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে "হরি" বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখে জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান॥
দশদিগ পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আথে-ব্যথে নারীগণ জয়কার পূরে॥

ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন॥
শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইল বিস্ময়ে॥
বিপ্র-রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বলে—"সেই বা জানিব তা পাছে"॥
মহা-জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
'রাজা' হেন বাক্যে তার দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্ব-গুণের নিধান॥
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥
বিপ্র বলে—"এ শিশু সাক্ষাত নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব-জগত উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥

সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ-দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইব ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাহো এ শিশুর ভজিব চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি-বিপ্র এ শিশুরে করিব প্রণাম॥
ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান॥
ধন্য তুমি মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্।
'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইব ইহান॥
ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপচন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ"॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥

কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে "হরি হরি"॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার॥
দেব-স্ত্রীয়ে নর-স্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেব-নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেব-মাতা সব্য-হাতে ধান্য-দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া।
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব চিরায়ু বলিয়া হৈল হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে করো না আইসে মুখে॥
শচীর চরণ-ধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥
লোক দেখে শচী-গৃহে, সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়॥

কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গা-তীরে।
নিরবধি সর্ব্ব-লোক হরি-ধ্বনি করে॥
জন্মযাত্রা-মহোৎসব—নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন—কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র-মহেশ্বর॥

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ॥
চৈতন্য-কথার-আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি॥
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
'ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য
কোষ্ঠীগণনা-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাধ্যায়।

আদিলীলা। ১৫শ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্য-প্রভুং ভজে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

তথাহি—

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতি-সুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভ-মুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হৈয়া নবীন ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥

একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—"মাতা মোরে দেহ এক দান" ॥
মাতা কহে—"তাহি দিব যে তুমি মাগিবা"।
প্রভু কহে—"একাদশীতে অন্ন না খাইবা" ॥
শচী বলে—"না খাইব ভালই কহিলা"।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥
শুনি শচী-মিশ্রের দুঃখিত হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন— ॥

"ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত করিব তোমা-দোঁহার সেবন"।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥
একদিন প্রভু নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥
আস্তে-ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানী।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী—॥
"এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
'সন্ন্যাস করহ তুমি'—আমারে কহিলা"॥
আমি কহি—"আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হৈয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ"॥
তবে বিশ্বরূপ ইঁহা পাঠাইলা মোরে—।
"মাতাকে কহিও কোটী কোটী নমস্কারে"॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥
কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক॥
বন্ধু-বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃ-ক্রিয়া বিধি-দৃষ্ট্যে ঈশ্বর করিল॥

কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম—এবে চাহি গৃহ-ধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহ-ধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

তথাহি উদ্বাহ-তত্ত্বে ৭ম-অঙ্কে—
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে॥
পূর্ব্ব-সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবন-দাস।
এই ত পৌগণ্ড-লীলার সূত্র-প্রকাশ॥
পৌগণ্ড-বয়সে লীলা বহু ত প্রকার।
বৃন্দাবন-দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্র-বর্ণনং
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীগোপীগীতং (গোপীগীতা)।

শ্রীগোপিকা উচুঃ।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাত-সৎসরসিজোদর-শ্রীমুষা দৃশা।
সুরত-নাথ! তেঽশুল্ক-দাসিকা বরদ! নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥
ন খলু গোপিকা-নন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্ব-গুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি-ধুর্য্য! তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
কর-সরোরুহং কান্ত! কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রী-কর-গ্রহং॥
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর! যোষিতাং নিজজন-স্ময়-ধ্বংসন-স্মিত!।
ভজ সখে! ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥
প্রণত-দেহিনাং পাপ-কর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রী-নিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু ন কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং॥
মধুরয়া গিরা বল্গু-বাক্যয়া বুধ-মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ!।
বিধিকরীরিমা বীর! মুহ্যতীরধর-সীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
প্রহসিতং প্রিয় ! প্রেম-বীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যান-মঙ্গলং।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক ! নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥
চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিন-সুন্দরং নাথ ! তে পদং।
শিল-তৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত ! গচ্ছতি॥
দিন-পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর ! যচ্ছসি॥
প্রণত-কামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণি-মণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণ-পঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ ! নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্ !॥
সুরত-বর্দ্ধনং শোক-নাশনং স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর ! নস্তেঽধরামৃতং॥
অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥
পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত-মোহিতাঃ কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেম-বীক্ষণং।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ ! তে বৃজিন-হন্ত্র্যলং বিশ্ব-মঙ্গলং।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজন-হৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥

যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু।

তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম-স্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপীগীতং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীগীতাধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। ভক্তিযোগঃ।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

এবং সতত-যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়-গ্রামং সর্ব্বত্র সম-বুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত-চেতসাং॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাস-যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম-পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম-দুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গত-ব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্য-নিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রং।

(সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ৬-দণ্ড নিশান্ত, সূর্য্যোদয়ের পর ৬-দণ্ড প্রাতঃ, তৎপরে ৬-দণ্ড পূর্ব্বাহ্ন, তৎপরে ১২-দণ্ড মধ্যাহ্ন, তৎপরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬-দণ্ড অপরাহ্ন, সূর্য্যাস্ত হইতে ৬-দণ্ড সায়াহ্ন বা সায়ংকাল, তৎপরে ৬-দণ্ড প্রদোষ, তৎপরে ১২-দণ্ড নিশা।

(১-দণ্ড = ২৪-মিনিট। ৬-দণ্ড = ২-ঘণ্টা ২৪-মিনিট।)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্য নিশান্ত-লীলা।

প্রগে শ্রীবাসস্থ দ্বিজকুল-রবৈর্নিস্ফুটবরৈঃ
শ্রুতিধ্বানপ্রখ্যৈঃ সপদি গত-নিদ্রং পুলকিতং।

হরেঃ পার্শ্বে রাধা-স্থিতিমনুভবন্তং নয়নজৈ-
র্জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বর-কনক-গৌরং ভজ মনঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্নিশান্ত-লীলা ।

রাত্র্যন্তে ত্রস্ত-বৃন্দেরিত-বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত-রতি-ললিতৌ কক্‌খটী-গীঃ-সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ-নিজ-ধাম্ন্যাপ্ত-তল্পৌ স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য প্রাতর্লীলা ।

প্রভাতে প্রক্ষাল্য স্ববদন-বিধুং কেশব-কথাং
গৃহালিন্দে প্রেমাকুলিত-হৃদয়ং যঃ প্রিয়-জনৈঃ ।
ব্রুবন্নাস্তে রাধারস-কলন-ফুল্লো বরতনুঃ
ভজ ত্বং গৌরং নিরবধি মনঃ ! প্রেম-বলিতং ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাতর্লীলা ।

রাধাং স্নাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখিভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্ন-পাক-রচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং ।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্ত-ধেনু-সদনং নির্ব্যূঢ়-গো-দোহনং
সুস্নাতং কৃত-ভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তাঞ্চাশ্রয়ে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা ।

হরি-বনগতি-লীলাং ব্যাকুলীভূত-গোষ্ঠাং
স্মৃতিবিষয়-গতাং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ ।

তদনুকরণকারি-ভক্তবৃন্দস্য মধ্যে
তমহমনুভজামি শ্রীল-গৌরাঙ্গচন্দ্রং ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা।

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তি-লোলং তদভিসৃতি-কৃতে প্রাপ্ত-তৎকুণ্ড-তীরং।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃত-গৃহ-গমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিত-নিজসখী-বর্ত্ম-নেত্রাং স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য মধ্যাহ্ণ-লীলা।

সহালি-শ্রীরাধা-সহিত-হরিলীলাং বহুবিধাং
স্মরন্ মধ্যাহ্ণীয়াং পুলকিত-তনুর্গদ্গদ-বচাঃ।
ব্রুবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণ-মধ্যেঽনুকুরুতে
শচীসূনুর্যস্তং ভজ মম মনস্ত্বং বত সদা ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ মধ্যাহ্ণ-লীলা।

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্য-সঙ্গোদিত-বিবিধ-বিকারাদি-ভূষা-প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখ-ললিতাদ্যালি-নর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদি-লীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজন-ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য অপরাহ্ণ-লীলা।

পরাবৃত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতি-সূনোর্বিপিনতো
মহানন্দাম্ভোধেঃ সপদি জনয়িত্রীং স্বহৃদয়ে।

স্মরন্ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিশ্বসিতি চ
ক্ষণং মুহ্যন্ সর্ব্বান্ বিবশয়তি যস্তং ভজ মনঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ অপরাহ্ণ-লীলা।

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজ-রমণ-কৃতে কৢপ্ত-নানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ-কমলালোক-পূর্ণ-প্রমোদাং।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোক-তৃপ্তং পিতৃ-মুখ-মিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য সায়াহ্ন-লীলা।

সায়ন্তনীং কৃষ্ণ-মনোজ্ঞ-লীলাং
স্নানাশনাদ্যাং হি মুহুর্বিচিন্ত্য।
স্বভক্ত-মধ্যেঽনুকরোতি নিত্যং
তাং যো মনস্তং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সায়াহ্ন-লীলা।

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজ-রমণ-কৃতে প্রেষিতানেক-ভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিত-হৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু-জননী-লালিতং প্রাপ্ত-গোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োঽস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য প্রদোষ-লীলা।

সমুৎকণ্ঠাসন্নাকলিত-হরিবার্ত্তা বত যথা
বিশ্রব্ধাসৌ রাধা হরিমপি নিকুঞ্জে গতবতী।

তথাত্মানং মত্বা কটি-নিহিত-পাণির্বিশতি চ
স্খলন্ গচ্ছন্ মুদা গৌরো নটতি ধৃত-কম্পাশ্রু-পুলকঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রদোষ-লীলা।

রাধাং সালীগণাং তামসিত-সিত-নিশা-যোগ্য-বেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীর-কল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিত-গুণিকলালোকনং স্নিগ্ধ-মাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্য নৈশ-লীলা।

শ্রীশ্রীবাস-গৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং
গায়দ্ভির্গলদশ্রু-কম্প-পুলকো গৌরো নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পারাম-গতে সুরত্ন-শয়নে জ্যোৎস্না-যুতায়াং নিশি
বিশ্রান্তঃ স শচীসুতঃ কৃত-ফলাগারো নিষেব্যো মম ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্নৈশ-লীলা।

তাবুৎকৌ লব্ধ-সঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্ম-প্রহেলী-সুলপন-নটনৈঃ রাসলাস্যাদি রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগত-মনসৌ মৃষ্ট-মাধ্বীক-পানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ-রতিরণৌদ্ধত্য-বিস্তারিতাঙ্গৌ ॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজন-হিমপয়ঃ-পাদ-সম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়ি-সহচরী-সঞ্চয়েনাপ্ত-শান্তৌ।
বাচা কান্তৈরণাভির্নিভৃত-রতিরসৈঃ কুঞ্জ-সুপ্তালি-সজ্ঞৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুম-শয়নে প্রাপ্ত-নিদ্রৌ স্মরামি ॥

ইতি শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-স্মরণীসেবা-পদ্ধতি।

(ইহার সংস্কৃত-মূল দেখিতে ইচ্ছা হইলে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সাধকগণ শ্রীব্রজধামে স্বীয় অবস্থিতি চিন্তা করতঃ, স্বস্ব-গুরুরূ মঞ্জরীর অনুগতা হইয়া, নিজের একটী পরমা সুন্দরী গোপকিশোরী-রূপি সিদ্ধ-মঞ্জরীদেহ ভাবনা পূর্ব্বক, শ্রীললিতাদি সখীরূপা ও শ্রীরূপমঞ্জ আদি মঞ্জরী-রূপা নিত্যসিদ্ধা ব্রজকিশোরীগণের আজ্ঞানুসারে পরমাদ মানসে দিবানিশি শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করিবেন।

নিশান্তকালীন-সেবা।

১। নিশান্তে শ্রীবৃন্দাদেবীর আদেশ-ক্রমে শুক, সারী ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ-কৃত কলধ্বনিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে নিদ্রা-ভঙ্গে গাত্রোত্থান।

২। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের শ্রীঅঙ্গে চিত্র-নির্ম্মাণ কালে তাঁহাদিগের হস্তে তুলিকা ও বিলেপন-যোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য অর্পণ করা।

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের পরস্পরের শ্রীঅঙ্গে বেশ রচন করিবার কালে উভয়ের হস্তে মুক্তামালাদি অর্পণ করা।

৪। মঙ্গল-আরাত্রিক দর্শন করা।

৫। কুঞ্জ হইতে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তাম্বূল ও জলপাত্র বহন পূর্ব্বক তদীয় অনুগমন করা।

৬। শ্রীমতীর শীঘ্র গমনের জন্য তদীয় ছিন্ন-হার ও বিক্ষিপ্ত মুক্তাদি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করা।

৭। চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি সখীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া।

৮। গৃহে পঁহুছিয়া শ্রীরাধিকার নিজ-মন্দিরে শয়ন।

প্রাতঃকালীন-সেবা।

১। শ্রীরাধারাণীর নিশান্ত-পরিত্যক্ত বস্ত্র ধৌত করিয়া দেওয়া এবং অলঙ্কার, তাম্বূলপাত্র ও পানভোজন-পাত্রাদি মার্জ্জন পূর্ব্বক ধৌত করিয়া সংস্কার করা।

২। চন্দন-ঘর্ষণ করা ও উত্তমরূপে কুঙ্কুম পেষণ করা।

৩। শাশুড়ীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর নিদ্রাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান

৪। শ্রীমতীর মুখ-প্রক্ষালনার্থে সুবাসিত জল ও দন্ত-কাষ্ঠাদি সমর্পণ করা।

৫। উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্র-মার্জ্জনার্থে সুগন্ধি-দ্রব্য, তথা চতুঃসম (চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই চারিটি দ্রব্যের মিশ্রণ) এবং অঞ্জনাদি ও অঙ্গরাগ প্রস্তুত করা।

৬। শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি-তৈল মর্দ্দন করা।

৭। তৎপরে সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা তদীয় শ্রীঅঙ্গ মাজিয়া ঘষিয়া নির্ম্মলীকরণ অর্থাৎ পরিষ্কার করা।

৮। আমলকী, কল্ক (খলি বা খইল) প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমতীর কেশ-সংস্কার করা।

৯। গ্রীষ্মকালে শীতল-জলে ও শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে শ্রীরাধারাণীকে স্নান করান।

১০। স্নানান্তে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শ্রীমতীর গাত্র ও কে
মুছাইয়া দেওয়া।

১১। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীঅঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-বর্দ্ধ
কারী স্বর্ণ-খচিত সুমনোহর নীল-বসন পরিধান করান।

১২। অগুরু-ধূমের দ্বারা শ্রীমতীর কেশরাশি শুষ্ক
সুগন্ধিত করা।

১৩। শ্রীমতীর বেশ রচনা করা।

১৪। তদীয় শ্রীচরণে যাবক-রঞ্জন অর্থাৎ আল্‌তা পরান

১৫। সূর্য্য-পূজার সজ্জা প্রস্তুত করা।

১৬। ভ্রম বশতঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কর্ত্তৃক কুঞ্জে পরিত
মুক্তামালাদি তদীয় আজ্ঞায় তথা হইতে আনয়ন করা।

১৭। রন্ধনার্থে শ্রীমতীর নন্দীশ্বর-গমন-কালে তাম্বূল
জলপাত্রাদি বহন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করা।

১৮। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর রন্ধন-কালে তদনুকূল-কার্য্য
সম্পাদন করা।

১৯। সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাদি-লীলা দর্শন কর

২০। পরিবেষণ-ক্লান্তা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে ব্যজনাদি
সেবা করা।

২১। সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করিবার সম
শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে ঐরূপে ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করা।

২২। পাটল-গোলাপ-চম্পকাদি-পুষ্পদ্বারা সুগন্ধিত সুশী
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী পানীয়োদক শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে অর্পণ করা।

২৩। সুবাসিত-বারিপূর্ণ আচমনীয় পাত্রাদি অর্পণ করা।

২৪। এলাচ-কর্পূরাদি-বাসিত-তাম্বূল অর্পণ করা।

২৫। পরিবর্ত্তিত পীত-বসনাদি সুবলসখা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করা।

পূর্ব্বাহ্নকালীন-সেবা।

১। বাল্য-ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোচরণার্থে বন-গমন করিতে থাকিলে, যখন শ্রীরাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া যাবটে প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে তাম্বূল ও জলপাত্রাদি বহন পূর্ব্বক শ্রীমতীর অনুগমন করা।

২। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান পূর্ব্বক উভয়ের সন্তোষ বিধান করা।

৩। সূর্য্যপূজাচ্ছলে (বা কদাচিৎ বনশোভাদি-দর্শনচ্ছলে) শ্রীরাধাকুণ্ডে মিলনের নিমিত্ত শ্রীমতীকে অভিসার করান এবং তৎকালে তাম্বূল ওজলপাত্রাদি বহন পূর্ব্বক তদীয় অনুগমন করা।

মধ্যাহ্নকালীন-সেবা।

১। শ্রীকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করা।

২। কুঞ্জে বিচিত্র-পুষ্পমন্দিরাদি-নির্ম্মাণ ও কুঞ্জ-সংস্কার করা।

৩। পুষ্প-শয্যা নির্ম্মাণ করা।

৪। যুগল-কিশোরের শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দেওয়া।

৫। নিজ-কেশপাশ দ্বারা তাঁহাদিগের শ্রীচরণের জল মুছাইয়া দেওয়া।

৬। তাঁহাদিগকে চামর ব্যজন করা।

৭। মধুকপুষ্প-জাত মধু (আসব বা মদিরা) সংস্কার করা।

৮। ঐ মধুপূর্ণ পানপাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে ধারণ করা।

৯। এলাচ-লবঙ্গ-কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বূল অর্পণ করা।

১০। যুগলের চর্ব্বিত ও কৃপাপ্রাপ্ত তাম্বূল আস্বাদন করা।

১১। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের বিহারাভিলাষ অনুভব পূর্ব্বক কুঞ্জ হইতে বাহিরে আগমন করা।

১২। যুগল-কিশোরের অপূর্ব্ব কেলি-বিলাস দর্শন করা।

১৩। কস্তূরী-কুঙ্কুমাদি অনুলেপন দ্বারা সুবাসিত শ্রীঅঙ্গের সৌরভ আঘ্রাণ করা।

১৪। নূপুর ও ভূষণাদির মধুর-ধ্বনি শ্রবণ করা।

১৫। উভয়ের শ্রীচরণ-কমলে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি যে সমস্ত চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা দর্শন করা।

১৬। যুগলের বিহারান্তে কুঞ্জাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করা।

১৭। উভয়ের পাদ-সম্বাহন ও ব্যজনাদি করা।

১৮। পানার্থে সুগন্ধি-পুষ্পাদি-বাসিত শীতল-জল প্রদান করা।

১৯। কেলিবিলাস বশতঃ শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গস্থ লুপ্ত চিত্র-সমূহের পুনর্নির্ম্মাণ ও তদীয় শ্রীঅঙ্গে তিলক রচনা করা।

২০। শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে চতুঃসম-গন্ধ লেপন করা।

২১। ছিন্ন মুক্তাহার গ্রন্থন করা।

২২। পুষ্প চয়ন করা।

২৩। বৈজয়ন্তী-মালাদি এবং হার ও পুষ্পমালাদি গ্রন্থন করা।

২৪। হাস্য-পরিহাসকারী যুগল-কিশোরের শ্রীহস্তে মুক্তা-হারাদি ও পুষ্পমালাদি প্রদান করা।

২৫। হার-মাল্যাদি পরিধান করান।

২৬। সুবর্ণ-চিরুণি দ্বারা শ্রীমতীর কেশ সংস্কার করা।

২৭। শ্রীমতীর বেণী বন্ধন করা।

২৮। তদীয় নয়নে কজ্জল প্রদান করা।

২৯। তদীয় অধর সুরঞ্জিত করা।

৩০। তদীয় গণ্ডস্থলে মৃগমদ দ্বারা বিন্দু রচনা করা।

৩১। যুগল-কিশোরকে 'অনঙ্গ-গুটিকা', 'সীধু-বিলাস' প্রভৃতি মদনোদ্দীপক বটিকা প্রদান করা।

৩২। সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করা।

৩৩। ঐ ফল সংস্কার পূর্ব্বক ভোজনার্থে প্রদান করা।

৩৪। কোনও একটী ভাল স্থানে পাক-ক্রিয়া সম্পাদন করা।

৩৫। যুগল-কিশোরের পরস্পরের রহস্যালাপ শ্রবণ করা।

৩৬। যুগল-কিশোরের বন-বিহার, বসন্ত-লীলা, ঝুলন-লীলা, জল-বিহার, পাশক-ক্রীড়া প্রভৃতি অপূর্ব্ব-লীলা-সমূহ দর্শন করা।

৩৭। যুগল-কিশোরের বনবিহার-কালে শ্রীমতীর বীণাদি বহন পূর্ব্বক তদীয় অনুগমন করা।

৩৮। স্বীয় কেশরাশির দ্বারা যুগলের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি ঝাড়িয়া দেওয়া।

৩৯। বসন্তলীলা-কালে পিচ্কারী-সমূহ সুগন্ধি তরল পদার্থে পূর্ণ করিয়া শ্রীরাধিকা [illegible]খীগণের হস্তে প্রদান করা।

৪০। ঝুলন-লীলার সময় গান করিতে করিতে হিন্দোল অর্থাৎ দোলা ধরিয়া দোল দেওয়া।

৪১। জলবিহার-কালে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডের তীরে অবস্থান করা।

৪২। পাশক-ক্রীড়ায় জয়িনী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের পণীকৃত-সুরঙ্গাদি-সখীগণকে অথবা মুরলী প্রভৃতিকে বন্ধন করিয়া বল পূর্ব্বক আনয়ন করা এবং উহাদিগের প্রতি পরিহাস-বাক্য প্রয়োগ করা।

৪৩। সূর্য্য-পূজা করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীমতীর গমন-কালে তদীয় অনুসরণ করা।

৪৪। সূর্য্য-পূজায় তদনুকূল কার্য্যানুষ্ঠান করা।

৪৫। সূর্য্য-পূজান্তে শ্রীমতীর অনুগমন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা।

অপরাহ্নকালীন-সেবা।

১। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর রন্ধন-কার্য্যে তদনুকূল কার্য্য করা।

২। শ্রীরাধারাণীর স্নান করিতে যাইবার সময় তদীয় বসন-ভূষণাদি বহন পূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা।

৩। স্নানান্তে তদীয় বেশাদি রচনা করা।

৪। সখীগণ-পরিবৃত-শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অনুগমন পূর্ব্বক অট্টালিকার ছাদে আরোহণ করিয়া বন-প্রত্যাগত সখাগণ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ উপভোগ করা।

৫। ছাদ হইতে সখীগণ সহ শ্রীমতীর অবতরণ করিবার কালে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করা;

সায়াহ্নকালীন-সেবা।

১। শ্রীমতী কর্ত্তৃক তুলসী দ্বারা শ্রীনন্দালয়ে ভোজ্য-সামগ্রী প্রেরণের জন্য, তথা শ্রীকৃষ্ণকে তাম্বূলবীটিকা ও পুষ্পমালা অর্পণের জন্য এবং সঙ্কেতকুঞ্জ-কথনের জন্য তুলসীর নন্দালয়-গমন-কালে তদীয় অনুসরণ করা।

২। নন্দালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদাদি আনয়ন করা।

৩। ঐ প্রসাদ শ্রীরাধিকা ও সখীগণকে পরিবেশন করা।

৪। তৎকালে সুগন্ধি-ধূপের সৌরভে তাঁহাদিগের নাসিকার আনন্দ উৎপাদন করা।

৫। পানার্থে পাটল-গোলাপ-চম্পকাদি-সুগন্ধিপুষ্প-বাসিত শীতল-জল প্রদান করা।

৬। সুবাসিত-বারি-পূর্ণ আচমন-পাত্রাদি প্রদান করা।

৭। এলাচ-লবঙ্গ-কর্পূরাদি-বাসিত তাম্বূল অর্পণ করা।

৮। অনন্তর প্রাণেশ্বরী ও সখীগণের অধরামৃত সেবন করা অর্থাৎ তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ভোজন করা।

প্রদোষকালীন-সেবা।

১। সন্ধ্যাকালে শ্রীমতীর সময়োচিত বেশ রচনা করা অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নীল-বস্ত্রাদি, শুক্লপক্ষে শুভ্র-বস্ত্রাদি ও তদনুরূপ অলঙ্কার পরাইয়া এবং গন্ধানুলেপন করিয়া প্রাণেশ্বরীর বেশ রচনা করা।

২। অনন্তর সখীগণ সহ কুঞ্জে শ্রীমতীর অভিসার করান ও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা।

নিশাকালীন-সেবা।

১। নিকুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনাদি দর্শন করা।

২। নিকুঞ্জে সকলের নৃত্যাদির অপূর্ব্ব-মাধুরী দর্শন করা।

৩। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর নূপুরের ও শ্রীকৃষ্ণের বংশীর মধুর-ধ্বনি শ্রবণ করা।

৪। উভয়ের মধুর-গীত শ্রবণ করা ও নৃত্যাদি দর্শন করা।

৫। শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে স্তব্ধ-ভাব প্রাপ্ত করান।

৬। শ্রীরাধিকার মধুর বীণা-বাদন শ্রবণ করা।

৭। নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা সখীগণ-সমন্বিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করা।

৮। সুবাসিত-তাম্বূল, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ব্যজন, সুবাসিত শীতল-জল ও পাদ-সম্বাহনাদি দ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করা।

৯। শ্রীকৃষ্ণের মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি-ভোজন দর্শন করা।

১০। সখীগণ-সমন্বিতা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন দর্শন করা।

১১। তাঁহাদিগের অধরামৃত অর্থাৎ শ্রীমুখোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা।

১২। সখীগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের মিলন দর্শন করিয়া ও তাঁহাদিগের চর্ব্বিত তাম্বূল সেবন করিয়া এবং মধুর রসালাপাদি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করা।

১৩। সুকোমল শয্যায় যুগল-কিশোরের শয়ন দর্শন করা।

১৪। সখীবৃন্দ সহ গবাক্ষ-পথে উভয়ের ক্রীড়া দর্শন করা।

১৫। ব্যজনাদি দ্বারা পরিশ্রান্ত-যুগল-কিশোরের সেবা করা; অনন্তর তাঁহাদের নিদ্রাগমে সখীগণ নিজ-নিজ-শয্যায় শয়ন করিলে তৎকালে নিজেও তথায় শয়ন করা।

ইতি শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয-স্মরণীসেবা-পদ্ধতি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-স্মরণীসেবা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত দিন-সমূহে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলা ও শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা বন্ধ থাকে :—

১। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন ও তৎপরদিন ……………২ দিন।

২। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিন ও তৎপরদিন…… …………২ দিন।

৩। মাঘী শুক্লাপঞ্চমী অর্থাৎ বসন্ত-পঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা অর্থাৎ দোল-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত……২৬ দিন।

শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা—(দণ্ডটিকা)।

দিবা-লীলা।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি-ক্রিয়া করিলা আপনি॥
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইলা স্নান।
তবে বেশভূষা করাইল পরিধান॥
এই কার্য্যে শ্রীমতীর একদণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত-চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন-আশায়॥ ১॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে।
নন্দীশ্বর যাইতে যায় একদণ্ড পথে॥ ২॥
তথা পাঁচদণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে॥ ৭॥
একদণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে॥ ৮॥
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ-সেবন।
অবশেষ পাইল তবে সর্ব্ব সখীগণ॥ ৯॥
নয়দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোঠেতে গমন।
দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করে আগমন॥ ১০॥
ইথে একদণ্ড যায়, একদণ্ড আর।
আয়োজন করে সূর্য্য-পূজার সম্ভার॥ ১১॥
অতঃপর সূর্য্য-পূজার কারণে যাইতে।
পথে তিনদণ্ড যায় গমন করিতে॥ ১৪॥

সূর্য্যালয়ে গিয়া সূর্য্যে প্রণাম করিয়া।
পূজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া॥
ফুল তুলিবার ছলে নিজ-সখী লইয়া।
রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ-দর্শন লাগিয়া॥
দুই দণ্ডে যান রাই নিজকুণ্ড-তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন কৈল নিকুঞ্জ-কুটীরে॥ ১৬॥
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চন্দন-মালা দিলা।
দুঁহু প্রেমে গদগদ আলিঙ্গন কৈলা॥
তবে নানা কৌতুক করিলা দুইজনে।
হিন্দোলা ঝুলিলা দোঁহে আনন্দিত-মনে॥
সখীগণ সঙ্গ মিলি কৈল জল-কেলি।
তবে কুঞ্জ-বিহার কৈল দোঁহে পাশা খেলি॥
খেলায় হারিলা কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কৃষ্ণে ভোজন করাইলা।
সখীগণ লৈয়া রাই অবশেষ পাইলা॥
তবে দোঁহে প্রবেশিলা শ্রীমণি-মন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল-অন্তরে॥
এরূপ বিলাস-রসে যায় ছয়দণ্ড।
অতঃপর শ্রীরাধিকা যান সূর্য্যকুণ্ড॥ ২২॥
সূর্য্যালয়ে যেতে রাধার দুইদণ্ড যায়।
একদণ্ড গত হয় সূর্য্যের পূজায়॥ ২৫॥

পূজা-অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে।
চারিদণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে ॥ ২৯ ॥
অনন্তর শ্রীরাধিকা স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখীগণ লইয়া ॥
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদণ্ড।
লুচি পুরি মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড ॥ ৩০ ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে তাহা দেন পাঠাইয়া ॥
অতঃপর শ্রীরাধিকা বিরলে বসিয়া।
কৃষ্ণ লাগ মালা গাঁথে হরষিত হইয়া ॥
পান-বীড়া বান্ধিতে চন্দন-ঘরষণে।
দুইদণ্ড গেল, দিবা হৈল অবসানে ॥ ৩২ ॥
এই ত বত্রিশ-দণ্ড হৈল দিবা-লীলা।
এইমত রাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য-খেলা।

রাত্রি-লীলা।

সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা।
পথ-শ্রমে দুইদণ্ড রাই নিদ্রা গেলা ॥ ২ ॥
দুইদণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা।
আর দুইদণ্ডে রাই রন্ধন সারিলা ॥ ৪ ॥
ছয়দণ্ড পরে কৃষ্ণ-প্রসাদ আসিল ॥ ৬ ॥
সখী-সঙ্গে একদণ্ড ভোজন করিল ॥ ৭ ॥

ভোজনান্তে তিনদণ্ড করিলা শয়ন।
উঠি দশদণ্ডে অভিসার-আয়োজন ॥ ১০ ॥
যাইতে সঙ্কেত-স্থানে দুইদণ্ড যায়।
বারদণ্ড পরে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥ ১২ ॥
একদণ্ড মালা-পান-চন্দন-সেবন।
তাহে কত রসালাপ প্রেম-সম্ভাষণ ॥ ১৩ ॥
রাসাদি-কৌতুকে তবে চারিদণ্ড যায়।
সখীগণ মিলি রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ১৭ ॥
অষ্টাদশ-দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ-বিহার।
নানা পুষ্পবেশ হয় নানা অলঙ্কার ॥ ১৮ ॥
কুসুম-যুদ্ধেতে পরে একদণ্ড যায়।
পুষ্পশয্যা'পরে দোঁহে শয়ন করয় ॥ ১৯ ॥
বিংশ-দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন-বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী-আদির মনের উল্লাস ॥ ২০ ॥
বিশদণ্ড পরে হয় দোঁহার বিলাস।
চারিদণ্ড রতি-রসে দোঁহার উল্লাস ॥ ২৪ ॥
অতঃপর রাধা-কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যান।
দুইদণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোত্থান ॥ ২৬ ॥
নিদ্রা-ভঙ্গে কাতর দুঁহু বিরহ ভাবিতে।
দুইদণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লইতে ॥ ২৮ ॥
এইরূপে দুইদণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধা-কৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে ॥

দুইদণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা ॥ ৩০ ॥
দুইদণ্ড রাত্রি-শেষে তবে নিদ্রা গেলা ॥ ৩২ ॥
এই ত বত্রিশ-দণ্ড হৈল নিশা-লীলা।
এইমত রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলাখেলা ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত কহনে না যায়।
সংক্ষেপে কহিল কিছু সেবার নির্ণয় ॥
রাগানুগা হইয়া কর সাধ্য-সাধন।
এই নিত্য-লীলা কর মানসে সেবন ॥
সাধক যে জন, সেবা-নির্ণয় বুঝিয়া।
যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া ॥
রূপ-রঘুনাথ-পাদপদ্ম করি আশ।
চৌষট্টি-দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীল-কৃষ্ণদাস-বাবাজীমহারাজ-কৃত শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত বীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পোঽনিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥
উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসীদতি ॥ ৩ ॥
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধ-প্রীতিলক্ষণং ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।

১। যিনি কটু-কথা বলার বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ এবং উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কখনও কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না, কাহারও উপর রাগ করেন না, খাওয়ার লোভ করেন না, অতি-ভোজন করেন না এবং জননেন্দ্রিয়ের অবৈধ বা আদৌ পরিচালনা করেন না, সেই বীর সমস্ত পৃথিবীকে বশীভূত করিতে পারেন।

২। অতি-ভোজন, বৃথা-পরিশ্রম, প্রলাপ-বাক্য অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কোনও বাজে কথা বলা, ভজন-বিষয়ে অনিয়মের প্রতি আগ্রহ, অসতের সঙ্গ ও বিষয়াদিতে লালসা—এই ছয়টী দ্বারা ভক্তিদেবী বিনাশ প্রাপ্ত হন।

৩। ভজনে আগ্রহ, ভক্তিতত্ত্ব নিরূপণ করা, কর্ম্মফল-জনিত দুঃখ-ভোগাদি নীরবে সহ্য করা, ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম করা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও ভজন-কার্য্য করা—এই ছয়টী দ্বারা ভক্তিদেবী উজ্জ্বলা হন।

৪। দান করা, দান লওয়া, গুহ্যকথা বলা, গুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা ও ভোজন করান—এই ছয় প্রকার আচরণ ভক্তবন্ধুর সম্বন্ধে প্রীতির লক্ষণ।

শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদি-শূন্য-হৃদমীপ্সিত সঙ্গ-লব্ধ্যা ॥ ৫ ॥
দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষস্তু দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈঃ
ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥
স্যাৎ কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদগদ-মূল-হন্ত্রী ॥ ৭ ॥

৫। কৃষ্ণনাম যাঁহারই মুখে শুনিতে পাইবে, তাঁহাকেই মনের দ্বারা আদর করিবে; যাঁহার দীক্ষা হইয়াছে তাঁহাকে অধিকন্তু প্রণাম দ্বারাও সম্মান করিবে; যিনি প্রভুকে ভজন করিতেছেন তাঁহাকে তদুপরি সেবা দ্বারা আদর করিবে; আর যে ভক্ত একনিষ্ঠ ও ভজনে পরিপক্ক এবং পরনিন্দাদি একেবারেই করেন না, তাদৃশ মহাত্মার সঙ্গ-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে।

৬। জলের ধর্ম্ম বুদ্বুদ, ফেণ, পঙ্কাদি গঙ্গাজলে থাকিলেও, তথাপি গঙ্গাজল যেমন অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ দেহের ধর্ম্ম রোগাদি-জনিত পূঁয, রক্ত, ক্লেদ ও লালাদি ভক্তের দেহে পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহাকে প্রাকৃত-রূপে দর্শন করিয়া ঘৃণা করিবে না, যেহেতু তাঁহার দেহ নিত্য-পবিত্র এবং উহা সাধারণ-মানবের ন্যায় জড়দেহ নহে।

৭। অবিদ্যারূপ পিত্তদূষিত-রসনা-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলাদি-রূপ মিছরি ভাল লাগে না, কিন্তু প্রতিদিন আদর পূর্ব্বক ঐ

তন্নাম-রূপ-চরিতাদিষু কীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েন্নিখিলমিত্যুপদেশ-সারঃ ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ ১০ ॥

মিছরি সেবন করিতে করিতে উহা ক্রমশঃই মিষ্ট লাগিতে থাকে এবং উহা তখন অবিদ্যারূপ পিত্তরোগের মূল ধ্বংস করিয়া দেয়।

৮। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিতে মন ও জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া ব্রজে বাস করতঃ কাল যাপন করিবে, ইহাই হইল উপদেশের সার। (এই ব্রজবাস অবশ্য সাক্ষাৎ করিতে পারিলে খুবই ভাল, তদভাবে অগত্যা মানসেই করিতে হয়।)

৯। বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসব বশতঃ শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাস-হেতু শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-প্লাবন-হেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। গোবর্দ্ধনগিরি-তটে বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবেন?

১০। কর্ম্মিগণ হইতে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়-বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডঞ্চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ-প্রেমদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল-জীবগোস্বামিপাদস্য শিক্ষার্থং শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-
পাদেনোক্তং শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং সমাপ্তং।

জ্ঞানিগণ হইতে জ্ঞানমুক্তগণ অর্থাৎ নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান-সম্পর্কহীন ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ ; তাদৃশ ভক্তগণ হইতে প্রেমিক ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ ; ঈদৃশ প্রেমিকগণ হইতে ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ ; ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়তম ; অতএব কোন্ কৃতী ব্যক্তি এই শ্রীরাধাকুণ্ডকে আশ্রয় না করিবেন ?

১১। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধা মুনিগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া-রূপে এবং তদীয় কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধা-কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়-রূপে কথিত হইয়াছেন। এই শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্তবর্গেরও সুলভ নহে, তা সাধারণ-ভক্তের কথা আর কি বলিব ? এই শ্রীরাধাকুণ্ডে একবারমাত্রও স্নান করিলে, ইনি প্রসন্ন ও সদয় হইয়া স্নাত-ব্যক্তিকে সুদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীশ্রীউপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত।

চারি-ধাম।

(১) বদরিকাশ্রম, (২) দ্বারকা, (৩) পুরী ও (৪) সেতুবন্ধ-রামেশ্বর—এই চারিধাম। ইহারা নিখিল-তীর্থোপরি সর্ব্বোত্তমোত্তম পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ এই চারিধাম দর্শন, ও পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন-ধাম উপরোক্ত চারিটী প্রসিদ্ধ ধামেরও অতীত পরম-পুণ্যধামরূপে বিরাজিত এবং বৈষ্ণবগণের সমীপে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত।

চারি-সম্প্রদায়।

পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন, সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র-সকল নিষ্ফল; বহু বহু সাধনা দ্বারা শতকোটি কল্পেও ঐ সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না; অতএব কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী ভুবন-পাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে। "প্রমেয়-রত্নাবলী"-গ্রন্থে বলিয়াছেন, শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) রামানুজকে, ব্রহ্মা মাধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র (মহাদেব) বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক (সনকাদি চতুঃসন) নিম্বাদিত্যকে স্বস্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। তন্নিমিত্ত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সম্প্রদায় যথাক্রমে (১) রামানুজ (রামানন্দী বা রামাৎ), (২) মাধ্বাচার্য্য (মাধ্বী), (৩) বিষ্ণুস্বামী ও (৪) নিম্বাদিত্য (নিমাৎ বা নিম্বার্ক বা নিমানন্দী)—এই চারিটী নামে সচরাচর কথিত

হইয়া থাকে। এই চারিটী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গুরুগণকে সম্প্রদায়ী গুরু বলে। বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইতে যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে এই চারিটী সম্প্রদায়ী গুরু ব্যতীত অন্য আর কাহারও নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই, করিলে তাহা নিষ্ফল হয়; সুতরাং যদি ভুলক্রমে অসম্প্রদায়ী গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে, তবে সে গুরু পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়ী গুরু করিতে হয়; ইহাই হইল শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত বিধি। বল্লভাচার্য্য (বল্লভাচারী বা বল্লভী) সম্প্রদায় বিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায় হইতে নির্গত হইলেও, ইহারা তৎসম্প্রদায়ের ত্যাজ্য বলিয়া ইহারা চারিসম্প্রদায়-মধ্যে গণ্য বা তদন্তর্ভুক্ত নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে ঐ সম্প্রদায়ের মতানুসরণ করে না বলিয়া, ঐ সম্প্রদায় হইতে অনেক বিষয়ে ইহার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রহিয়াছে; তন্নিমিত্ত ইহা যেন একটী পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া অনুভূত ও তদ্রূপেই পরিগণিত হয় এবং ইহা গৌড়ীয়, বা মাধ্ব-গৌড়ীয়, বা মাধ্ব-গৌড়, বা গৌড়েশ্বর, বা মাধ্বী-গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

রামানন্দী সম্প্রদায় প্রধানতঃ শ্রীরামমন্ত্রে, কেহ কেহ বা শ্রীনারায়ণ বা শ্রীনৃসিংহমন্ত্রে, এবং অন্য তিন সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে (কিশোরগোপাল বা বালগোপাল-মন্ত্রে) দীক্ষিত হইয়া থাকেন। গৌড়ীয় অর্থাৎ মাধ্বী-গৌড় সম্প্রদায়ের ভক্তগণ কেহ বা কেবল গৌরমন্ত্রে, কেহ বা কেবল কৃষ্ণমন্ত্রে; আবার কেহ বা

গৌর ও কৃষ্ণ এই উভয়বিধ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া থাকেন; পরন্তু গৌড়ীয়-ভক্তগণের পক্ষে শেষোক্ত বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যেহেতু তাঁহাদের ভজনই হইল শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়েরই যুগপৎ অর্থাৎ একত্রভজন—এ দুই স্বরূপের একের ভজন ছাড়িয়া কেবল অন্যের ভজন শাস্ত্রবিহিত বা সদাচার-সম্মত নহে।

মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ধাম-ছত্র।

ধর্ম্মশালা—অবন্তিকাপুরী। শাখা—অদ্বৈত।
ধাম—বদরিকাশ্রম। গোত্র—অচ্যুতানন্দ।
সুখবিলাস—নৈমিষারণ্য। বর্ণ—শুক্ল।
ক্ষেত্র—অঙ্গপাত। আহার—হরিনাম।
পরিক্রমা—লৌহগড়। ঋষি—পরমহংস।
দেবী—মঙ্গলা। ভিক্ষা—নিষ্কাম।
তীর্থ—অলকানন্দা। দেবতা—নারায়ণ।
ইষ্ট—সাবিত্রী। পার্ষদ—নন্দ।
উপাস্য—ব্রহ্ম। বেদ—অথর্ব্ব।
গায়ত্রী—বিষ্ণু। সম্প্রদায়—ব্রহ্ম।
মন্ত্র—বিষ্ণুহংস। মুক্তি—সালোক্য।
দ্বার—মুখ কৃষ্ণগাদী—উরূপী।
আচার্য্য—ত্রিকাল। আখড়া—বলভদ্র।

মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী-প্রদর্শন।

পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ।

|
ব্রহ্মা
|
নারদ
|
ব্যাসদেব
|
মাধ্বাচার্য্য
|
পদ্মনাভ
|
নরহরি
|
মাধব
|
অক্ষোভ
|
জয়তীর্থ
|
জ্ঞানসিন্ধু
|
দয়ানিধি
|
বিদ্যানিধি
|
রাজেন্দ্র
|
জয়ধর্ম্ম
|
পুরুষোত্তম
|
ব্রহ্মণ্য
|
ব্যাসতীর্থ
|
লক্ষ্মীপতি
|
মাধবেন্দ্রপুরী
|
ঈশ্বরপুরী
|

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু।

শ্রীরাধিকার স্থিতি-নির্ণয়।

(১)

কোনও কোনও মহাত্মার মতে ইহা এইরূপ ঃ—

বসন্তোৎসব-উপলক্ষে মাঘ-মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে বর্ষাণে স্বীয় পিতৃ-ভবনে শ্রীমতীর আগমন ও আষাঢ়-মাসের শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

আষাঢ-মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন যাবটে শ্বশুরালয়ে শ্রীমতীর আগমন ও শ্রাবণ-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

ঝুলনযাত্রা-উপলক্ষে শ্রাবণ-মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন শ্রীমতীর বর্ষাণে আগমন ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

শ্রাবণ-মাসের কৃষ্ণ-প্রতিপদে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও কৃষ্ণা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে শ্রাবণ-মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে মা যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীমতীকে নন্দালয়ে আনয়ন ও ভাদ্র-মাসের শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

রাধাষ্টমী-উপলক্ষে কীর্ত্তিদা-মাতা কর্ত্তৃক কন্যাকে ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমীতে বর্ষাণে আনয়ন ও শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত শ্রীমতীর তথায় অবস্থান।

ভাদ্র-মাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও আশ্বিনের শুক্ল-প্রতিপদ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

শারদীয়াপূজা-উপলক্ষে কীর্ত্তিদা মাতা কর্ত্তৃক আশ্বিনের শুক্লা

দ্বিতীয়াতে স্বীয় কন্যাকে বর্ষাণে আনয়ন এবং শুক্লা দশমী পর্যন্ত শ্রীমতীর তথায় অবস্থান।

আশ্বিনের শুক্লা একাদশীতে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও কার্ত্তিকের শুক্ল-প্রতিপদ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-উপলক্ষে ভ্রাতা শ্রীদামকে তিলক দিবার জন্য কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীমতীর বর্ষাণে আগমন ও শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

কার্ত্তিকের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও মাঘ-মাসের শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

(২)

কোনও কোনও মহাত্মার মতে ইহা এইরূপ :—

মাঘ-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীদাম যাবটে গমন করেন ও তৃতীয়াতে ভ্রাতা শ্রীদামের সঙ্গে শ্রীমতী বর্ষাণে পিত্রালয়ে আসিয়া বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

এই সময়ে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সহ মাঘ-মাসে বসন্ত-পঞ্চমীর উৎসব-উপভোগ ও মদনপূজা-উপলক্ষে বসন্ত-বিহার, ফাল্গুন-মাসে হোলিলীলা, চৈত্রমাসে মাধবীবিলাস ও বসন্তোৎসব এবং বৈশাখ-মাসে ফুলদোল-লীলা।

বৈশাখ-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীমতীর দেবর শ্রীদুর্ম্মদ বর্ষাণে গমন করেন। তৃতীয়াতে শ্রীমতী তৎসহ যাবটে আসিয়া শ্রাবণ-মাসের শুক্ল-প্রতিপদ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

শ্রাবণ-মাসের শুক্ল-প্রতিপদে শ্রীদাম যাবটে গমন করেন ও দ্বিতীয়াতে শ্রীমতী ভ্রাতার সহিত বর্ষাণে আসিয়া আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রাবণ-মাসে স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সহ ঝুলন-লীলাদি হয়। ভাদ্র-মাসে জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া পিতামাতা সহ শ্রীমতীর নন্দালয়ে নন্দোৎসব-দর্শনে গমন করেন এবং তথায় প্রাণকান্তের দর্শন ও মিলন-জনিত পরমানন্দোপভোগ পূর্ব্বক উৎসবান্তে বর্ষাণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; অনন্তর শ্রীরাধাষ্টমী-উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ষাণে আগমন এবং প্রিয় সহ শ্রীমতীর মিলন ও মহা আনন্দোৎসব। তৎপরে আশ্বিন-মাসে শারদীয়োৎসব।

অনন্তর আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীদুর্ম্মদ বর্ষাণে গমন করেন। ত্রয়োদশীতে শ্রীমতী তৎসহ যাবটে আগমন করিয়া মাঘ-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে মধ্যে কার্ত্তিক-মাসে মহারাস, দীপাবলী, অন্নকূট, গোবর্দ্ধন-পূজা ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াদি উৎসব।

(শ্রীললিতাদি-সখীগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি মঞ্জরীগণ ও শ্রীতুলসী আদি দাসীগণ নিত্য-সহচরী-রূপে শ্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে গমনাগমন করেন।)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশস্তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীপাদ-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর।

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইলেন একমাত্র পরমারাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছে তাঁহার ধাম অর্থাৎ বসতিস্থল, শ্রীব্রজবধূবর্গের আচরিত মধুরভাবে উপসনাই হইল তাঁহার উপাসনা, সাত্ত্বিকপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই হইতেছেন তাঁহার বিশিষ্ট-শাস্ত্র এবং তাঁহার প্রতি প্রেমই হইল জীবের পরম-পুরুষার্থ (যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেরও অতীত)। ইহাই হইল শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত ; এই মতেই আমাদের পরম আদর ; ইহাতে এবং ইহার অনুকূল ও অনুগত মত ভিন্ন অন্য আর যে কোনও মতে আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই।

অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে অপরাধ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়, নতুবা কঠোর ভজন-সাধনও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে অপরাধ না জন্মিতে পারে, তদ্বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া ভজন

করিতে হইবে। অপরাধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ যদিও একরূপ নামাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বলিয়া, ইহা পৃথক্‌ভাবেও লিখিত হইল।

সেবাপরাধ।

সেবাপরাধ কি কি, তৎসম্বন্ধে তন্ত্রে বলিতেছেন, যথা :—

১। যানে চড়িয়া অথবা পাদুকা সহ শ্রীমন্দিরে গমন করা।

২। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রাদি উৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান বা তাহা দর্শনাদি না করা।

৩। শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম না করা।

৪। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় শ্রীভগবানের প্রণামাদি করা।

৫। শ্রীভগবান্‌কে একহস্তে প্রণাম করা।

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধজনক।

শ্রীবিগ্রহের **সম্মুখে** নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করা অপরাধজনক, যথা—

৬। প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ প্রদক্ষিণকালে দেবতার সম্মুখে আসিয়া দেবতার দিকে পিছন না পড়ে এরূপভাবে ঈষৎ ঘুরিয়া না লইয়া প্রদক্ষিণ করা; ৭। পা ছড়ান; ৮। বস্ত্রাদি দ্বারা পিঠ ও দুই হাঁটু বাঁধিয়া অর্থাৎ ফাঁড় বাঁধিয়া বসা, কিম্বা দুই হাঁটু উঁচু করিয়া তাহা হাত দিয়া বেড়িয়া বসা; ৯। শোওয়া; ১০। খাওয়া; ১১। মিছাকথা বলা; ১২। চেঁচাইয়া কথা বলা; ১৩। পরস্পর বাজে কথাবার্ত্তা বলা; ১৪। কাঁদা; ১৫। ঝগড়া করা; ১৬। কাহাকেও পীড়ন বা শাসন করা; ১৭। কাহাকেও অনুগ্রহ করা; ১৮। কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলা;

১৯। কম্বল মুড়ি দিয়া থাকা; ২০। পরনিন্দা করা; ২১। পরের প্রশংসা করা; ২২। অশ্লীল অর্থাৎ নোংরা কথা বলা; ২৩। বাতকর্ম্ম করা।

উপরোক্ত যে কোনও কার্য্য শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করিলে অপরাধ হয়।

২৪। শক্তি থাকিতেও সামান্য উপচার দ্বারা সেবা-পূজা করা; ২৫। অনিবেদিত ভোজন করা; ২৬। নূতন ফলমূলাদি আগে ভগবান্‌কে না দিয়া খাওয়া; ২৭। নিজেদের জন্য দ্রব্যের অগ্রভাগ তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ ঠাকুরদের ভোগে দেওয়া; ২৮। শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন করিয়া বসা; ২৯। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অপর কাহাকেও প্রণাম করা; ৩০। শ্রীগুরুদেব আসিলে তাঁহার অভ্যার্থনাদি না করা, অথবা তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর না দেওয়া; ৩১। নিজ-মুখে নিজের একটুও প্রশংসা করা; ৩২। অন্য দেবতার বিন্দুমাত্রও নিন্দা করা।

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধজনক।

সেবাপরাধ কি কি, তৎসম্বন্ধে বরাহপুরাণে এইরূপ বলিতেছেন, যথা :—

১। বিপদ্‌কালেও রাজান্ন ভক্ষণ করা; ২। আলোক ব্যতীত অন্ধকারগৃহে শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা; ৩। অশুদ্ধ-বস্ত্রে, বা অশুচি-অবস্থায়, বা আচমনাদি না করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা; ৪। তিনবার করতালি না দিয়া শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা; ৫। শূকর-মাংস নিবেদন করা; ৬। পাদুকা সহ শ্রীমন্দিরে গমন করা; ৭। কুকুরের এঁটো ছোঁওয়া বা ঐরূপ এঁটো দ্রব্য গ্রহণ করা; ৮। পূজা করিতে করিতে কথা বলা; ৯। পূজা

করিতে করিতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিতে যাওয়া ; ১০। শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন ভোজন করা ; ১১। গন্ধ-মাল্যাদি না দিয়া আগে ধূপ দেওয়া ; ১২। নিষিদ্ধ-পুষ্পে পূজা করা।

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধ-জনক।

১৩। দন্তধাবন না করিয়া ; ১৪। স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া ; ১৫। ঋতুমতী নারী, বা ১৬। প্রদীপ, বা ১৭। মৃতদেহ ছুঁইয়া ; ১৮। রক্তবর্ণ, বা ১৯। নীলবর্ণ, বা ২০। অধৌত, বা ২১। অন্যের 'কাপড়, বা ২২। ময়লা কাপড় পরিয়া ; ২৩। মড়া দেখিয়া ; ২৪। বাতকর্ম্ম করিয়া ; ২৫। ক্রুদ্ধ হইয়া ২৬। শ্মশানে গিয়া ; ২৭। হজম হইতে না হইতে আবার খাইয়া ; ২৮। শূকর-মাংস, বা ২৯। গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য, বা ৩০। হাঁস, বা ৩১। কুসুম-শাক খাইয়া ; ৩২। তেল মাখিয়া ;

উপরোক্ত এই সমস্ত কার্য্যের যে কোনও কার্য্য করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ বা তদীয় সেবাকার্য্য করিলে অপরাধ হয়।

বরাহপুরাণে এতদ্ব্যতীত ভগবান্ শ্রীবরাহদেব স্বয়ং নিম্নলিখিত অপরাধ-গুলির কথা বলিয়াছেন, যথা:—

১। ভক্তি-শাস্ত্রের বিধি অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছানন্দ আমার পূজা করা ; ২। ভক্তি-শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া অন্য শাস্ত্রের আদর করা ; ৩। আমার নৈবেদ্যে কুসুম-শাক দেওয়া ; ৪। আমার সম্মুখে পান খাওয়া ; ৫। ঝাঁটী, এরণ্ড ও পলাশফুলে আমার পূজা করা ; ৬। আসুরিক কালে আমার পূজা করা; ৭। কাষ্ঠাসনে বা কেবল ভূমিতে বসিয়া আমার পূজা করা ; ৮। আমাকে বাম-

হস্তে ধরিয়া স্নান করান; ৯। বাসিফুলে আমার পূজা করা; ১০। শ্রীমন্দিরে থুথু ফেলা; ১১। পূজা-বিষয়ে গর্ব্ব করা; ১২। বক্র-তিলক করিয়া পূজা করা; ১৩। শক্তি থাকিতে পত্র-পুষ্পাদি নিজে না তুলিয়া চাহিয়া লইয়া পূজা করা; ১৪। পা না ধুইয়া শ্রীমন্দিরের ভিতরে যাওয়া; ১৫। অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক পক্ক-দ্রব্য নিবেদন করা; ১৬। অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজা করা; ১৭। আগে গণেশের পূজা না করিয়া, বা ১৮। বামাচারী তান্ত্রিকের সহিত আলাপ করিয়া আমার পূজা করা; ১৯। নখস্পৃষ্ট জলে আমাকে স্নান করান; ২০। পূজা করিতে করিতে কথা বলা; ২১। ঘর্ম্মাক্ত-দেহে আমার পূজা করা; ২২। আমার নির্ম্মাল্যে অনাদর করা; ২৩। সাধুগণের অসম্মত বা শাস্ত্রসমূহের বিরুদ্ধ কার্য্য করা; ২৪। শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া চলা।

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধ-জনক।

শ্রীভগবানের যে কোনও নাম লইয়া শপথ করাও অপরাধ-জনক।

যে কোনও শাস্ত্রোক্ত হউক না কেন, সমস্ত শাস্ত্রোক্ত সমস্ত অপরাধ-বিষয়েই বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

নামাপরাধ।

নামাপরাধ কি কি, তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন যথা :—

১। সাধুগণের নিন্দা করা; ২। শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করা; (এখানে জানিতে হইবে যে, শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণু স্বরূপতঃ অভেদ বলিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে ভেদ জ্ঞান

করিলে অপরাধ হয় ; কিন্তু মাহাত্ম্য-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু হইলেন সর্ব্বদেব-শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবে অভেদ জ্ঞান করিলে তাহাতেও অপরাধ হইয়া থাকে।) ৩। শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করা ; ৪। বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করা ; ৫। নামের মহিমময় অর্থ ছাড়িয়া অন্যরূপ বৃথা অর্থ কল্পনা করা, অথবা শাস্ত্রাদিতে হরিনামের যে মাহাত্ম্য-বর্ণন ও-সব মিছা—এরূপ কিছু ভাবা ; ৬। হরিনাম করিলেই ত পাপনাশ হইবে—এই জ্ঞানে পাপ করা, অথবা আমি যখন এত হরিনাম করিতেছি তখন পাপে আর আমার কি করিবে—এইরূপ জ্ঞানে পাপ করিতে থাকা ; ৭। দান-ব্রত-যাগ-যজ্ঞাদি যে কোনও শুভকর্ম্মকে নামের সমান জ্ঞান করা ; ৮। শ্রদ্ধাবিহীন বা শ্রবণ-বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া ; ৯। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস না করা ; ১০। 'আমি আমার'-বুদ্ধিতে বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকা।

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধজনক ; এতদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

বৈষ্ণবাপরাধ।

বৈষ্ণবাপরাধ নামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইলেও, ইহা অতীব ভয়াবহ বলিয়া এখানে পৃথক্‌ভাবেও আবার ইহা লিখিত হইল।

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন, যাহারা বৈষ্ণবকে প্রহার করে, বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, বা দ্বেষ করে, বৈষ্ণব দেখিয়া প্রণামাদি দ্বারা

আদর না করে, বা বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, বা বৈষ্ণব দেখিয়া আনন্দিত না হয়, তাহারা সকলেই বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের মনে যে কোনও কারণে বিন্দুমাত্র ব্যথা দিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিলে, অথবা অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বা চিন্তা করিলেও বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের কাছে বিন্দুমাত্র অপরাধ হইলেও কঠোর ভজন-সাধনও বিনষ্ট হইয়া যায়; এতদ্বিষয়ে মহাজনগণ বলিয়াছেন ঃ—

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে প'ড়ে যায় বাধ॥

অপরাধ-ভঞ্জন।

ভজন করিতে হইলে সর্ব্বদাই অপরাধ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া যথাসাধ্য নিরপরাধে ভজন করিতে হইবে, তবেই ভজনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ করা যাইবে; কিন্তু ভজন করিতে করিতে যদি অনবধানতা বা অজ্ঞানতা বশতঃ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কদাচ অপরাধ হইয়া পড়ে, তবে তাহা ভঞ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা ভজনসাধন-সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। কিরূপে অপরাধ-ভঞ্জন করা যায়, তাহা পরেই লিখিত হইতেছে। পরন্তু জ্ঞানকৃত বা ইচ্ছাকৃত অপরাধ হইলে তাহার ভঞ্জন হওয়া অতীব দুরূহ; তথাপি সদৈন্য ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হইলে, নিরুপায়ের উপায়, নিঃসীমকরুণাময় শরণাগত-বৎসল শ্রীভগবান্‌ই তাহার উপায় বিধান করিয়া দেন।

সেবাপরাধ-ভঞ্জন।

১। শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিলে, অথবা ২। প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করিলে, অথবা ৩। তুলসীপত্র দ্বারা নারায়ণরূপী শ্রীশালগ্রামের পূজা করিলে, অথবা ৪। শ্রীহরিবাসরে কৃষ্ণকথায় রাত্রি জাগরণ করিলে, অথবা ৫। মালা, তিলক ও হরিনামাঙ্কিত হইয়া একচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপূজা করিলে, অথবা ৬। একান্তভাবে হরিনামের আশ্রয় লইলে—এই সমস্ত মহৎ কার্য্য দ্বারা সেবাপরাধ ভঞ্জন হইয়া।

নামাপরাধ-ভঞ্জন।

একান্তভাবে একমাত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তদগচিত্ত হইয়া অবিরত নাম কীর্ত্তন করিলে নামাপরাধ-ভঞ্জন হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবাপরাধ-ভঞ্জন।

যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীচরণে একান্ত শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাই হইল বৈষ্ণবাপরাধ-ভঞ্জনের একমাত্র উপায়; একমাত্র তিনি ভিন্ন অন্য কেহই—এমন কি শ্রীভগবান্ নিজেও—বৈষ্ণবাপরাধ দূর করিতে পারেন না, বা পারিলেও তাহা করেন না; তবে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া সেই বৈষ্ণব দ্বারাই উহা ভঞ্জন করাইয়া থাকেন।

কোন্ বৈষ্ণবের নিকট যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ঠিক

করিতে না পারিলে, নিরন্তর বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণব-গুণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবনাদি দ্বারা ঐ অপরাধ খণ্ডিত হইয়া থাকে। বিশেষ-রূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মূলই হইল বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সমাদর।

ভক্তির চৌষট্টি-অঙ্গ-যাজন।

১। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণ; ২। শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় শিক্ষা-লাভ; ৩। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুসেবা; ৪। স্বজাতীয় সাধুগণের আচরণের অনুসরণ করা; ৫। ভজন-রীতি-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; ৬। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভোগাদি ত্যাগ করা; ৭। দ্বারকাদি-শ্রীকৃষ্ণধামে বা গঙ্গাদির তীরে বাস করা; (নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে মানসে বাস করিলেও চলিবে; পরন্তু রাগমার্গাবলম্বী ভক্তগণের পক্ষে অন্য কোনও ভগবদ্ধামে বাস অপেক্ষা শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস করাই প্রশস্ত; অসমর্থ-পক্ষে শ্রীপুরীধামে বাস করিলেও অবশ্যই চলিবে। এই তিনধামের যাঁহার যেখানে সুবিধা, বাস করিলেই শ্রেষ্ঠধামে বাস করা হইল; তবে পুরী অপেক্ষা নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে বাস করিতে পারিলে আরও ভাল); ৮। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে ভক্তি-নির্ব্বাহের অনুরূপ নিয়ম-গ্রহণ করা ও তৎপ্রতিপালন; ৯। শ্রীএকাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রতে

উপবাস করা; ১০। আমলকী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সম্মান করা; ১১। অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ করা; ১২। বহু ব্যক্তিকে বা অনধিকারী ব্যক্তিকে বা প্রলোভনাদি দ্বারা বা বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য না করা; ১৩। আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্য না করা; ১৪। ভক্তিশাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের আলোচনা না করা ও ভক্তিসম্বন্ধহীন নৃত্যগীতাদি শিক্ষা না করা; ১৫। অর্থাদি ব্যবহারিক ক্ষতিতে শোক না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করা; ১৬। শোক-মোহ-ক্রোধাদির বশীভূত না হওয়া; ১৭। অন্য-দেবতা ও অন্য-শাস্ত্রের অবজ্ঞা বা নিন্দাদি না করা; ১৮। প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দেওয়া; ১৯। অপরাধ জন্মিতে না দেওয়া; ২০। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের দ্বেষ-নিন্দাদি সহ্য না করা; ২১। তিলক-মালাদি-বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করা; ২২। শরীরে হরিনামাক্ষর-লিখন; ২৩। নির্ম্মাল্য-ধারণ; ২৪। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করা; ২৫। শ্রীভগবান্‌কে দণ্ডবৎ প্রণাম করা; ২৬। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হওয়া; ২৭। শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বা অগ্রে অগ্রে গমন করা; ২৮। শ্রীভগবদ্ধামে বা শ্রীমন্দিরে গমন করা; ২৯। শ্রীভগবান্ ও শ্রীতুলসীদেবীর পরিক্রমা (প্রদক্ষিণ) করা; ৩০। শ্রীভগবানের পূজা করা, ৩১। সেবা করা ও ৩২। লীলাদি গান করা; ৩৩। সঙ্কীর্ত্তন; ৩৪। জপ; ৩৫। স্বীয়-দৈন্য-জ্ঞাপন ৩৬। স্তব-পাঠ; ৩৭। মহাপ্রসাদ-ভোজন; ৩৮। চরণামৃত-পান; ৩৯। ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ; ৪০। শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন;

৪১। শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন; ৪২। তদীয় আরতি ও উৎসবাদি দর্শন; ৪৩। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণাদির শ্রবণ; ৪৪। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দিকে চাহিয়া থাকা; ৪৫। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গুণাদির স্মরণ; ৪৬। তদীয় রূপ-গুণাদির ধ্যান; ৪৭। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা; ৪৮। শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও মিত্রভাব-স্থাপন; ৪৯। সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ; ৫০। শ্রীভগবান্‌কে অত্যুত্তম ও নিজ-প্রিয় দ্রব্য নিবেদন করা; ৫১। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই সমস্ত কার্য্য করা; ৫২। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়া; ৫৩। শ্রীতুলসী-সেবন; ৫৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ ও পূজা করা; ৫৫। মথুরামণ্ডলে বাস করা, ৫৬। বৈষ্ণব-সেবা করা; ৫৭। ক্ষমতানুসারে বৈষ্ণবগণের সহিত মহোৎসব করা; ৫৮। কার্ত্তিকব্রত করা; ৫৯। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে যাত্রা-মহোৎসব করা বা তাহা দর্শন করা; ৬০। শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবা করা; ৬১। রসিক-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ ও রস আস্বাদন করা; ৬২। স্বজাতীয়াশয় অর্থাৎ নিজের ন্যায় বাসনা-বিশিষ্ট এবং নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতি সাধুগণের সঙ্গ করা; ৬৩। নাম-সঙ্কীর্ত্তন; ৬৪। শ্রীব্রজধামে বাস করা; (এই বাস সাক্ষাৎ করিতে পারিলে অবশ্য খুবই ভাল, নতুবা নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে অগত্যা মানসে বাস করিতে পারিলেও ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে।)

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী ও শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত—এই পাঁচ স্বরূপ হইলেন পঞ্চতত্ত্ব। মধ্যস্থলে থাকেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, তদ্দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, তদ্দক্ষিণে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, মহাপ্রভুর বামে শ্রীগদাধর, তদ্বামে শ্রীবাস। দেখা গিয়াছে, কেহ বা পণ্ডিত-গদাধরের পরিবর্ত্তে দাস-গদাধরকে পঞ্চতত্ত্বের আসনে বসাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; সুতরাং উহা কদাচ গ্রাহ্য নহে। দাস-গদাধর অবশ্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন পরম-প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ পার্ষদ কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কদাচ পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত নহেন; শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামিপ্রভুই হইলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বিস্তৃত বিচার ও মীমাংসা দেখিতে ইচ্ছা হইলে, অস্মৎ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ৫ম সংস্করণ ২য় খণ্ডের প্রারম্ভেই দ্রষ্টব্য।

"হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই "হরেকৃষ্ণ"-মহামন্ত্র যে জপ্য তৎসম্বন্ধে কোনও মত-দ্বৈধ নাই; কিন্তু ইহা কীর্ত্তন করা যায় কি না, তৎসম্বন্ধেই মতভেদ

দৃষ্ট হইয়া থাকে—কেহ বলেন এই জপ্য-মন্ত্র গোপনীয় বলিয়া ইহা কীর্ত্তন করিতে নাই; কেহ বলেন ইহা কীর্ত্তন করিতে আছে বটে, কিন্তু সংখ্যা না রাখিয়া কীর্ত্তন করিতে নাই; আবার কেহ বলেন ইহা অবাধে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহাতে সংখ্যা রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা অবশ্য এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া যে ইহা অবাধে যত ইচ্ছা কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, এই মতই আমরা পোষণ করি, যেহেতু ইহা হইল নাম-মহামন্ত্র, ইহা কোনও প্রকার গোপনীয় বীজাদি-সংযুক্ত নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১২শ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তপন-মিশ্রকে এই বলিলেন যে,

"সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

অথ হরিনাম বা নাম-মহামন্ত্র।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শ্লোক-নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥"

"বলি" শব্দের অর্থ বলিয়া অর্থাৎ কীর্ত্তন করিয়া; সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোকাত্মক হরিনাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া তন্ত্রোক্ত এই ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষর-যুক্ত "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। কীর্ত্তনে অবশ্য সংখ্যা রাখিবার বিধি কুত্রাপি নাই, তবে

জপে অবশ্য সংখ্যা রাখিতেই হয়; সুতরাং এই নাম-মহামন্ত্র যখন জপ-স্বরূপে করিতে হইবে তখন সংখ্যা রাখিতেই হইবে, কিন্তু যখন কীর্ত্তন-স্বরূপে করা হইবে তখন সংখ্যা রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাজন শ্রীগোবিন্দ-দাস বলিয়াছেন—

হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র, মুখ ভরি না লইলাম,
জীবন্মৃত গোবিন্দ-দাস ॥

এতদ্দ্বারা এই নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার কথাই বলিলেন, তাহাতে যে সংখ্যা রাখিতে হইবে এ কথা কিছুই বলেন নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে, এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনের ত কোনও বাধা নাইই, পরন্তু সংখ্যা না রাখিয়াও কীর্ত্তনের কোনও বাধা নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়েও দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশেষে এই উপদেশ করিলেন যে,

সর্ব্বক্ষণ বল—ইথে বিধি নাহি আর।

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশেষে স্পষ্টরূপেই ইহা সকলকে বলিয়া দিলেন যে তোমরা খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে —সব সময়েই এমন কি মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতেও এই **"হরে কৃষ্ণ"**-মহামন্ত্র অবাধে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন কর, তাহাতে সংখ্যা রাখা প্রভৃতি কোনও বিধির অপেক্ষা করিতে হইবে না। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীপুরী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধাম-সমূহে ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-স্থানে এবং বহুসংখ্যক শ্রীমন্দিরে ও বহু কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে, সংখ্যা না রাখিয়া এই "হরে

কৃষ্ণ” মহামন্ত্রের অবাধ কীর্ত্তন আবহমান-কাল অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আবার এই অবাধ ও অসংখ্যাত কীর্ত্তন কোথাও বা ১ বৎসর, কোথাও ১২ বৎসর, কোথাও ৫০ বা ১০০ বৎসর ধরিয়াও রাত্রিদিন নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে করিবার সঙ্কল্প করিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং এই মহামন্ত্রের অবাধ ও অসংখ্যাত উচ্চকীর্ত্তনে কোনও নিষেধ বা দোষ নাই বুঝিতে হইবে। অতএব হে প্রিয় ভাইবন্ধুগণ! যত পার প্রাণ ভরিয়া ইহা কীর্ত্তন কর, তাহাতে কোনও বিধি-নিষেধের ধার ধারিতে হইবে না, কাহারও নিষেধ মানিতে হইবে না, দেখিবেন স্বতঃই পরমানন্দ ও পরম-মঙ্গল লাভ হইবে। এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিচার ও মীমাংসা অস্মৎ-সম্পাদিত “শ্রীচৈতন্যভাগবত” মধ্যলীলা ২৩শ অধ্যায় এবং “শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার”-গ্রন্থের ‘বৈষ্ণব-সদাচার’-প্রকরণে “হরে কৃষ্ণ বা হরিনাম-মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

এই **“হরে কৃষ্ণ”**-মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে পারিলেই উত্তম; তাহাতে পরমানন্দ ও পরম-মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কখনও বা খোল-করতাল লইয়া বা শুধু করতাল লইয়া, কখনও বা কেবল মুখে মুখে—যখন যেরূপ সুবিধা হইবে—সর্ব্বক্ষণই এই মধুরাতিমধুর পরমমঙ্গলময় নাম-মহামন্ত্র নিজে নিজে বা দশে পাঁচে মিলিয়া কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, এমন কি মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতেও এই নাম-মহামন্ত্র, পরমানন্দ ও স্বস্ব-পরমমঙ্গল-লাভের নিমিত্ত, যত পারা যায় ততই অথবা সর্ব্বক্ষণই কীর্ত্তন করা একান্ত

আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে পারিলে অবশ্য খুবই ভাল, নিজেরই আনন্দ, নিজেরই মঙ্গল। এই নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে; অধিক কি, নিখিল-ভক্তজন-কাম্য দেবদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্তও এতদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

কর্ণে "শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র"-প্রদান ও দীক্ষা।

শ্রীরাধাতন্ত্রে বলিয়াছেন, দশমবর্ষ বয়স প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বাদশ-বৎসর বয়সের মধ্যে

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই পরম-পাবন ও সুদুস্তর-ভবজলধি-তারণ-কারণ "শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র" শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক সকলেরই কর্ণে প্রদান করান অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ণ ও দেহের শুদ্ধি হয় না। দ্বাদশবর্ষ বয়সের মধ্যে এইরূপে এই গুরু-প্রদত্ত"হরিনাম"-শ্রবণ দ্বারা কর্ণ ও তৎসহ সমস্ত দেহ শুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে এই "হরিনাম"-লাভ ব্যতীত দীক্ষা বিফল হয়; অতএব ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে এই "হরিনাম" কর্ণে শুনাইয়া রাখিতে হয়, পরে যথাকালে দীক্ষালাভ হইয়া থাকে। ইহাই হইল কর্ণে "শ্রীহরিনাম"-প্রদানের বিধি;

কিন্তু এই **"হরিনাম"** যদি কোনও অনিবার্য্য বা বিশেষ কারণে যথাসময়ে কর্ণে দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে অগত্যা দীক্ষার সময়ে শ্রীগুরুদেব প্রথমে ইহা কর্ণে প্রদানপূর্ব্বক পরে দীক্ষা দিয়া থাকেন। এই **"হরিনাম-মহামন্ত্র"** প্রত্যেক কর্ণে চারিবার করিয়া শুনাইতে হয়।

ষোড়শ-বর্ষ অর্থাৎ ষোল-বৎসর বয়স হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দীক্ষা হইলেও কোনও দোষের হয় না; তবে যথাকালে সুবিধা-সুযোগ না হইয়া উঠিলে, অগত্যা অল্প কিঞ্চিৎ পরেই দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে ইহা বিশেষ-রূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, দীক্ষাই হইল পরমানন্দময় ও পরম-মঙ্গলপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সোপান। বলা বাহুল্য, দীক্ষা ব্যতীত প্রকৃষ্ট বা ধারাবাহিক বা অভিলাষানুরূপ বিশিষ্ট ভজন হয় না।

শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকং।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজ-জনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥ ১॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেঽপি সুজনাং
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাঃ
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজ-ভুবন এব প্রতিভবং॥ ২॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থল-যুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্ যুগ-বিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।

১। শ্রীগুরুদেবে, দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদে, গণসহ-শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুপাদে, শ্রীরূপা-গ্রজ-শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভুপাদে, গিরিরাজ-শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরাপুরীতে, শ্রীব্রজের নিত্যপরিকরগণে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীব্রজমণ্ডলে, শ্রীবৈষ্ণবে ও শ্রীব্রজবাসিগণে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ সতত অবস্থান করুক।

২। বদরিকাশ্রমাদি অন্য যে কোনও ধাম শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-যুক্ত হইলেও এবং তথায় বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর-রস অর্থাৎ পরম-মধুর শ্রীকৃষ্ণকথামৃত-রস প্রেম-সহকারে আস্বাদন করিতে পাইলেও, আমি

পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়-বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্‌বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥ ৩ ॥
গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্ট-হৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতি-তটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধত-মতিঃ পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥
অনাদিঃ সাদির্বা পটুরতিমৃদুর্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎ-কারুণ্যঃ প্রগুণ-করুণাহীন ইতি বা।

ক্ষণকালের জন্যও তথায় বাস করিব না, পরন্তু নিতান্ত ইতর-জনের সহিত গ্রাম্যকথালাপ করিতে করিতেও জন্মে জন্মে এই ব্রজভূমিতেই বাস করিব।

৩। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংও বলেন—"হে রঘুনাথ-দাস! তুমি অত উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? তুমি দ্বারকায় আসিয়া আমার পরিচর্য্যা কর।" তিনি এরূপ বলিলেও, তথাপি যদি শ্রীবৃন্দাবনে যুগল-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াও থাকিতে হয়, তবুও আমি যে তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক-লীলাস্থলময় এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া, অতুলৈশ্বর্য্যাধিপতি সেই যদুপতিকে এমন কি কেবলমাত্র দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেও, ক্ষণকালের জন্যও যে দ্বারাবতীতে যাইব, তাহা কদাচ যাইব না।

৪। কিন্তু যদি এই কথা আমার শ্রবণ-গোচর হয় যে, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনী হইয়া দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে শোভা পাইতেছেন, তাহা হইলেই মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী যে খগরাজ গরুড়, তাঁহা হইতেও সমধিক বেগে উদ্ধতমনে উড্ডীয়মান হইয়া, ব্রজপুর হইতে দ্বারকায় গিয়া পতিত হইব।

মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥
অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিক-মুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥ ৬ ॥
অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্ত-জনয়া-
নয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম-নমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণ-কমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং ॥ ৭ ॥

৫। এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ই হউন কিম্বা আদিবিশিষ্ট অর্থাৎ সামান্য অবতারই হউন, তিনি সুনিপুণই হউন বা অনিপুণই হউন, তিনি পরমকরুণাময়ই হউন, বা করুণাহীনই হউন, তিনি পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠই হউন বা তিনি মনুষ্যই হউন—তিনি যাহাই হউন না কেন, তিনিই এই ব্রজধামে জন্মে জন্মে আমার প্রভু হউন।

৬। নারদাদি-মুনিগণ ও বেদাদি-শাস্ত্রগণ যাঁহার গুণ গান করিতেছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকাকে যে কপটী অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-জ্ঞান-হীন যে ব্যক্তি দম্ভ-ভরে অনাদর পূর্ব্বক, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেবল শ্রীগোবিন্দের ভজনা করে, আমি তাহার ঘৃণিত-সমীপে, এমন কি ক্ষণকালের জন্যও, গমন করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় ব্রত।

৭। ওহে তার্কিকগণ! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার “রাধা” এই সুপ্রসিদ্ধ নামামৃত পান করিয়া লোক-সকল পরিতৃপ্ত হয়, সেই শ্রীরাধা সহ

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদন-ভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদ-নলিনান্তং নয়তু মাং ॥ ৮ ॥

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুল-বরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, আমি পরমাদরে তচ্চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাহা ধৌত করিয়া সেই পদজল সহর্ষে পান করতঃ প্রতিদিন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাহা সেই মস্তকে সর্ব্বদা বহন করিব।

৮। শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি আমার প্রিয়গণ অপ্রকট হইয়াছেন বলিয়া তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, আমি জীবন-ধারণে ব্যাকুল ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়াছি; অতএব আমি বিষম-দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; এক্ষণে দন্তে তৃণ ধরিয়া কাকুতি-মিনতি সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, স্বয়ং শ্রীরাধিকা অদ্য আমাকে স্বীয়-শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে লইয়া যাউন।

৯। আমি অহঙ্কার-শূন্য হইয়া ব্রজোৎপন্ন দুগ্ধ প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য, পরিধেয়-বস্ত্র ও পাত্রাদি দ্বারা আহার-বিহারাদি নির্ব্বাহ করতঃ নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং যথাকালে শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণত্যাগ করিব।

স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মীব্রজ-বিজয়ি-লক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ-শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ-বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্য-প্রিয়তম-জনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥
কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়ম-শংসি-স্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়-যুগলরূপেঽর্পিত-মনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকং সম্পূর্ণং।

১০। যাঁহার অত্যুজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ-কান্তি পরম-সৌন্দর্য্যশালিনী লক্ষ্মী-গণের শোভাতিশয়কেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে এবং কন্দর্প-সমূহ অপেক্ষাও পরম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নিকুঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে, তাঁহাদিগের পরম-প্রিয় শ্রীরূপমঞ্জরী-দেবীর অনুগত হইয়া, নির্জ্জনে পরম আগ্রহের সহিত বিবিধ প্রকারে সেবা করিব।

১১। কোনও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত এই স্বীয়-নিয়ম-সূচক স্তোত্র যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি পরমানন্দে শ্রীব্রজধামে বাস-ভবন প্রাপ্ত হইয়া, প্রেমাস্পদ শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলে দৃঢ়রূপে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক, সেই শ্রীরূপের সহিত সহর্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ হন।

ইতি শ্রীল-দাসগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

চৌরাশী ক্রোশ হইলেন শ্রীব্রজমণ্ডল। শ্রীবৃন্দাবন এই ব্রজমণ্ডলান্তর্গত পরমানন্দময় ধাম; এই ধাম ছয় ঋতুর সুবাসিত ও পরমসুন্দর কুসুম-সমূহ দ্বারা নিত্য সুশোভিত ও সুসৌরভান্বিত। এখানে নানাজাতীয় বিহঙ্গগণ অবিরত সুমধুর-স্বরে গান করিতেছে; ভ্রমরগণ মধুর ঝঙ্কারে দশদিক্ আমোদিত করিতেছে; কালিন্দীজল-সংস্পৃষ্ট মৃদুমন্দ-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সকলের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; নানাজাতীয় অপূর্ব্ব বৃক্ষলতা-সমূহ অভিনব ফল-পুষ্প-পল্লবাদি দ্বারা এই চিন্ময় ধামকে সম্যক্‌রূপে সুশোভিত করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে; কোকিল, শুক-শারী প্রভৃতি পক্ষিগণ নিরন্তর মধুর কলরব দ্বারা শ্রবণ-যুগলের সুখোৎপাদন করিতেছে এবং ময়ুর-ময়ূরী-গণ চতুর্দ্দিকে মধুর-ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছে।

এই চিন্ময়-ধামের ভূমি হইতেছেন রত্নময় এবং উহা অযুত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। গৃহ সকল মণি-মাণিক্যাদি-রত্ন-নির্ম্মিত। বৃক্ষ-সকল হইলেন কল্পবৃক্ষ—তাঁহারা মণিময় পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত ও যাচকের সর্ব্ব অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিতে সমর্থ। শ্রীবৃন্দাবন হইতেছেন প্রেমময় ধাম—এখানে প্রেমসুধা-ধারা প্রতিনিয়ত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইয়া ব্রজবাসিসকলকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে এবং সকলে প্রাণ ভরিয়া ঐ

অমৃতধারা পান করতঃ পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন; তাই তাঁহারা সকলেই পরমানন্দ-ভরে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। এই দিব্য চিন্তামণি-ধাম শ্রীযমুনা-তটে বিরাজমান। পৃথিবীতে বিরাজিত থাকিয়াও, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাস্থল বলিয়া, এই ধাম হইতেছেন অপ্রাকৃত এবং ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে দ্বারকা-বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংসারের জ্বালাময় শোক, মোহ, ব্যাধি, জরা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এ স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ গোপগোপীগণের অপ্রাকৃত নয়নের গোচরীভূত এই অপ্রাকৃত ও নিত্যধামে চির-বসন্ত বিরাজমান বলিয়া, এখানে শীতগ্রীষ্মের কোনও ক্লেশ বা অন্য কোনরূপ কষ্ট তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা কেবল পরমানন্দ-সাগরেই ডুবিয়া রহিয়াছেন। তবে যে পরিদৃশ্যমান এই ভৌম-বৃন্দাবনে জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত-গ্রীষ্মাদির ক্লেশ অনুভূত ও নয়নগোচর হইতেছে, তাহার কারণ এই যে ইহা ভৌম বা প্রাকৃতজগতে অবস্থিত বলিয়া তদ্ধর্ম্ম-প্রভাবেই এরূপ হইয়া থাকে। পরন্তু এই ভৌম-বৃন্দাবন প্রকৃত-পক্ষে অপ্রাকৃত হইয়াও ইহা প্রাকৃত-ভৌম-জগতে অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃত-নয়নে তদ্রূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে ও তদুপরিস্থ সাধারণ বা সাধনায় অসিদ্ধ জীবজন্তুগণের ভাগ্যে প্রাকৃত-ভূমির শোকতাপাদি ধর্ম্ম ভোগ হইতেছে; নচেৎ এই ভৌম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়াও যাঁহারা সাধন-বলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান ভৌম-ধামকেই অপ্রাকৃত-ধাম-রূপে দর্শন করিতেছেন

ইহাতেই চিন্ময়-ধামের সমস্ত সুখানুভব করিয়া তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অতএব এই চিন্ময় নিত্যধামে বাস করিয়াও ইহা আমাদের নিকট ভৌম বা সাধারণ ভূমিরূপে পরিলক্ষিত হওয়ায়, ইহার চিন্ময়তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য এবং আমাদের জড়ীয়-নয়নের জড়ীয়-ভাবময়-দৃষ্টি দূরীকরণের জন্য চাই আমাদের ভজন-সাধন; এই ভজন-সাধন আবার সাধারণ ভজন-সাধন নহে, ইহা হইল ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ ভজন, রাগমার্গাবলম্বনে প্রবল অনুরাগের সহিত তীব্র-ভজন, যদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া ব্রজপ্রেম-সেবা লাভ হইবে; তাহা হইলে তখন জড়জগদ্ধর্ম্মালম্বী এই ভৌম-বৃন্দাবনও সর্ব্বদুঃখ-পরিশূন্য সর্ব্বসুখময় ধাম বলিয়া অনুভূত হইবে এবং এই ভৌম-ধামেই অপ্রাকৃত-ধামের সর্ব্ব-সুখোপভোগ ভাগ্যে লাভ হইবে, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যোপভোগেও আমাদিগকে পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত করিবে।

এই বৃন্দাবন-ধামে কল্পবৃক্ষ-তলে মণিমাণিক্যময় অত্যুজ্জ্বল ভূখণ্ডোপরি অবস্থিত মহাযোগপীঠে অষ্টদল-পদ্মের মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম-সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই ধামের ভূমি ও জল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণ ও বৃক্ষ, লতা, তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সমস্তই হইতেছেন অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত-ধামে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গো, গোপ ও গোপীগণ সহ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরম-রমণীয় বিবিধ বন ও উপবন-সমূহ দ্বারা

পরিশোভিত। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য আরও অনেক বনে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে দ্বাদশ বন প্রধান, যথাঃ—ভদ্রবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন, গোকুলবন, ঝাউবন, তালবন, খদিরবন, বহুলাবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশবন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি ; নিধুবন ও নিকুঞ্জবন শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যেই অবস্থিত। নিম্নে এই দ্বাদশ বনের সামান্য একটু বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। ভদ্রবন—শ্রীবৃন্দাবনের বায়ুকোণে ৬-ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ গোচারণ করেন।

২। বিল্ববন—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে যমুনা-পারে অবস্থিত ; তৃণলতাদি-পরিপূর্ণ অতি বিচিত্র-বন ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ গোচারণ করেন।

৩। ভাণ্ডীরবন—শ্রীবৃন্দাবনের বায়ুকোণে ৪-ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ পরমানন্দে গোচারণ ও বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

৪। গোকুলবন—শ্রীবৃন্দাবনের অগ্নিকোণে ৬-ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত।

৫। ঝাউবন—গোকুলবনের সমীপে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

৬। তালবন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৬-ক্রোশ দূরে অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকাসুর বধ করিয়াছিলেন।

৭। খদিরবন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ৯-ক্রোশ দূরে অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন ও খদির ভক্ষণ করেন।

৮। বহুলাবন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ৩-ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন ও বহুলা পান করেন।

৯। কুমুদবন—শ্রীবৃন্দাবনের নৈর্ঋত-কোণে ১০-ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন।

১০। কাম্যবন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ১৮-ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন ও মধু পান করেন।

১১। মধুবন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৫-ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন ও মধু পান্ করেন।

১২। বৃন্দাবন—সর্ব্বজন-বিদিত এই ধাম ত প্রসিদ্ধ ধাম।

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৩-ক্রোশ দূরে শ্রীমথুরাধাম।

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯-ক্রোশ দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড।

শ্রীরাধাকুণ্ডের পার্শ্বেই শ্রীশ্যামকুণ্ড।

শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ১৪-ক্রোশ দূরে নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম। এখানে শ্রীনন্দ-মহারাজের বাসস্থান। নন্দগ্রামের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে যাবট-গ্রাম। এই স্থানে শ্রীমতীর শ্বশুরালয়। কিশোরীকুণ্ড নামে একটী বৃহৎ সরোবর-তটে যাবট-গ্রাম বিরাজিত। যাবট-গ্রামের পূর্ব্বভাগে মণিমাণিক্যময় সুবর্ণ-মন্দির ও সুবর্ণ-প্রাচীর-বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার পুরী অবস্থিত।

নন্দীশ্বরের দক্ষিণে ২॥০ ক্রোশ দূরে বৃষভানুপুর অর্থাৎ বর্ষাণ। এখানে শ্রীরাধিকার পিত্রালয়। বর্ষাণের পূর্ব্বদিকে ৩-ক্রোশ দূরে সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিম-তটে ভগবান্ সূর্য্যদেবের মনোরম সুবর্ণমন্দির বিরাজিত। কৃষ্ণদর্শনার্থে শ্রীরাধিকা তথায় সূর্য্যপূজা

করিতে যান। সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে দুইক্রোশ দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত। এই রাধাকুণ্ড যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে রমণীয় উপবন ও বিচিত্র নিকুঞ্জ-কুটীর। পূর্ব্বতটে রাসস্থলী ও শ্রীকৃষ্ণের মণিমাণিক্যময় বিলাস-মন্দির। অষ্টদিকে অষ্টসখী ও অষ্টমঞ্জরীর বিচিত্র মন্দির বা কুঞ্জ বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যপূজাচ্ছলে শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিশিষ্ট লীলা-বিলাস ও দিবা-বিহারাদি হইয়া থাকে এবং নিশাকালে অনন্তকোটী গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমানন্দে মহারাস-লীলা করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপে ও মথুরা হইতে কিছু দূরে এ উভয়ের মধ্যে মানসগঙ্গা-পরিশোভিত শ্রীগোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। গিরি-গোবর্দ্ধন শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপূর্ব্ব লীলাস্থল। গোবর্দ্ধন-গ্রাম ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীকুসুম-সরোবর। এখানে কুসুম-চয়নাদি লীলা হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন-গ্রাম হইতে অল্প দূরে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড। ইহাও একটী বিশিষ্ট লীলাস্থল; ইহা গিরি-গোবর্দ্ধনেই অবস্থিত।

পরমানন্দময় শ্রীব্রজধামের সর্ব্বত্রই লীলাস্থল। এই সমস্ত লীলাস্থল দর্শন করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। ব্রজের গ্রামগুলি যে কি মনোরম, কি অপূর্ব্ব সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাহা বর্ণনাতীত। ব্রজের উক্ত সমস্ত গ্রাম ও অন্যান্য বহু গ্রাম দর্শন করিলে হৃদয়ে স্বতঃই এক অভূতপূর্ব্ব

আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। এরূপ পরমানন্দময় স্থান ত্রিভুবনে আর কুত্রাপি নাই। বলা বাহুল্য, অতি সুকৃতিশালী ব্যক্তির ভাগ্যেই শ্রীব্রজধাম দর্শন ঘটিয়া থাকে; তথায় বাস করা যে আরও কত সৌভাগ্যের কথা তাহা আর কি বলিব?

ইতি শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিনামার্থ-দীপিকা।

(এইটী হইল সংক্ষিপ্ত; ইহা বিস্তারিত-ভাবে দেখিতে ইচ্ছা হইলে অস্মৎ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার"-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

হরে— হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরিলে যে নেত্র-মনে
মোহন-মূরতি দরশাই।

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ আনন্দ-ধাম মহা-আকর্ষণ-ঠাম
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥

হরে— হে হরে ধৈরজ হরি গুরু-ভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলা চূর।

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকর্ষিয়া আনি বলে
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর॥

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি কঞ্চুলী কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে।

কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরজ কর্ষহ বলে
থির নহ অতি অনুরাগে ॥

হরে— হে হরে আমারে হরি লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি
বিলাসের লালসে কাকুতি।

হরে— হে হরে গোপত-বস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥

হরে— হে হরে বসন হর তাহাতে যেমন কর
অন্তরের হর যত বাধা।

রাম— হে রাম রমণ-অঙ্গ নানা বৈদগ্ধি-রঙ্গ
প্রকাশি পূরহ নিজ-সাধা।

হরে— হে হরে হরিতে বলী নাহি হেন কুতূহলী
সবার সে বাম্য না রাখিলা।

রাম— হে রাম রমণ-রত তাহাতে প্রকটি কত
কি না রস-আবেশে ভাসাইলা ॥

রাম— হে রাম রমণ-শ্রেষ্ঠ মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপনা না জানি।

রাম— হে রাম রমণ-ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে
সে রস-মূরতি তনুখানি ॥

হরে— হে হরে হরণ তোর তাহার নাহিক ওর
চেতন হরিয়া কর ভোর।

হরে— হে হরে আমার লক্ষ্য হর সিংহ-প্রায় দক্ষ
তোমা বিনে কেহ নাহি মোর ॥

তুমি সে আমার প্রাণ তোমা বিনে নাহি জান
ক্ষণেকে কলপশত যায়।
সে তুমি অন্যত্র গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নবঘন-শ্যাম কেবল রসের ধাম
কৈছে রহ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বলয়ে যায় হেন অনুরাগ পায়
তারে বন্ধু মিলয়ে অদূরে ॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিনামার্থ-দীপিকা সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-সদাচার।

(এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিশেষ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছা হইলে, ‘শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার’’-গ্রন্থের ‘বৈষ্ণব-সদাচার’-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।)

আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইল দীক্ষা-গ্রহণ। দীক্ষা ব্যতিরেকে ভজনই হয় না বা কদাচ সদ্গতি লাভও হয় না। বিষ্ণুদীক্ষা বৈষ্ণব-গুরুর কাছেই লইতে হয়, অবৈষ্ণবের কাছে লইতে নাই, লইলে বিফল হয় ও নরক-গমন হইয়া থাকে। তবে দৈবাৎ অবৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া হইয়া থাকিলে, ঐ গুরু ত্যাগ করিয়া আবার বৈষ্ণব-গুরুর কাছে দীক্ষা লইতে হয়। যিনি

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন তিনি অবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত; অথবা যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও তিলক-মালাদি ধারণ, শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবনপূজনাদিরূপ বিশিষ্ট-বৈষ্ণবসদাচার-হীন কিম্বা যিনি মৎস্য-মাংসাদি বিশেষ নিষিদ্ধ ভোজন ও পরস্ত্রী-গমনাদি অবৈষ্ণবাচারবান্, এরূপ ব্যক্তিও অবৈষ্ণব-মধ্যেই গণ্য। অন্য যে কোনও মন্ত্র ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত, কিন্তু বিষ্ণু-মন্ত্র কদাচ ত্যাগ করিতে নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ, বৈষ্ণবসদাচার-পরায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ-ভক্তিময় সম্প্রদায়ী গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ বা তদ্রূপ গোস্বামি-সন্তান বা ত্যাগী অর্থাৎ ভেখ্ধারী বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা লইতে হয়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকটও দীক্ষা ও শিক্ষা লইতে বাধা নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" সাধারণতঃ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা ও ত্যাগি-বৈষ্ণবগুরুর নিকট শিক্ষা লওয়া হয়। এই গুরু-দিগকে যথাক্রমে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বলে। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরুকে তুল্য-মহিমময় ও পূজ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে হয়। কুলগুরু কদাচ ত্যাগ করিতে নাই, তবে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কুলগুরু অবৈষ্ণব হইলে, বা অবৈষ্ণব-লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন পরস্ত্রীগমনাদি অবৈষ্ণবাচারবান্ হইলে, বা তিলক-মালাদি-ধারণ শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবন-পূজনাদি বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সদাচার-বিহীন হইলে, তাঁহার পরিত্যাগ

শাস্ত্রবিহিত। শ্রীকৃষ্ণভজন-লোলুপ ব্যক্তির পক্ষে অবৈষ্ণব-লক্ষণা-ক্রান্ত গুরু সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। গুরু-করণ-সম্বন্ধে এইটীই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক-ভক্তিপরায়ণ কি না। অনুরাগী ভক্তগণের পক্ষে যে কোনও মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেব কৃপা করেন, তাহাই দীক্ষা-গ্রহণের প্রশস্ত কাল। সর্ব্বমন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর অথবা দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লওয়াই সর্ব্বোত্তম। দীক্ষা হইয়া গেলে প্রত্যহ আহ্নিক-পূজা না করিয়া কিছু খাইতে নাই। শ্রীমন্দিরে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি সমস্ত কার্য্য যথাশাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক করিতে হয়, কিন্তু নিজ-গৃহে শ্রীবিগ্রহাদির সেবাপূজা নিজের ভজন-নিয়ম-রক্ষা পূর্ব্বক নিজ-ইচ্ছামতই করা যাইতে পারে। শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎস্বরূপ-বোধে তদীয় সেবাপূজা ও ভক্তি করিতে হয়। কদাচ তাঁহার অবজ্ঞা করিতে নাই, কিম্বা তাঁহার নিন্দাদি করিতে বা শুনিতেও নাই। শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কদাচ তুলসী দিতে নাই, বা ভোজনার্থে তাঁহাকে প্রসাদ ভিন্ন অনিবেদিত দিতে নাই; তবে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে ভোজনার্থে অনিবেদিত দিলে, তিনি তাহা নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যে শিষ্যের পক্কান্ন গ্রহণ করেন, সে শিষ্য তাঁহাকে নিবেদিত প্রসাদই দিবেন, কিম্বা গুরুদেব যদি স্বয়ং নিবেদন পূর্ব্বক প্রসাদ ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনিবেদিতই দিবেন; তবে মানস-পূজায় তাঁহাকে ভোজনার্থে প্রসাদই দিতে হইবে, অনিবেদিত নহে।

কিন্তু সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ যে কোনও অবস্থাতেই তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী দিতে নাই (এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা ৩-১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবকেও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ও তত্তুল্য পূজ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা, পদধূলি-গ্রহণ, উচ্ছিষ্ট-ভোজন ইত্যাদিরূপে বৈষ্ণব-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি ও তৎসমাদরই হইল শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভের প্রধান সহায়। বৈষ্ণবের অসম্মান বা নিন্দাদি করিলে সর্ব্বনাশ হয়। বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি কদাচ করিতে নাই। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ভক্তিদেবী কদাচ পরিপুষ্ট হন না। বৈষ্ণব বলিতে ত্যাগী অর্থাৎ ভেখ্ধারী বৈরাগী বা বাবাজী এবং গৃহস্থ বা গৃহীভক্ত—এই উভয়বিধ বৈষ্ণব বা ভক্তকেই বুঝায়; সুতরাং শাস্ত্রমতে এ উভয়েরই তুল্য আদর করিতে হইবে (এতদ্বিষয়ক বিচার ইহার পরবর্ত্তী "বৈষ্ণব-সমাদর" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ ও পিতামাতাদি পূজ্য গুরুজনকে প্রণামাদি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিতে হইবে। নিত্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মলত্যাগ ও দন্ত-ধাবন করিতে হয়। নিত্য প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য, অসমর্থ-পক্ষে যথাকালে স্নান। প্রাতে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া বা প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্প তুলিতে হয়। মধ্যাহ্ন-স্নানের পর পুষ্প তুলিতে নাই। শুক্লবর্ণ বা সুন্দর-বর্ণযুক্ত সুগন্ধি পুষ্পই প্রশস্ত। গন্ধহীন, বাসি, রক্তবর্ণ ও ক্রীত পুষ্প নিষিদ্ধ; তবে পদ্ম, বক ও বকুলপুষ্প বাসি হইলেও দোষের নহে। শুক্ল পুষ্প গন্ধহীন হইলেও অভাব-

পক্ষে ব্যবহার্য্য। স্নান না করিয়া তুলসী তুলিতে নাই। অখণ্ড ও দ্বিদল-সহ মঞ্জরীযুক্ত-তুলসী, অথবা তুলসীপত্র প্রশস্ত। ছিন্ন ও কীটদষ্ট তুলসী প্রশস্ত নহে। তুলসী ব্যতীত কৃষ্ণ-পূজাই হয় না। গঙ্গাজল ও তুলসী বাসি হইলেও দোষের নহে। কণ্ঠে তুলসী-মালা ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুলসীমালা গলায় না দিয়া বিষ্ণু-পূজা করিলেও বৈষ্ণব-মধ্যে গণ্য নহে; উহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন না বলিয়া তিনি ঐ পূজা গ্রহণও করেন না; তুলসীমালা গলায় দিয়া বিষ্ণুপূজা বা অন্য যে কোনও কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়; শ্রীভগবান্ বলেন—যাহার গলে তুলসীমালা আছে, সে শুচি বা অশুচিই হউক, সে নিঃসন্দেহই আমাকে প্রাপ্ত হইবে (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। প্রত্যহ উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ তিলক ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিলক না করিয়া যে কোনও কার্য্য করা যায়, তাহা বিফল হয়। তিলক-ধারণকারী ব্যক্তি অশুচি, আচারহীন, মহাপাপী বা চণ্ডাল হইলেও তিনি পবিত্র। তিলক ব্যতিরেকে বিষ্ণু-পূজা করিলেও বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না এবং ঐ ব্যক্তি বৈষ্ণব-মধ্যে গণ্য হয় না। শ্রীভগবান্ বলেন, তিলকধারী ব্যক্তি যেখানেই প্রাণত্যাগ করুক না কেন, সে চণ্ডাল হইলেও বিমানে আরোহণ করিয়া আমার ধামে যাইয়া পূজিত হয় (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য)। ভক্তগণ কার্ত্তিকব্রত অবশ্যই পালন করিবেন। আশ্বিন-মাসের শুক্লা একাদশীতে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। অসমর্থ-পক্ষে তৎপরেই পূর্ণিমাতে বা আশ্বিন-সংক্রান্তিতে ব্রত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ব্রত একমাস

ধরিয়া করিতে হয় অর্থাৎ কার্ত্তিক-মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে বা পূর্ণিমাতে বা সংক্রান্তিতে শেষ করিতে হয়। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে ত মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিতেই নাই, আরও বিশেষতঃ এই ব্রতে মৎস্য-মাংসাদি-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ; তবে কেবল মহারোগী ব্যক্তির মাংস ব্যতীত প্রাণ রক্ষা হইতেছে না এরূপ হইলে, শশক ও শূকর-মাংস অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে। শিম, বরবটী, কলমীশাক, পটোল, বেগুণ মদ্যাদি-মাদকদ্রব্য, তৈল, শয্যা, পরান্ন, কাংস্যপাত্রে ভোজন, কাঞ্জি ও মধু বর্জ্জন করিবে। এই ব্রতে নিয়ম পূর্ব্বক প্রত্যহ বিশেষ করিয়া শ্রীভগবৎ-কার্য্য করিতে হয়। ব্রত-সমাপনান্তে ব্রতফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে হয়। সমর্থপক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-গ্রহণ বিহিত। শয়নৈকাদশী বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা আষাঢ়-সংক্রান্তিতে এই ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক যথাক্রমে উত্থানৈকাদশী বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে ব্রত সমাপন করিতে হইবে। কার্ত্তিকমাসে তুলসী-তলায় ও শ্রীমন্দিরে প্রদীপ এবং আকাশ-প্রদীপ দিতে হয়। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিবে, অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। হরিকথা বা কীর্ত্তন শুনাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে নাই। শ্রীভগবানে নিবেদন না করিয়া কিছুই খাইতে নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য দেবতার প্রসাদ খাইতেই নাই, খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; তবে শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত-বোধে বিষ্ণু-প্রসাদাদি দ্বারা অন্য দেবতার পূজা করা হইলে, তখন সে প্রসাদ খাইতে আর বাধা থাকে না। বৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণবের

অন্ন, এমন কি অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেরও অন্ন খাইতে নাই, জলও নহে। শ্রাদ্ধ ভোজন করিতে নাই; তবে বিষ্ণু-নৈবেদ্যাদি দ্বারা বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ করা হইলে, তাহাতে ভোজন নিষিদ্ধ নহে। আতপ-চাউল ও পাকাকলা চট্‌কাইয়া তদ্দ্বারা পিণ্ড দেওয়ার পরিবর্ত্তে লুচি, পুরি, মিষ্টদ্রব্য ও ফল-মূলাদি শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। একাদশীব্রতের দিন শ্রাদ্ধ করিতে নাই; ঐ দিন শ্রাদ্ধ পড়িলে পরদিন করিতে হয়। ভূমিতে অর্থাৎ নিরাসনে বসিয়া বা কুশ হস্তে দিয়া ভগবৎ-কার্য্য করিতে নাই। ভোজনকালে প্রথমে মিষ্টরস, মধ্যভাগে লবণ ও অম্লরস এবং শেষে কটুতিক্তাদি ভোজন করিতে হয়। প্রথমে তরলদ্রব্য, মধ্যভাগে কঠিন দ্রব্য ও শেষে আবার তরল দ্রব্য খাইলে স্বাস্থ্য ও বল নষ্ট হয় না। বিষ্ণু-নৈবেদ্যের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র এবং পলাশ ও পদ্ম-পত্র প্রশস্ত। শ্রীভগবৎসেবার্থে যথাসাধ্য ভক্ষ্য-দ্রব্যাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুবিধা ও সামর্থ্য থাকিলে, প্রত্যহ শ্রীভগবৎ-দর্শন ও আরতি-দর্শনাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিত্য ব্রজরজ-সেবন এবং গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, বিপ্র ও পিতৃমাতৃ-চরণামৃতাদি-ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রথযাত্রাদি উৎসব-সমূহ দর্শন করিতে হয়। শ্রীএকাদশীর উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু একাদশী দশমী-বিদ্ধা ও অরুণোদয়-বিদ্ধা হইলে পরদিন উপবাস করিতে হয়; মহাদ্বাদশী ঘটিলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়; ভৈমী, শয়ন, উত্থান ও পার্শ্ব এবং জ্যৈষ্ঠ-মাসে নির্জ্জলা একাদশী—এই কয়টী

ইত্যাদি এই সমস্ত ও অন্যান্য ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণ-সমূহ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন ব্যতীত কিছুই খাইতে নাই—অনিবেদিত খাইলে অপরাধ হয়। ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণে ভক্তিদেবী প্রসন্ন না হইয়া ক্ষুণ্ণ হন বলিয়া তাহাতে ভক্তের ভক্তিধন পরিবর্দ্ধিত না হইয়া সঙ্কুচিত ও ক্রমশঃ বিনাশ-প্রাপ্ত হয় এবং মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-সাধনই হইয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তিসেবন বা অসমর্থপক্ষে তদ্দর্শনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তি-সেবাপূজার সুবিধা-সুযোগ না হইলে, নারায়ণরূপী শ্রীশালগ্রাম, বা বালগোপাল, বা চিত্রপটে নিত্য সেবাপূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিত্য শ্রীচরণামৃত বা শ্রীচরণতুলসী সেবন অবশ্য-কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে প্রীতি ও বিশেষরূপে তত্তৎসেবা করিতে হইবে। ভক্তিধনের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজন সর্ব্বপ্রধান সহায়। নিত্য শ্রীতুলস্যাদির দণ্ডবৎ ও পরিক্রমা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ও নামের নিকট বিন্দুমাত্র অপরাধেও বিষম সর্ব্বনাশ হয় বলিয়া, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা এতাদৃশ সাবধান থাকিতে হইবে যেন তত্তৎসমীপে অপরাধ না জন্মিতেই পারে। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—এই তিনকে এক বলিয়াই জানিতে হইবে, তিনই সমান পূজ্য। হরিনাম সর্ব্বদাই করিতে হইবে। অন্য-দেবতার নিন্দা বা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অসম্মান করিতে নাই ; তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। কার্ত্তিক-মাসে শ্রীমন্দিরে ও তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হয় এবং

আকাশ-প্রদীপ দিতে হয়। অপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে; অপরাধ হইলে ভজন-সাধন সব নষ্ট হইয়া যায়। অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শুনিতে নাই; ইহা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র-সমূহের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে একান্ত-ভক্তি করিলেও, উহা অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা শ্রীতুলসীদেবীর দণ্ডবৎ ও পরিক্রমা করিতে হয়। শ্রীমন্দিরেও ঐরূপ দণ্ডবৎ এবং সুবিধা থাকিলে, পরিক্রমাও করিতে হয়। তৈলাভ্যক্ত হইলে বা ঠাকুর-সেবাপূজার দ্রব্য হাতে থাকিলে, কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, বা প্রণাম লইতেও নাই অর্থাৎ কেহ নমস্কার করিলে প্রতি-নমস্কার করিতে নাই। নিত্য শ্রীভগবানের স্তবস্তোত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে শ্রীশালগ্রাম সেবা-পূজা করার কোনও বাধা বা নিষেধ নাই। পরনিন্দা পরচর্চ্চা একেবারেই করিতে নাই। ভাল খাওয়া-পরার লালসা করিতে নাই। কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন অন্য বাজে কথার আলোচনা না করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। গ্রাম্য-কথাবার্ত্তা বলিতে বা শুনিতে নাই। মিথ্যাকথা একেবারেই বলিতে নাই। কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে নাই। কাহারও হিংসা-দ্বেষ করিতে নাই। পরের দ্রব্য কদাচ চুরি করিতে নাই। দুর্ব্বাক্য বা কড়াকথা বলিয়া কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাই। কাহারও উপর ক্রোধ করিতে নাই, ক্রোধ একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, রাম-নবমী, গৌর-পূর্ণিমা, নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ও অদ্বৈত-সপ্তমী—এই কয়েকটী জন্মতিথিতে উপবাস করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। শিবরাত্রির উপবাস করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, কিন্তু ত্রয়োদশী-বিদ্ধায় করিতে নাই। শিবরাত্রি ভিন্ন শিবের অন্য কোনও ব্রত বা অন্য যে কোনও দেবতার যে কোনও ব্রত বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাহ্য নহে। শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতোপবাসে নির্জ্জলা ব্রতই প্রশস্ত ও শাস্ত্রবিহিত; সমর্থপক্ষে তাহাই করিতে হয়; অসমর্থপক্ষে ফলমূল, চিনি (ইক্ষু-চিনি, গুড় নহে) এবং দুগ্ধ বা তদ্বিকারজাত দধি, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষণে ব্রত নষ্ট হয় না; তবে সমর্থ হইলে কোনও দ্রব্য অগ্নিপক্ক না করিয়া খাইতে পারিলেই উত্তম। ব্রতোপবাস-দিনে অন্ন ভোজন করিতেই নাই—প্রসাদান্নও নহে; তবে সেই-দিন দৈবাৎ কেহ প্রসাদান্ন ভোজনার্থে সম্মুখে আনিয়া ধরিলে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা প্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৎপরদিন ভোজনার্থে পৃথক্ ধরিয়া রাখিতে হয়। উপবাসদিনে যব-গমাদি-জাত রুটি, লুচি, পুরি প্রভৃতি ভক্ষণও একেবারেই নিষিদ্ধ, উহা প্রসাদী হইলেও নিষিদ্ধ, যেহেতু ঐ সমস্ত দ্রব্য অন্নেরই তুল্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিতে নাই, ঐ দিন শ্রাদ্ধ পড়িলে পরদিন করিতে হয়; উহাতে বিবাহও দিতে নাই, অন্য শুভদিনে দিতে হয়। বৈষ্ণবগণের পক্ষে কেবল দ্বাদশীতেই তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ; দ্বাদশীতে তুলসী-চয়নের এই নিষেধ-সম্বন্ধে

কেহ কেহ বলেন দ্বাদশী তিথির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুলসী তুলিতে নাই ; আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীএকাদশীর উপবাস যে দিন পড়িবে, তা দ্বাদশীতে পড়ুক না কেন, তৎপরদিন অর্থাৎ পারণার দিন তুলসী তুলিতে নাই। অম্বুবাচীতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বা বিধবাদি কাহারও পক্ষে অন্নাদি-পাকদ্রব্যের শ্রীকৃষ্ণমহাপ্রসাদ-ভক্ষণেও কোনও দোষ নাই, যেহেতু প্রসাদ হইলেন, অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বস্তু, ইহা পার্থিব বস্তুর ন্যায় প্রাকৃত বা জড়বস্তু নহে। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে অন্য-দেবদেবীর সেবা-পূজা করিতে নাই ; তবে গৃহস্থ-ভক্তগণের পক্ষে লৌকিকতা বা সামাজিকতা-রক্ষার নিমিত্ত এই সেবাপূজা নিতান্তই করিতে হইলে শ্রীবিষ্ণু-নিবেদিত প্রসাদী দ্রব্য দ্বারাই করিতে হয়, অনিবেদিত দ্রব্য দ্বারা কদাচ নহে। অহঙ্কার, অভিমান, অযথা সংসারাসক্তি বা অত্যন্ত বিষয়-লালসা, অতি-ভোজন, কোনরূপ মাদকদ্রব্য-সেবন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা, জীবহত্যা, পরপীড়ন, ভজনে আলস্য, ভজনে অনিয়মাগ্রহ, অতীব অর্থ-লিপ্সা, অবৈধরূপে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা, শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্য যে কোনও দেবদেবীর প্রসাদাদি-গ্রহণ বা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা, অন্যোপাসকের বা অবৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণ, অবৈষ্ণবের দ্রব্য-ভক্ষণ, অবৈষ্ণবের পক্কান্ন-নিবেদন, হরিনাম-বিক্রয় অর্থাৎ হরিনাম বা হরিকথা শুনাইয়া অর্থোপার্জ্জন, অবৈষ্ণবশাস্ত্র বা গ্রন্থ বা অবৈষ্ণবের লিখিত টীকা, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তাদি-পাঠ, অবৈষ্ণবের সঙ্গ অর্থাৎ অসৎসঙ্গ, অবৈষ্ণবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাদানুবাদ

বৈষ্ণব সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ত্যাগী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ও (২) গৃহস্থ বা গৃহী। তন্মধ্যে দেখা যায়, লোকে সচরাচর গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণকে "ভক্ত" ও ত্যাগী অর্থাৎ বৈরাগী বা বাবাজী মহারাজগণকে "বৈষ্ণব" বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "ভক্ত" ও "বৈষ্ণব"—এ দুইয়ের প্রকৃতিগত বা অর্থগত বা অন্য কোনরূপ পার্থক্য নাই। বৈষ্ণব বলিতেও ভক্তকেই বুঝায়, ভক্ত বলিতেও বৈষ্ণবকেই বুঝায়—ভক্ত ও বৈষ্ণব একই বস্তু। 'ভক্ত' ও 'বৈষ্ণব' এই দুইয়ের পার্থক্য লোকে ব্যবহারে করিয়া রাখিয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্ত্রমতে কোনও পার্থক্য নাই। ত্যাগিগণও হইলেন ত্যাগী বৈষ্ণব বা ত্যাগী ভক্ত, গৃহস্থগণও হইলেন গৃহস্থ বৈষ্ণব বা গৃহী বৈষ্ণব কিম্বা গৃহস্থ ভক্ত বা গৃহী ভক্ত; সুতরাং 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' বলিতে ত্যাগী ও গৃহস্থ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে 'বৈষ্ণব' বা 'ভক্ত' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোথাও ত্যাগী বা গৃহস্থ বলিয়া কোনও পার্থক্য করেন নাই—তদ্দ্বারা উভয়বিধ ভক্তকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং শাস্ত্রমতে দেখা যায়, ভক্ত = বৈষ্ণব, বৈষ্ণব = ভক্ত; দুই একই বস্তু। আবার বৈষ্ণব কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধেও শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যথা :—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হন, তাঁহাকেই "বৈষ্ণব" বলিয়া জানিবে; এতদ্ভিন্ন অন্য আর সকলেই "অবৈষ্ণব"।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, এইরূপ অবস্থা হইলে সকলকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তা তাঁহারা ত্যাগীই হউন, আর গৃহস্থই হউন। সুতরাং শাস্ত্রে যেখানে যেখানেই বৈষ্ণবের সমাদর করিতে বলিয়াছেন, সেখানে সেখানেই বুঝিতে হইবে যে, ত্যাগী ও গৃহস্থ—উভয়বিধ বৈষ্ণবকেই একই রূপ সমাদর করিতে বলিয়াছেন, কেন না সেখানে এমন কিছুই বলেন নাই যে, ত্যাগী বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সম্মান এইরূপে করিও, আর গৃহস্থ বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সম্মান এইরূপে করিও। তবে ত্যাগী বৈষ্ণব হইলে তখন তাঁহাকে আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কোনও ধারই ধারিতে হয় না, কিন্তু গৃহী বৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর থাকিতেই হয়; অপিচ ত্যাগী বৈষ্ণব হইলে তখন আর তাঁহাকে সাংসারিক কোনও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকিতে না হওয়ায়, তাঁহার ভজন-সাধনের পক্ষে মহা সুবর্ণ-সুযোগ লাভ হয় বলিয়া গৃহস্থ অপেক্ষা তাঁহার অনেক উচ্চাধিকার-লাভের পথও স্বতঃই প্রশস্ত হওয়ায় তিনি পরম ধন্য হইয়া থাকেন; তন্নিমিত্তই তিনি গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া লোক-সমাজে তদপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং তন্নিমিত্তই শাস্ত্রে বৈরাগ্য-ধর্ম্মের মহামহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ-মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ

মনে কপটতা বা কুটিলতা আদৌ রাখিতে নাই। প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যশোলিপ্সা একেবারেই করিতে নাই। নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মান দিতে হয়। দৈন্য হইল বৈষ্ণবের ভূষণ; নিজেকে সর্ব্বদা অপরাধী ভাবিয়া অতি দীনভাবে অবস্থান করিতে হয় এবং সকলের নিকটই নিষ্কপটে দৈন্য প্রকাশ করিতে হয়। ঔদ্ধত্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কাহারও অনিষ্ট করিতে নাই। ভজন ও অন্যান্য বিষয়ে যথাসাধ্য পরোপকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, কাঁকড়া, কুঁচে, কচ্ছপ, প্রভৃতি আমিষদ্রব্য ও পেঁয়াজ, রশুন, মসূর, পুঁইশাক, গাজর প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য বিশেষরূপ অবিহিত বলিয়া নিবেদন করা বা ভোজন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। স্ত্রী-সঙ্গ ভজন-হানিকর বলিয়া, উহা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ; তবে অসমর্থ বা অসংযত ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ত্রী-সঙ্গ যত কম করা যায় ততই ভাল; পরস্ত্রী-সঙ্গ একেবারেই করিতে নাই—এমন কি মনের দ্বারাও নহে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনপথে কামরিপু অত্যন্ত প্রবল শত্রু বলিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে হয়; সর্ব্বদা যে কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণভাবনাবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলে মনোমধ্যে কাম-চিন্তা আর আসিতেই পারে না—কাম-রিপু ক্রমশঃ স্বতঃই দমিত হইয়া যায়; নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারিলে হৃদয়ে স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে এক অভূতপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন আর কামাদি কোনও রিপু বা হিংসা-দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, কপটতা, ঝগড়া-বিবাদ, মাৎসর্য্যাদি কোনও কুপ্রবৃত্তি বা কোনও দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে উঠিতেই

পারে না, কাছে ঘেঁসিতেই পারে না ; তখন শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতরস-মাধুর্য্যাস্বাদনানন্দে অন্য সবই ভুলাইয়া দেয়—এমন কি নিজেকে পর্য্যন্তও ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় ; তখন শ্রীকৃষ্ণচিন্তার স্বভাবিকী শক্তিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দসুধা-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিশ্বসংসার স্বতঃই ভুলাইয়া দেয়। অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-কথানুশীলন, শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ-শ্রবণকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবনাদি-রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্য করাই আমাদের একমাত্র অবশ্য-কর্ত্তব্য ; ইহাই হইল উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ভজন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা-লাভের পরমোপায়।

ইতি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব সদাচার সম্পূর্ণ।

বৈষ্ণব-সমাদর।

(ত্যাগী ও গৃহী—উভয়বিধ বৈষ্ণবেরই তুল্য সমাদর।)

বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যথাযোগ্য সমাদরই হইল শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-পথে পর পর অগ্রসর হইবার মূল ও প্রধান সহায়। গুরু-বৈষ্ণবের সমাদর না করিলে কঠোর ভজন-সাধনও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার মধ্যে শ্রীগুরুদেবের সমাদর-সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবের সমাদর-সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলিবার আছে।

করা হউক, তাহাতে কোনও প্রভেদ নাই; তবে গৃহে থাকিয়া ভজনে বিবিধ অন্তরায় হয় বলিয়া বিশেষ অনুরাগী ভক্তগণ গৃহে থাকিতে না পারিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক ভজন করেন; পরন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়াও যদি ভজন করিতে না পারা যায়, তবে সেরূপ গৃহ-ত্যাগে কোনও ফলই হয় না, কিম্বা যদি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিয়া চলিতে না পারা যায়, তবে তাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ ও তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণ অধিকাংশই গৃহস্থ-ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের নামে আজিও ভুবন পবিত্র হইতেছে। শ্রীরায়-রামানন্দ, শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী, পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি, শ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীধর-পণ্ডিত, রাঘব-পণ্ডিত, বসু-রামানন্দ, উদ্ধারণ-দত্ত, সেন-শিবানন্দ, বাসু-ঘোষ, মহারাজ-প্রতাপরুদ্র, কাশী-মিশ্র,শিখি-মাহাতি, সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অসংখ্য গৌরভক্তগণ গৃহস্থ হইলেও তাঁহাদের যে অধিকার, তদ্রূপ অধিকার অনেক ত্যাগী ভক্তের মধ্যেও সুদুর্ল্লভ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ইঁহাদিগকে কিরূপ অপরিসীম সমাদর করিতেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি তাঁহার ত্যাগী ভক্তগণকেও যেরূপ সমাদর করিতেন, গৃহস্থ ভক্তগণকেও তদ্রূপই করিতেন। তবে যদি বলেন, ইঁহারা গৌর-পার্ষদ ছিলেন, ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু তাহাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তৎকাল হইতে আজিও পর্য্যন্ত বহু বহু গৃহস্থ-ভক্তগণ যেরূপ ভাবে ভজন-সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের যে অনুরাগ, যে

আর্ত্তি ও যেরূপ অনাসক্তি, তাহা কত ত্যাগী ভক্তের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয় না। ত্যাগী ভক্তগণ অবশ্য যথাযোগ্য ভজন-সাধন করিতে পারিলে, ত্রিভুবনেও তাঁহাদের তুলনা নাই, তাঁহারা দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার গৃহস্থ-ভক্তগণও কৃষ্ণগত-প্রাণ হইয়া ভজন-সাধন করিতে পারিলে তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ বলিয়াই জানিতে হইবে; এতদ্বিষয়ে মহারাজ-অম্বরীষ, বিদুরাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছেন; শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয়, শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ, শ্রীরামচন্দ্র-গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ-ঠাকুর প্রভৃতিও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৃহস্থভক্তগণের পক্ষে স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভজন-সাধন করিতে না পারিলে, তাঁহাদের যেমন কুত্রাপি আদর নাই, তদ্রূপ ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষেও স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভজন না করিতে পারিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটও তাঁহাদের কোনও আদর নাই। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণসমূহ পরেই প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং মহাপ্রভু যাঁহার আদর না করেন, অন্যে তাঁহার আদর না করিলেও তাহা দোষের বলিয়া বলা যায় না।

গৃহস্থ-ভক্তগণের কিরূপ ধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীমুখে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা :—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥

করিলে, তদ্বিরহ-শোকাতুর পিতা শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

স্থির হও মিশ্র! কেনে দুঃখ ভাব' মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটী কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এতদ্দ্বারা বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করার মহামহিমা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম-সকল যথাযথ প্রতিপালন করিতে হয়, নতুবা ঘোর অধঃপতন হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত সেই অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে; কোনরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশে বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে তাহার পরিণাম-ফল শুভকর বা সন্তোষজনক হয় না।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়, বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ-হেতুনা।

অর্থাৎ বৈষ্ণবে কন্যা-সম্প্রদান সংসার-মুক্তির একটী প্রধান কারণ।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, গৃহস্থ-ভক্তকেও বৈষ্ণব বলিয়াই বলিয়াছেন, যেহেতু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষেই ত বিবাহ, ত্যাগী বৈষ্ণবের ত বিবাহ নাইই, এমন কি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্তও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং ত্যাগী ভক্তও যেমনই 'বৈষ্ণব', গৃহস্থ-ভক্তও তেমনই 'বৈষ্ণব'।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে যে গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা নহে ; শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ তৎকৃত মনঃশিক্ষায় গৃহত্যাগ না করিয়াও অর্থাৎ গৃহে থাকিয়াই প্রকৃষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, যথা :—

> ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
> শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
> মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

অর্থাৎ "হে মন! তুমি বেদাদি-শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকার্য্য বা অধর্ম্ম কিছুই করিও না। তুমি এই সংসারে থাকিয়া, স্বীয় ব্রজবাস ভাবনা করতঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রচুর সেবা কর এবং শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অর্থাৎ দাস-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।" এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, গৃহ ত্যাগ না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ভালরূপেই চলিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণভজন যে কোনও অবস্থাতেই হইতে পারে—তা গৃহস্থাবস্থাতেই হউক, আর ত্যাগী অবস্থাতেই হউক ; তবে ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষে অনেক বিষয়ে ভজনের সুবিধা হয়; কিন্তু গৃহস্থ-ভক্তগণের পক্ষে অনেক অন্তরায়, এই যা পার্থক্য, নতুবা গৃহস্থ হইয়া ভজন করিলে তাঁহারাও ধন্য ; সেই ভজনে তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে ; ভজনই হইল প্রধান বস্তু, ভজন করাই হইল একান্ত আবশ্যক—তা গৃহস্থ হইয়াই করা হউক, আর গৃহ ত্যাগ করিয়াই

তেঁহো কহে—"কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ।"
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥"
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৬ পঃ।

এখানেও দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভু ত্যাগী বৈষ্ণব ও গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কোনও পার্থক্য করিলেন না; তিনি বলিলেন, যিনি মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন এবং তজ্জন্য যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম স্বতঃই আইসে, তাঁহাকে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে—তা তিনি ত্যাগীই হউন, আর গৃহস্থই হউন। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামী ভক্তগণকে আরও বলিলেন যে, তোমরা গৃহস্থ, তোমরা বৈষ্ণব-সেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তাহাতেই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে হইলে গৃহ যে ত্যাগ করিতেই হইবে তাহা নহে, গৃহে থাকিয়া ভজন-সাধন করিলেও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ হইয়া থাকে।

ত্যাগী বৈষ্ণবগণেরও যে কিরূপ ধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন, যথা ঃ—

প্রভুকে গোবিন্দ কহে—"রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায়॥"
শুনি তুষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিল।
"ভাল কৈল—বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৬-পঃ।

পুরীধামে শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ তাঁহার বাড়ীর অর্থদ্বারা নির্ব্বাহিত মহাপ্রভুর দৈনিক সেবার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিলে, তৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিলেন রঘু ভালই করিয়াছে, কেন না—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৬-পঃ।

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি'॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১১ অঃ।

শ্রীবাসুদেব-দত্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসেন-শিবানন্দকে বলিতেছেন ঃ—

গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫ পঃ।

কুলীনগ্রামী ভক্তগণের নিবেদনে মহাপ্রভু উত্তর দিতেছেন ঃ—

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন—॥
"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু! নিবেদি চরণে॥"
প্রভু কহে—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥"
সত্যরাজ বলে—"বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥"

প্রভু কহে—"যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফল—করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে প্রেমের উদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব, তার করিবে সম্মান॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫-পঃ।

এখানেও দেখা যাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যাগী ও গৃহস্থ—এই উভয়বিধ বৈষ্ণবের মধ্যে কোনও পার্থক্য করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, কৃষ্ণনাম যে করিবে সেই মহাধন্য, মহাপবিত্র—তা ত্যাগীই হউক, আর গৃহস্থই হউক।

কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পুনরায় পর-বৎসর ও আবার তৎপর-বৎসর ঐরূপই নিবেদন করিলে, মহাপ্রভু যে উত্তর দিলেন তাহাও নিম্নে বর্ণিত হইতেছে, যথাঃ—

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববত কৈল নিবেদন।
"প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য-সাধন॥"
প্রভু কহে—"বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"

ছোট-হরিদাসের বর্জ্জন-প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণ বর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন, যথা :—

প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাইয়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঁইর আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ২য়-পঃ।

পরদিন ভক্তগণ আবার আসিয়া বলিলেন :—

"অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিবে অপরাধ॥
প্রভু কহে "মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ-কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ২য়-পঃ।

মহাপ্রভু ত্যাগী ও গৃহস্থ—উভয়বিধ বৈষ্ণবেরই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন; তদনুসারে চলিতে না পারিলে ধর্ম্ম-রক্ষা হইবে না।

পরমারাধ্যপাদ শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয় তৎকৃত "প্রার্থনা" গ্রন্থে বলিয়াছেন : –

গৃহ বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ॥

এতদ্দ্বারা তিনি ত্যাগী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবের কোনও পার্থক রাখিলেন না; তিনি বলিলেন, যে কেহ গৌরাঙ্গ ভজন করে—তা সে গৃহস্থ-বৈষ্ণবই হউক, আর বনবাসী অর্থাৎ ত্যাগী বৈষ্ণবই হউক, আমি তার সঙ্গ কামনা করি।

পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণদাস-বাবাজীমহারাজও গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তৎকৃত পাষণ্ড-দলনে বলিয়াছেন :—

গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা।
তাঁহার মহিমা কিছু শুন পাপিজনা॥
একবার বলিলে কৃষ্ণ সব পাপ যায়।
গৃহস্থ-বৈষ্ণব তারা নিরবধি গায়॥
দেখ দেখি কি মহিমা কহিব তাহার।
হেন সঙ্গ করে যেই, সেই হয় পার॥
গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গুণ শুন রে পামর।
পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর॥
সংসারেতে থাকি তারা করে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে নিস্তরে—পায় প্রভুর চরণ॥

এতদ্দ্বারা গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণেরও মহামহিমা কীর্ত্তিত হইল এবং তাঁহারাও যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাও স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিলেন।

সুতরাং জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র গৃহত্যাগ

করিলেই যে মহৎ হওয়া যায়, তাহা নহে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল-প্রেমানন্দদাস-বাবাজীমহারাজও তৎকৃত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন :—

এ মন! ঘর ছাড়িলে কি তরে।
যত পশুগণ তে কেনে তরে না
যাহারা বনেতে চরে॥

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই হইল মূলবস্তু—তা গৃহে থাকিয়াই হউক, আর গৃহ ছাড়িয়াই হউক।

আরাধ্যপাদ শ্রীল-জগদানন্দ-পণ্ডিতগোস্বামী প্রভু তৎকৃত "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থের স্থানে স্থানে বলিয়াছেন, যথা :—

(১) "গৃহস্থ-বৈষ্ণবের নাহি মাহাত্ম্যের সীমা॥"
(২) "গৃহী হৌক ত্যাগী হৌক ভক্তে ভেদ নাই।
ভেদ কৈলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥"

এতদ্দ্বারাও গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের মহামহিমা প্রকটিত হইল এবং তদ্বিষয়ে ত্যাগী বৈষ্ণব সহ তাঁহাদের অভিন্নত্বও প্রদর্শিত হইল।

কৃষ্ণগতপ্রাণা পরম-ভাগ্যবতী শ্রীমতী মীরাবাইও তৎকৃত দোঁহায় বলিয়াছেন, যথা :—

"মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা।"

এতদ্দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই হইল মূলবস্তু; উহা গৃহে থাকিয়াই কাহারও হউক, বা গৃহ ছাড়িয়াই হউক, দুইই সমান। গৃহে থাকিয়াও যদি কৃষ্ণপ্রীতি থাকে, তবে তাহাও ভাল, কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়াও যদি কৃষ্ণপ্রীতি না থাকে, তবে সেরূপ গৃহ-ত্যাগেও কোনও ফল নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ত্যাগী বৈষ্ণবগণও স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে না পারিলে তাহাও দোষের হইবে, কেন না তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্টই হইবে এবং ভজন-বিষয়ে কপটতাই প্রকাশ পাইবে। এতৎসম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয় তৎকৃত "প্রার্থনা"-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

অর্থলাভ—এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।

কিন্তু শ্রীঠাকুর-মহাশয় ত অর্থ-লাভের আশায় কদাচ দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান নাই, তথাপি তিনি এইরূপ কথা কেন বলিলেন? সুতরাং বুঝিতে হইবে তিনি ঐ প্রকার ত্যাগিবৈষ্ণবগণের শিক্ষার্থেই এইরূপ কথা বলিয়া সকলকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীল-প্রেমানন্দদাস-বাবাজীমহারাজও তৎকৃত "মনঃশিক্ষা"-গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

না ভজিয়া যদি, বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে।
রাখালে মিলিলা, প্রলম্ব তে কেনে, বাছিয়া ফেলিল তারে॥

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, কেবলমাত্র বেশ পরিবর্ত্তন করিলেই অর্থাৎ কেবল গৃহস্থের বেশ ছাড়িয়া ত্যাগীর বেশ ধারণ করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা যায়, তাহা নহে ; ভজন ব্যতীত ঐ সেবা-লাভ অন্য আর কোন প্রকারে হইতে পারে না।

এক্ষণে বুঝা গেল যে, যে সমস্ত ত্যাগী বৈষ্ণবগণ যথাযথ বৈরাগ্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ঐকান্তিক-ভাবে ভজন করেন, তাঁহাদের নামেও যেমন ভুবন পবিত্র হয়, তদ্রূপ যে সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ

যথাযথ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ঐকান্তিক-ভাবে ভজন-সাধন করেন, তাঁহাদের নামেও ভুবন পবিত্র হইয়া থাকে। শ্রীবিদুর-মহাশয় ছিলেন গৃহস্থ-বৈষ্ণব; তিনি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলে, মহারাজ-যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম-স্কন্ধ ১৩-অঃ।

অর্থাৎ হে পিতৃব্য-মহাশয়! আপনার তীর্থ-ভ্রমণের কি প্রয়োজন? আপনার ন্যায় ভাগবতগণ ত স্বয়ংই তীর্থ-স্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে স্পর্শ বা তথায় স্নানাদি দ্বারা পুনরায় তাহা পবিত্র-তীর্থ করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ-ভক্তগণের আচার-ব্যবহার বিষয়ীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও, বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি না থাকায়, তাঁহাদিগকে বিষয়ি-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাই, করিলে অপরাধ হয়, যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তচিত্ত বলিয়া তাঁহারা পরম-বৈষ্ণব-মধ্যেই পরিগণিত। শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিমহাশয় ছিলেন গৃহস্থবৈষ্ণব, কিন্তু বাহিরে তাঁহার ব্যবহার মহাবিষয়ীর ন্যায় ছিল। তাহা দেখিয়া তৎপ্রতি মহাবৈরাগ্যবান্ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের অবজ্ঞা হওয়ায় তিনি অপরাধী হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বিদ্যানিধি-মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অপরাধ খণ্ডন করিলেন।

দেখা যায়, বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করিতে শাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ

করিয়াছেন ; শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিলে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে দেখা যায়,

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার নরকে গমন হইয়া থাকে।

ইতিহাস-সমুচ্চয়েও বলিয়াছেন—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব-ব্যক্তি যদি শূদ্র, বা ব্যাধ, বা চণ্ডালও হন, তথাপি যে জন তাঁহাকে নীচজাতি-রূপে দর্শন করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থেও বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবেতে জাতি-বুদ্ধি যেই জন করে।
সে জন নারকী—মজে দুঃখের সাগরে॥

ভক্তমাল—৬ষ্ঠ মালা।

পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণদাস বাবাজীমহারাজও তৎকৃত "পাষণ্ডদলন"-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি-বুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

আবার দেখা যায়, তত্ত্বসাগরে বলিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন (২য় বিঃ)।

অর্থাৎ বিধানানুসারে পারদ-সংযোগ দ্বারা কাংস্য যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ যথাবিধি দীক্ষা-বিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এতদ্দ্বারা যখন ইহাই বলিলেন যে, যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিলেই মানবগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়, তখন দীক্ষা লাভ হইলে নীচজাতির নীচত্ব আর তখন কোথায় থাকিতে পারে? যে কোনও ব্যক্তি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইলেই তখন তাঁহার দ্বিজত্ব-লাভ ত হইলই, তা ছাড়া তিনি তখন তদুপরি বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত হইলেন; সুতরাং তখন আর তাঁহার সম্বন্ধে জাতি-বিচার থাকিতেই পারে না; তিনি তখন পরম-ভাগবত বলিয়া তাঁহার তদ্রূপই সম্মান করিতে হইবে, তাঁহার উচ্ছিষ্টও তখন পরম পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তখন তিনি কৃষ্ণ-সেবাপূজার যোগ্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তখন দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন দেবতার পক্ষেও সুদুর্ল্লভ। অতএব তিনি নীচজাতি বলিয়া তখন তাঁহার কোনরূপ ঘৃণা করিলেই অপরাধী হইতে হইবে, কেন না তিনি তখন আর ঘৃণিত নীচজাতি নহেন, তিনি তখন বৈষ্ণব, তিনি তখন পরম-ভাগবত; সুতরাং তিনি তখন সকলেরই পরমপূজ্য—তখন তাঁহার পদজল

বা চরণামৃত, তখন তাঁহার উচ্ছিষ্ট পরম পবিত্র এবং তাহা পরম-গতিলাভের উপায়-স্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে।

ত্যাগী বৈষ্ণব ত কোনও জাতির মধ্যেই নহেন; তিনি হইলেন সর্ব্ব জাতির অতীত এক মহান্ জাতি; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে জাতি-বুদ্ধি কিছু আসিতেই পারে না; তিনি যেইমাত্র বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যখনই তিনি সন্ন্যাস বা ভেখ্ লইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জাতি চলিয়া গিয়া তিনি সমস্ত জাতির অতীত হইয়াছেন; ভেখ্ লইলে তখন সমস্ত জাতিই এক হইয়া যান। সুতরাং ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধির প্রশ্ন আসিতেই পারে না, কেন না তাঁহার ত আর জাতি নাই। অতএব গৃহস্থভক্ত-সম্বন্ধেই জাতি-বুদ্ধি করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। আবার শাস্ত্রে দেখা যায়, চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তবে তিনি দ্বিজ বা মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যথা :—

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।—নারদপুরাণ।

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।—পদ্মপুরাণ।

শ্রীল-রামচন্দ্র-গোস্বামিপ্রভু তৎকৃত পাষণ্ড-দলনে বলিয়াছেন—

চণ্ডাল যদ্যপি ভাই! কৃষ্ণভক্ত হয়।
ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয়॥

শ্রীহরিদাস-ঠাকুর নিজেকে নীচজাতি বলিলে, মহাপ্রভু বলিলেন—

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১০ অঃ।

শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদের জ্ঞাতিখুড়া শ্রীকালিদাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উচ্চ-জাতি কায়স্থ হইয়াও ভূমিমালী-নামে অতি নীচ-জাতীয় গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীঝড়ু-ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট একটী এঁটো-পাতা-ফেলা গর্ত্তের মধ্য হইতে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া উহা খাইয়া নিজেকে পরম ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

অতএব বুঝা গেল যে, গৃহস্থভক্তগণের জাতিবুদ্ধি করিতেই শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন, কেন না গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সদাচার-পরায়ণ একনিষ্ঠ ভক্ত হইলেই, তাঁহারাও তখন জাতি-বহির্ভূত পরম-ভাগবত হইলেন; সুতরাং তখন তদ্রূপ গৃহস্থ-ভক্তেরও উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কোনও দোষ হইতে পারে না, তা তিনি যে জাতিই হউন না কেন; তবে সাংসারিক হিসাবে গৃহস্থ-ভক্তগণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেই হয়; তন্নিমিত্ত, নীচজাতীয় গৃহস্থ-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইলে সামাজিক-হিসাবে তাহা দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি-রাজ্যে ঐরূপ উচ্ছিষ্ট-ভোজন দোষাবহ না হইয়া উহা বরং বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় বলিয়াই পরিগণিত হয়। ভক্তির যে কি এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কি অপূর্ব্ব মহামহিমা, তাহা বর্ণনাতীত।

এক্ষণে বুঝা গেল যে, বিশিষ্ট-বৈষ্ণবসদাচার-পরায়ণ একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হইলেই কি ত্যাগী, কি গৃহস্থ—উভয়কেই তুল্য-সমাদর করা কর্ত্তব্য। তবে ত্যাগী ভক্তগণ দুশ্ছেদ্য সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, আগে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা

করিয়া, পরে গৃহস্থ-ভক্তগণের মর্য্যাদা রাখিতে হয়, কিন্তু উভয়কেই তুল্য-সমাদর করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অধিকার-ভেদে বা প্রয়োজনানুসারে কাহাকেও বা গৃহে থাকিয়া, কাহাকেও বা গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং নিষ্কপট ও ঐকান্তিকভাবে বিশুদ্ধ ভজন করিলে উভয় ভক্তকেই তুল্যপূজ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে; তবে কেবল এই পার্থক্য রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব-বিষয়ে অগ্রে ত্যাগীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে, তাঁহাদের সম্মান আগে দিতেই হইবে।

ইতি বৈষ্ণব-সমাদর সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজের অর্থ ও মাহাত্ম্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত গোপালতাপনীয়শ্রুতি-বচনে বলিতেছেন (১ম বিঃ):—

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা কে? মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায়? কাহাকে জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয়? এবং কাহা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হয়?

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন:—শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা। মৃত্যু গোবিন্দ হইতে ভয় পায়। গোপীজন-বল্লভকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা হয়। স্বাহা দ্বারা এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুনিগণ ব্রহ্মাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন:—কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? গোপীজন-বল্লভ কে? আর স্বাহাই বা কে?

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, যিনি পাপ কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদ-বিদিত এবং যিনি ঐ সমুদায়কে অবগত আছেন, তিনি গোবিন্দ। গোপীজন শব্দের অর্থ অবিদ্যা-কলা অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ, তাহার বল্লভ (প্রেরক) অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানের প্রেরণ-কর্ত্তা, তিনি গোপীজন-বল্লভ; অথবা গোপীজন শব্দের অর্থ আবিদ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বিদ্যা বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, তাহার বল্লভ বা প্রেরণ-কর্ত্তা অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, তিনি গোপীজনবল্লভ। আর স্বাহা শব্দে মায়া বুঝায়। এ সমস্তই পরম-ব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করেন ও তাঁহাকে ভজন করেন, তিনি মুক্ত হন।

মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার রূপ কি প্রকার? তাঁহার আস্বাদন কি প্রকার, এবং তাঁহার ভজনই বা কি প্রকার, তৎসমুদয় আমরা সুন্দররূপে অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত আমাদিগকে বলুন।

ব্রহ্মা তখন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—তিনি গোপবেশধারী, নবজলধর-শ্যামবর্ণ, বংশীধারী নিত্য-কিশোর, কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থিত ইত্যাদি তাঁহার রূপ। এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই হইতেছে তাঁহার ভজন; ইহলোক ও পরলোক—এতদুভয়ের উপাধি অর্থাৎ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতে মনঃসংযোগই হইতেছে ভক্তি, এবং ঐ ভক্তিরই নাম নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্মশূন্যতা অর্থাৎ এইরূপ ভক্তিতে বা ভজনে

কর্ম্মের গন্ধমাত্রও থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ সেই কৃষ্ণকে নানা প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন ও নিত্যস্বরূপ সেই গোবিন্দকে বহু প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন; গোপীজন-বল্লভই ভুবন-সকল পালন করিতেছেন; তিনি স্বাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজ হইতে উদ্ভূত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বায়ু যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ কৃষ্ণ এক হইয়াও জগতের হিতার্থে অষ্টাদশ অক্ষরের পঞ্চপদে অর্থাৎ ক্লীঁ, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা—এই পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র-রূপে বিরাজ করিতেছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন এক অর্থাৎ তিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিত; এই নিমিত্ত সকলেই তাঁহার বশীভূত; তিনি দেশ, কাল ও বস্তু হইতে অপরিচ্ছিন্ন, এবং তিনি ব্রহ্মাদি-শ্রেষ্ঠদেবতাগণেরও স্তুত্য। অপিচ. তিনি এক হইয়াও জগৎ-পালনার্থ শরীর-গত বায়ুর ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত "ক্লী" ইত্যাদি পঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই পঞ্চপদ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে যোগপীঠাবস্থিত ভাবনা করিয়া যে সকল ধীর-ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ-স্বরূপ সুখ লাভ হয়; কিন্তু তদ্ভক্তি-বিরহিত লোক-সকলের, অন্ধজনের রূপ-দর্শনের ন্যায়, সে সুখ লাভ হয় না। বস্তুতঃ যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, দেবতাদি চেতনবস্তু-সমূহের মধ্যে চেতন

এবং যিনি এক হইয়াও পঞ্চরূপে সকলের কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাকে পীঠাবস্থিত ভাবনা করিয়া যে সকল ধীর-ব্যক্তি তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগের অক্ষয়-সিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু তদ্ভজন-বহির্মুখ লোক-সকলের সে প্রকার সিদ্ধি লাভ হয় না।

যাঁহারা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া যন্ত্রস্বরূপ-বিষ্ণুপদের সম্যক্ আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের ঐ যত্ন-হেতু ভজনের অব্যবহিত কালেই অর্থাৎ অনতিবিলম্বে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গোপাল-রূপ কিম্বা গোপাল-বেশ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন, সৃষ্টিকালে যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সৃজন করিয়াছেন, এবং হয়গ্রীব ও মৎস্য-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে গোপালবিদ্যা-রূপ বেদগণকে উদ্ধার করতঃ আমাকে উহা উপদেশ করিয়াছেন, সেই স্বপ্রকাশ-দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় কর।

যে সকল ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের পঞ্চপদ-স্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" যুক্ত করিয়া জপ করেন, শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদিগকে আপনার গোপাল-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। অতএব মোক্ষকামী পুরুষগণ সংসার-রূপ অনর্থ-নিবৃত্তির নিমিত্ত গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃপুনঃ জপ করিবেন।

ব্রহ্মা স্পষ্ট করিয়া আরও বলিলেন, আমি অনবরত ইহার স্তব করাতে ইনি পরার্দ্ধ-কালের অবসানে প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন—গোপ-বেশ-ধারী এক পরমপুরুষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত

হইলেন। অনন্তর আমি প্রণাম করিলে, তিনি সদয়-চিত্তে আমাকে সৃষ্টি-কার্য্যের জন্য অষ্টাদশাক্ষর-স্বরূপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পুনরায় আমার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মিলে, সেই সকল বর্ণ দ্বারা ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলাম, যথা—ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে অগ্নি, বিন্দু হইতে চন্দ্র ও তাহার নাদ হইতে সূর্য্য; এই সমস্ত ক্লীঁ হইতে সৃজন করিলাম। কৃষ্ণা এই শব্দ হইতে আকাশ, য(য়)কার হইতে বায়ু, গোবিন্দায় শব্দ হইতে গোজাতি, গোপীজন শব্দ হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং বল্লভায় শব্দ হইতে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি—এই সমস্ত সৃজন করিলাম।

এই পঞ্চপদ-বিশিষ্ট অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের অর্চ্চনা দ্বারা সোমমৌলি শ্রীমহাদেব গতমোহ হইয়া আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব ইদানীং মানবগণ যেন নিষ্কাম-চিত্তে প্রণব(ওঁ)-যুক্ত করিয়া এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

যাহার প্রথম পদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, সেই একমাত্র অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রধ্বজ শ্রীমহাদেব শ্রীবিষ্ণুর অবিনশ্বর পরম-ধামে গমন করিয়াছিলেন।

কেবল বিশুদ্ধ-সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত, নির্ম্মল, শোক-রহিত ও ভোগাদি-পরিশূন্য যে পদ, তাহাই পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়াছেন।

তিনিই বাসুদেব; তিনি ভিন্ন অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সচ্চিদানন্দময়, পঞ্চপদ-গ্রথিত-মন্ত্রস্বরূপ, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ-মূলে সুখোপবিষ্ট সেই অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকি।

একমাত্র যিনি হইলেন উৎপত্তি-বিহীন, যিনি মনের সাতিশয় দূরবর্ত্তী এবং দেবগণ নিরন্তর যাঁহার চিন্তা করিয়াও যাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই, সেই সুদুর্ল্লভ অদ্বিতীয় পরম-বস্তুকে এই পঞ্চপদাত্মক-মন্ত্র-জপ দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা; তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাকেই কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন করিবে এবং তাঁহারই পূজা করিবে। একমাত্র তিনিই হইলেন সৎ অর্থাৎ নিত্য।

(শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলকিশোর-ভজন-লোলুপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র, যথা :—

"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত নিম্নলিখিত দশাক্ষর-মন্ত্র, যথা :—

"ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

এই দুইটী তুল্য-মাহাত্ম্যময় মন্ত্রের কোনও একটী মন্ত্র নিজনিজ-শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তদীয় নিকট হইতে লাভ করতঃ ধন্য হইয়া থাকেন এবং তদবলম্বনে ভজন করিতে করিতে যথাকালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলসেবা-লাভরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হন।)

———

কামগায়ত্রীর অর্থ।

'আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেব-পদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং ততঃ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত সনৎকুমারকল্প-বচন (৩য় বিঃ)।

প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ "ক্লীঁ" এই বীজ উচ্চারণ করিয়া, পরে "কামদেব" শব্দ বলিতে হইবে, তাহার পর "আয়" (কামদেব+আয়=কামদেবায়) বলিতে হইবে, তৎপরে "বিদ্মহে", তাহার পর "পুষ্পবাণায়" শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহার পর "ধীমহি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, তৎপরে "তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ

"ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

এইরূপ হইল কামগায়ত্রী। ইহার আভিধানিক অর্থ এই যে, আমি কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণে সেই সেই পরমাত্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজন।

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ-হেতুনা।
পরং নির্ব্বাণ-হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনং ॥

শ্রীভক্তমাল-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন (৬ষ্ঠ মালা)।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন ঃ—বৈষ্ণবে কন্যা-সম্প্রদান সংসার-মুক্তির একটী প্রধান কারণ; অপিচ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন তদপেক্ষাও সংসার-মুক্তির অপর একটী প্রধান কারণ।

অবৈষ্ণবের দ্রব্য-ভক্ষণ-নিষেধ।

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কূর্ম্মপুরাণ-বচন (৯ম বিঃ)।

শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথী-জলং।
শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতং ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন (৯ম বিঃ)।

প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ ॥
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।
নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি ॥ ৩ ॥

পদ্মপুরাণ।

১। কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন ঃ—বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা বৈষ্ণব-গণের নিকট হইতেই অন্ন (প্রসাদান্ন) চাহিয়া খাইবেন;

অবৈষ্ণবের অন্ন অপবিত্র বলিয়া তাহা বিষ্ঠাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন—এমন কি ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার অন্নও (বৈষ্ণবের পক্ষে) ঐরূপ অপবিত্র বলিয়া উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

২। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—ভগবদ্ভক্তগণের অন্ন পবিত্র, গঙ্গাজল পবিত্র, বিষ্ণু-পরায়ণ চিত্ত পবিত্র এবং শ্রীএকাদশীব্রত পবিত্র।

৩। পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন ঃ—বৈষ্ণব-ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিকটেই অন্ন (প্রসাদান্ন) চাহিয়া খাইবে, তদভাবে তাঁহার জল পান করিবে। বৈষ্ণব-ব্যক্তি শাক্ত প্রভৃতি অন্যদেবোপসকগণের সঙ্গ বা সম্পর্ক সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে, তাঁহাদিগের নিকট কোনও বস্তু চাহিবে না, যেহেতু তাঁহাদের দ্রব্য (বৈষ্ণবের পক্ষে) অপবিত্র। বৈষ্ণব-ব্যক্তি শাক্ত-শৈবাদির গৃহে কদাচ অন্ন গ্রহণ করিবে না।

হরিনাম-বিক্রয়-নিষেধ।

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২২শ অধ্যায়।

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভমারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম-স্কন্ধ ৩য়-অধ্যায়।

১। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলিতেছেন ঃ—বিষহীন সর্প দেখিতে সর্পবৎ হইলেও, উহা যেমন প্রকৃত-সর্প-মধ্যে গণ্য

নহে, তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রগণের অর্থাৎ ভগবৎসেবাপূজা-বিহীন শূদ্রগণের পাচক, অথবা যে ব্রাহ্মণ হরিনাম বিক্রয় করেন অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বা হরিকথা বলিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, অথবা যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিক্রয় করেন অর্থাৎ শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন—এরূপ ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন হইলেও, তাঁহারা প্রকৃত-ব্রাহ্মণপদ-বাচ্য নহেন।

২। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—কাহাকেও প্রলোভনাদি দ্বারা বা বলপূর্ব্বক, অথবা অনধিকারী ব্যক্তিকে কদাচ শিষ্য করিবে না; ভগবদ্‌গ্রন্থ ভিন্ন অন্য নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিবে না; শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না অর্থাৎ জীবন-ধারণের জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না এবং মঠাদি নির্ম্মাণ-রূপ আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্য করিবে না।

সহস্রনাম-মাহাত্ম্য।

শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে! সহস্রনামকস্য যৎ।
পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতু-শতৈরপি॥ ১॥
উক্ত্বা নাম-সহস্রস্তু নাম্নো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ! সত্যমেতন্ময়েরিতং॥ ২॥
যস্মিন্নাম-সহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তত্র ন বিশতে কলিঃ॥ ৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন (৬ষ্ঠ বিঃ)।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন :—

১। হে দেবর্ষে! সহস্রনামের একটী শ্লোক পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, কথিত আছে শত যজ্ঞ করিলেও তাহা হয় না।

২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি সত্য বলিতেছি, কলিযুগ সমাগত হইলে পর, সহস্রনাম পাঠ করিলে আর অন্য ধর্ম্মাচরণের আবশ্যকই হইবে না।

৩। তিনি আরও বলিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে আমার সহস্রনাম লিখিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সে গৃহে কলি অর্থাৎ কলির পাপ ও অমঙ্গলাদি প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ ১॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতং সমভ্যসেৎ॥ ২॥
গীতাধ্যায়ং পঠেদ্ যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপ-বিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥ ৩॥
অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥ ৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন (৬ষ্ঠ বিঃ।)

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন :—

১। যে গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছেন, তাহাই সুন্দররূপে পাঠ করিবে, অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নাই।

২। গীতা হইলেন সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বধর্ম্মময়ী ; অতএব গীতাই অভ্যাস করিবে।

৩। যিনি গীতার এক অধ্যায় বা একশ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোকমাত্রও পাঠ করেন, তিনি সংসার-রূপ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

৪। যে মানব প্রতিদিন এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ মার্জ্জনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য।

তমাদিদেবং করুণা-নিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারং।
অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজাম্যহং ভাগবত-স্বরূপং ॥ ১ ॥

পদ্মপুরাণ।

যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটীসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥ ২ ॥

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলা-দানজং ফলং ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্দ্ধং শ্লোক-পাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবং।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা গোসহস্র-ফলং লভেৎ ॥ ৪ ॥

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন (১০ম বিঃ)।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ৬ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং।
তৎ শৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণ-পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ-স্কন্ধ (শ্রীহরিভক্তিবিলাস্ ১০ম-বিঃ)।

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন :—

১। যিনি করুণা-নিধান ও তমাল-শ্যামল-কান্তি, যিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রন্থ-রূপে আবির্ভূত এবং যিনি অপার-সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু-স্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ আদিদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি।

(এতদ্দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, "শ্রীমদ্ভাগবত"-গ্রন্থ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীঅঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থ-রূপে বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে এই গ্রন্থের নিত্য সেবাপূজা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিতে হয় এবং নিত্য নিয়মপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিয়া এই অপার্থিব গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা, পরমানন্দ-লাভ ও স্বীয়-পরমকল্যাণ সাধন করিতে হয়।)

২। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবকে ভাগবত-শাস্ত্র দান করেন, তাঁহাদের সহস্রকোটী-কল্পকাল বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

৩। যে ব্যক্তি নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তাঁহার অক্ষরে অক্ষরে কপিলা-গো-দান-জনিত ফল লাভ হয়।

৪। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ভাগবতের অর্দ্ধ-শ্লোক বা পাদ-শ্লোকও নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সহস্র-গো-দানের ফল লাভ হয়।

৫। পদ্মপুরাণে বলিতেছেন:—যাঁহার গৃহে ভাগবতের একটী শ্লোক বা অর্দ্ধ-শ্লোক বা পাদ-শ্লোকও লিখিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহার গৃহে দেবদেব জনার্দ্দন শ্রীহরি বিরাজমান থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন:—

৬। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণ-সমূহেব মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত হইলেন শ্রেষ্ঠ।

৭। এই নির্ম্মল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদিগের অতি-প্রিয়; ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষ্যগণ ভব-বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য।

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রানি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রানি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ব-বন্দিতাঃ॥
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র! কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র-সংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ!॥

পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ।
শ্লোকপাদং পঠেদ্ যস্তু গোসহস্র-ফলং লভেৎ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভং।
বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥ ১॥
মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
তে নরাঃ কুরু-শার্দ্দূল! মমাতিথ্যং গতাঃ সদা॥ ২॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন (১০ম বিঃ)।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

১। ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিলেন, যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। যাঁহারা গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ-পাপ-মুক্ত হইয়া সকলের বন্দনীয় হন। হে দ্বিজবর! শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বস্ব দিয়াও মহাভক্তি সহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার গৃহে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করেন। পুরাণের বিষ্ণুমহিমাত্মক একটী শ্লোক বা অর্দ্ধ-শ্লোক বা পাদ-শ্লোকও যিনি পাঠ করেন, তিনি সহস্র-গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবশাস্ত্র দেবগণ, ঋষিগণ এবং যোগিগণেরও দুর্ল্লভ।

২। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যাহারা নিত্য আমার শাস্ত্র-সমূহ পূজা ও পাঠ করে, তাহারা সর্ব্বদা আমার আতিথ্যই লাভ করে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।